# আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিশ্ব-বিখ্যাত হাদিস সংকলনের বঙ্গানুবাদ
(পুনরাবৃত্তি ও দুর্বল হাদিস বর্জিত)

## হাদিস সংকলন

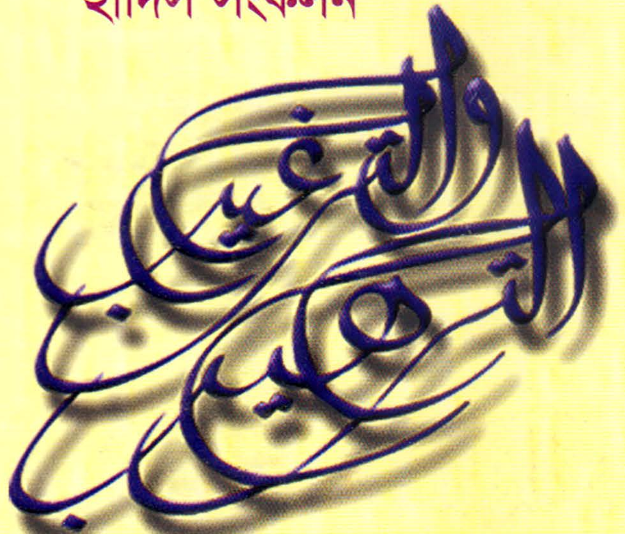

## দ্বিতীয় খণ্ড

মূল : হাফেয ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকীউদ্দিন আব্দুল আযীম
বিন আব্দুল কাওয়ী আল-মুনযেরী

অনুবাদ : হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক

# আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিশ্ব-বিখ্যাত হাদিস সংকলনের বঙ্গানুবাদ
(পুনরাবৃত্তি ও দুর্বল হাদিস বর্জিত)

## (দ্বিতীয় খণ্ড)

**মূল : ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন**
**আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাওলী আডল-মুনযিরী**

অনুবাদ
হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক
এম,এ (আরবী)

(মিশরের শহীদ সাইয়্যেদ কুতুবের বিশ্ব-বিখ্যাত তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনের অন্যতম অনুবাদক, ইমাম যাহাবীর কিতাবুল কাবায়ের (কবীরা গুনাহ্) সহ অর্ধশতাধিক গ্রন্থের অনুবাদক, হাদীসের কিস্‌সার (১-৪ খণ্ড) লেখক, দৈনিকজনপদের সাবেক সহকারী সম্পাদক, সৌদি দূতাবাসের সাবেক অনুবাদক ও মরক্কো দূতাবাসের অনুবাদক)

**হাসনা পাবলিকেশন**
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

www.nagorikpathagar.org

# আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (২য় খণ্ড)

প্রকাশনায়
**হাসনা পাবলিকেশন**
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড,
কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: ০১৭১৪ ৮১৫১০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

**চতুর্থ প্রকাশ**
অক্টোবর, ২০২০ইং

**প্রচ্ছদ**
রফিকুল্লাহ গাজ্জালী

**কম্পিউটার কম্পোজ**
মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন

**মুদ্রণ ও বাঁধাই**
মিডিয়া প্লাস, ঢাকা

**মূল্য : ৪২০/- (চারশত বিশ) টাকা মাত্র**

---

**At-Targib Waat-Tarhib Vol. 2**
Translated by Hafiz Maulana Akram Farooque
Publised by Hasna Publication, 257/8 Elephant Road
Katabon Dhal, Dhaka-1205, 4th Edition, October 2020.

**Price Taka: 420.00 Only.**

www.nagorikpathagar.org

# প্রকাশকের কথা

বিশ্ব-বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ **"আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীবের"** দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন করতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানি অনুবাদ করেছেন, অতি সম্প্রতি ২২ খণ্ডে সমাপ্ত বিশ্ব-বিশ্রুত তাফসীর শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব প্রণীত "ফি-যিলালিল কুরআন"সহ অর্ধশতাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদক এবং "হাদীসের কিসসা" ও "ইমাম হুসাইনের শাহাদাত" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পৃথিবীতে নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস হচ্ছে ওহি। কারণ ওহি বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহর নির্ভুল ও অকাট্য বাণীর সমষ্টি এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ তদারকীতে বিশ্বস্ত ও নিস্পাপ ফেরেশতারা তা বহন করে নিস্পাপ নবীর (সাঃ) কাছে পৌঁছে দেয়। মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত বা মানবরচিত কোন বাণী তার সমকক্ষ হতে পারে না। এই ওহি দু'প্রকারের: কুরআন ও হাদিস। রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপদগামী হবে না। সে দুটো জিনিস হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ।" বিশেষতঃ তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন: তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিত ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দিও।"

এই বিশ্বাসই ৩ খণ্ডে সমাপ্ত এই হাদিস গ্রন্থখানি প্রকাশে আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। **'হাসনা পাবলিকেশন'** এই গ্রন্থখানিকে ত্রুটিমুক্ত ও আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কতটুকু সফল হয়েছে, তা সম্মানীয় পাঠকগণেরই বিচার্য। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে এবং তা আমাদেরকে জানালে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী প্রকাশনায় তা সংশোধন করা হবে। বাংলাদেশ ও বাইয়ের সকল বাংলাভাষী মানুষের ইসলামী জ্ঞানপিপাসা মেটাতে আমাদের এ প্রকাশনা যদি কিছুমাত্র সফল হয়, তাহলেও আমরা নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করবো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল ও মঞ্জুর করুন এবং একে আমাদের নাজাতের ওছিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

**হাসনা পাবলিকেশন**

www.nagorikpathagar.org

# অনুবাদকের কথা

বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাওয়ী আল মুনযিরীর লিখিত বিশ্ববিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ **'আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব'** এর দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা অনুবাদ করার সুযোগ ও তাওফীক লাভ করে মহান আল্লাহর হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করছি।

এই হাদিস গ্রন্থটির প্রতি আমার আগ্রহ ও কৌতূহল বলতে গেলে বাল্যকাল থেকেই মনে সঞ্চিত ছিল। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানাধীন গাড়ফা গ্রামে অবস্থিত আমার পৈতৃক বাসস্থান। পার্শ্ববর্তী গ্রাম উদয়পুরে বহু প্রাচীন একটি কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। আমি বাল্যকালে ঐ মাদ্রাসায় হিফযুল কুরআনের ছাত্র থাকাকালে মাদ্রাসার মোহতামেম (প্রিন্সিপাল) মরহুম হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেব (তাবলীগ জামায়াতের বিশিষ্ট নেতা ও শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা আযীযুল হক সাহেবের শ্বশুর)। প্রতিদিন যোহরের জামায়াতের পর মাদ্রাসার সমবেত ছাত্রদেরকে এই তারগীব ও তারহীব থেকে অন্ততঃ একটি করে হাদিস শুনাতেন। প্রতিদিনকার এই হাদিসের দারস্ আমাদের মনে বিপুল প্রেরণা ও আলোড়ন সৃষ্টি করতো। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেও মরহুম 'বাড়ীর হুযুর' (হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেবের আঞ্চলিক উপাধি) এর সেই হাদিসের দারসের কথা এবং তারগীব ও তারহীব কিতাবখানার কথা ভুলতে পারিনি। আল্লাহ তায়ালা মরহুম বাড়ীর হুযুরকে জান্নাতে উচ্চতর মর্যাদা দান করুন। আমীন! পরবর্তীকালে আমার মনে এই হাদিস গ্রন্থখানার অনুবাদ করার ইচ্ছে জন্মে। এই ইচ্ছা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রায় ২০ বছর আগে মক্কা শরীফ থেকে গ্রন্থখানা আনিয়াছি, কিন্তু উপযুক্ত প্রকাশকের অভাবে এটি অনুবাদে হাত দেয়া হয়নি। তবে, মাসিক পৃথিবীতে কয়েক বছর যাবত এর কিস্তি কিস্তি অনুবাদ ছাপা হয়েছে অবশেষে হাসনা পাবলিকেশন কিতাবখানার অনুবাদ প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলে আমি তাকে এর অনুবাদ করে দিতে সম্মত হই। আল্লাহ তায়ালা হাসনা পাবলিকেশন এর এই মহান উদ্যোগকে কামিয়াব করুন এবং এ কাজটাকে তাঁদের ও আমার পক্ষ হতে দ্বীনের একটি খিদমত হিসাবে কবুল করে আখেরাতে আমাদের উভয়ের মুক্তির ওছিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

-আকরাম ফারুক, ফায়দাবাদ (উত্তর)
ব্লক-৮১৬, উত্তরা, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

## মূল গ্রন্থ ও অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ইমাম হাফেয মুনযিরীর একটি কালজয়ী হাদীস গ্রন্থ। এটি ৬ খণ্ডে সমাপ্ত। সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারক ও দায়ীদের অন্যতম অবলম্বন। এ গ্রন্থে তিনি ২৫টি বড় বড় হাদীস গ্রন্থ থেকে প্রায় ৬ হাজার হাদীস সংকলন করেছেন। উক্ত হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ প্রসিদ্ধতম ৬ খানা সহীহ হাদীসের কিতাব, যাকে 'সিহাহ সিত্তা' বলা হয়ে থাকে–ছাড়াও মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী শরীফ, বাইহাকী, মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদে আল-বাযযার, সহীহ ইবনে হাব্বান, হাকেমে মুসতাদরাক, সহীহ ইবনে খুযায়মা এবং ইবনে আবিদ্ দুনিয়া ও ইসবাহানীর সংকলনসমূহ অন্যতম।

এ কিতাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বিভিন্ন বিষয়ের শিরোনামে হাদীস সংকলিত হয়েছে। আর এ জন্য বহু হাদীসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমি এইসব পুনরাবৃত্ত হাদীসগুলোর মধ্যে থেকে যাচাই-বাছাই করে যেটি অধিকতর প্রামাণ্য উৎস থেকে নেয়া এবং যেটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত, সেটির অনুবাদ করেছি। এ গ্রন্থের একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন হাদীস কোন কারণে দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য হলে গ্রন্থকার নিজেই তার উল্লেখ করেছেন। আমি সাধারণতঃ দুর্বল হাদীসগুলো পরিহার করেছি। তবে কিছু কিছু হাদীস এমনও রয়েছে, যা সনদের দিক থেকে দুর্বল বা আপত্তিকর হলেও তার বক্তব্য ও বিষয়বস্তু অন্যান্য সহীহ হাদীস, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কুরআন দ্বারাও সমর্থিত হাদীস আমি তা গ্রহণ ও অনুবাদ করেছি। সেইসাথে স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও দিয়েছি। আবার কোন কোন জায়গায় গ্রন্থকারের নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও রয়েছে, যা আমি কোথাও হুবহু অনুবাদ এবং কোথাও এর সংক্ষিপ্ত সার তুলে দিয়েছি।

–অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

## গ্রন্থকার-পরিচিত

এই গ্রন্থের লেখকের পূর্ণ নাম আবু মুহাম্মাদ, আব্দুল আযীম যাকীউদ্দীন বিন আব্দুল ক্বাওয়ী বিন আব্দুল্লাহ বিন সালামা বিন সা'দ আল-মুনযিরী। তিনি ৫৮১ হিজরী ১ শা'বান সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৫৬ হিজরীর ৪ যিলকা'দা মিশরে ইন্তিকাল করেন। আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ছাড়াও তার "মুখতাছারু সহীহ মুসলিম" (সহীহ মুসলিমের সংক্ষিপ্ত সার), "মুখতাছারু সুনানি আবি দাউদ" নামক আরো দু'খানা হাদীসগ্রন্থ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

## সূচীপত্র

### হজ্জ সংক্রান্ত অধ্যায়

১। হজ্জ ও উমরার প্রতি উৎসাহ প্রদান ১
২। হজ্জ ও উমরার অর্থ ব্যয় করায় উৎসাহ প্রদান
এবং হারাম অর্থ ব্যয় করা সম্পর্কে সর্তকবাণী ১৬
৩। রমযান মাসে উমরা আদায়ে উৎসাহ প্রদান ১৮
৪। অত্যন্ত সাদাসিদে বেশে হজ্জ করা উত্তম১৮
৫। ইহরাম তালবিয়া ও উচ্চস্বরে তালবিয়া করার ওপর উৎসাহ প্রদান ১৯
৬। মসজিদুল আকসা থেকে ইহরাম বাঁধার ফযিলত ২১
৭। তওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার ফযিলত ২২
৮। জিলহজ্জের প্রথম দশদিনে সৎ কাজে উৎসাহ প্রদান ২৭
৯। আরাফার ময়দানে ও মুযদালাফায় অবস্থান ও আরাফা দিবসের ফযীলত ২৯
১০। কংকর নিক্ষেপের ফযীলত ৪০
১১। মীনায় মাথা কামানোর ফযীলত ৪১
১২। যমযমের পানি পান করার ফযীলত ৪২
১৩। সামর্থ্য থাক সত্ত্বেও হজ্জ না করার ভয়াবহ পরিণাম ৪৩
১৪। মসজিদুল হারামে ও মসজিদে নববীতে নামায পড়ার ফযীলত ৪৫
১৫। মৃত্যু পর্যন্ত মদীনায় বসবাস করতে উৎসাহ প্রদান ৪৮
১৬। মদীনা বাসীকে ভয় দেখানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৫৪

### জেহাদ সংক্রান্ত অধ্যায়

১৭। আল্লাহর পথে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক তৎপরতার (রিবাতের) ফযীলত ৫৫
১৮। আল্লাহর পথে পাহারা দেয়ার ফযীলত ৫৭
১৯। আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহ প্রদান ৬৩
২০। লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নয় বরং জেহাদের
উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করার ফযীলত ৬৮
২১। মোজাহিদরকে জিহাদের পাশাপাশি অন্যান্য
সৎকাজেও লিপ্ত থাকতে উৎসাহ প্রদান ৭১
২২। আল্লাহর পথে টহল দেয়ার ফযীলত ৭২
২৩। আল্লাহর পথে শাহাদাত কামানার ফযীলত ৭৮
২৪। আল্লাহর পথে অস্ত্র চালানো শিক্ষার ফযীলত ৭৮

www.nagorikpathagar.org

২৫। আল্লাহর পথে জিহাদের ফযীলত ৮২
২৬। জিহাদে নিয়ত খালেছ রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান ১০০
২৭। যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের ভয়াবহ পরিণাম১০৬
২৮। সামুদ্রিক যুদ্ধের ফযীলত ১০৯
২৯। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাতের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী ১১১
৩০। শহীদের মর্যাদা ও শাহাদাতের ফযীলত ১১৫
৩১। ইসলামের কোন জিহাদ বা সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করা
ও তার ইচ্ছা পোষণ না করার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ারী ১৩৪

## কুরআন সংক্রান্ত অধ্যায়

৩২। কুরআন শিক্ষা, শিক্ষা দেওয়া এবং তেলাওতে সেজদার গুরুত্ব ১৪২
৩৩। কুরআন শেখার পর তা ভুলে যাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম১৫৪
৩৪। কুরআন শরীফ মুখস্থ করা ও মুখস্থ রাখার জন্য যে দোয়া পড়া উচিত ১৫৫
৩৫। কুরআনের নিয়মিত চর্চা ও অধ্যয়ন এবং সুললিত
কণ্ঠে পাঠ করার গুরুত্ব ও ফযীলত ১৫৯
৩৬। সূরা ফাতেহার ফযীলত ১৬১
৩৭। সূরা বাকারা ও আল-ইমরানের ফযীলত ১৬৫
৩৮। আয়াতুল কুরছির ফযীলত ১৭০
৩৯। সূরা কাহফের ফযীলত ১৭২
৪০। সূরা ইয়াসীনের ফযীলত ১৭৩
৪১। সূরা মুলকের ফযীলত ১৭৫
৪২। তাকবীর, ইনফিতার ও ইনশিকাকের ফযীলত ১৭৭
৪৩। সূরা যুলযিলাতের ফযীলত ১৭৮
৪৪। সূরা তাকাসুরের ফযীলত ১৭৯
৪৫। সূরা কুল-হু-আল্লাহ এর ফযীলত ১৮০
৪৬। সূরা নাস ও ফালাক পড়ার ফযীলত ১৮৩

## যিবর ও দোয়া সংক্রান্ত অধ্যায়

৪৭। গোপনে অথবা প্রকাশ্যে আল্লাহর স্মরণ ১৮৫
৪৮। যিকিরের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার ফযীলত ১৯১
৪৯। যে মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না ও রসূলের (সা)ওপর
দরূদ পড়া হয় না, সেখানে যাওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ১৯৬
৫০। কোন মসলিসে উচ্চারিত আজে বাজে কথার কাফ্ফারা ১৯৭

www.nagorikpathagar.org

৫১। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ার ফযীলত ১৯৭
৫২। তাসবীহ তাকবীর ইত্যাদির ফযীলত ২০২
৫৩ তাসবীহ, তাহমিদ , তাহলিল এবং তাকবীর এর ফযীলত ২০৪
৫৪। দিনে ও রাতে যা পড়া উচিত ২০৫
৫৫। নামাযের পরের করণীয় ২০৬
৫৬। খারাপ স্বপ্ন দেখলে যা করণীয় ২০৭
৫৭। রাত্রে ভয়াল স্বপ্ন দেখলে জেগে উঠে যা পড়তে হয় ২০৮
৫৮। এ দোয়াকে ঘুমের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি
বাড়ী থেকে বের হবার সময় যা পড়তে হয় ২০৯
৫৯। মনে কু-চিন্তা ও কু-প্ররোচনার উদয় হলে যা করণীয় ২১০
৬০। ইসতিগফার বা গুনাহ মাফ চাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান ২১১
৬১। বেশী করে দোয়া করার ফযীলত ২১৫
৬২। যে ভাবে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় ২২১
৬৩। কোন্ কোন্ অবস্থায় দোয়া কবুল হয় ২২২
৬৪। বদদোয়া করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ২২৩
৬৫। দোয়া কবুল হওয়ার জন্য দরূদ পড়া অপরিহার্য ২২৪

## কেনাবেচা সংক্রান্ত অধ্যায়

৬৬। কেনাবেচা, ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থোপার্জন এর ফযিলত ২২৫
৬৭। জীবিকা উপার্জনের জন্য সকাল সকাল কাজে
বেরিয়ে পড়তে উৎসাহ প্রদান ২২৯
৬৮। বাজার ও অন্যান্য কর্মব্যস্ত জায়গায় আল্লাহর যিকির প্রসঙ্গে ২৩১
৬৯। জীবিকা উপার্জনের ভারসাম্য রক্ষা করা ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন ২৩২
৭০। হালা উপার্জনে উৎসাহ প্রদান ও হারাম উপার্জন থেকে সতর্কীকরণ ২৩৯
৭১। সন্দেহজনক জিনিস পরিত্যাগ করতে উৎসাহ প্রদান ২৪৭
৭২। ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহারে নমনীয়তা প্রদর্শনের ফযীলত ২৫১
৭৩। অনুতপ্ত ব্যক্তির ক্রয় বা বিক্রয় বতিল করার
আবেদন মঞ্জুর করার ফযীলত ২৫২
৭৪। মাপে ও ওযনে ঠকানো ভয়াবহ পরিণাম ২৫৩
৭৫। ধোঁকাবাজির অশুভ পরিণাম ২৫৫
৭৬। গোলাজাত্ব করার ভয়াবহ পরিনাম ২৫৮
৭৭। বাণিজ্যিক সততার ফযীলত ২৬০
৭৮। শরীক কর্তক খেয়ানত তথা বিশ্বাস ঘাতকতার ভয়াবহ পরিণাম ২৬৩

www.nagorikpathagar.org

৭৯। মা ও সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ২৬৪
৮০। ঋণ গ্রহণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ২৬৪
৮১। পাওনা পরিশোধে ধনীলোকদের গড়িমসির পরিণাম ২৭৬
৮২। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যে সব দেয়া পড়া উচিত ২৭৮
৮৩। মিথ্যা কসম খাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম ২৮৪
৮৪। সুদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ২৮৫
৮৫। কারো সম্মতি ব্যতিরেকে তার সম্পদ দলখ করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী ২৮৭
৮৬। অহংকার ও গর্ববশতঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অট্টালিকা নির্মাণ ২৮৯
৮৭। শ্রমিকের মুজুরী না দেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ও দ্রুত প্রদানের নির্দেশ ২৯০
৮৮। পরাধীন লোককে আল্লাহর হক ও মনিবের হক আদায়ের উৎসাহ প্রদান ২৯১
৮৯। পরাধীন ব্যক্তির আপন মনিবকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সর্তবাণী ২৯৪
৯০। দাসদাসীকে মুক্ত করার ফযীলত এবং স্বাধীন
মানুষকে গোলাম বানানোর ভয়াবহ পরিণাম ২৯৫

## বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়

৯১। বোগানী স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি দৃষ্টি সংযত করার উৎসাহ প্রদান ২৯৭
৯২। বিয়ে করতে উৎসাহ প্রদান বিশেষতঃ ধার্মিক মেয়েকে ৩০১
৯৩। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকারের প্রতি যত্নশীল থাকতে উৎসাহ প্রদান ৩০৮
৯৪। স্ত্রীদের মধ্যে বৈষম্য করা ও সুবিচার না করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩১৫
৯৫। স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য অর্থ ব্যয়ে উৎসাহ প্রদান ৩১৬
৯৬। ভালো নাম রাখতে উৎসাহ প্রদান ৩১৯
৯৭। সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দানে উৎসাহ প্রদান ৩২০
৯৮। কোন মানুষের নিজের বাবার পরিবর্তে
অন্যকে বাবা ডাকার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩২১
৯৯। যার শিশু সন্তান মারা যায় তার সওয়াব ৩২১
১০০। চাকর-মনিব ও স্বামী মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পরিণাম ৩২২
১০১। স্ত্রী কর্তৃক বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩২৩
১০২। কোন মহিলার সুগন্ধী মেখে ঘরের বাইরে যাওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩২৪
১০৩। গোপন কথা ফাঁস করা বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী (বিশেষতঃ দম্পতির গোপনীয়তা) ৩২৫

## পোশাক ও সাজ-সজ্জা সংক্রান্ত অধ্যায়

১০৪। সাদা পোশাক পরতে উৎসাহ প্রদান ৩২৬
১০৫। জামা পড়তে উৎসাহ প্রদান ৩২৭

www.nagorikpathagar.org

১০৬। নতুন কাপড় পরলে যে দোয়া পড়া উচিত ৩২৮
১০৭। ত্বক দেখা যায় এমন পোশাক পড়া থেকে নারীদেরকে সতর্কীকরণ ৩৩১
১০৮। পুরুষদের রেশম ও সোনারূপা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ৩৩২
১০৯। নারীদের সাথে পুরুষের ও পুরুষের সাথে নারীর পোশাকের কথাবার্তায় ও চালচলনে সাদৃশ্য অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞা ৩৩৪
১১০। সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর পোশাক পরতে উৎসাহ প্রদান ৩৩৬
১১১। দরিদ্রকে পোশাক দান করার উপদেশ ৩৪৩
১১২। পাকা চুল বহাল রাখতে উৎসাহ প্রদান ও তার উপড়ানোকে অপছন্দনীয় বলে আখ্যায়িতকরণ ৩৪৪
১১৩। পাকা চুল খেজাব (কলপ) লাগিয়ে কালো করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৪৫
১১৪। কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য চর্চার কয়েকটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৪৬
১১৫। নারী ও পুরুষ উভয়কে সুর্মা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান ৩৪৭

## খাদ্য ও পানীয় সংক্রান্ত অধ্যায়

১১৬। বিসমিল্লাহ বলে আহার শুরু করতে উৎসাহ প্রদান ও না করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৪৮
১১৭। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ৩৫১
১১৮। বাম হাত দিয়ে পানাহার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৫২
১১৯। থালার এক পাশ থেকে খাওয়ার উপদেশ ৩৫৩
১২০। সের্কা ও যয়তুনের তেল খাওয়ার উপদেশ ৩৫৪
১২১। একত্রে ভোজনে উৎসাহ প্রদান ৩৫৫
১২২। অতিরিক্ত ভোজনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৫৬
১২৩। কেউ খাওয়ার দাওয়াত দিলে বিনা ওযরে তা প্রত্যাখান করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৬১
১২৪। বরকত লাভের জন্য আঙ্গুল ও থাল চেটে খাওয়ার উপদেশ ৩৬২
১২৫। খাওয়ার পরে আল্লাহর প্রশংসা করার উপদেশ ৩৬৩
১২৬। খাবার আগে ও পরে হাত ধোয়ার উপদেশ ও না-ধোয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৬৭

## শাসন ও বিচার সংক্রান্ত অধ্যায়

১২৭। শাসন বিচার বা নেতৃত্ব গ্রহণে হুঁশিয়ারী ৩৬৮
১২৮। ন্যায় বিচারের উৎসাহ প্রদান ও যুলুমের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৭০

www.nagorikpathagar.org

১২৯। ভালো লোক থাকা সত্ত্বেও অসৎ লোক নিয়োগের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৭৩
১৩০। ঘুষ দাতা, গ্রহীতা ও উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারীর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৭৪
১৩১। যুলুম বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সতর্কবণী
ও মযলুমকে সাহায্য করতে উৎসাহ প্রদান ৩৭৫
১৩২। অত্যাচারের আশংকা দেখা দিলে যে দোয়া পড়া উচিত ৩৮৩
১৩৩। অত্যাচারীদের কাছে যাওয়া, তাদেরকে সমর্থন ও
সহযোগীতা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ৩৮৪
১৩৪। অন্যায় ও অসত্যকে সমর্থনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৮৬
১৩৫। আল্লাহকে নাখোশ করে মানুষকে খুশী
করার বিরুদ্ধে শাসককে সতর্ককরণ ৩৮৭
১৩৬। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমতা ও করুণা প্রদর্শনের ফযীলত ৩৮৮
১৩৭। সৎ কর্মচারী নিয়োগের জন্য শাসকদের প্রতি নির্দেশ ৩৯২
১৩৮। মিথ্যা সাক্ষ্য দানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৯২

## হুদদ (দণ্ডবিধি) সংক্রান্ত অধ্যায়

১৩৯। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে উৎসাহ প্রদান ৩৯৩
১৪০। সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজ নিষেধ করা সত্ত্বেও
নিজে তদনুসারে কাজ না করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৯৭
১৪১। মুসলমানদের দোষ গোপন করার ফযীলত ৩৯৮
১৪২। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলোতে লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৯৮
১৪৩। ইসলামের দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের নির্দেশ ও তা
বাস্তবায়নে শৈথিল্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৩৯৯
১৪৪। মদ্যপানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৪০১
১৪৫। ব্যাভিচারের ভয়াবহ পরিণাম ৪০৫
১৪৬। সমকামের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৪০৮
১৪৭। অন্যায় ভাবে মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৪১০
১৪৮। আত্মহত্যার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৪১১
১৪৯। অন্যায় ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা অথবা
মারার সময় উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৪১২
১৫০। হত্যাকারী, অপরাধী ও অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে উৎসাহ প্রদান ৪১৩
১৫১। ছোট খাট (সগীরা) গুনাহ থেকে হুঁশিয়ারী ৪১৫

www.nagorikpathagar.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْحَجِّ

## হজ্জ সংক্রান্ত অধ্যায়

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ خَرَجَ يَقْصُدُهُمَا فَمَاتَ

### হজ্জ ও উমরার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٦٢١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: « اِيْمَانٌ بِا للّٰهِ وَرَسُوْلِهِ. قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ :حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

وَرَوَاهُ اِبْنُ حَبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَلَفْظُهُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى: إِيْمَانٌ لَاشَكَّ فِيْهِ، وَغَزْوٌ لَاغُلُوْلَ فِيْهِ، وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ » قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : حَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ تُكَفِّرُ خَطَايَا سَنَةٍ.

« اَلْمَبْرُوْرُ » : قِيْلَ هُوَ ا لَّذِىْ لاَ يَقَعُ فِيْهِ مَعْصِيَةٌ.

وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ مَرْفُوْعًا أَنَّ بِرَّ الْحَجِّ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيْبُ الْكَلَامِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ : إِطْعَامُ ا لطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَسَيَأْتِىْ.

www.nagorikpathagar.org

৬৩১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেনঃ রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হল, "সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টা? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনা। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ এরপর কোন্‌টা? তিনি বললেনঃ আল্লাহর পথে জেহাদ। তারপর জিজ্ঞেস করা হলোঃ এরপর কোন্‌টা? তিনি বললেনঃ নিষ্কলুষ হজ্জ। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে হাব্বানও এ হাদীসটি তার সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তবে তার ভাষা কিছুটা ভিন্ন। তার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ আমল হলো, এমন পরিপক্ক ঈমান, যার সাথে কোন সন্দেহের মিশ্রণ ঘটেনি। এমন সশস্ত্র জেহাদ, যার ভেতরে কোন চুরি বা আত্মসাতের ঘটনা ঘটেনি এবং এমন হজ্জ, যাতে কোন গুনাহর কাজ হয়নি।

হযরত আবু হুরায়রা বলেছেনঃ একটা নিষ্কলুষ হজ্জ এক বছরের গুনাহর কাফফারাস্বরূপ অর্থাৎ মাফ হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়।

"মাবরুর" হজ্জ ঃ কেউ কেউ বলেছেন, মাবরুর হজ্জ হচ্ছে এমন হজ্জ, যার ভেতরে কোন গুনাহ্ সংঘটিত হয় না।

সামনে হযরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, মাবরুর হজ্জের প্রতীক বা বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষকে আহার করানো এবং ভালো কথা বলা। কারো কারো মতে, আহার করানো ও ছালামের বিস্তার ঘটানো।

٦٣٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ حَجَّ «فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

اَلرَّفَثُ: مَارُوْجِعَ بِهِ ا لنِّسَاءُ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : اَلرَّفَثُ : كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَايُرِيْدُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

قَالَ الْحَافِظُ : اَلرَّفَثُ : يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ، وَيُطْلَقُ

www.nagorikpathagar.org

وَيُرَادُ بِهِ الْفُحْشُ، وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ خِطَابُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ، وَقَدْ نُقِلَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الثَّلَاثَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৬৩২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করলো এবং 'রফাস' অর্থাৎ কোন ধরনের যৌন তৎপরতায় লিপ্ত হলো না এবং কোন গুনাহর কাজও করলো না, সে এমনভাবে পাপমুক্ত হয়ে গেল যেমন সদ্য প্রসূত সন্তান তার জন্মের দিনে পাপমুক্ত থাকে। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

তিরমিযীর বর্ণনায় 'সদ্য প্রসূত সন্তানের ন্যায় পাপমুক্ত হয়' এ কথার পরিবর্তে তার অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে বলা হয়েছে।

হাদীসে উল্লিখিত 'রফাস' শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ নর-নারীর সম্পর্কজনিত কোন তৎপরতা আযহারী বলেনঃ পুরুষ-নারীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে এমন যে কোন ব্যাপার।

গ্রন্থকার বলেনঃ রফাস দ্বারা অনেক কিছু বুঝায়। যেমনঃ সহবাস, অশ্লীলতা, পুরুষ কর্তৃক নারীকে যৌন বিষয়ে কিছু বলা।

٦٣٣- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالْأَصْبَهَانِيُّ، وَزَادَ: «وَمَا سَبَّحَ الْحَاجُّ مِنْ تَسْبِيْحَةٍ، وَلَا هَلَّلَ مِنْ تَهْلِيْلَةٍ، وَلَا كَبَّرَ مِنْ تَكْبِيْرَةٍ إِلَّا بُشِّرَ بِهَا تَبْشِيْرَةً».

৬৩৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেনঃ এক উমরা থেকে আর এক উমরা পর্যন্ত যত গুনাহ করা হয়, উমরা সেগুলোর কাফফারা হয়ে যায়। আর নিষ্কলুষ হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইসবাহানী)

ইসবাহানীর বর্ণনায় আরো আছে, হজ্জকারী যখনই সুবহানাল্লাহ, আল্ হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে, তখনই তাকে একটা সুসংবাদ দেয়া হয়।

www.nagorikpathagar.org

٦٣٤- وَعَنِ ابْنِ شَمَّاسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِيْ، وَهُوَ فِيْ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكٰى طَوِيْلاً، وَقَالَ : فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْإِسْلَامَ فِيْ قَلْبِيْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ لِأُبَايِعَكَ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَقَبَضْتُ يَدِيْ؛ فَقَالَ: « مَالَكَ يَاعَمْرُو ؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ : تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ قَالَ: أَنْ يُغْفَرَلِيْ. قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ يَاعَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ هٰكَذَا مُخْتَصَرًا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَطْوَلُ مِنْهُ.

৬৩৪। হযরত ইবনে শামমাছা (রা) বলেনঃ একবার আমরা হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদলেন। তারপর বললেনঃ যখন আল্লাহ্ আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা জাগিয়ে তুললেন, তখন আমি রসূল (সা)-এর কাছে হাজির হলাম। তারপর বললাম, হে রসূলুল্লাহ্, আপনার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার কাছে বয়য়াত করবো (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করবো।) তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। রসূল (সা) বললেনঃ কি ব্যাপার আমর, তোমার কি হয়েছে? আমি বললামঃ আমি শর্ত আরোপ করতে চাই। রসূল (সা) বললেনঃ কী শর্ত? আমি বললামঃ যেন আমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হয়। রসূল (সা) বললেনঃ ওহে আমর, তুমি কি জান না, ইসলাম গ্রহণ অতীতের সমস্ত গুনাহ্ নষ্ট করে দেয়। হিজরত অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়ে দেয়া এবং হজ্জ অতীতের পাপ মোচন করে দেয়? (ইবনে খুযায়মা, মুসলিম)

٦٣٥- وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّيْ جَبَانٌ،

www.nagorikpathagar.org

وَإِنِّيْ ضَعِيْفٌ، فَقَالَ: «هَلُمَّ إِلَىٰ جِهَادٍ لاَ شَوْكَةَ فِيْهِ : اَلْحَجُّ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ وَالأَوْسَطِ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا.

৬৩৫। হযরত আলীর ছেলে হাসান (রা) বলেনঃ এক ব্যক্তি রসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো, আমি দুর্বল ও ভীরু। রসূল (সা) বললেনঃ তাহলে এমন জেহাদে যোগদান কর, যাতে অস্ত্রশস্ত্র থাকে না। তা হচ্ছে হজ্জ। (তাবরানী)

٦٣٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَرٰى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ فَقَالَ : « لٰكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَلَفْظُهُ قَالَتْ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ : « عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ، اَلْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ ».

৬৩৬। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রসূল (সা) কে বললাম, আমরা মনে করি, জেহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। তাহলে আমরা কি জেহাদ করবো না? রসূল (সা) বললেন, তোমরা মহিলাদের জন্য শ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে কলুষমুক্ত হজ্জ। (বুখারী, ইবনে খুযায়মা) ইবনে খুযায়মার রেওয়ায়েতের ভাষা হলো, হযরত আয়েশা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ মহিলাদের কি জেহাদ করতে হবে? রসূল (সা) বললেনঃ তাদের এমন জেহাদ করতে হবে যাতে সশস্ত্র লড়াই নেই। তা হচ্ছে হজ্জ ও উমরা।

٦٣٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جِهَادُ الْكَبِيْرِ، وَالضَّعِيْفِ، وَالْمَرْأَةِ : اَلْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ» رَوَاهُ النِّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৬৩৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ বৃদ্ধ, দুর্বল ও স্ত্রীলোকের জেহাদ হলো হজ্জ ও উমরা। (নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

٦٣٨- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَلْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيْفٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْهَا.

৬৩৮। হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেনঃ হজ্জ হচ্ছে দুর্বল মানুষের জেহাদ। (ইবনে মাজাহ)

٦٣٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ : « أَنْ يُسْلِمَ لِلّٰهِ قَلْبُكَ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، قَالَ : فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : اَلْإِيْمَانُ. قَالَ : وَمَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ : قَالَ : فَأَيُّ الْإِيْمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اَلْهِجْرَةُ. قَالَ: وَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ : أَنْ تَهْجُرَ السُّوْءَ. قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : اَلْجِهَادُ. قَالَ : وَمَا الْجِهَادُ قَالَ : أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيْتَهُمْ. قَالَ : فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ». قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا : حَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ، أَوْ عُمْرَةٌ مَبْرُوْرَةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَرُوَاتُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيْحِ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَبِيْهِ.

৬৩৯। হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহর রসূল, ইসলাম কী? রসূল (সা) বললেনঃ আল্লাহর কাছে তোমার মনের আত্মসমর্পণ করা, এবং তোমার জিহ্বা ও হাতের কষ্ট থেকে মুসলমানদের নিরাপদ থাকা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ কি ধরনের ইসলাম উত্তম? রসূল (সা) বললেনঃ ঈমান আনা সে জিজ্ঞেস করলোঃ ঈমান কী? তিনি বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রসূলগণ, এবং মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আনা। সে জিজ্ঞেস করলোঃ কি ধরনের ঈমান উত্তম? তিনি বললেনঃ হিজরত করা। সে জিজ্ঞেস করলোঃ হিজরত কী? তিনি বললেনঃ অন্যায় ও অসত্যকে বর্জন করা। সে জিজ্ঞেস করলো কি ধরনের হিজরত উত্তম? তিনি বললেনঃ জিহাদ। সে জিজ্ঞেস করলোঃ জিহাদ কী? তিনি বললেনঃ যখন তুমি কাফেরদের আক্রমণের শিকার হবে, তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এটাই জিহাদ। সে জিজ্ঞেস করলোঃ কি ধরনের জিহাদ উত্তম? তিনি বললেনঃ যে জিহাদে মুজাহিদের রক্ত ঝরে ও ঘোড়া মারা যায়। রসূল (সা) বললেনঃ এরপর দুটো কাজ এমন রয়েছে, যা সকল কাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঃ গুনাহমুক্ত হজ্জ ও গুনাহমুক্ত উমরা। (আহমাদ, তাবরানী, বায়হাকী)

٦٤٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عن عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ. قِيْلَ: وَمَا بِرُّهُ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيْبُ الْكَلَامِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَالْحَاكِمُ مُخْتَصَرًا، وَقَالَ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

৬৪০। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ গুনাহমুক্ত হজ্জের বদলা জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। জিজ্ঞেস করা হলোঃ গুনাহমুক্ত হজ্জ কিভাবে আদায় করা যায়। তিনি বললেনঃ মানুষকে খানা খাওয়ানো ও ভালো কথা বলার মাধ্যমে। অর্থাৎ হজ্জের সফরে থাকা কালে। (আহমাদ, তাবরানী, ইবনে খুযায়মা, বায়হাকী, হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٦٤١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حَبَّانٍ فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৬৪১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ হজ্জ ও উমরার মাঝে দীর্ঘ বিরতি না দিয়ে একটার পর অপরটা আদায় কর, তাহলে উভয়ে দারিদ্র ও গুনাহ দূর করে দেবে, যেমন কামারের চুল্লি লোহার মরিচা এবং স্বর্ণকারের চুল্লি স্বর্ণ ও রূপার খাদ দূর করে। গুনাহমুক্ত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান)

বায়হাকীর ভাষা একটু ভিন্নঃ এই দুটোকে (হজ্জ ও উমরাকে) পর পর আদায় করলে আয়ু বাড়ে এবং দারিদ্র ও গুনাহ দূরীভূত হয়, যেমন চুল্লি মরিচা দূর করে।

٦٤٢- وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَرَادٍ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُجُّوْا ؛ فَإِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوْبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ.

৬৪২। হযরত আব্দুল্লাহ বিন জারাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ তোমরা হজ্জ কর, কেননা পানি যেমন ময়লা ধুয়ে দেয়, তেমনি হজ্জ গুনাহকে ধুয়ে পরিষ্কার করে। (তাবরানী)

٦٤٣- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلْحَاجُّ يَشْفَعُ فِيْ أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ

www.nagorikpathagar.org

أَهْلِ بَيْتٍ» أَوْ قَالَ : «مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيْهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.

৬৪৩। হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ হজ্জ সমাপনকারী তার পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে চারশোজনের পক্ষে সুপারিশ করতে পারবে এবং সদ্য প্রসূত শিশুর মত নিজের সমস্ত গুনাহ্ থেকে অব্যাহতি পাবে। (বাযযার)

٦٤٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى الْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ لَمْ يَرْكَبْ قَطُّ فِيْهِنَّ مِنَ الْهِنْدِ عَلَى رِجْلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ أَيْضًا، وَقَالَ : فِيْ الْقَلْبِ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

৬৪৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ হযরত আদম (আ) ভারত থেকে পায়ে হেঁটে এক হাজারবার কাবা শরীফে এসেছেন। কখনো কোন সওয়ারীতে আরোহন করেননি। (ইবনে খুযায়মা)

٦٤٥- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ : دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ، وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

৬৪৫। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যারা হজ্জ ও উমরা করে, তারা আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তিনি তাদেরকে আমন্ত্রণ করেন। তারা সেই আমন্ত্রণে সাড়া দেয়। আর তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ তাদেরকে প্রদান করেন। (বাযযার)

٦٤٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلْغَازِيْ، فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَالْحَاجُّ

www.nagorikpathagar.org

وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللّٰهِ : دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ، وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ حَبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ، كِلاَهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عِمْرَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ.

৬৪৬। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহর পথে জেহাদকারী এবং হজ্জ ও উমরাকারী আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি তাদেরকে আমন্ত্রন জানিয়েছেন এবং তারা তাতে সাড়া দিয়েছেন। তারা আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তিনি তা তাদেরকে দেন। (ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান)

٦٤٧-وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الصَّغِيْرِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَلَفْظُهُمَا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

قَالَ الْحَافِظُ : فِىْ إِسْنَادِهِ شَرِيْكُ الْقَاضِىْ، وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ مُسْلِمٌ إِلاَّ فِى الْمُتَابِعَاتِ، وَيَأْتِى الْكَلاَمُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

৬৪৭। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন, হজ্জকারীর গুনাহ মাফ করা হয় এবং সে যার যার গুনাহ মাফ চায়, তাদেরকেও মাফ করা হয়। (বাযযার, তাবরানী, ইবনে খুযায়মা ও হাকেম)

٦٤٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اِسْتَمْتِعُوْا بِهٰذَا الْبَيْتِ؛ فَقَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ، وَيُرْفَعُ فِى الثَّالِثَةِ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حَبَّانٍ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ؛ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : قَوْلَهُ :

www.nagorikpathagar.org

وَيُرْفَعُ فِى الثَّالِثَةِ، يُرِيْدُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ.

৬৪৮। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ এই ঘর (পবিত্র কাবা) দ্বারা তোমরা উপকৃত হও। কেননা এ ঘর দু'বার ধ্বংস হয়েছে এবং তৃতীয়বারে তাকে তুলে নেওয়া হবে। (বাযযার, তাবরানী, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

ইবনে খুযায়মা বলেছেনঃ 'তৃতীয়বারে' অর্থ তৃতীয়বারের পর।

٦٤٩- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « لَمَّا أَهْبَطَ اللهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ: إِنِّيْ مُهْبِطٌ مَعَكَ بَيْتًا- أَوْمَنْزِلاً- يُطَافُ حَوْلَهُ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِيْ، وَيُصَلَّى عِنْدَهُ كَمَا يُصَلَّى عِنْدَ عَرْشِيْ؛ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الطُّوْفَانِ رُفِعَ، وَكَانَ الأَنْبِيَاءُ يَحُجُّوْنَهُ، وَلاَ يَعْلَمُوْنَ مَكَانَهُ فَبَوَّأَهُ لِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَبَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ : حِرَاءَ وَثَبِيْرَ، وَلُبْنَانَ وَجَبَلِ الطُّوْرِ، وَجَبَلِ الْخَيْرِ؛ فَتَمَتَّعُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ مَوْقُوْفًا، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

৬৪৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, যখন আল্লাহ তায়ালা আদম (আ) কে বেহেশত থেকে নামালেন, তখন তাকে বললেনঃ আমি তোমার সাথে সাথে এমন একটা ঘর নামাবো, যার চারপাশে তওয়াফ করা হবে যেমন আমার আরশের চারপাশে তওয়াফ করা হয় এবং তার কাছে নামায পড়া হবে, যেমন আমার আরশের কাছে নামায পড়া হয়। তারপর যখন বন্যার সময় এল, তখন এই ঘরকে ওপরে তুলে নেয়া হলো। নবীগণ এই ঘরের কাছে গিয়ে হজ্জ করতেন, কিন্তু তার স্থানটা চিনতেন না। অতঃপর এই জায়গায় আল্লাহ হযরত ইবরাহীমকে বসবাস করালেন। তিনি পাঁচটা পাহাড়ের পাথর দিয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করলেনঃ হেরা, ছাবীর, লেবানন, তুর ও খায়ের। সুতরাং তোমরা যত বেশী পার এই ঘর দ্বারা উপকৃত হও। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٦٥٠- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَعَجَّلُوْا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِى الْفَرِيْضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ مَايَعْرِضُ لَهُ » رَوَاهُ أَبُوْ الْقَاسِمُ الْأِصْبَهَانِىُّ.

৬৫০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ হজ্জ আদায়ে ত্বরিত উদ্যোগী হও। অর্থাৎ ফরয হজ্জ। কেননা কখন কি বাধা-বিঘ্ন এসে পড়বে, কেউ জানে না। (ইসবাহানী)

٦٥١- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَوْحٰى اللّٰهُ إِلٰى اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنْ يَاٰادَمُ. حُجَّ، هٰذَا الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يُحْدُثَ بِكَ حَدَثٌ، قَالَ : وَمَا يَحْدُثُ عَلَىَّ يَارَبِّ؟ قَالَ : مَالاَ تَدْرِىْ وَهُوَ الْمَوْتُ. قَالَ : وَمَا الْمَوْتُ؟ قَالَ : سَوْفَ تَذُوْقُ. قَالَ : وَمَنْ أَسْتَخْلَفَ فِىْ أَهْلِىْ؟ قَالَ: اِعْرِضْ ذٰلِكَ عَلٰى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَعَرَضَ ذٰلِكَ عَلٰى السَّمٰوٰاتِ فَأَبَتْ، وَعَرَضَ عَلَى الْأَرْضِ فَأَبَتْ، وَعَرَضَ عَلَى الْجِبَالِ فَأَبَتْ، وَقَبِلَهُ اِبْنُهُ قَاتِلُ أَخِيْهِ؛ فَخَرَجَ اٰدَمُ عَلَيْهِ ا لسَّلاَمُ مِنْ أَرْضِ الْهِنْدِ حَاجًّا؛ فَمَا نَزَلَ مَنْزِلاً أَكَلَ فِيْهِ وَشَرِبَ إِلاَّ صَارَ عُمْرَانًا بَعْدَهُ وَقُرًى، حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ ا لْمَلاَئِكَةُ؛ فَقَالُوْا : اَ لسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاٰادَمُ بُرَّ حَجُّكَ ، أَمَا إِنَّا قَدْ حَجَجْنَا هٰذَا الْبَيْتَ قَبْلَكَ بِأَلْفَىْ عَامٍ ». قَالَ أَنَسٌ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَالْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ يَاقُوْتَةٌ حَمْرَاءُ جَوْفَاءُ لَهَا بَابَانِ، مَنْ يَطُوْفُ يَرٰى مَنْ

www.nagorikpathagar.org

فِىْ جَوْفِ الْبَيْتِ، وَمَنْ فِىْ جَوْفِ الْبَيْتِ يَرٰى مَنْ يَطُوْفُ، فَقَضٰى اٰدَمُ نُسُكَهُ؛ فَأَوْحٰى اللّٰهُ تَعَالٰى إِلَيْهِ : يَا اٰدَمُ قَضَيْتَ نُسُكَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ يَارَبِّ. قَالَ : فَسَلْ حَاجَتَكَ تُعْطَ؟ قَالَ : حَاجَتِىْ : أَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذَنْبِىْ وَذَنْبَ وَلَدِىْ، قَالَ : أَمَّا ذَنْبُكَ يَا اٰدَمُ فَقَدْ غَفَرْنَاهُ حِيْنَ وَقَعْتَ بِذَنْبِكَ، وَأَمَّا ذَنْبُ وَلَدِكَ : فَمَنْ عَرَفَنِىْ، وَاٰمَنَ بِىْ، وَصَدَّقَ رُسُلِىْ وَكِتَابِىْ غَفَرْنَا لَهُ ذَنْبَهُ»

رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِىُّ أَيْضًا.

৬৫১। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ) কে ওহীর মারফত বললেনঃ হে আদম, তোমার কোন অঘটন ঘটার আগে এই ঘরে হজ্জ আদায় করে নাও। আদম (আ) বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক, আমার কী অঘটন ঘটবে? আল্লাহ বললেনঃ সে তুমি জান না। মৃত্যু হতে পারে। আদম (আ) বললেনঃ মৃত্যু আবার কী? আমার বংশধরের মধ্যে কাকে আমি আমার দায়িত্ব হস্তান্তর করবো? আল্লাহ বললেনঃ আকাশ ও পৃথিবীর কাছে পেশ কর। আদম (আ) প্রথমে আকাশের কাছে তাঁর দায়িত্ব পেশ করলেন। সে ঐ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। তারপর তিনি পৃথিবীর কাছে পেশ করলেন। সেও তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। তারপর তিনি পাহাড়-পর্বতের কাছে তা পেশ করলেন। সেও অস্বীকার করলো। অবশেষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলো তাঁর সেই ছেলে, যে নিজের ভাইকে হত্যা করেছিল। এরপর হযরত আদম (আ) ভারত বর্ষ থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরে বেরুলেন। পথিমধ্যে তিনি যেখানেই পানাহার করার জন্য যাত্রাবিরতি করলেন, সেখানেই পরবর্তীকালে জনবসতি গড়ে উঠলো। এক সময় তিনি মক্কা শরীফে এলেন। এখানে ফেরেশতারা তাকে অভ্যর্থনা জানালো। তারা বললো, হে আদম, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার হজ্জ নিষ্কলুষ ও নিখুঁত হোক। আমরা আপনার দুই হাজার বছর আগে এই ঘরে হজ্জ করেছি। রসূল (সা) বলেনঃ সেদিন কাবাঘর লাল রং-এর ইয়াকুত পাথর দিয়ে নির্মিত ছিল এবং ভেতরে ফাঁকা ছিল। যে তওয়াফ করতো, সে ঘরের ভেতরে যারা আছে তাদেরকে দেখতে পেত। আর যারা ঘরের ভেতরে, তারা বাহিরের তওয়াফকারীদেরকে দেখতে পেত। কাবাঘরের তখন দুটো দরজা ছিল। আদম তার হজ্জ সমাধা করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে ওহীযোগে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আদম, তোমার হজ্জ আদায় সম্পন্ন

www.nagorikpathagar.org

করেছ? আদম বললেনঃ হে আমার প্রভু, করেছি। আল্লাহ বললেনঃ এখন তুমি তোমার যা প্রয়োজন আমার কাছে চাও, চাইলেই দেয়া হবে। আদম (আ) বললেনঃ আমার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হলো আপনি আমার ও আমার ছেলের গুনাহ মাফ করন। আল্লাহ বললেনঃ হে আদম, তোমার গুনাহ তো তখন ই মাফ করেছি, যখন তুমি এই গুনাহে লিপ্ত হয়েছিলে। আর তোমার ছেলের গুনাহ সম্পর্কে শুনে রাখ, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে, আমার প্রতি ঈমান আনবে এবং আমার রসূল ও কিতাবের অনুসরণ করবে, আমি তার গুনাহ মাফ করবো। (ইসবাহানী)

٦٥٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهٗ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهٗ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهٗ أَجْرُ الْغَازِيْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلٰى مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَبَقِيَّةُ رُوَاتِهٖ ثِقَاتٌ.

৬৫২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়েই মৃত্যুবরণ করে, তার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত হজ্জ আদায়কারীর অনুরূপ সওয়াব লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়েই মৃত্যুবরণ করবে, তার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত উমরা আদায়কারীর অনুরূপ সওয়াব লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে বের হয়েই মারা যাবে, তার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জেহাদ কারীর অনুরূপ সওয়াব লেখা হবে। (আবু ইয়ালা)

٦٥٣- وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ خَرَجَ فِيْ هٰذَا الْوَجْهِ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَمَاتَ فِيْهِ لَمْ يُعْرَضْ وَلَمْ يُحَاسَبْ، وَقِيْلَ لَهٗ : اُدْخُلِ الْجَنَّةَ» قَالَتْ : وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

«إِنَّ اللّٰهَ يُبَاهِيْ بِالطَّائِفِيْنَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُوْ يَعْلٰى، وَالدَّارُ قُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৬৫৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পথিমধ্যে মারা যাবে, তার কোন হিসেব নেয়া হবে না। তাকে বলা হবেঃ তুমি বেহেশতে চলে যাও। রসূল (সা) আরো বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা উভয় তওয়াফকারী (হজ্জের ও উমরার) কে দেখে গর্ব করেন। (তাবরানী, আবু ইয়ালা, দারকুতনী, বায়হাকী)

٦٥٤- وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ دِعَامَةٌ مِنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، أَوِ اعْتَمَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ، فَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّهُ إِلٰى أَهْلِهِ رَدَّهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

৬৫৪। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ এই ঘরটা (পবিত্র কাবা) ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা সম্পন্ন করে, এই ঘর আল্লাহর কাছে তার তত্ত্বাবধায়ক। সে যদি মারা যায়, তবে এই ঘর তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। আর যদি তাকে তার পরিবারের কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে দেয় তবে প্রতিদান ও নিয়ামত সহকারে ফিরিয়ে দেবে।

٦٥٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ بِثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوْهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ،

www.nagorikpathagar.org

৬৫৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রসূল (সা)-এর সাথে আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে সাওয়ারীর পিঠের ওপর থেকে পড়ে মারা গেল। রসূল (সা) বললেন ঃ ওকে বরই পাতা দিয়ে পানি গরম করে গোসল দাও। ওর নিজের দু'খান কাপড় দিয়েই কাফন দাও। ওর মাথা ঢেকনা এবং সুগন্ধী লাগিও না। কেননা সে কেয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে (লাব্বাইকা "অর্থাৎ আমি হাজির" বলতে বলতে) উঠবে। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে খুযায়মা)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى النَّفَقَةِ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
## وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ أَنْفَقَ فِيْهِمَا مِنْ مَالٍ حَرَامٍ

## হজ্জ ও উমরায় অর্থ ব্যয় করায় উৎসাহ প্রদান এবং হারাম অর্থ ব্যয় করা সম্পর্কে সর্তকবাণী

٦٥٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِىْ عُمْرَتِهَا : « إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلٰى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

৬৫৬। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রসূল (সা) তাকে উমরা আদায় করার সময় বলেন ঃ তোমার পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের অনুপাতে তুমি সওয়াব পাবে। (হাকেম)

٦٥٧- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَلنَّفَقَةُ فِى الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ حَسَنٌ.

৬৫৭। হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা) বলেছেন ঃ হজ্জে অর্থ ব্যয় করার সওয়াব আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করাম মত সাতশো গুণ। (আহমাদ, তাবরানী, বায়হাকী)

www.nagorikpathagar.org

٦٥٨- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ، فَنَادٰى : لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُوْرٌ غَيْرُ مَأْزُوْرٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيْثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ؛ فَنَادٰى : لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : لَا لَبَّيْكَ، وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ مَأْزُوْرٌ غَيْرُ مَبْرُوْرٍ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَرَوَاهُ الْأَصْبَهَانِىُّ مِنْ حَدِيْثِ أَسْلَمَ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مُرْسَلًا مُخْتَصَرًا.

৬৫৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি নিজের হালাল অর্থ দ্বারা হজ্জ করতে বের হয় এবং বলে, হে আল্লাহ আমি হাজির। তখন আকাশ থেকে বলা হয়। আমিও হাজির। তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হোক। তোমার সম্বল হালাল, তোমার বাহন হালাল, তোমার হজ্জ নিষ্কলুষ ও গুণাহমুক্ত। আর যখন হারাম অর্থ দ্বারা হজ্জ করতে বের হয় এবং বলে, 'প্রভু হে আমি হাজির'। তখন তাকে আকাশ থেকে বলা হয়ঃ "তোমার কাছে আমি হাজির নই। তোমার ভাগ্য যেন প্রসন্ন না হয়। তোমার সম্বল হারাম, তোমার অর্থ সম্পদ হারাম এবং তোমার হজ্জ পাপাচারে কলুষিত। (তাবরানী, ইসবাহানী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْعُمْرَةِ فِىْ رَمَضَانَ

### রমযান মাসে উমরা আদায়ে উৎসাহ প্রদান

٦٥٩- وَعَنْ أَبِىْ مَعْقِلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عُمْرَةٌ فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

৬৫৯। হযরত আবু মা'লিক (রা) বর্ণনা করেন, রসূল (সা) বলেছেন ঃ রমযানে আদায়কৃত উমরা হজ্জের সমান। (ইবনে মাজাহ)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى التَّوَاضُعِ فِى الْحَجِّ وَالتَّبَذُّلِ، وَلُبْسِ الدُّوْنِ مِنَ الثِّيَابِ اِقْتِدَاءً بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

### অত্যন্ত সাদাসিদে বেশে হজ্জ করা উত্তম

٦٦٠- رُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَجَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَحْلٍ رَثٍّ، وَقَطِيْفَةٍ خَلَقَةٍ تُسَاوِىْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْلَا تُسَاوِىْ، ثُمَّ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ حَجَّةً لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ فِى الشَّمَائِلِ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالْأَصْبَهَانِىُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَاتُسَاوِىْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৬৬০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) হজ্জের সময়ে পিঠের ওপর জরাজীর্ণ আসনে বসতেন ও পুরানো কম্বল ব্যবহার করতেন, যার মূল্য চার দিরহাম বা তারও কম ছিল। তারপর বলতেন ঃ হে আল্লাহ, আমাকে এমন

www.nagorikpathagar.org

হজ্জ আদায় করার তাওফিক দাও, যাতে কোন রিয়াকারী (লোক দেখানো) ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত নেই। (শামায়েলে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইসবাহানী, তাবরানী)

٦٦١-وَعَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ مَرَّ بِالرَّوْحَاءِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا فِيْهِمْ نَبِيُّ اللّٰهِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ حُفَاةً عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ يَؤُمُّوْنَ بَيْتَ اللّٰهِ الْعَتِيْقَ» رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلٰى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَلَابَأْسَ بِإِسْنَادِهٖ فِي الْمُتَابِعَاتِ، وَرَوَاهُ أَبُوْ يَعْلٰى أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

৬৬১। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ রওহা অঞ্চল দিয়ে সত্তরজন নবী অতিক্রম করেছেন। তাদের মধ্যে আল্লাহর নবী হযরত মূসাও ছিলেন। সবাই খালি পায়ে ও একটা জুব্বা পরে আসতেন। (আবু ইয়ালা, তাবরানী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِي الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِهَا

## ইহরাম তালবিয়া ও উচ্চস্বরে তালবিয়া করার উপর উৎসাহ প্রদান

٢٦٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَظَلُّ يَوْمَهُ مُحْرِمًا إِلَّا غَابَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوْبِهٖ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

৬৬২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা হজ্জ ও উমরা একটার পর অপরটা কর। কেননা উভয়ে দারিদ্র ও গুণাহ মোচন করে। যেমন কামারের চুল্লী লোহা সোনও রূপার মরিচা দূর করে। গুনাহ মুক্ত হজ্জের সওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। কোন মুমিন ইহরাম বাধা অবস্থায় দিন কাটিয়ে দিলে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (তিরমিযী)

٦٦٣- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّيْ إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৬৬৩। হযরত সাহল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত-রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখনই কোন ব্যক্তি তালবিয়া পড়ে (অর্থাৎ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা বলে) তখন তার ডানে-বামে যত গাছ, পাথর ও মাটি থাকে, তারা সবাই তালবিয়া পড়তে থাকে। যতক্ষণ সে তার ডান ও বাম পাশের জমি অতিক্রম করে চলে না যায়।

٦٦٤- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « جَاءَنِيْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ : مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حَبَّانَ فى حبان فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৬৬৪। হযরত যায়েদ বিন খালেদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার নিকট জিবরীল এসে বলেছে ঃ আপনার সাথীদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়ার আদেশ দিন। কেননা এটা হজ্জের রীতি।" ইবনে মাজা, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْإِحْرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى

## মসজিদুল আকসা থেকে ইহরাম বাঁধার ফযিলত

٦٦٥- عَنْ أُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ أَبِىْ أُمَيَّةَ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَلَهُ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِىِّ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ».

৬৬৫। হযরত উম্মে হাকীম বিনতে আবি উমাইয়া থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদাস থেকে উমরার ইহরাম বাঁধে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ)

বায়হাকীর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি মসজিদুল আকসা থেকে হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদুল হারাম অভিমুখে যাত্রা করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং তার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজেব (অপরিহার্য) হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِى الطَّوَافِ، وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، وَمَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهِمَا وَفَضْلِ الْمَقَامِ، وَدُخُوْلِ الْبَيْتِ

## তওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার ফযিলত

٦٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُوْلُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : مَالِيْ لاَ أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلاَّ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ : اَلْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا» قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : «مَنْ طَافَ أُسْبُوْعًا يُحْصِيْهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ» قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : «مَارَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلاَ وَضَعَهَا إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهٰذَا لَفْظُهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৬৬৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ বিন উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি স্বীয় পিতাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছেন, আমি দেখতে পাই আপনি হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করেন না এর কারণ কী? হযরত ইবনে উমার (রা) বললেন ঃ রসূল (সা) বলেছেনঃ এই দুটোকে স্পর্শ করলে পাপ মোচন হয়। আর যে ব্যক্তি এক নাগাড়ে এক সপ্তাহ কা'বা শরীফের তওয়াফ করবে ও দু'রাকাত নামায পড়বে, সে যেন একজন পরাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন করলো। কোন ব্যক্তি তওয়াফের উদ্দেশ্যে যতবার পা ওঠাবে ও পা ফেলবে, প্রতিবার তার জন্য দশটা পুণ্য লেখা হবে, দশটা গুনাহ মাফ করা হবে এবং তার মর্যাদা দশগুণ বাড়ানো হবে। (আহমাদ, তিরমিযী

www.nagorikpathagar.org

٦٦٧-وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِيْ سُوَيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وُكِّلَ بِهِ سَبْعُوْنَ مَلَكًا، فَمَنْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوْا: آمِيْنَ» فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا بَلَغَكَ فِيْ هٰذَا الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمٰنِ» قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! فَالطَّوَافُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ؛ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِيْ تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

৬৬৭। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সত্তরজন ফেরেশতা রুকনে ইয়ামানীর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত। যে ব্যক্তি রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করে বলবে ঃ " হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও

www.nagorikpathagar.org

নিরাপত্তা চাই, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়াতেও শান্তি এবং আখেরাতেও শান্তি দিন, আর দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করুন” তার এই দোয়া করার সাথে সাথেই ঐ ফেরেশতারা বলেন, আমীন (অর্থাৎ হে আল্লাহ, কবুল করুন)। আর যে ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে, সে যেন স্বয়ং দয়াময় আল্লাহর হাতই স্পর্শ করে। আর যে ব্যক্তি কা'বা শরীফে সাতবার তওয়াফ করবে এবং আর কোন কথা না বলে এই দোয়া পড়তে থাকবে ঃ “সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহি” তার দশটা গুনাহ মাফ করা হবে, দশটা সওয়াব লেখা হবে এবং দশগুণ মর্যাদা বাড়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি তওয়াফকালে কথা বলে অর্থাৎ উক্ত দোয়া পড়ে সে যেন পানিতে হাঁটাহাঁটি করার মত আল্লাহর রহমতের ভেতরে হাঁটাহাঁটি করে। (ইবনে মাজাহ)

٦٦٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يُنَزِّلُ اللّٰهُ كُلَّ يَوْمٍ عَلٰى حُجَّاجِ بَيْتِهِ الْحَرَامِ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ رَحْمَةٍ : سِتِّيْنَ لِلطَّائِفِيْنَ، وَأَرْبَعِيْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ، وَعِشْرِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৬৬৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তার মহাসম্মানিত ঘরে হজ্জ আদায়কারীদের ওপর প্রতিদিন একশো বিশটা রহমত নাযিল করেনঃ ষাটটা রহমত তওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটা নামায আদায়কারীদের জন্য এবং বিশটা দর্শকদের জন্য। (বায়হাকী)

٦٦٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৬৬৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ কাবাগৃহের পাশে তওয়াফ এক ধরনের নামায। পার্থক্য শুধু এই যে, তওয়াফের সময় তোমরা কথা বলতে পার। তবে যে ব্যক্তি তওয়াফ করার সময় কথা বলে, সে যেন শুধু ভালো কথাই বলে। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

٦٧٠-وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِيْنَ مَرَّةٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৬৭০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কাবা শরীফে পঞ্চাশ বার তওয়াফ করবে, সে সদ্য প্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

٦٧١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجَرِ : « وَاللّٰهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلٰى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ،

৬৭১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহ কেয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে এমন অবস্থায় তুলবেন যে, তার দুটো চোখ থাকবে এবং তা দিয়ে সে দেখবে। তার জিহ্বা থাকবে এবং তা দিয়ে সে কথা বলবে। যে ব্যক্তি তাকে সংগতভাবে স্পর্শ করবে, তার পক্ষে সে সাক্ষ্য দেবে। (তিরমিযী)

٦٧٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَأْتِى الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِىْ قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانَانِ وَشَفَتَانِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَزَادَ : « يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْحَقِّ، وَهُوَ يَمِيْنُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ ».

৬৭২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন রুকনে ইয়ামানী আবু কুবাইস পাহাড়ের চেয়েও বড়

www.nagorikpathagar.org

আকৃতি নিয়ে হাজির হবে। তার দুটো জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট থাকবে। যে ব্যক্তি তাকে ন্যায়সংগতভাবে স্পর্শ করবে, তার পক্ষে সে সাক্ষ্য দেবে। সে আল্লাহর ডান হাত, যা দ্বারা তার বান্দাদের সাথে তিনি হাত মেলান। (আহমাদ, তাবরানী)

٦٧٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ اٰدَمَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৬৭৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ হাজরে আসওয়াদ যখন বেহেশত থেকে নেমে এসেছিল, তখন দুধের চেয়েও সাদা ছিল। আদমের বংশধরের গুনাহ তাকে কালো করে দিয়েছে। (তিরমিযী)

٦٧٤- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُوْلُ : « اَلرُّكْنَ وَالْمَقَامُ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيْتِ الْجَنَّةِ، وَلَوْ لاَ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى طَمَسَ نُوْرَهُمَا لَأَضَاءَتَامَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৬৭৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের দুটো এয়াকুত। আল্লাহ এ দুটোর জ্যোতি নষ্ট করে না দিলে তা সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে আলোকিত করতো। (তিরমিযী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْعَمَلِ ا لصَّالِحِ
## فِىْ عَشْرِذِى الْحَجَّةِ، وَفَضْلُهُ

## জিলহজ্জের প্রথম দশদিনে সৎ কাজে উৎসাহ প্রদান

٦٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ أَيَّامٍ اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ » يَعْنِىْ أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : « وَلاَ ا لْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَلَفْظُهُ قَالَ : « مَامِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ، وَلاَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ الْعَمَلُ فِيْهِنَّ مِنْ أَيَّامِ ا لْعَشْرِ؛ فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّسْبِيْحِ، وَالتَّحْمِيْدِ، وَالتَّهْلِيْلِ، وَالتَّكْبِيْرِ ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ قَالَ : « مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ، وَلاَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِىْ عَشْرِ الْأَضْحٰى » قِيْلَ : وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ: « وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ » فَقَالَ : فَكَانَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا دَخَلَ أَيَّامَ الْعَشْرِ اِجْتَهَدَ اِجْتِهَادًا [شَدِيْدًا] حَتّٰى مَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

www.nagorikpathagar.org

৬৭৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে বছরের কোনদিনের সৎ কাজ এত প্রিয় নয়, যতটা এই দশদিনে, অর্থাৎ জিলহজ্জের প্রথম দশদিনে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ হে রসূল, আল্লাহর পথে জেহাদও নয়? তিনি বললেনঃ না, আল্লাহর পথে জেহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল সহ জেহাদে বেরিয়েছে এবং এর কোনটাই নিয়ে ফিরে আসেনি, অর্থাৎ শহীদ হয়েছে, তার কথা স্বতন্ত্র। (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তাবরানী) তাবরানীর ভাষা হলোঃ এই দিনগুলোতে যে সৎ কাজ করা হয়, তার চেয়ে আর কোনদিনের সৎকাজ আল্লাহর কাছে প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর নয়। অতএব তোমরা এই দিনগুলোতে বেশী করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার পড়। বায়হাকীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই দিনগুলোতে কৃত সৎকাজ সবচেয়ে পবিত্র ও সর্বাধিক পুণ্যময়। তবে যে ব্যক্তি জেহাদে জান ও মাল উভয়ই হারিয়েছে, তার কথা স্বতন্ত্র।

٦٧٦-وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ، يُعْدَلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مَسْعُوْدِ بْنِ وَاصِلٍ عَنِ النَّهَاسِ بْنِ قَهْمٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِى الْبُخَارِىَّ- عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ.

قَالَ الْحَافِظُ: رَوٰى الْبَيْهَقِىُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ عِيْسٰى الرَّمْلِىِّ: حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ أَيُّوْبَ الْبَجَلِىُّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ- وَهٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ مَشْهُوْرُوْنَ تُكُلِّمَ فِيْهِمْ -عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

www.nagorikpathagar.org

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ ا للهِ، وَلاَ الْعَمَلُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ الأَيَّامِ، يَعْنِىْ مِنَ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ، وَا لتَّكْبِيْرِ، وَذِكْرِ اللهِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يُعْدَلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَالْعَمَلُ فِيْهِنَّ يُضَاعَفُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ».

৬৭৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ জিলহজ্জের প্রথম দশদিনের এবাদত আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এর প্রত্যেক দিনের রোযার সওয়াব এক বছরের রোযার সমান (ঈদের দিন বাদে) এবং প্রত্যেক রাতের এবাদত লাইলাতুল কদরের এবাদতের সমান। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী) বায়হাকীর আরেক বর্ণনায় এই দিনগুলোতে কৃত সৎকাজের সওয়াব সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَفَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ

## আরাফার ময়দানে ও মুযদালাফায় অবস্থান ও আরাফা দিবসের ফযীলত

٦٧٧- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ أَيَّامٍ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ » قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُوْلَ اللهِ، هُنَّ أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ؟ قَالَ : « هُنَّ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى إِلٰى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِىْ بِأَهْلِ الأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُوْلُ : انْظُرُوْا إِلٰى عِبَادِىْ

جَاءُوْنِيْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِيْنَ، جَاءُوْا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ يَرْجُوْنَ رَحْمَتِيْ وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِيْ، فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرُ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ» رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلٰى، وَالْبَزَّارُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ: انْظُرُوْا إِلٰى عِبَادِيْ أَتَوْنِيْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ، أُشْهِدُكُمْ[৮] أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: إِنَّ فِيْهِمْ فُلَانًا مُرَهَّقًا وَفُلَانًا. قَالَ: يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ» وَلَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ نَحْوُهُ لَمْ يَخْتَلِفَا إِلَّا فِيْ حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ. «الْمُرَهَّقُ» هُوَ الَّذِيْ يَغْشَى الْمَحَارِمَ، وَيَرْتَكِبُ الْمَفَاسِدَ.

قَوْلُهُ «ضَاحِيْنَ» هُوَ - بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - أَيْ بَارِزِيْنَ لِلشَّمْسِ غَيْرَ مُسْتَتِرِيْنَ مِنْهَا، يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ بَرَزَ لِلشَّمْسِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يُظِلُّهُ وَيُكِنُّهُ: إِنَّهُ لَضَاحٍ.

৬৭৭। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট জিলহজ্জের দশদিনের চেয়ে উত্তম দিন আর নেই। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লাহর রসূল, এ দিনগুলো উত্তম, না আল্লাহর পথে জেহাদে কাটানো হয়েছে এমন দশদিন? রসূল (সা) বললেনঃ জেহাদে কাটানো অনুরূপ দশদিনের চেয়েও এই দশদিন উত্তম। আর আল্লাহর কাছে আরাফার দিনের চেয়ে উত্তম দিন আর নেই। আল্লাহ তায়ালা সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং আকাশবাসীর সামনে পৃথিবীবাসীর

www.nagorikpathagar.org

উপর গর্ব করেন। তিনি বলেনঃ আমার বান্দাদের দিকে তাকাও। দেখ তারা এলো চুল ও ধুলোমাখা শরীর নিয়ে প্রখর রোদের ভেতর অনাবৃত অবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে এসেছে। তারা আমার রহমতের আশা করে, অথচ আমার আযাব তারা দেখেনি। আরাফার দিনে যত লোককে দোজখ থেকে মুক্তি দেয় হয়, তার চেয়ে বেশী লোককে আর কোনদিন মুক্তি দেয়া হয় না। (আবু ইয়ালা, বাযযার, ইবনে খুযায়মা, বায়হাকী ও ইবনে হাব্বান) বায়হাকীর বর্ণনায় আরো বলা হয়েছেঃ "আমি তোমাদেরকে (ফেরেশতাদেরকে) সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ওদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ফেরেশতারা তখন বলেঃ ওদের ভেতরে অমুক অমুক পাপিষ্ঠ ও দুরাচার ব্যক্তিও রয়েছে। আল্লাহু বলেনঃ আমি ওদেরকেও ক্ষমা করেছি।

٦٧٨- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كُرَيْزٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا رُؤِىَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيْهِ أَصْغَرُ، وَلاَ أَدْحَرُ، وَلاَ أَحْقَرُ، وَلاَ أَغْيَظُ مِنْهُ فِىْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا يَرٰى فِيْهِ مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللّٰهِ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ، إِلاَّ مَا رَاٰى يَوْمَ بَدْرٍ؛ فَإِنَّهُ رَاٰى جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ » رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيْهَقِىُّ .

৬৭৮। হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন, আরাফার দিনে আল্লাহর রহমত নাযিল হতে ও আল্লাহ কর্তৃক বড় বড় গুনাহ ক্ষমা করতে দেখে শয়তান যতখানি অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ক্ষুব্ধ হয়, একমাত্র বদরের যুদ্ধের দিন ব্যতীত আর কখনো সে অতটা অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ক্ষুব্ধ হয়নি। বদরের যুদ্ধে সে স্বচক্ষে দেখেছিল, হযরত জিবরীল (আ) ফেরেশতাদেরকে যুদ্ধে নিয়োজিত করছেন। (মালেক ও বায়হাকী)

٦٧٩- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ : « أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ فَغَفَرَ لَكُمْ إِلاَّ

www.nagorikpathagar.org

التَّبِعَاتِ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَوَهَبَ مُسِيْئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى لِمُحْسِنِكُمْ مَا سَأَلَ، فَأَدْفَعُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ؛ فَلَمَّا كَانَ بِجَمْعٍ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لِصَالِحِيْكُمْ، وَشَفَّعَ صَالِحِيْكُمْ فِيْ طَالِحِيْكُمْ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ فَتَعُمُّهُمْ، ثُمَّ تَفَرَّقُ الْمَغْفِرَةُ فِيْ الْأَرْضِ فَتَقَعُ عَلٰى كُلِّ تَائِبٍ مِمَّنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ، وَإِبْلِيْسُ وَجُنُوْدُهُ عَلٰى جِبَالِ عَرَفَاتٍ يَنْظُرُوْنَ مَايَصْنَعُ اللّٰهُ بِهِمْ؛ فَإِذَا نَزَلَتِ الرَّحْمَةُ دَعَا إِبْلِيْسُ وَجُنُوْدُهُ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَرُوَاتُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِى الصَّحِيْحِ، إِلاَّ أَنَّ فِيْهِمْ رَجُلاً لَمْ يُسَمَّ. لِمُحْسِنِهِمْ، وَأَعْطَيْتُ لِمُحْسِنِيْهِمْ جَمِيْعَ مَا سَأَلُوْنِيْ، غَيْرَ التَّبِعَاتِ الَّتِيْ بَيْنَهُمْ؛ فَإِذَا اَفَاضَ الْقَوْمُ إِلٰى جَمْعٍ، وَوَقَفُوْا وَعَادُوْا فِى الرَّغْبَةِ وَالطَّلَبِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى، فَيَقُوْلُ: يَامَلاَئِكَتِيْ، عِبَادِيْ وَقَفُوْا فَعَادُوْا فِى الرَّغْبَةِ وَالطَّلَبِ، فَأُشْهِدُ كُمْ أَنِّيْ قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ، وَشَفَّعْتُ رَغِيْبَهُمْ، وَوَهَبْتُ مُسِيْئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ، وَأَعْطَيْتُ مُحْسِنِيْهِمْ جَمِيْعَ مَا سَأَلُوْنِيْ، وَكَفَلْتُ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ الَّتِيْ بَيْنَهُمْ»

وَرَوَاهُ أَبُوْ يَعْلٰى مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ، وَلَفْظُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللّٰهَ تَطَوَّلَ عَلٰى أَهْلِ عَرَفَاتَ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ، يَقُوْلُ: يَامَلاَئِكَتِيْ اُنْظُرُوْا إِلٰى عِبَادِيْ شُعْثًا غُبْرًا، اَقْبَلُوْا يَضْرِبُوْنَ إِلٰى مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ فَأُشْهِدُ كُمْ اَنِّيْ قَدْ اَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ، وَشَفَّعْتُ رَغِيْبَهُمْ، وَوَهَبْتُ

www.nagorikpathagar.org

مُسِيْئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ، وَأَعْطَيْتُ لِمُحْسِنِيْهِمْ جَمِيْعَ مَا سَأَلُوْنِيْ، غَيْرَ التَّبِعَاتِ الَّتِيْ بَيْنَهُمْ؛ فَإِذَا أَفَاضَ الْقَوْمُ إِلٰى جَمْعٍ، وَوَقَفُوْا وَعَادُوْا فِي الرَّغْبَةِ وَالطَّلَبِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى، فَيَقُوْلُ: يَا مَلَائِكَتِيْ، عِبَادِيْ وَقَفُوْا فَعَادُوْا فِي الرَّغْبَةِ وَالطَّلَبِ، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَ هُمْ، وَشَفَّعْتُ رَغِيْبَهُمْ، وَوَهَبْتُ مُسِيْئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ، وَأَعْطَيْتُ مُحْسِنِيْهِمْ جَمِيْعَ مَا سَأَلُوْنِيْ، وَكَفَلْتُ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ الَّتِيْ بَيْنَهُمْ».

৬৭৯। হযরত উবাদা ইবনুছ ছামেত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) আরাফার দিনে বলেছেনঃ হে মানবমণ্ডলী, মহান আল্লাহ আজ তোমাদের ওপর নমনীয় হয়ে গেছেন, তাই তিনি তোমাদের পারস্পরিক দাবী-দাওয়া ও অধিকার ব্যতীত আর সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সৎকর্মশীলদের ওছীলায় অসৎকর্মশীলদেরকে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, আর অসৎকর্মশীলরা যা চেয়েছে, তাই প্রদান করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে দান কর। অতঃপর যখনই কোন দলের কাছে গিয়েছেন, তখন বলেছেনঃ মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদেরকে ক্ষমা করেছেন, সৎ লোকদেরকে অসৎলোকদের জন্য সুপারিশকারী নিয়োগ করেছেন, আল্লাহর রহমত সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলের উপর নাযিল হয় অতঃপর পৃথিবীতে ক্ষমা বিতরণ করা হয় এবং এমন তওবাকারীদের প্রত্যেকের ওপর নাযেল হয়, যারা তাদের জিহ্বা ও হাতকে সংযত রাখে। এ সময় ইবলীস ও তার দলবল আরাফাতের পাহাড়ে অবস্থান করে দেখতে থাকে আল্লাহ্ হাজীদের সাথে কেমন আচরণ করছেন। অতঃপর যখন আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, তখন ইবলীস ও তার দলবল নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করে। (তাবরানী)

আবু ইয়ালার বর্ণিত হাদীসের ভাষা এরূপঃ

আল্লাহ্ তায়ালা আরাফাতে অবস্থানকারীদের প্রতি নমনীয় হয়ে যান এবং গর্বের সাথে ফেরেশতাদেরকে বলেনঃ হে ফেরেশতাগণ, আমার বান্দাদের দিকে তাকাও, দেখ কি ভাবে এলোচুল ও ধুলিমাখা দেহ নিয়ে সকল অঞ্চল থেকে এসেছে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদের দোয়া কবুল করেছি, তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করেছি, তাদের সৎকর্মশীলদের ওছীলায় অসৎকর্মশীলদেরকে

www.nagorikpathagar.org

দান করেছি। তাদের সৎকর্মশীলদেরকে তাদের পারস্পরিক দাবী-দাওয়া ছাড়া আর যা কিছু চেয়েছে তার সবই দিয়েছি। অতঃপর যখন তারা আরাফাত থেকে রওনা হয়ে অন্য কোন দলের সাথে মিলিত হয় এবং কোথাও যাত্রাবিরতি করে ও আল্লাহর কাছে বিভিন্ন প্রার্থনা ও দাবী পেশ করতে থাকে, তখন আল্লাহ বলেন, হে আমার ফেরেশতারা, আমার বান্দারা যাত্রাবিরতি করেছে এবং পুনারায় নিজেদের দাবীদাওয়া পেশ করেছে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদের দোয়া কবুল করেছি, তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করেছি, তাদের সৎকর্মশীলদের ওছীলায় অসৎকর্মশীলদেরকে দান করেছি, সৎকর্মশীলরা যা যা চেয়েছে সবই দিয়েছি এবং তাদের পারস্পরিক দাবী-দাওয়া পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।

٦٨- وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأُجِيْبَ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَاخَلاَ الْمَظَالِمِ، فَإِنِّيْ اٰخُذُ لِلْمَظْلُوْمِ مِنْهُ ، قَالَ « أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُوْمَ الْجَنَّةَ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ » فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَلَمَّا اَصْبَحَ بِالْمُزْدَلَفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ، فَأُجِيْبَ إِلٰى مَاسَأَلَ. قَالَ : فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْقَالَ : تَبَسَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، إِن هٰذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيْهَا؛ فَمَا الَّذِيْ أَضْحَكَكَ؟ أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ. قَالَ : « إِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ إِبْلِيْسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللّٰهَ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِيْ وَغَفَرَ لِأُمَّتِيْ أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوْهُ عَلٰى رَأْسِهِ، وَيَدْعُوْ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ، فَأَضْحَكَنِيْ مَارَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ.

www.nagorikpathagar.org

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ فَأَكْثَرَ الدُّعَاءَ؛ فَأَوْحٰى اللّٰهُ إِلَيْهِ: إِنِّيْ قَدْ فَعَلْتُ إِلاَّ ظُلْمَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَأَمَّا ذُنُوْبُهُمْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَقَدْ غَفَرْتُهَا؛ فَقَالَ : «يَارَبِّ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ تُثِيْبَ هٰذَا الْمَظْلُوْمَ خَيْرًا مِنْ مَظْلَمَتِهِ، وَتَغْفِرُ لِهٰذَا الظَّالِمِ» فَلَمْ يُجِبْهُ تِلْكَ الْعَشِيَّةَ. فَلَمَّا كَانَ غَدَاةُ الْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ؛ فَأَجَابَهُ اللّٰهُ : إِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛

৬৮০। হযরত আব্বাস বিন মিরদাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) আরাফার দিন বিকালে তার উম্মাতের জন্য দোয়া করলেন। তাকে জবাব দেয়া হলোঃ আমি পারস্পরিক যুলুম অত্যাচার ছাড়া আর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। তাদের ভেতরে যে ব্যক্তি অত্যাচারিত, তার জন্য আমি অত্যাচারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। রসূল (সা) বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক, আপনি ইচ্ছে করলে অত্যাচারিত ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে ও অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন। এ প্রার্থনার জবাব তিনি আরাফা দিবসের বিকালে পেলেন না। পরদিন সকালে মুজদালাফায় বসে তিনি যখন পুনরায় এই দোয়া করলেন, তখন তিনি যা চেয়েছেন সে বিষয়ে জবাব দেয়া হলো। রসূল (সা) হাসলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি মুচকি হাসলেন। হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) বললেনঃ হে রসূল আামর পিতা ও মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক, এ সময়ে আপনি কখনো হাসতেন না। আজকে কেন হাসলেন? আল্লাহ্ যেন আপনাকে সব সময় হাসান। রসূল (সা) বললেনঃ আল্লাহর দুশমন ইবলীস যখন জানতে পারলো যে, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করেছেন, তখন নিজের মাথায় মাটি ছড়িয়েছে এবং নিজের জন্য মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করেছে। শয়তানের এই বিহ্বলতা দেখে আমি না হেসে থাকতে পারিনি। (ইবনে মাজাহ)

বায়হাকীতেও এ হাদীস এসেছে। তার ভাষা এরূপঃ রসূল (সা) আরাফা দিবসের বিকালে তার উম্মাতের ওপর ক্ষমা ও রহমতের জন্য অনেক দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা জবাবে বললেনঃ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। তবে যারা পরস্পরের

www.nagorikpathagar.org

ওপর যে যুলুম অত্যাচার করবে, তা মাফ করবো না। কেবল আমার ও তাদের মধ্যকার গুনাহ্ মাফ করেছি। (অর্থাৎ আমার হক মাফ করেছি কিন্তু বান্দার হক কেউ নষ্ট করলে মাফ করবো না) রসূল (সা) বললেনঃ হে আমার প্রভু, মজলুম ব্যক্তি যা হারিয়েছে বা যে কষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে তার চেয়ে উত্তম জিনিষ তাকে দিয়ে তার ক্ষতি পূরণ করে দিতে পারেন এবং যুলুমকারীদের ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ্ সেদিন বিকালে এর কোন জবাব দিলেন না। পরদিন সকালে মুজদালাফায় গিয়ে তিনি পুনরায় এই দোয়া করলেন। আল্লাহ্ জবাব দিলেনঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি। তখন রসূল (সা) মুচকি হাসলেন।

٦٨١- وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : كَانَ فُلاَنٌ رِدْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَجَعَلَ الْفَتٰى يُلاَحِظُ النِّسَاءَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْنَ أَخِىْ ، إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيْهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَالطَّبَرَانِىُّ.

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا فِىْ كِتَابِ الصَّمْتِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِىُّ، وَعِنْدَهُمْ « كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... اَلْحَدِيْثُ » وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ بْنِ حَيَّانَ فِىْ كِتَابِ الثَّوَابِ، وَالْبَيْهَقِىُّ أَيْضًا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرًا، قَالَ « مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ مِنْ عَرَفَةَ إِلٰى عَرَفَةَ ».

৬৮১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আরাফার দিনে জনৈক যুবক রসূল (সা)-এর পেছনে বসে একই সওয়ারীতে আরোহন করে চলছিল। ঐ যুবক

www.nagorikpathagar.org

মহিলাদের দিকে তাকাচ্ছিল। রসূল (সা) তাকে বললেনঃ ওহে আমর ভাইপো, এটা এমন একটা দিন যে, যে ব্যক্তি এ দিন নিজের চোখ, কান ও জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। (আহমাদ ও তাবরানী) ইবনে আবিদ্ দুনিয়া, খুযায়মা ও বায়হাকীর বর্ণনা অনুসারে এই যুবক ছিলেন হযরত আব্বাসের ছেলে ফযল। অপর বর্ণনা অনুসারে এক আরাফা থেকে আর আরাফা পর্যন্ত তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।

٦٨٢–وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ؛ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِجْلِسْ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيْفٍ؛ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ؛ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ سَبَقَكَ الْاَنْصَارِيُّ؛ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيْبٌ، وَإِنَّ لِلْغَرِيْبِ حَقًّا فَبْدَأْ بِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيِّ فَقَالَ:إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُنِيْ عَنْهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَسْأَلُنِيْ وَأُخْبِرُكَ؛ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، بَلٰى أَجِبْنِيْ عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ؟ قَالَ : جِئْتَ تَسْأَلُنِيْ عَنِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ؛ فَقَالَ : وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاأَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِيْ نَفْسِيْ شَيْئًا، قَالَ : فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ، ثُمَّ اُسْكُنْ حَتّٰى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ، وَلاَ تَنْقُرْ نَقْرًا، وَصَلِّ أَوَّلَ النَّهَارِ وَاٰخِرَهُ: فَقَالَ: يَانَبِيَّ اللّٰهِ فَإِنْ أَنَا صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : فَأَنْتَ إِذًا مُصَلٍّ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَ عَشَرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ؛ فَقَامَ الثَّقَفِيُّ، ثُمَّ

أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أُخْبِرُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِيْ، وَإِنْ شِئْتَ تَسْأَلُنِيْ وَأُخْبِرُكَ فَقَالَ : لَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، أَخْبِرْنِيْ بِمَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ، قَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِيْ عَنِ الْحَاجِّ مَالَهُ حِيْنَ مَالَهُ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ؟ يَقُوْمُ بِعَرَفَاتٍ؟ وَمَالَهُ حِيْنَ يَرْمِي الْجِمَارَ؟ وَمَا لَهُ حِيْنَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ؟ وَمَا لَهُ حِيْنَ يَقْضِيْ آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِيْ نَفْسِيْ شَيْئًا، قَالَ : فَإِنَّ لَهُ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لَا تَخْطُوْ خُطْوَةً إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً، فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ: انْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ شُعْثًا غُبْرًا، اِشْهَدُوْا أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ، وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لَا يَدْرِيْ أَحَدٌ مَالَهُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

৬৮২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রসূল (সা) এর কাছে এল। সে বললোঃ হে রসূল, আপনার কাছে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। রসূল (সা) বললেনঃ বস। এই সময় বনু সাকীফের এক ব্যক্তি এল। সে বললোঃ হে রসূল, আপনার কাছে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমার আগে আনসারী এসেছে। তখন আনসারী বললোঃ এ ব্যক্তি একজন বহিরাগত। বহিরাগত ব্যক্তির অগ্রাধিকার রয়েছে। সুতরাং আপনি প্রথমে তার কথা শুনুন। তখন রসূল (সা) বনু সাকীফের আগন্তুকের প্রতি

www.nagorikpathagar.org

মনোনিবেশ করলেন। তিনি বললেনঃ তুমি যদি চাও, আমিই বলে দিচ্ছি তুমি কি কি জিজ্ঞেস করতে চাইছো। আর যদি চাও তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি জবাব দেই। সে বললো, হে রসূলুল্লাহ, আপনি বরঞ্চ নিজেই আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিন। রসূল (সা) বললেনঃ তুমি আমার কাছে রুকু, সিজদা, নামায ও রোযা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে এসেছো। সে বললোঃ যে আল্লাহ আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তার শপথ, আপনি আমার মনের জিজ্ঞাসা নির্ভুলভাবেই চিহ্নিত করেছেন। রসূল (সা) বললেনঃ তবে শোন, যখন তুমি রুকুতে যাবে, তখন, তোমার দু হাতের তালু তোমার দু হাঁটুর ওপরে রাখবে। আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে দেবে। অতঃপর শান্তভাবে থাকবে, যতক্ষণ না প্রত্যেকটা অংগ-প্রত্যংগ স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর যখন সিজদায় যাবে, তখন তোমার কপালকে স্থিরভাবে রাখবে, নিছক মাথা ঠোকাবে না। দিনের প্রথমভাগে ও শেষভাগে নামায পড়বে। সে বললো, আমি যদি এ দুই নামাযের মাঝেও নামায পড়ি? তিনি বললেনঃ তা তুমি পড়তে পার। আর প্রত্যেক মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখ রোযা রেখ। এরপর সাকাফী আগন্তুক চলে গেল। এরপর রসূল (সা) আনসারীর দিকে মনোনিবেশ করলেন। তাকেও তিনি বললেনঃ তুমি যদি চাও, আমি বলে দিতে পারি তুমি কি কি জানতে এসেছো। আর যদি চাও, তুমিই জিজ্ঞেস কর, আমি জবাব দেই। সে বললোঃ হে রসূল, বরং আপনিই বলুন, আমি কি কি জিজ্ঞেস করতে এসেছি। রসূল বললেনঃ তুমি আমার কাছে জিজ্ঞেস করতে এসেছ, যে ব্যক্তি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তার কি রকম সওয়াব হবে, সে আরাফায় অবস্থান করলে কি সওয়াব পাবে, কংকর নিক্ষেপ করলে কি সওয়াব পাবে, মাথা কামালে কি সওয়াব পাবে, কা'বা শরীফে শেষ তওয়াফে কি সওয়াব পাবে, তাই না? সে বললোঃ হে রসূল, আল্লাহর কসম, আপনি ঠিকই ধরেছেন। রসূল (সা) বললেনঃ সে ঘর থেকে বের হওয়ার পর তার প্রত্যেক পদক্ষেপে একটা সওয়াব পাবে। তার একটি করে গুনাহ মাফ হবে। আর যখন সে আরাফায় অবস্থান করে, তখন আল্লাহ সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসেন। অতপর তিনি বলেনঃ হে ফেরেশতাগণ, আমার এই বান্দাদের দিকে তাকাও, কেমন এলোচুল ও ধুলিমাখা দেহে তারা এসেছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি ওদের সকল গুনাহ মাফ করেছি, যদিও তা বৃষ্টির বিন্দু ও আলেজ মরুভূমির বালুকণার সমান হয়। আর যখন সে কংকর নিক্ষেপ করে। তখন সে কেয়ামত পর্যন্ত কত কিছু পাবে, তা কেউ জানে না। আর যখন সে কা'বা শরীফের শেষ তওয়াফ সম্পন্ন করে, তখন সে তার সমস্ত গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায়, যেমন তার মায়ের গর্ভ থেকে জন্মলাভ করার দিন পবিত্র থাকে। (বাযযার, তাবরানী, ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ رَمْيِ الْجِمَارِ
## وَمَا جَاءَ فِيْ رَفْعِهَا

## কংকর নিক্ষেপের ফযীলত

٦٨٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمَّا اَتَى إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلاَمُهُ اَلْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ ا لشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتّٰى سَاخَ فِى الْاَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتّٰى سَاخَ فِى الْأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ ا لْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتّٰى سَاخَ فِى الْأَرْضِ » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : « اَ لشَّيْطَانُ تَرْجُمُوْنَ، وَمِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ تَتَّبِعُوْنَ » رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

৬৮৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আ) যখন হজ্জ করতে এলেন, তখন প্রথম কংকর নিক্ষেপের জায়গায় এলে শয়তান তার সামনে এল। তখন তিন শয়তানকে সাতটা কংকর নিক্ষেপ করতেই সে মাটির নীচে দেবে গেল। তারপর দ্বিতীয় কংকর নিক্ষেপের জায়গায় এলে আবার শয়তান তার সামনে এল। তখন তিনি তাকে সাতটা কংকর ছুঁড়ে মারলেন এবং আবারো সে মাটির নীচে দেবে গেল। এরপর তৃতীয় কংকর নিক্ষেপের জায়গায় গেলে আবারো শয়তান তার সামনে এল। তিনি পুনরায় তাকে সাতটা কংকর ছুঁড়ে মারলে সে পুনরায় মাটির নীচে দেবে গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেনঃ তোমরা শয়তানকে কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তোমাদের পিতা ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ করে থাক। (ইবনে খুযায়য়া ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ حَلْقِ الرَّأْسِ بِمِنًى

## মীনায় মাথা কামানোর ফযীলত

٦٨٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ. قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لِلْمُقَصِّرِيْنَ. قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ. قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا.

৬৮৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ হে আল্লাহ, যারা মাথা কামায়, তাদেরকে ক্ষমা কর। লোকেরা বললোঃ হে রসূল, যারা মাথার চুল ছাঁটে, তাদেরকেও? রসূল (সা) বললেনঃ হে আল্লাহ, যারা মাথা কামায় তাদেরকে ক্ষমা কর। লোকেরা বললো ঃ হে রসূল যারা চুল ছাঁটে তাদেরকেও? রসূল (সা) বললেন ঃ হে আল্লাহ যারা মাথা কামায় তাদেরকে ক্ষমা কর। লোকেরা বললো ঃ হে রসূল যারা চুল ছাঁটে তাদেরকেও হ্যাঁ, যারা চুল ছাঁটে, তাদেরকেও। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨٥- وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا « أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৮৫। হযরত উম্মুল হাসীন (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রসূল (সা) যারা মাথা কামায় তাদের জন্য তিনবার এবং যারা মাথা ছাঁটে তাদের জন্য একবার দোয়া করেছেন। (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ شُرْبِ مَاءِزَمْزَمَ وَمَاجَاءَ فِىْ فَضْلِهِ

## যমযমের পানি পান করার ফযীলত

٦٨٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خَيْرُ مَاءٍ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيْهِ طَعَامُ الطُّعْمِ، وَشِفَاءُ السُّقْمِ، وَشَرُّمَاءٍ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ بَوَادِىْ بَرَهُوْتَ بِقُبَّةٍ بِحَضْرَ مَوْتَ.

৬৮৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ পৃথিবীর সর্বোত্তম পানি হচ্ছে যমযমের পানি। এতে পানকারীর তৃপ্তিও হয়, রোগেরও নিরাময় হয়। আর নিকৃষ্টতম পানি হচ্ছে বারাহুতের একটা হ্রদের পানি, যা হাজরামাউতের একটা গুম্বুজের ভেতরে পাওয়া যায়। (তাবরানী, ইবনে হাব্বান)

٦٨٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِىْ شَفَاكَ اللّٰهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشَبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللّٰهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمَئِكَ قَطَعَهُ اللّٰهُ، وَهِىَ: هَزْمَةُ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُقْيَا اللّٰهِ إِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ» رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِىُّ، وَالْحَاكِمُ، وَزَادَ: «إِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيْذًا أَعَاذَكَ اللّٰهُ» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا شَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

www.nagorikpathagar.org

৬৮৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছে ঃ যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় সেই উদ্দেশ্যই সফল করে। যদি তুমি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তা পান কর, তবে আল্লাহ তোমার রোগ নিরাময় করবেন। আর যদি তোমার ক্ষুধা দূর করার জন্য পান কর, তবে আল্লাহ তোমার ক্ষুধা দূর করবেন। আর যদি তুমি পিপাসা নিবৃত করার জন্য পান কর, তবে আল্লাহ পিপাসা দূর করবেন। এটা আসলে হযরত ইসমাঈলকে পান করানোর উদ্দেশ্যে জিবরীল (আ) কর্তৃক খননকৃত ও আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত পানির উৎস। (দারকুতনী ও হাকেম) হাকেমের বর্ণনায় আরো রয়েছেঃ আর যদি আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্য পান কর, তবে আল্লাহ তোমাকে নিরাপত্তা দান করবেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) যখনই যমযমের পানি পান করতেন, বলতেন ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান প্রশস্ত জীবিকা এবং সকল রোগ থেকে নিরাময় চাই।

## تَرْهِيْبُ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ

## وَمَا جَاءَ فِيْ لُزُوْمِ الْمَرْأَةِ بَيْتَهَا بَعْدَ قَضَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ

## সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করার ভয়াবহ পরিণাম

٦٨٨- رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ [ اَلْحَرَامِ] فَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : ( وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ لَمْ

www.nagorikpathagar.org

تَحْبِسُهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا».

৬৮৮। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কাবা শরীফে পৌছার মত প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সম্বলের আধিকারী হয়েও হজ্জ করলো না, সে ইহুদী হয়ে মরুক অথবা খৃষ্টান হয়ে মরুক। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ মানুষের ওপর আল্লাহর হুকুম হলো সে যদি সফরে সক্ষম হয় তবে যেন কাবা শরীফে হজ্জ আদায় করে। (তিরমিযী, বায়হাকী)

বায়হাকীর আরেক বর্ণনায় রয়েছেঃ

যে ব্যক্তি কোন অনিবার্য প্রয়োজনে, কোন অচলকারী রোগের কারণে কিংবা কোন যালেম শাসকের বাধা দানের কারণে আটকা না পড়া সত্ত্বেও হজ্জ করেনি, সে চাইলে ইহুদী হয়ে মরুক অথবা খৃষ্টান হয়ে মরুক। "অনিবার্য প্রয়োজন" বলতে রোগ ও যালেম শাসকের বাধা ছাড়া এমন যে কোন বাধাকে বুঝানো হয়েছে, যা অতিক্রম করা মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে। -অনুবাদক

٦٨٩- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيْشَةِ، تَمْضِيْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُوْمٌ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৬৮৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ যে বান্দাকে আমি সুস্থ শরীর ও প্রশস্ত জীবিকা দিয়েছি এবং এরূপ সুস্থ ও সচ্ছল অবস্থায় পাঁচ বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করে না, সে নিশ্চয় বঞ্চিত। (ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الصَّلاَةِ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَقُبَاءَ

## মসজিদুল হারামে ও মসজিদে নববীতে নামায পড়ার ফযীলত

٦٩٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

৬৯০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক ওয়াক্ত নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। (মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

٦٩١-وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِىْ مَسْجِدِىْ أَرْبَعِيْنَ صَلاَةً لاَ تَفُوْتُهُ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ. وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيْحِ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الأَوْسَطِ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِىِّ بِغَيْرِ هٰذَا اللَّفْظِ.

৬৯১। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়বে এবং চল্লিশ ওয়াক্ত থেকে এক ওয়াক্তও বাদ দেবে না, তার জন্য দোজখ থেকে মুক্তি লেখা হবে, আযাব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং মোনাফেকী থেকে মুক্তি দেয়া হবে। (আহমাদ, তাবরানী ও তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

٦٩٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ بِصَلاَةٍ، وَصَلاَتُهُ فِيْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً، وَصَلاةٌ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ، وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الأَقْصٰى بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ صَلاَةٍ، وَصَلاةٌ فِيْ مَسْجِدِىْ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ صَلاَةٍ، وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

৬৯২। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি নিজ ঘরে নামায পড়লে একগুণ, পাড়ার মসজিদে (অর্থাৎ জুমুয়ার নামায পড়া হয় না। শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া হয় এমন মসজিদে) পড়লে পঁচিশ গুণ, জুমুয়া মসজিদে পড়লে পাঁচশো গুণ, মসজিদুল আকসায় পড়লে পঞ্চাশ হাজার গুণ, আমার মসজিদের পড়লে পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং মসজিদুল হারামে পড়লে একলক্ষ গুণ সওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ)

٦٩٣- وَرُوِىَ عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « رَمَضَانُ بِالْمَدِيْنَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ، وَجُمُعَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ جُمُعَةٍ فِيْمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ.

৬৯৩। হযরত বিলাল ইবনুল হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ মদিনা শরীফের একটা রমযান অন্যান্য শহরের এক হাজার রমযানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর মদিনা শরীফের একটা জুমুয়া অন্যান্য শহরের এক হাজার জুমুয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (তাবরানী)

٦٩٤- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اَلصَّلاَةُ فِيْ مَسْجِدِىْ

www.nagorikpathagar.org

هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَالْجُمُعَةُ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ جُمُعَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৬৯৪। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আমার এই মসজিদের নামায মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের এক হাজার নামাজের চেয়ে উত্তম, আমার এই মসজিদের জুময়া মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের এক হাজার জুময়ার চেয়ে উত্তম, আর আমার এই মসজিদের রমযান মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের একহাজার রমযানের চেয়ে উত্তম। (বায়হাকী)

٦٩٥- وَعَنْ أُسَيْدِ ابْنِ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৬৯৫। হযরত উসাইদ বিন যহীর আনসারী থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ মসজিদে কোবায় একবার নামায পড়লে একটা ওমরার সমান সওয়াব হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ سُكْنَى الْمَدِيْنَةِ إِلَى الْمَمَاتِ

### وَمَاجَاءَ فِىْ فَضْلِهَا، وَفَضْلِ أُحُدٍ، وَوَادِى الْعَقِيْقِ

### মৃত্যু পর্যন্ত মদীনায় বসবাস করতে উৎসাহ প্রদান

٦٩٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ يَصْبِرُ عَلٰى لأْوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِىْ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ ا الْقِيَامَةِ، أَوْشَهِيْدًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ، وَغَيْرُهُمَا.

৬৯৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ মদিনার কষ্টকর জীবনের ওপর আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করবে, কেয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হব। (মুসলিম, তিরমিযী)

٦٩٧- وَعَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ ا للّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنِّىْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَىِ الْمَدِيْنَةِ : أَنْ يُقْطَعُ عِضَا هُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا ، وَقَالَ : اَلْمَدِيْنَةُ

خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ، لاَ يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللّٰهُ فِيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلاَ يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلٰى لأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا- أَوْشَهِيْدًا- يَوْمَ الْقِيَامَةِ» زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ: « وَلاَ يُرِيْدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلاَّ أَذَابَهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْذَوْبَ الْمِلْحِ فِى الْمَاءِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৯৭। হযরত সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ মদীনার চতুর্সীমার মধ্যে কোন বড় গাছ কাটা ও জীবজন্তু শিকার করাকে আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি। মদিনা তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জানতো । এই শহরকে যে

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি অপছন্দ করে ছেড়ে যাবে, আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে এখানে নিয়ে আসবেন। এখানকার কষ্টসাধ্য জীবনে ধৈর্য ধারণ করে যে ব্যক্তি টিকে থাকবে, কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হব। কোন ব্যক্তি মদিনার অধিবাসীদের ক্ষতি সাধনের অথবা কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করলেও আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দোজখের আগুনে এমনভাবে গলিয়ে দেবেন, যেমন আগুন শীষা বা পানিতে লবণ গলে যায়। (মুসলিম)

٦٩٨- وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِيْ زُهَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «تُفْتَحُ الْيَمَنُ؛ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

৬৯৮। হযরত সুফিয়ান বিন আবি যুহাইর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ একদিন ইয়ামান বিজিত হবে। তখন একশ্রেণীর লোক দ্রুতগতিতে আপনজন ও অধীনস্থদের নিয়ে সেখানে চলে যাবে। অথচ তারা যদি জানতো, তবে মদিনাই তাদের জন্য উত্তম। একদিন সিরিয়া বিজিত হবে, তখন একশ্রেণীর লোক আপনজন ও অধীনস্তদেরকে নিয়ে সেখানে দ্রুত চলে যাবে। অথচ তারা যদি জানতো, তবে মদিনা তাদের জন্য উত্তম। একদিন ইরাক বিজিত হবে। তখন একশ্রেণীর লোক আপনজন ও অধীনস্তদেরকে নিয়ে দ্রুত সেখানে চলে যাবে। অথচ মদিনা তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জানতো। (বুখারী, মুসলিম)

٦٩٩- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِيْنَةِ فَاشْتَدَّ الْجَهْدُ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.nagorikpathagar.org

وَسَلَّمَ : « اِصْبِرُوْا وَأَبْشِرُوْا؛ فَإِنِّيْ قَدْ بَارَكْتُ عَلٰى صَاعِكُمْ وُمُدِّكُمْ، وَكُلُوْا وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ، وَإِنَّ لَبَرَكَةً فِى الْجَمَاعَةِ؛ فَمَنْ صَبَرَ عَلٰى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا وَشَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا رَغْبَةً عَمَّا فِيْهَا أَبْدَلَ اللّٰهُ بِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فِيْهَا، وَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوْءٍ أَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

৬৯৯। হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। মদিনায় দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় জীবন যাপন কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। তখন রসূল (সা) বললেনঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সুসংবাদ নাও। কেননা আমি তোমাদের খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের জন্য দোয়া করেছি। তোমরা খাও এবং বিভক্ত হয়ো না। কেননা (ঐক্যবদ্ধ থাকলে) একজনের খাবার দু'জনের জন্য, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য এবং চারজনের খাবার পাঁচজন ও ছ'জনের জন্য যথেষ্ট হয়। মনে রেখ, জামায়াতবদ্ধ জীবনেই বরকত তথা কল্যাণ নিহিত। যে ব্যক্তি মদিনার দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, আমি তার জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। আর যে ব্যক্তি তার প্রতি বিরক্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে, আল্লাহ তার পরিবর্তে তার চেয়ে ভালো লোককে সেখানে নিয়ে আসবেন। আর যে ব্যক্তি মদিনার ক্ষতি সাধনের চক্রান্ত করবে, আল্লাহ তাকে পানিতে লবণ যেভাবে গলে, সেই ভাবে গলিয়ে দেবেন। (বাযযার)

٧٠٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنِ اسْتَطَاعَ [مِنْكُمْ] أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّىْ أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوْتُ بِهَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَلَفْظُ اِبْنِ مَاجَةَ:

« مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَفْعَلْ؛ فَإِنِّىْ أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا »

www.nagorikpathagar.org

৭০০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মদিনায় মৃত্যুবরণ করতে পারে, সে যেন ওখানে মৃত্যু বরণ করে। (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করতে পারে) কেননা যে ব্যক্তি মদিনায় মৃত্যুবরণ করবে, তার জন্য আমি সুপারিশ করবো। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী ও ইবনে হাব্বান)

٧٠١- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ فِىْ أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَ مِنَ الآمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ زَارَنِىْ مُحْتَسِبًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَ فِىْ جِوَارِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ أَيْضًا.

قَالَ الْمُمْلِىُّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللّٰهُ: وَقَدْ صَحَّ مِنْ غَيْرِ مَا طَرِيْقٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الْوَبَاءَ وَالدَّجَّالَ لاَ يَدْخُلاَنِهَا؛ اُخْتُصِرَتْ ذٰلِكَ لِشُهْرَتِهِ.

৭০১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুই পবিত্র স্থানের (মক্কা ও মদিনা০ একটাতে মারা যাবে , সে কেয়ামতের দিন বিপদমুক্ত হয়ে উঠবে। আর যে ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে মদিনায় এসে আমার (কবর) যেয়ারত করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশী হবে। (বায়হাকী)

গ্রন্থকার বলেনঃ একাধিক সনদ থেকে এ হাদীসটা সুবিদিত বিধায় আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।

٧٠٢- وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى بِأَرْضِ سَعْدٍ بِأَرْضِ الْحَرَّةِ عِنْدَ بُيُوْتِ السُّقْيَا، ثُمَّ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَكَ وَعَبْدَكَ وَنَبِيَّكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ أَدْعُوْكَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِثْلَ مَا دَعَاكَ [بِهِ] إِبْرَاهِيْمُ لِمَكَّةَ،

نَدْعُوْكَ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِىْ صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ وَثِمَارِهِمْ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةِ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ، وَاجْعَلْ مَابِهَا مِنْ وَبَاءٍ بِخُمٍّ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا كَمَا حَرَّمْتَ عَلٰى لِسَانِ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرَمَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

«خُمٌّ» بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيْدِ الْمِيْمِ - اِسْمُ غَيْضَةٍ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ الْجُحْفَةِ، لاَ يُوْلَدُ بِهَا أَحَدٌ فَيَعِيْشُ إِلٰى أَنْ يَحْتَلِمَ إِلاَّ أَنْ يَرْتَحِلَ عَنْهَا لِشِدَّةِ مَا بِهَا مِنَ الْوَبَاءِ وَالْحُمّٰى بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَظُنُّ غَدِيْرَ خُمٍّ مُضَافًا إِلَيْهَا.

৭০২। হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) ওযু করে সা'দের জমিতে নামায পড়লেন। তারপর বললেনঃ হে আল্লাহ্, তোমার বন্ধু, তোমার বান্দা ও তোমার নবী ইবরাহীম মক্কাবাসীর কল্যাণের জন্য তোমার কাছে দোয়া করেছিলেন। আর আমি তোমার বান্দা ও রসূল তোমার কাছে মদিনাবাসীর জন্য দোয়া করছি ঠিক যেমন ইবরাহীম মক্কার জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি তোমার কাছে দোয়া করছি, মদিনার খাদ্যশস্য ও ফলমূলে প্রাচূর্য দাও। হে আল্লাহ মক্কাকে যেমন আমাদের প্রিয় বানিয়েছ, তেমনি মদিনাকে আমাদের প্রিয় বানাও। আর এখানকার রোগব্যাধিকে তুমি খুম্মে পাঠিয়ে দাও। হে আল্লাহ, ইবরাহীমের মুখ দিয়ে যেমন মক্কাকে নিরাপদ ও পবিত্র বানিয়েছ, তেমনি আমি মদিনার চতুর্সীমার ভেতরকার সমগ্র ভূখণ্ডকে পবিত্র ও নিরাপদ বানিয়েছি।

উল্লেখ্য খুম হচ্ছে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী জুহফার কাছাকাছি এমন একটা জায়গার নাম যেখানে কোন মানুষ জন্ম গ্রহণ করে বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বসবাস করতে পারে না। কারণ রসূল (সা) এর দোয়ার ফলে এ স্থানটা অত্যধিক জরাব্যাধি জর্জরিত ও অস্বাস্থ্যকর। (আহমদ)

٧٠٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْمَدِيْنَةُ قُبَّةُ الْإِسْلَامِ، وَدَارُ الْإِيْمَانِ، وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ، وَمَثْوَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ» رَوَاهُ

www.nagorikpathagar.org

الطبرانى فى ا لأوسط بإسناد الابأس به.

৭০৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ মদিনা হচ্ছে ইসলামের দুর্গ, ঈমানের বাসগৃহ, হিজরতের স্থান এবং হালাল ও হারামের (বিধানের ) আশ্রয়স্থল। (তাবরানী)

٧٠٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدُ إِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسْجِدِىْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالطَّبَرَانِىُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: « مَسْجِدِىْ هٰذَا، وَالْبَيْتَ الْمَعْمُوْرَ » وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَلَفْظُهُ «إِنَّ خَيْرَ مَارُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِىْ هٰذَا، وَالْبَيْتُ الْعَتِيْقُ. »

قَالَ الْحَافِظُ : وَقَدْ صَحَّ- مِنْ غَيْرِ مَا طَرِيْقٍ- أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَتُشَدُّ الرَّوَاحِلُ إِلاَّ إِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِىْ هٰذَا، وَالْمَسْجِدِ ا لْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى ».

৭০৪। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে স্থানগুলো অভিমুখে সফর করা যায়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম স্থান হলো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মসজিদ (পবিত্র কাবা বা মসজিদুল হারাম) এবং আমার মসজিদ। (আহমাদ, তাবরানী ও ইবনে খুযায়মা) তবে ইবনে খুযায়মার ভাষা হচ্ছে, আমার এই মসজিদ ও বাইতুল মামুর। ইবনে হাব্বানে আছেঃ সফরের সর্বোত্তম গন্তব্যস্থল হচ্ছে আমার এই মসজিদ ও বাইতুল আতীক। হাফেয মুনযিরী বলেনঃ একাধিক সনদ থেকে যে হাদীস বর্ণিত তা হচ্ছে, রসূল (সা) বলেছেনঃ কেবল তিনটি মসজিদ অভিমুখেই ভ্রমণ করা জায়েয আছেঃ আমার এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা।

উল্লেখ্য, বাইতুল আতীক, ও বাইতুল মামুর দ্বারা মসজিদুল হারামকেই বুঝানো হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ إِخَافَةِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ إِرَادَتِهِمْ بِسُوْءٍ

## মদীনাবাসীকে ভয় দেখানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٧٠٥– وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : «اَللّٰهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

৭০৫। হযরত উবাদা ইবনুস্ সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি মদিনাবাসীর ওপর অত্যাচার করে, তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে, তাকে আপনি ভীতসন্ত্রস্ত করুন। আর তার ওপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির অভিসম্পাত! তার পক্ষ থেকে ফরয ও নফল কোন এবাদতই গ্রহণ করা হবে না। (তাবরানী)

٧٠٦– وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَللّٰهُمَّ اكْفِهِمْ مَنْ دَهَمَهُمْ بِبَأْسٍ– يَعْنِيْ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ– وَلَا يُرِيْدُهَا أَحَدٌ بِسُوْءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَخِرَ فِي الصَّحِيْحِ بِنَحْوِهِ، وَتَقَدَّمَ

৭০৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা). বলেছেনঃ হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে কষ্ট দেয়, তাকে তুমি কষ্ট দাও এবং তার ওপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সকল মানুষের অভিশাপ পড়ুক। তার ফরয ও নফল কোন এবাদতই গৃহীত হবে না। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

# كِتَابُ الْجِهَادِ

# জেহাদ সংক্রান্ত অধ্যায়

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الرِّبَاطِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

## আল্লাহর পথে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক তৎপরতার (রিবাতের) ফযীলত

٧٠٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوِ الْغَزْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ، وَغَيْرُهُمْ.

৭০৭। হযরত সাহল বিন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহর পথে একদিন প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক দায়িত্ব পালন পৃথিবী ও তার যাবতীয় সহায় সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বেহেশতে তোমাদের কারো লাঠি রাখার স্থানটা পৃথিবী ও তার যাবতীয় সহায়-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর কোন বান্দা যদি একটা সকাল অথবা একটা বিকাল আল্লাহর পথে টহল দেয় তবে তা দুনিয়া ও তার যাবতীয় সহায়-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

দ্রষ্টব্যঃ মুসলিম শাসনাধীন কোন স্বাধীন দেশ বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সীমান্ত পাহারা দেয়া, তাকে আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ, টহলদান ইত্যাকার কাজকে আরবীতে রিবাত বলা হয়। কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের প্রহরার কাজও রিবাতের আওতাভুক্ত। অন্য কথায়, মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও পুলিশের নিয়মিত ও নিত্যনৈমিত্তিক তৎপরতা রিবাতের আওতাভুক্ত। আর যখন আগ্রাসন হয় তখন তা প্রতিহত করার জন্য যে লড়াই হয়, তাকে বলা হয় কিতাল। আর কিতাল ও রিবাত সামগ্রিকভাবে জেহাদের আওতাভুক্ত। অতীতে সাধারণ মুসলমানরাই এ দায়িত্ব পালন করতো। এ জন্য কোন বেতনভুক্ত বাহিনী

www.nagorikpathagar.org

থাকতোনা। তবে বেতনভুক্ত নিয়মিত বাহিনী থাকলেও সাধারণ মুসলমানদের ওপর এ দায়িত্ব সবসময় বিদ্যমান। আর যারা বেতনভুক্ত বাহিনীর সদস্য, তারাও সওয়াবের নিয়তের কাজ করলে বেতন-ভাতার পাশাপাশি সওয়াব পাবে। -অনুবাদক।

٧٠٨- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رِبَاطُ شَهْرٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ دَهْرٍ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَغُدِىَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ، وَرِيْحٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَجْرِىْ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمُرَابِطِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

৭০৮। হযরত আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ একমাস প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক কাজ করা সারাজীবন রোযা রাখার চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রতিরক্ষায় ও নিরাপত্তামূলক কাজ করা অবস্থায় মারা যায়, সে কেয়ামতের সময়কার ভয়াবহ আতংক ও অস্থিরতা থেকে নিরাপদে থাকবে, তাকে আল্লাহ বেহেশ্ত থেকে জীবিকা ও বাতাস দান করবেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাকে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাকর্মীর উপযুক্ত সাওয়াব দিতে থাকবেন। (তাবরানী)

٧٠٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَجْرِ الرِّبَاطِ، فَقَالَ: «مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً حَارِسًا مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ صَامَ وَصَلّٰى» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

৭০৯। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (রা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের প্রহরী হিসেবে একটা রাত কাজে নিয়েজিত থাকবে, সে তার প্রহরাধীন লোকেরা যত নামায-রোযা করবে, তার সওয়াব পাবে। (তাবরানী)

٧١٠- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ

www.nagorikpathagar.org

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ »
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৭১০। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন; আল্লাহর পথে একদিন প্রতিরক্ষামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজে নিয়োজিত থাকা অন্য বাড়ীতে অবস্থান করে কোন কাজে একহাজার দিন কাটানোর চেয়ে উত্তম। (নাসায়ী, তিরমিযী)

٧١١- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ صَلَاةَ الْمُرَابِطِ تَعْدِلُ خَمْسَمِائَةِ صَلَاةٍ، وَنَفَقَةُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ مِنْهُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِمِائَةِ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ فِىْ غَيْرِهِ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৭১১। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ একজন মুরাবিত (আল্লাহর পথে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি) এর নামায পাঁচশো নামাযের সমান। আর এই কাজে ব্যয়িত একটা দিনার অন্য কাজে ব্যয়িত সাতশো দিনারের চেয়ে উত্তম (বায়হাকী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْحِرَاسَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

## আল্লাহর পথে পাহারা দেয়ার ফযীলত

٧١٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৭১২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ দুটো চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না ঃ যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দেয়। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

٧١٣- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ثَلَاثَةٌ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ : عَيْنٌ حَرَسَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ كَفَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا الْحَبِيْبِ الْعَنْبَرِيَّ لَا يَحْضُرُنِيْ حَالُهُ.

৭১৩। হযররত মুয়াবিয়া বিন হায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির চোখ আগুন দেখবেনাঃ যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দেয়, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলো দেখা থেকে বিরত থাকে। (তাবরানী)

٧١٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ لَيْلَةً أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِيْ أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

৭১৪। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (রা) বলেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা রাতের সন্ধান দেব না, যা লাইলাতুল কদর থেকেও উত্তম? যে রাতে কোন পাহারাদার এমন বিপজ্জনক স্থানে পাহারা দেয়, যেখান থেকে তার নিজ পরিবারের কাছে ফিরে না আসারও সম্ভাবনা থাকে।

٧١٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ثَلَاثَةٌ أَعْيُنٍ لَا تَمَسُّهَا النَّارُ : عَيْنٌ فُقِئَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৭১৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (রা) বলেছেনঃ তিনটে চোখকে আগুন স্পর্শ করবে নাঃ যে চোখ আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে নষ্ট হয়েছে, যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়েছে এবং যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে (হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٧١٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حُرِّمَ عَلَى عَيْنَيْنِ أَنْ تَنَالَهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُفْرِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ.

৭১৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দুটো চোখের জন্য আগুন হারাম ঃ যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ ইসলাম ও মুসলমানদেরকে পাহারা দিয়ে কুফরি শক্তির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে রাত জাগে। (হাকেম)

٧١٧- وَعَنْ أَبِيْ رَيْحَانَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةٍ، فَأَتَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى شَرَفٍ، فَبِتْنَا عَلَيْهِ، فَأَصَابَنَا بَرْدٌ شَدِيْدٌ حَتَّى رَأَيْتُ مَنْ يَحْفِرُ فِي الْأَرْضِ حُفْرَةً يَدْخُلُ فِيْهَا، وَيُلْقِيْ عَلَيْهِ الْحَجَفَةَ - يَعْنِي التُّرْسَ - فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّاسِ قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ، وَأَدْعُوْ لَهُ بِدُعَاءٍ يَكُوْنُ فِيْهِ فَضْلٌ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: «أُدْنُهْ» فَدَنَا، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟» فَتَسَمَّى لَهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَفَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدُّعَاءِ فَأَكْثَرَ مِنْهُ. قَالَ أَبُوْ رَيْحَانَةَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ مَادَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ آخَرُ، قَالَ «أُدْنُهْ» فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟» فَقُلْتُ: أَبُوْ رَيْحَانَةَ، فَدَعَا لِيْ بِدُعَاءٍ، وَهُوَ دُوْنَ مَادَعَا لِلْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ: «حُرِّمَتِ

www.nagorikpathagar.org

النَّارُ عَلٰى عَيْنٍ دَمَعَتْ – أَوْبَكَتْ – مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلٰى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ» وَقَالَ: حُرِّمَتِ النَّارُ عَلٰى عَيْنٍ اُخْرٰى ثَالِثَةٌ لَمْ يَسْمَعْهَا مُحَمَّدُ بْنُ شَمِيْرٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لِلنَّسَرَائِيِّ بِبَعْضِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَالْحَاكِمِ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৭১৭। হযরত আবু রায়হানা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা)-এর সাথে আমরা এক যুদ্ধে গিয়েছিলাম। একদিন আমরা একটা উঁচু জায়গায় এলাম এবং ওখানেই রাত কাটালাম। আমাদের এত শীত অনুভূত হলো যে, আমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে মাটি খনন করে গর্ত বানিয়ে তার ভেতরে ঢুকতে দেখলাম এবং গর্তের মুখের ওপরে ঢাল রেখে মুখ বন্ধ করতে দেখলাম। রসূল (সা) এ অবস্থা দেখে বললেনঃ আজকের রাতে আমাদেরকে কে পাহারা দেবে? যে ব্যক্তি পাহারা দেবে, আমি তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করবো। আনসারদের মধ্যে থেকে একজন বললোঃ হে রসূল, আমি পাহারা দেব। রসূল (সা) বললেনঃ আমার কাছে এস। সে কাছে এলে রসূল (সা) বললেনঃ তুমি কে? আনসারী নিজের নাম বললো। রসূল (সা) তার কাজের শুরুতে তার জন্য অনেক দোয়া করলেন। আবু রাইহানা বলেনঃ আমি যখন রসূল (সা)-এর দোয়াগুলো শুনলাম তখন বললাম, 'আমি আর একজন। পাহারা দেব'। রসূল (সা) বললেনঃ কাছে এস। আমি তার কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কে? আমি বললামঃ আবু রাইহানা। তখন তিনি আমার জন্যও দোয়া করলেন। তবে আনসারীর চেয়ে কম দোয়া করলেন। তারপর রসূল (সা) বললেনঃ যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, তার ওপর দোজখের আগুন হারাম। আর যে চোখ রাত জেগে আল্লাহর পথে পাহারা দেয় তার ওপর দোজখের আগুন হারাম। (আহমাদ, নাসায়ী, তাবরানী) সম্ভবত আবু রাইহানা দ্বিতীয় ব্যক্তি হওয়ার কারণে তার জন্য কম দোয়া করেছেন। কেননা প্রথম সাড়াদানকারীর মর্যাদা স্বভাবতই বেশী হয়ে থাকে। -অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

٧١٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ سَارُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَأَطْنَبُوْا السَّيْرَ حَتّٰى كَانَ عَشِيَّةً، فَحَضَرْتُ صَلاَةَ الظُّهْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاء فَارِسٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّىْ اِنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ حَتّٰى طَلَعْتُ عَلٰى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلٰى بَكْرَةِ أَبِيْهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَنِسَائِهِمْ اِجْتَمَعُوْا إِلٰى حُنَيْنٍ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: « تِلْكَ غَنِيْمَةُ ا لْمُسْلِمِيْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى » ثُمَّ قَالَ: « مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ » قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِىْ مَرْثَدَ الْغُنُوِيُّ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ « ارْكَبْ » فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ، وَجَاءَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اِسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِىْ أَعْلاَهُ، وَلاَ نُغَرَّنَّ مَنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ » فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى مُصَلاَّهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: « هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟ » قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ، وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، حَتّٰى إِذَا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَبْشِرُوْا فَقَدْ جَاءَ فَارِسُكُمْ » فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلٰى خِلاَلِ الشَّجَرِ فِى الشِّعْبِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتّٰى

www.nagorikpathagar.org

وَقَفَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّيْ انْطَلَقْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِيْ أَعْلٰى هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَاهُمَا ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟ » قَالَ: لَا ، إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيَ حَاجَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَدْ أَوْجَبْتَ: فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

৭১৮। হযরত সাহল ইবনে হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা রসূল (সা)-এর সাথে হুনায়েনের দিকে রওনা হলো। এই সফর এত দীর্ঘ ছিল যে, সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি যখন রসূল (সা)-এর সাথে জোহর পড়লাম, তখন এক ঘোড়সওয়ার এল। সে বললোঃ হে রসূল, আমি আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলে গিয়েছিলাম। অমুক পাহাড়ে উঠে দেখলাম, গোটা হাওয়াযেন গোত্র তাদের সমস্ত জনশক্তি, দ্রব্যসামগ্রী ও মহিলাদেরকে সাথে নিয়ে ময়দানে পৌঁছে গেছে। রসূল (রা) মুচকি হেসে বললেনঃ আল্লাহ চাহে তো আগামি কাল ওসব কিছু গণীমত **হিসেবে** মুসলমানদের হাতে এসে যাবে। তারপর তিনি বললেনঃ আজ কে আমাদেরকে পাহারা দেবে? আনাস বিন আবি মুরসাদ আন-গানাবী বললোঃ হে রসূল, আমি। রসূল (রা) বললেনঃ তাহলে আরোহন কর। সে ঘোড়ায় আরোহন করে রসূল (সা)-এর কাছে এল। রসূল (সা) তাকে বললেনঃ এই টিলাটার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহন কর। তাহলে তোমার দিক থেকে এই রাতে আমাদের কোন বিপদের আশংকা থাকবে না। (কেননা সর্বোচ্চ চূড়া থেকে চারদিকে শত্রুর আনাগোনা প্রত্যক্ষ করা সহজ।) ভোর হয়ে গেলে রসূল (রা) দু' রাকাত নামায পড়লেন। তারপর আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি তোমাদের পাহারাদার ঘোড় সওয়ারের কোন সাড়াশব্দ পেয়েছো ? সবাই বললোঃ হে রসূল, কোন সাড়াশব্দ আমরা পাইনি। তখন নামাযের একামত দেয়া হলো। রসূল (সা) নামায পড়তে লাগলেন এবং টিলার দিকে তাকাতে লাগলেন। নামায শেষ হলে তিনি বললেনঃ তোমরা সুসংবাদ নাও। তোমাদের প্রহরী এসেছে।

www.nagorikpathagar.org

আমরা টিলার ওপর গাছ-গাছালির ভেতরে তাকালাম। দেখলাম সে এলো এবং রসূল (সা)-এর সামনে দাঁড়ালো। সে বললোঃ আমি এই টিলার সেই সর্বোচ্চ চূড়ায় চলে গিয়েছিলাম, যেখানে রসূল (সা) আমাকে যাওয়ার আদেশ দিয়ছিলেন। সকাল হয়ে গেলে উভয় টিলাকে পর্যবেক্ষণ করলাম। কিন্তু কাউকে দেখলামনা। রসূল (সা) তাকে বললেনঃ তুমি কি রাতে নীচে নেমেছিলে? সে বললো নামায পড়া ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া ছাড়া নীচে নামিনি। রসূল (সা) তাকে বললেনঃ তুমি নিজের জন্য বেহেশতকে অবধারিত করে নিয়েছ। এরপর তোমার আর কোন কাজ করার দরকার নেই। (নাসায়ী, আবু দাউদ)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَتَجْهِيْزِ الْغُزَاةِ، وَخَلْفِهِمْ فِىْ أَهْلِهِمْ

## আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহ প্রদান

৭১৯- وَرَوٰى الْبَزَّارُ حَدِيْثَ الْإِسْرَاءِ مِنْ طَرِيْقِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ- أَوْغَيْرِهِ - عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِفَرَسٍ يُجْعَلُ كُلُّ خَطْوٍ مِنْهُ أَقْصٰى بَصَرِهِ، فَسَارَ وَسَارَ مَعَهُ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَتٰى عَلٰى قَوْمٍ يَزْرَعُوْنَ فِىْ يَوْمٍ وَيَحْصُدُوْنَ فِىْ يَوْمٍ ، كُلَّمَا حَصَدُوْا عَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: «يَاجِبْرَائِيْلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ؟» قَالَ: هٰؤُلَاءِ الْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُضَاعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَمَا أَنْفَقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُفُهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ.

৭১৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ মেরাজের রাতে তাঁর কাছে এমন একটা ঘোড়া আনা হয়েছিল, যা প্রতি পদক্ষেপে দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে চলে যায়। এহেন ঘোড়ায় চড়ে তিনি ও জিবরীল চলতে

www.nagorikpathagar.org

লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি এমন একদল লোকের সাক্ষাৎ পেলেন, যারা একদিন ফসল বোনে এবং পরের দিনই তা কাটে। আর ফসল কাটার সাথে সাথেই ক্ষেত পুনরায় আবার আগের মত ফসলে পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি বললেনঃ হে জিবরীল এরা করা? জিবরীল বললেনঃ এরা হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়কারী মোজাহিদগণ। তাদের প্রতিটা দানের সাতশো গুণ সওয়াব দেয়া হয়। অথচ তার া যা ব্যয় করে, তা আল্লাহ পূরণ করে দেন। (বাযযার)

٧٢٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ» قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَبِّ زِدْ أُمَّتِيْ » فَنَزَلَتْ : (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৭২০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যখন সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াত নাযিল হলোঃ যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ দান করে, তাদের দানের উদাহরণ হলো, যেন একটা বীজ, যা সাতটা শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটা শীষে একশো করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, আরো বেশী দেন। আল্লাহ উদার ও মহাজ্ঞানী। তখন রসূল (সা) বললেনঃ আমার উম্মাতকে আরো বেশী দিন। তখন আল্লাহ নাযেল করলেনঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান বিনা হিসেবে দান করেন। (আয়াত-১০ যুমার) ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী।

٧٢١- وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، وَأَبِيْ الدَّرْدَاءِ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَأَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، وَعِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَرْسَلَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَقَامَ فِيْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَنْفَقَ فِيْ

www.nagorikpathagar.org

وَجْهِهِ ذٰلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ» ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةِ ( وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

৭২১। হযরত আলী (রা), আবুদ্দারদা (রা), আবু হুরায়রা (রা), আবু উমামা আল-বাহেলী (রা), আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা), জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) ও ইমরান ইবনে হাসীন (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু অর্থ দান করে এবং তারপর নিজ গৃহে অবস্থান করে সে প্রত্যেক দিরহামে সাতশো দিরহামের সওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর পথে লড়াইও করে এবং সে জন্য অর্থব্যয়ও করে, সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে সাতলক্ষ দিরহামের সওয়াব পাবে। তারপর তিনি এই আয়াত পড়লেন; 'তিনি যাকে ইচ্ছা করেন বহুগুন বেশী দান করেন'। (ইবনে মাজাহ)

٧٢٢- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طُوْبٰى لِمَنْ أَكْثَرَ فِى الْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ، فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ سَبْعِيْنَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِنْهَا عَشَرَةُ أَضْعَافٍ، مَعَ الَّذِىْ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْمَزِيْدِ» قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ النَّفَقَةُ؟ قَالَ : اَلنَّفَقَةُ عَلٰى قَدَرِ ذٰلِكَ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَقُلْتُ لِمُعَاذٍ : إِنَّمَا النَّفَقَةُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، فَقَالَ مُعَاذٌ : قَلَّ فَهْمُكَ، إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا أَنْفَقُوْهَا وَهُمْ مُقِيْمُوْنَ فِىْ أَهْلِيْهِمْ غَيْرَ غُزَاةٍ، فَقَالَ مُعَاذٌ : قَلَّ فَهْمُكَ، إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا أَنْفَقُوْهَا وَهُمْ مُقِيْمُوْنَ فِىْ أَهْلِيْهِمْ غَيْرَ غُزَاةٍ، فَإِذَا غَزَوْا وَأَنْفَقُوْا خَبَأَ اللّٰهُ لَهُمْ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ عِلْمُ الْعِبَادِ وَصِفَتُهُمْ فَأُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ وَحِزْبُ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَفِىْ إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.

www.nagorikpathagar.org

৭২২। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (রা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জেহাদে নিয়োজিত হয়ে বেশী করে আল্লাহর জিকর করে, তার জন্য সুসংবাদ। কেননা সে প্রত্যেকটা শব্দের বিনিময়ে সত্তর হাজার সওয়াব পাবে এবং এর প্রত্যেকটা সওয়াব দশগুণ বাড়ানো হবে। সেই সাথে আল্লাহর কাছে তার জন্য আরো বহু বাড়তি পুরস্কার রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে রসূল যদি অর্থও ব্যয় করে তাহলে? রসূল (সা) বললেনঃ অর্থ ব্যয়ের সওয়াব অনুরূপ পাবে। (অর্থাৎ সাতলক্ষ গুণ) আব্দুর রহমান হযরত মুয়াযকে বললেনঃ হে মুয়ায, আল্লাহর পথে দানের সওয়াব তো সাতশো গুণ। মুয়ায বললেনঃ তোমার বুঝ খাটো হয়ে গেছে। আরে সাতশোগুণ ছওয়াব তো তখন, যখন দানকারীরা দান করার পর ঘরে বসে থাকে এবং লড়াইতে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে না। তারা যদি লড়াইতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার রহমতে ভান্ডার থেকে তাদের জন্য এত সওয়াব সঞ্চয় করে রাখেন, যা বান্দাদের জ্ঞানের ও বাইরে এবং কল্পনারও অতীত। তারা হচ্ছে আল্লাহর দল। আর আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে। (তাবরানী)

٧٢٣- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

৭২৩। হযরত যায়দ বিন খালেদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন সৈনিককে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করলো সে যেন নিজেই সরাসরি লড়াই করলো। আর যে ব্যক্তি যুদ্ধরত কোন সৈনিকের পরিবারের তত্ত্বাবধান করলো, সে যেন সরাসরি যুদ্ধ করলো। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

٧٢٤-وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَ مَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَوْأَنْفَقَ عَلٰى أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

www.nagorikpathagar.org

৭২৪। হযরত যায়দ বিন ছাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন লড়াকু সৈনিককে যুদ্ধে উপকরণ সরবরাহ করে, সে সৈনিকের সমান সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন সৈনিকের পরিবারের উত্তমরূপে তত্ত্বধান করে অথবা পারিবারকে আর্থিক সাহায্য করে, সেও ঐ সৈনিকের মত সওয়াব পাবে। (তাবরানী)

٧٢٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ سَهْلاً رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ غَارِمًا فِيْ عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتِبًا فِيْ رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْهُ.

৭২৫। হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাহল বিন হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াইরত কোন যোদ্ধাকে সাহায্য করে অথবা কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার অভাব-অনটন দূর করতে সাহায্য করে সে কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সে দিন আল্লাহর ছায়া পাবে। (আহমাদ, বায়হাকী)

٧٢٦- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمِنْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْطَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৭২৬। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ সর্বোত্তম সদকা হলো, আল্লাহর পথে তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করা, কোন মোজাহিদকে সহযোগিতা করার জন্য সহকর্মী বা সেবক সরবরাহ করা অথবা শক্তিমান বাহন সরবরাহ করা। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ اِحْتِبَاسِ الْخَيْلِ لِلْجِهَادِ لاَرِيَاءَ وَلاَ سُمْعَةَ وَمَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهَا

## লোকদেখানো উদ্দেশ্যে নয় বরং জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করার ফযীলত

٧٢٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اِحْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ؛ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ، وَبَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- يَعْنِيْ حَسَنَاتٍ-» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمَا.

৭২৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার প্রতিশ্রুতি পালনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে একটা ঘোড়া পালন বা সংরক্ষণ করবে, ঐ ঘোড়ার তৃপ্তি সহকারে খাদ্য খাওয়া, পানীয় পান করা এবং পেশাব ও পায়খানা করা সবই কেয়ামতের দিন তার দাঁড়িপাল্লায় মাপা হবে। অর্থাৎ সবই সৎকাজ হিসেবে গণ্য হবে। (বুখারী, নাসায়ী)

٧٢٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: «اَلْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ؛ فَأَمَّا الَّذِيْ هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ؛ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ ظُهُوْرِهَا وَلاَ رِقَابِهَا؛ فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيْ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ؛ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ أَوْ

www.nagorikpathagar.org

اَلرَّوْضَـةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ اٰثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلاَمَرَّبِهَا صَاحِبُهَا عَلٰى نَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ.

৭২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ ঘোড়া তিন প্রকার কারো জন্য তা পাপের উপকরণ, কারো জন্য নিরাপত্তার উপকরণ এবং কারো জন্য সওয়াবের উপকরণ। লোকদেখানো ও মুসলমানদের সামনে দম্ভ প্রকাশ করা ও তাদের সাথে শত্রুতার উদ্দেশ্যে ঘাড়া পালন করলে তা হবে পাপের উপকরণ। আর ঘোড়াকে নিজের কাজে লাগানের সাথে সাথে তা দ্বারা ইসলামের প্রয়োজনে পূরণের দিকেও লক্ষ্য রাখা হলে তাকে ধরে নেয়া যাবে নিরাপত্তার উপকরণ। আর নিছক ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে লালন পালন করা হলে তা হবে সওয়াবের উপকরণ। এ ধরনের ঘোড়াকে যে বাগানে বা ক্ষেতে বেঁধে রাখা হবে, সেখান থেকে সে যতগুলো ফল বা পাতা ইত্যাদি খাবে, ঘোড়ার মালিক ততই সওয়াব পাবে, তার পেশাব ও পায়খানা অনুপাতে সওয়াব পাবে এবং তার প্রত্যেক পদক্ষেপে একটা করে সওয়াব পাবে। সে যত পানি পান করবে, মালিক তত সওয়াব পাবে। (বুখারী, মুসলিম)

٧٢٩- وَرُوِيَ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اَلْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: فَفَرَسٌ لِلرَّحْمٰنِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمٰنِ فَمَا اتُّخِذَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقُتِلَ عَلَيْهِ أَعْدَاءُ اللّٰهِ، وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَمَا اسْتُبْطِنَ وَتُحُمِّلَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا

www.nagorikpathagar.org

فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَمَا رُوْهِنَ عَلَيْهِ، وَقُوْمِرَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَهُوَ غَرِيْبٌ.

৭২৯। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ ঘোড়া তিন রকমঃ আল্লাহর ঘোড়া, মানুষের ঘোড়া ও শয়তানের ঘোড়া। যে ঘোড়াকে আল্লাহর পথে জেহাদে ব্যবহার করা হয় এবং তার উপর চড়ে আল্লাহর শত্রুদের হত্যা করা হয়, সেটা হচ্ছে আল্লাহর ঘোড়া। আর যে ঘোড়াকে সাংসারিক কাজে খাটানো হয় ও ভারবাহী হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেটা হচ্ছে মানুষের ঘোড়া। আর যে ঘোড়াকে বাজী ধরা হয় ও জুয়া খেলার কাজে ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে শয়তানের ঘোড়া। (তাবরানী)

٧٣٠- وَعَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْوِيْ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِأُصْبُعِهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: «اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: اَلْأَجْرُ وَالْغَنِيْمَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ.

৭৩০। হযরত জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূল (রা) কে দেখেছি নিজের আঙ্গুল দিয়ে একটা ঘোড়ার কপালের পশম মসৃণ করছেন, আর বলছেনঃ ঘোড়ার কপালে কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছেঃ হয় পরকালের সওয়াব নতুবা ইহকালের গণীমত। (অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভের কল্যাণে পার্থিব সম্পদ অর্জন) (মুসলিম, নাসায়ী)

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়কার যাবতীয় ধাতব যানবহান যথা ট্যাক্সি ইত্যাদির উপর এই হাদীসগুলো প্রযোজ্য। কেননা ঘোড়ার ন্যায় ধাতব বা কাঠের তৈরী যানবাহানকেও ভালো বা মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। -অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

## تَرْغِيْبُ الْغَازِيْ وَالْمُرَابِطِ

## فِى الْإِكْثَارِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ : مِنَ الصَّوْمِ، وَالصَّلاَةِ، وَالذِّكْرِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ

## মোজাহিদদেরকে জিহাদের পাশাপাশি অন্যান্য সৎকাজেও লিপ্ত থাকতে উৎসাহ প্রদান

৭৩১- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ مِنْ طَرِيْقِ زَبَانَ عَنْهُ.

৭৩১। হযরত সাহল বিন মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে ব্যয়ের সাথে সাথে যদি নামায রোযা ও যিকর করা হয়, তবে তার সওয়াব সাতশোগুন বেড়ে যায়। (আবু দাউদ) অর্থাৎ নফল নামায, রোযা ও যিকর।

৭৩২- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « طُوْبٰى لِمَنْ أَكْثَرَ فِى الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ، فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ سَبْعِيْنَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِنْهَا عَشَرَةُ أَضْعَافٍ مَعَ الَّذِيْ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْمَزِيْدِ- اَلْحَدِيْثُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ.

৭৩২। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করার সময় বেশী করে আল্লাহর যিকর (অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করে) তার জন্য সুসংবাদ। কেননা সে প্রত্যেকটা শব্দের বিনিময়ে সত্তর (৭০) হাজার সওয়াব পাবে। এর প্রত্যেকটা সওয়াব আবার দশগুন বাড়বে। এমনকি আরো বেশীও বাড়তে পারে। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٧٣٣- وَرُوِىَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ : أَىُّ الْمُجَاهِدِيْنَ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ : « أَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ذِكْرًا- اَلْحَدِيْثُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِىُّ،

৭৩৩। হযরত মুয়ায থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ মোজাহেদ বেশী সওয়াব পাবে। রাসূল (সা) বললেন, যে বেশী করে আল্লাহর যিকর করে। (আহমাদ, তাবরানী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْغُدْوَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالرَّوْحَةِ وَمَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ الْمَشْىِ وَالْغُبَارِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَالْخَوْفِ فِيْهِ

### আল্লাহর পথে টহল দেয়ার ফযীলত

٧٣٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيْدٍ- يَعْنِىْ سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلٰى أَهْلِ الْاَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيْحًا، وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

৭৩৪। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে একবার যাওয়া ও একবার আসা সমগ্র পৃথিবীও তার যাবতীয় সহায়সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। তোমাদের কারো বেহেশতের নিকটে অবস্থান করা কিংবা বেহেশতে লাঠি রাখবার পরিমাণ স্থান লাভ করাও পৃথিবী ও তার সমস্ত সহায়সম্পদ

www.nagorikpathagar.org

অপেক্ষা উত্তম। বেহেশতের অধিবাসীদের মধ্যে থেকে একজন মহিলাও যদি পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে আবির্ভূত হতো, তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমগ্র শূন্য স্থানটা আলোকিত ও সুরভিত হয়ে যেত। একজন বেহেশতবাসিনীর মাথার ঘোমটা বা পর্দা পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٣٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَضَمَّنَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِىْ، وَإِيْمَانٌ بِىْ، وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلٰى مَنْزِلِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيْمَةٍ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا كَلْمٌ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ : لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيْحُهُ رِيْحُ مِسْكٍ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ لو لا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَبَدًا، وَلٰكِنْ لاَأَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ، وَلاَ يَجِدُوْنَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَلَفْظُهُمْ : « تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَيُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقٌ بِكَلِمَاتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْيَرُدَّهُ إِلٰى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْغَنِيْمَةٍ » اَلْحَدِيْثُ. « اَلْكَلْمُ »- بِفَتْحِ الْكَافِ، وَسُكُوْنِ اللاَّمِ- هُوَ الْجُرْحُ.

www.nagorikpathagar.org

৭৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমান ও প্রত্যয় সহকারে একমাত্র আল্লাহর পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, হয় তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন (অর্থাৎ শাহাদাত দান করবেন) অথবা সে যতটুকু সওয়াব বা গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) পাবে, তা সহ তাকে তার সেই বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবেন, যেখান থেকে সে বেরিয়েছিল। যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ করে বলছি ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে যতটুকুই আহত হবে, ততটুকু আহত স্থানকে নিয়েই এবং আহত হওয়ার দিন তার যে অবস্থা ও আকৃতি ছিল তা নিয়েই কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হবে। তার ক্ষতস্থানের রং হবে লাল এবং সেখান থেকে মেসকের ঘ্রাণ বেরুবে। যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ, আল্লাহর পথে লড়াইরত কোন সেনাদলেই আমি অনুপস্থিত থাকতাম না-যদি তাতে মুসলমানদের ওপর অত্যধিক কষ্টকর দায়িত্ব চেপে না বসতো। তাদেরকে বহন করে নিতে পারে এমন পশু সরবরাহ করার মত সচ্ছলতা যেমন আমার নেই, তেমনি তাদেরও নেই। অথচ আমি লড়াইতে চলে যাবো আর তারা বাড়ীতে বসে থাকবে এটাও তাদের জন্য অসহনীয় ব্যাপার হতো। মহান আল্লাহর শপথ আমার মন চায়, যেন আমি লড়াই করে শহীদ হই। আবার লড়াই করে শহীদ হই এবং আবারো লড়াই করে শহীদ হই। (মুসলিম, মালেক, বুখারী, ও নাসায়ী)

٧٣٦- وَعَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ فَصَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ، أَوْ بَعِيْرُهُ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ مَاتَ فَإِنَّهُ شَهِيْدٌ، وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৭৩৬। হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণমূলক কোন কাজে বা আল্লাহ ও রসূলের কোন হুকুম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে) সফরে বেরিয়েছে এবং তারপর স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছে, অথবা নিহত হয়েছে। ঘোড়া অথবা উটের পিট থেকে পড়ে গিয়ে কোন জন্তুর দংশনে অথবা অন্য কোন কারণে বিছানার ওপরেই মারা গেছে, সে শহীদ এবং তার জন্য জান্নাত রয়েছে। (আবু দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

٧٣٧- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، أَوْخَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْخَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، أَوْدَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ تَعْزِيْرَهُ وَتَوْقِيْرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِىْ بَيْتِهِ فَسَلِمَ وَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِىُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا.

৭৩৭। হযরত মুয়ায বিন জাবাল বলেন ঃ রসূল (সা) আমাদেরকে পাঁচটা কাজের আদেশ দিয়ে বলেছেন, এর যে কোন একটাও যে ব্যক্তি করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে পৌঁছানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই পাঁচটা কাজ হলো-রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার লাশের সাথে যাওয়া, আল্লাহর পথে লড়াই করতে যাওয়া, নেতার সংশোধন ও সমর্থনের জন্য তার সাথে সাক্ষাত করা অথবা বাড়ীতে বসে থেকে নিজের ও অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। (আহমাদ, বাযযার, তাবরানী, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান)

٧٣٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ، وَالنَّسَائِىُّ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِىُّ، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوْا « وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِىْ مِنْخَرَىْ مُسْلِمٍ أَبَدًا » وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৭৩৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দুগ্ধবতী জন্তুর স্তন থেকে দুধ বের করার পর তা পুনরায় স্তনে ঢুকানো যেমন অসম্ভব, যে ব্যক্তি

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তার দোজখে যাওয়া ও তেমনি অসম্ভব। অনুরূপভাবে একই ব্যক্তি আল্লাহর পথের ধুলাও গায়ে মাখবে আবার দোজখের ধূঁয়াও ভোগ করবে এটাও অসম্ভব। (তিরমিযী, নাসায়ী, হাকেম ও বাইহাকী)

٧٣٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لاَ يَجْتَمِعَانِ فِى النَّارِ اِجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْأَخِرَ: مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِىْ جَوْفِ عَبْدٍ : غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ : اَلْإِيْمَانُ، وَالشُّحُّ» رَوَاهُ النَّسَائِىُّ، وَالْحَاكِمُ، وَاللَّفْظُ لَهٗ، وَهُوَ أَتَمُّ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَقَالَ النَّسَائِىُّ : اَلْإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ، وَصَدرَ الْحَدِيْثُ فِىْ مُسْلِمٍ.

৭৩৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে মুসলমান কোন কাফেরকে হত্যা করেছে, অতঃপর যে মুসলিম (কাফেরদেরকে) হেদায়াত করেছে ও অমায়িক আচরণ করেছে তারা উভয়ে দোজখে পরস্পরের ক্ষতিজনকভাবে একত্রিত হবে না। (অর্থাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি যুদ্ধরত নয় এমন কাফেরকে হত্যা করে, তবে সে দোজখে যাবে, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।) আর কোন বান্দার শরীরের ভেতরে আল্লাহর পথের ধুলো ও জাহান্নামের ধূঁয়া একত্রিত হয় না। কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও কৃপণতা একত্রিত হতো পারে না। (নাসায়ী, হাকেম ও মুসলিম) নাসায়ী বলেছেন ঃ ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না।

٧٤٠- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ يَجْمَعُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ، وَمَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ مِنْهُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسِيْرَةَ أَلْفِ عَامٍ لِلرَّاكِبِ

www.nagorikpathagar.org

الْمُسْتَعْجِلِ، وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشُّهَدَاءِ، لَهُ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ وَرِيْحُهَا مِثْلُ رِيْحِ الْمِسْكِ، يَعْرِفُهُ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ، يَقُوْلُوْنَ: فُلَانٌ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ، وَمَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

৭৪০। হযরত আবুদ্ দারদা থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দার দেহের ভেতরে আল্লাহর পথের ধুলো ও দোজখের ধূঁয়াকে একত্রিত করেন না। যে ব্যক্তির পায়ে আল্লাহর পথের ধুলো মাখে, (অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে পায়ে ধুলো মাখে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা দোজখের আগুনকে তার কাছ থেকে দ্রুতগামী ঘোড় সওয়ার পাচশো বছরে যত দূরে যেতে পারে তত দূরে সরিয়ে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, তার নামে শহীদের সিল মেরে দেয়া হয়। কিয়ামতের দিন তার কাছে আলো থাকবে। তার ক্ষতস্থানের রং হবে জাফরানের মত। তার ঘ্রাণ মেসকের ঘ্রাণর মত। এর সাহায্যে তাকে প্রথম মৃত ও শেষে মৃত সকলেই চিনবে এবং বলবে, অমুকের শরীরে শহীদের প্রতীক রয়েছে। যে ব্যক্তি দু'বার উটনী দোয়ানোর মধ্যবর্তী সময় পরিমাণও আল্লাহর পথে লড়াই করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। (আহমাদ)

উল্লেখ্য, 'পায়ে ধুলো মাখা' দ্বারা কঠিন পরিশ্রম বুঝানো হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ سُؤَالِ الشَّهَادَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

## আল্লাহর পথে শাহাদাত কামনার ফযীলত

٧٤١- عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

৭৪১। হযরত সাহল বিন হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাত চাইবে, সে বিছানায় মৃত্যু বরণ করলেও আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الرَّمْىِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَتَعَلُّمِهِ وَالتَّرْهِيْبُ مَنْ تَرَكَهُ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ رَغْبَةً عَنْهُ

## আল্লাহর পথে অস্ত্র চালানো শিক্ষার ফযীলত

٧٤٢- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: « وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ » : أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

৭৪২। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) মিম্বরে আরোহণ করে সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াত “কাফেরদের বিরুদ্ধে যত পার শক্তি সঞ্চয় কর...” পড়লেন এবং মনে রেখ, ‘তীর নিক্ষেপেই শক্তি’ এই কথাটা তিনবার বললেন। (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

٧٤٣- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِا لسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اَلْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا، وَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا. وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا- أَوْ قَالَ: كَفَرَهَا-» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيْقِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اَلْجَنَّةَ: صَانِعَهُ الَّذِيْ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالَّذِيْ يُجَهِّزُ بِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَالَّذِيْ يَرْمِيْ بِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ»

৭৪৩। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ একটা তীরের কল্যাণে আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান ঃ তীরের এমন নির্মাতাকে, যে এ দ্বারা সৎ উদ্দেশ্য পোষণ করে, তীরের নিক্ষেপকারী এবং তীর সরবরাহকারীকে। তোমরা তীর নিক্ষেপ ও (ঘোড়ায়) আরোহণ কর। তবে আমার কাছে তীর নিক্ষেপ আরোহণের চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ শেখার পর তার প্রতি বিরক্তিবশত। বর্জন করে, সে একটা নিয়ামতকে বর্জন করে, অথবা নিয়ামতের না-শোকরি করে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকেম ও বাইহাকী)।

বাইহাকীর অপর এক বর্ণনা মোতাবেক রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা একটা তীরের কল্যাণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান; তিরের এমন নির্মাতাকে, যে সদুদ্দেশ্যে তা নির্মাণ করে; যে ব্যক্তি তা আল্লাহর পথে সরবরাহ করে এবং যে ব্যক্তি তা আল্লাহর পথে নিক্ষেপ করে।

ব্যাখ্যা ঃ 'সরবরাহকারী' শব্দটা দ্বারা যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপকের পাশে দাঁড়িয়ে

www.nagorikpathagar.org

একটা একটা করে তীর ধরে দেয়, যে ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত তীর কুড়িয়ে এনে দেয়, অথবা যে ব্যক্তি নিজের টাকা দিয়ে তীর কিনে দেয়, এ তিন জনের যে কোন জনকে বা সকলকে বুঝানো হয়। -গ্রন্থকার

উল্লেখ্য যে, তীর ও ঘোড়া সম্পর্কে হাদীসে যে কথা বলা হয়েছে, যুগোপযোগী যে কোন অস্ত্র ও যানবাহনের বেলায় তা প্রযোজ্য। -অনুবাদক

٧٤٤- وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، وَجَابِرَ ابْنَ عُمَيْرَ الْأَنْصَارِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَرْتَمِيَانِ فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: كَسِلْتَ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَهْوٌ- أَوْ سَهْوٌ- إِلاَّ أَرْبَعَ خِصَالٍ : مَشْىُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيْمُ السِّبَاحَةِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

«اَلْغَرَضُ» -بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ، بَعْدَهُمَا ضَادٌ مُعْجَمَةٌ- هُوَ مَا يَقْصُدُهُ الرُّمَاةُ بِالْإِصَابَةِ.

৭৪৪। হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ বলেন, আমি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ও জাবের ইবনে উমাইর আনসারী (রা) কে তীর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এক সময় তাদের একজন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। তখন অপরজন বললেন ঃ কি ব্যাপার? আলসেমিতে ধরেছে বুঝি?' আমি রসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ যে সব কাজে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়না সেগুলো খেলাধুলা বা বেহুদা কাজের পর্যায়ে পড়ে। কেবল ৪ টা কাজ বাদে ঃ এক তীর নিক্ষেপের জন্য ব্যবহৃত দু'প্রান্তের দুটো চিহ্নির মাঝে চলাচল করা। দুই, ঘোড়াকে ট্রেনিং দেয়া। তিন, নিজের স্ত্রীর সাথে খেলা করা, এবং চার, সাঁতার শেখানো। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٧٤٥- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَلَغَ بِهِ الْعَدُوَّ- أَوْلَمْ يَبْلُغْ- كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضْوًا بِعُضْوٍ » رَوَاهُ النَّسَائِىُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَأَفْرَدَ التِّرْمِذِىُّ مِنْهُ ذِكْرَ الشَّيْبِ، وَأَبُوْدَاوُدَ ذِكْرَ الْعِتْقِ، وَابْنُ مَاجَه ذِكْرَ الرَّمْىَ، وَلَفْظُهُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ، فَبَلَغَ سَهْمُهُ -أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ- فَعِدْلُ رَقَبَةٍ» وَرَوٰى الْحَاكِمُ ذِكْرَ الرَّمْىِ فِىْ حَدِيْثٍ، وَالْعِتْقَ فِىْ اٰخَرَ.

৭৪৫। হযরত আবি নাজীহ আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। তার বার্ধক্য কিয়ামতের দিন তার জন্য আলোয় রূপান্তরিত হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটা তীর ছুঁড়লো, সেই তীর শত্রুর গায়ে লাগুক বা না লাগুক, তার জন্য একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার সমান হবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে, সে দোজখের আগুন থেকে মুক্তি পাবে (নাসায়ী) এ হাদীসের শুধু বার্ধক্যের অংশ তিরমিযীতে, শুধু দাসমুক্তির অংশ আবু দাউদে ও শুধু তীর নিক্ষেপের অংশ ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে। আর হাকেমের এক হাদীসে তীর নিক্ষেপ ও অপর হাদীসে দাসমুক্ত করণের উল্লেখ রয়েছে।

٧٤٦- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْفَقَدْ عَصٰى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَه، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِىْ »،

www.nagorikpathagar.org

৭৪৬। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ শিখেও তা বর্জন করলো, সে আমাদের কেউ নয়। অন্য বর্ণনা অনুসারে, সে নাফরমানী করলো। (মুসলিম ইবনে মাজাহ) ইবনে মাজার ভাষা হলো 'সে আমার নাফরমানী করলো।'

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ الْكَلْمِ فِيْهِ، وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الصَّفِ وَالْقِتَالِ

## আল্লাহর পথে জেহাদের ফযীলত

٧٤٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ جُلُوْسٌ فِىْ مَجْلِسٍ لَهُمْ، فَقَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ قَالُوْا : بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : « رَجُلٌ أَخَذَ بَرَأْسِ فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَمُوْتَ أَوْ يُقْتَلَ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِىْ يَلِيْهِ؟ » قُلْنَا : بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : « امْرَؤٌ مُعْتَزِلٌ فِىْ شِعْبٍ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ شُرُوْرَ النَّاسِ، أَوَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ » قُلْنَا: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : « اَلَّذِىْ يَسْأَلُ بِاللّٰهِ وَلاَ يُعْطِىْ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ[حَسَنٌ] غَرِيْبٌ، وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا، وَهُوَ أَتَمُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً.

৭৪৭। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যদাশালী ব্যক্তি কে বলবো নাকি? লোকেরা বললো, হে রসূল, বলুন। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি রনাঙ্গনের উদ্দেশ্যে ঘোড়া হাঁকালো এবং শেষ পর্যন্ত মারা

www.nagorikpathagar.org

গেল অথবা নিহত হলো। অতঃপর এর পরবর্তী মর্যাদাশালী ব্যক্তি কে বলবো নাকি? লোকেরা বললো, হে রসূল, বলুন। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি লোকালয় ত্যাগ করে কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। নামায ও যাকাত কায়েম করে এবং মানুষের অনাচার থেকে দূরে থাকে। এখন সবচেয়ে খারাপ মানুষ কে তা বলবো নাকি? লোকেরা বললো হে রসূল বলুন। তিনি বললেন যার, কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া হয়, তবু সে দেয় না। (অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এবং যোগ্য পাত্র হওয়া সত্ত্বেও দেয় না) (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হাব্বান)

٧٤٨- وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ الْفَاكِهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ اٰدَمَ بِطَرِيْقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِيْنَكَ وَدِيْنَ اٰبَائِكَ، فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، فَغُفِرَ لَهُ ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ لَهُ : تُهَاجِرُ وَتَذَرُ دَارَكَ وَأَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ : تُجَاهِدُ وَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ، فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ » فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَمَاتَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৭৪৮। হযরত সাবরা ইবনুল ফাকেহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শয়তান মানুষের ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়। সে বলে, তুমি যদি ইসলাম গ্রহন কর তাহলে তো তোমাকে তোমার বর্তমান ধর্ম ও পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু মানুষ তার অবাধ্য হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া

www.nagorikpathagar.org

হয়। এরপর সে তার হিজরত করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং তাকে বলে ঃ তুমি হিজরত করলে তো তোমাকে তোমার ঘরবাড়ী, জায়গা-জমি ত্যাগ করতে হবে। মানুষ তার অবাধ্য হয় এবং হিজরত করে। এরপর তার জিহাদে বাধা দেয় এবং বলে ঃ তুমি যে জিহাদ করতে চাও, তা তো জান ও মাল দুটো দিয়েই করতে হয়। এতে তুমি নিহত হবে, তোমার স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হবে এবং তোমার ধনসম্পদ ভাগবাটোয়ারা হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ তার এই প্ররোচনাও উপেক্ষা করে ও জিহাদ করে। রসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এরূপ শয়তানের কু-প্ররোচনা প্রত্যাখ্যান করে জিহাদে যায়, সে যদি মারা যায়, তবে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো আল্লাহর জন্য অবধারিত হয়ে যায়, সে যদি পানিতে ডুবে মারা যায়, তবে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানে। আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে যায় এবং তাকে যদি বাহক জন্তু পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলে তাহরেও আল্লাহর জন্য তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো জরুরী হয়ে যায়। (নাসায়ী, বাইহাকী, ইবনে হাব্বান)

দ্রষ্টব্য ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, শয়তান মানুষকে ইসলামের প্রত্যেকটা কাজ থেকে নানা কু-প্ররোচনা দিয়ে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আর সব কু-প্ররোচনা উপেক্ষা করে কেউ যদি ইসলামের পথে অবিচল থাকে এবং তার বিভিন্ন স্তর পার হয়ে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও মর্যদাপূর্ণ স্তর জেহাদে জান ও মালের বাজি রেখে অংশগ্রহণ করে, তবে এরপর তার মৃত্যু যে ভাবেই হোক, তার জন্য বেহেশ্‌ত অবধারিত হয়ে যাবে।

٧٤٩- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « أَنَا زَعِيْمٌ- وَالزَّعِيْمُ الْحَمِيْلُ- لِمَنْ اٰمَنَ بِيْ، وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ، بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَأَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ اٰمَنَ بِيْ وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلٰى غُرَفِ الْجَنَّةِ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلاَ مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا، يَمُوْتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوْتَ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

www.nagorikpathagar.org

৭৪৯। হযরত ফুযালা বিন উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেনে ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনলো, ইসলাম গ্রহণ করলো ও হিজরত করলো, আমি তার জন্য বেহেশতের বহিরাঙ্গনে একটা, বেহেশতের মাঝখানে একটা ঘর দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আর যে ব্যক্তি আমার ওপর ঈমান আনলো, ইসলাম গ্রহণ করলো এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করলো, তার জন্য বেহেশতের বহিরাঙ্গনে একটা, বেহেশতের মাঝখানে একটা ও বেহেশতের উচ্চতর ভবনগুলোতে একটা ঘর দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। যে ব্যক্তি এ কাজগুলো করলো। সে কোন ভালো কাজ করতে বাদ রাখলো না এবং কোন মন্দ কাজ ত্যাগ করতে বাদ রাখলোনা। সে যেখানে মৃত্যুবরণ করতে চায়, করুক। (নাসায়ী ও ইবনে হাব্বান)

٧٥٠- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ : لَوْ اِعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِىْ هٰذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلاَ تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ أُغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَالْحَاكِمُ.

৭৫০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ রসূল (সা) এর জনৈক সাহাবী একটা মিষ্টি পানির ছোট ঝর্নার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ আমি যদি এই উপত্যকায় অবস্থান করতে পারতাম, তাহলে ভালো হতো। কিন্তু রসূল (সা)-এর অনুমতি না নিয়ে আমি তা করতে পারবোনা। পরে তিনি রসূল (সা)-এর কাছে ঐ বিষয়টার উল্লেখ করলেন। রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি

www.nagorikpathagar.org

এ রকম সিদ্ধান্ত নিওনা। কেননা তোমাদের একজনের আল্লাহর পথে অবস্থান করা (অর্থাৎ জেহাদরত থাকা ও জেহাদের প্রয়োজনে যখন যেখানে অবস্থান করা প্রয়োজন, অবস্থান করা) তার বাড়ীতে বসে সত্তর বছর নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি পছন্দ কর না আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং বেহেশতে প্রবেশ করান? আল্লাহর পথে লড়াই কর। দু'বার দুধ দোহানোর মাঝখানে যতটুকু সময় ততটুকু সময়ও যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করবে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যাবে। (তিরমিযী, হাকেম)

٧٥١- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَقَامُ الرَّجُلِ فِى الصَّفِّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِّيْنَ سَنَةً » رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِىِّ.

৭৫১। হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে লড়াই এর কাতারে দাঁড়ানো আল্লার কাছে ষাট বছর ইবাদাতের চেয়ে উত্তম। (হাকেম)

٧٥٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا يَعْدِلُ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : « لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ » فَأَعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْثَلاَثًا ، كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ : « لاَتَسْتَطِيْعُوْنَهُ » ثُمَّ قَالَ « مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ، حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ.

৭৫২। হযরত আবু হুরাইরা ( রা) থেকে বর্ণিত। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ হে রসূল, জেহাদের সমকক্ষ আর কোন্ কাজ আছে? রসূল (সা) বললেন ঃ সেটা তোমরা করতে পারবে না। লোকেরা উক্ত প্রশ্ন আরো দু'বার বা তিনবার করলো। রসূল (সা) প্রতিবার জবাব দিলেনঃ তোমরা সেটা করতে পাবেনা। তারপর বললেনঃ

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর পথে জিহাদকারী সেই রোযাদার ও কোরআনের আয়াত সহকারে নামায আদায়কারীর মত সওয়াব পায়, যে অবিরাম নামায ও রোযা আদায় করতে থাকে এবং কখনো ক্লান্ত হয় না ও থামে না। মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এভাবে সওয়াব পেতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٥٣- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، مَابَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৫৩। হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ বেহেশতে একশোটা উচ্চ স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এর একটা থেকে আর একটার ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার ব্যবধানের সমান। (বুখারী)

٧٥٤- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ قَبْلَ غَزْوَةِ تَبُوْكَ، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَكِبُوْا، فَلَمَّا أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَعِسَ النَّاسُ عَلٰى إِثْرِ الدُّلْجَةِ، وَلَزِمَ مُعَاذٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُوْ أَثَرَهُ، وَالنَّاسُ تَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِكَابُهُمْ عَلٰى جَوَّادِ الطَّرِيْقِ تَأْكُلُ وَتَسِيْرُ، فَبَيْنَا مُعَاذٌ عَلٰى أَثَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ مَرَّةً وَتَسِيْرُ أُخْرٰى عَثَرَتْ نَاقَةُ مُعَاذٍ فَكَبَحَهَا بِالزِّمَامِ، فَهَبَّتْ حَتّٰى نَفَرَتْ مِنْهَا نَاقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ عَنْهُ

www.nagorikpathagar.org

قِنَاعَهُ فَالْتَفَتَ، فَإِذَا لَيْسَ فِى الْجَيْشِ أَدْنٰى إِلَيْهِ مِنْ مُعَاذٍ، فَنَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « يَا مُعَاذُ! » فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : « أُدْنُ دُوْنَكَ » فَدَنَا مِنْهُ حَتّٰى لَصِقَتْ رَاحِلَتَاهُمَا إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرٰى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا كُنْتُ أَحْسِبُ النَّاسَ مِنَّا كَمَكَانِهِمْ مِنَ الْبُعْدِ » فَقَالَ مُعَاذٌ : يَانَبِيَّ اللّٰهِ نَعِسَ النَّاسُ فَتَفَرَّقَتْ رِكَابُهُمْ تَرْتَعُ وَتَسِيْرُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا » فَلَمَّا رَأٰى مُعَاذٌ بِشْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَلْوَتَهُ لَهُ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِئْذَنْ لِىْ أَسْأَلْكَ عَنْ كَلِمَةٍ أَمْرَضَتْنِىْ وَأَسْقَمَتْنِىْ وَأَحْزَنَتْنِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « سَلْ عَمَّا شِئْتَ » قَالَ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، حَدِّثْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ لاَ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ غَيْرَهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « بَخْ بَخْ بَخٍ، لَقَدْ سَأَلْتَ لِعَظِيْمٍ، ثَلاَثًا، وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ أَرَادَ اللّٰهُ بِهِ الْخَيْرَ، وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ أَرَادَ اللّٰهُ بِهِ الْخَيْرَ، وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ أَرَادَ اللّٰهُ بِهِ الْخَيْرَ » فَلَمْ يُحَدِّثْهُ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَعَادَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حِرْصًا لِكَيْمَا يُتْقِنَهُ عَنْهُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، حَتّٰى تَمُوْتَ

www.nagorikpathagar.org

وَأَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ» قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَعِدْلِيْ، فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنْ شِئْتَ يَا مُعَاذُ حَدَّثْتُكَ بِرَأْسِ هٰذَا الْأَمْرِ، وَقِوَامِ هٰذَا الْأَمْرِ، وَذِرْوَةِ السَّنَامِ؟» فَقَالَ مُعَاذٌ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِيْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَأْسَ هٰذَا الْأَمْرِ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِنَّ قِوَامَ هٰذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَإِنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدِ اعْتَصَمُوْا وَعَصَمُوْا دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ» وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَا شَحُبَ وَجْهٌ وَلاَ اغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِيْ عَمَلٍ تَبْتَغِيْ بِهٖ دَرَجَاتُ الْاٰخِرَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوْضَةِ كَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَلاَ ثَقَّلَ مِيْزَانَ عَبْدٍ كَدَابَّةٍ تُنْفَقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ عَنْ مُعَاذٍ، وَلاَ أَرَاهُ سَمِعَ مِنْهُ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

www.nagorikpathagar.org

৭৫৪। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) তবুক অভিযানে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এক জায়গায় গিয়ে ভোর হলো তিনি তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। এরপর সবাই আবার নিজ নিজ বাহক জন্তুর ওপর আরোহণ করলো। এরপর সারারাত ধরে চলার কারণে যাত্রীদের চোখে ঘুম আসতে লাগলো। মুয়ায রসূল (সা) এর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। অন্য লোকেরা নিজ নিজ বাহক জন্তু নিয়ে রাস্তার ওপর বিশৃংখলভাবে চলতে লাগলো (ঘুমের কারণে)। জন্তু গুলো কিছুক্ষণ ঘাসপাতা খায় আবার কিছুক্ষণ চলে। এভাবে যখন মুয়াযের উটনী রসূল (সা) এর পেছনে পেছনে ঘাসপাতা খেতে খেতে চলছে তখন সইসা মুয়াযের উটনীর পা পিছলে গেল। মুয়ায সজোরে লাগাম জাপটে ধরে তার পিটের উপর কোন বকমে টিকে থাকলেন। লাগাম সজোরে জাপটে ধরায় উটনীটা এত জোরে ছুট দিল যে, রসূল (সা) এর উটনীও তা দেখে দ্রুত চলা শুরু করলো। এই সময়ে রসূল (সা) তার মুখোসটা খুলে চারদিকে তাকালেন। দেখলেন, মুয়াযের চেয়ে আর কেউ তার নিকটে নেই। রসূল (সা) তাকে ডাকলেনঃ হে মুয়ায! মুয়ায বললেন ঃ 'হে রসূল, আমি উপস্থিত' রসূল (সা) বললেন ঃ 'কাছে এস' মুয়ায তার এত কাছে এলেন যে, তাদের উভয়ের বাহক দুটো একটা অপরটার গা ঘেঁষে চলতে লাগলো। রসূল (সা) বললেন ঃ আমি ধারনা করিনি লোকেরা আমাদের কাছ থেকে এত দূরে অবস্থান করছে। মুয়ায বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, লোকেরা তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু হওয়ায় তাদের বাহক জন্তুগুলো বিক্ষিপ্তভাবে খাসপাতা খেতে খেতে চলছে। রসূল (সা) বললেন ঃ আমাকেও তন্দ্রায় পেয়েছিল। মুয়ায যখন দেখলেন, রসূল (সা) বেশ খোশ মেজাজে আছেন এবং তাঁকে একাকী পাওয়া গেছে, তখন বললেন হে আল্লাহর রসূল, আমাকে অনুমতি দিন, আপনার কাছে এমন একটা কথা জিজ্ঞেস করি, যা আমাকে চিন্তিত ও রুগ্ন করে ফেলেছে। রসূল (সা) বললেন ঃ যা ইচ্ছে, জিজ্ঞেস কর। মুয়ায বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী। আমার একটাই প্রশ্ন, আমাকে এমন একটা কাজের সন্ধান দিন, যা করলে আমি বেহেশতে যেতে পারবো। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছ। (তিনবার বললেন) তবে আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তার জন্য এ কাজটা অবশ্যই সহজ। (তিনবার বললেন) রসূল (সা) তাকে কিছুই বললেন না। শুধু এই কথাটা তিনবার বললেন, যাতে তিনি যা বলবেন তা মুয়ায মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ ও শক্তভাবে ধারণ করতে পারেন। তারপর রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক না করে একমাত্র তাঁর হুকুম মেনে চলবে। এবং মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে কাজ করবে। মুয়ায বললেন, হে রসূল, কথাটা আমাকে আবার বলুন। রসূল (সা) তিনবার বললেন।

www.nagorikpathagar.org

তারপর রসূল (সা) বললেন ঃ হে মুয়ায, তুমি যদি চাও তবে ইসলামের মূলকথা, ইসলামের প্রধান উপাদান এবং ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিটাও তোমাকে জানিয়ে দেই? মুয়ায বললেন ঃ হাঁ, হে রসূল , বলুন। রসূল (সা) বললেন ঃ ইসলামের মূল কথা হলো, তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও লা-শরীক। আরো সাক্ষ্য দেবে, মুহম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল। আর ইসলামের প্রধান উপাদান হলো, নামায কায়েম কর ও যাকাত দেয়া। আর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ নীতিটা হলো, আল্লাহর পথে জিহাদ। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি জনগণের সাথে লড়াই করি যতক্ষণ না তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও লাশরীক এবং মুহাম্মদ (সা) তার বান্দা ও রসূল-এই মর্মে সাক্ষ্য না দেয়। যখন তারা এ কাজগুলো করবে তখন তারা নিরাপদ হয়ে যাবে এবং তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। কেবল ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া। এ বিষয়ে হিসেব-নিকাশ কেবল আল্লাহই জানেন। রসূল (সা) বললেন ঃ যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম খেয়ে বলছি, ফরয নামাযের পর আল্লাহর পথে জেহাদের মত এমন আর কোন কাজ নেই, যার কারণে মুখের ওপর ক্লান্তির ছাপ পড়ে যায়। এবং যার কারণে পায়ে ধুলো লেগে মলিন হয়ে যায়। অথচ তা ছাড়া আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা প্রত্যাশা করা হয়। যে পশু আল্লাহর পথে ব্যয়িত হয় এবং তার ওপর আল্লাহর পথে ভার বহন করা হয়। বান্দার দাঁড়িপাল্লায় তার মত ভারী জিনিস আর নেই। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

٧٥٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ رَضِيَ الله بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ- صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَسُوْلاً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيْدٍ، فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « وَأُخْرٰى يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا لِلْعَبْدِ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ: « اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَا لنَّسَائِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

৭৫৫। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (সা) কে রসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে-তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আবু সাঈদ কথাটা শুনে অবিভূত ও মুগ্ধ হয়ে আবার বলার জন্য অনুরোধ করলেন। রসূল (সা) আবারো কথাটা বললেন। তারপর বললেন ঃ আর একটা জিনিস রয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহ্ বেহেশতে তার বান্দার মর্যাদার একশোটা স্তর উন্নীত করেন। এর প্রত্যেকটা স্তরের সাথে আরেকটা স্তরের ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের ব্যবধানের সমান। আবু সাঈদ জিজ্ঞেস করলেন, হে রসূল, ঐ জিনিসটা কী? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ। (মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

٧٥٦- وَعَنْ أَبِى الْمُنْذِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّ فُلاَنًا هَلَكَ فَصَلِّ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ فَاجِرٌ فَلاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَمْ تَرَا اللَّيْلَةَ الَّتِىْ صُبِّحْتَ فِيْهَا فِى الْحَرَسِ، فَإِنَّهُ كَانَ فِيْهِمْ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ تَبِعَهُ حَتّٰى جَاءَ قَبْرَهُ قَعَدَ حَتّٰى إِذَا فَرَغَ مِنْهُ حَثّٰى عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ قَالَ : «يُثْنِىْ عَلَيْكَ النَّاسُ شَرًّا، وَأُثْنِىْ عَلَيْكَ خَيْرًا» فَقَالَ عُمَرُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْنَا مِنْكَ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ، مَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ، وَإِسْنَادُهُ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৭৫৬। হযরত আবুল মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে রসূল (সা) কে বললো ঃ হে রসূল, অমুক মারা গেছে। আপনি তার জানাযা পড়ুন। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ সে একজন পাপী। কাজেই আপনি তার জানাযা পড়বেন না। লোকটা বললো ! হে রসূল যে রাতে আপনি প্রহরাধীন ছিলেন সেদিন এই ব্যক্তি প্রহরীদের মধ্যে ছিল। রসূল (সা) চলে গেলেন এবং তার জানাযা পড়লেন। তারপর তার

www.nagorikpathagar.org

লাশের সাথে তার কবরের কাছে এসে বসলেন। যখন দাফন সম্পন্ন হলো, তার কবরের ওপর তিন মুঠো মাটি ছড়িয়ে দিয়ে (মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ লোকেরা তোমার দুর্নাম বলছে। আমি তোমার সুনাম বলছি। হযরত ওমর বললেন হে রসূল, সুনামটা কী? রসূল (সা) বললেন ঃ হে খাত্তাবের ছেলে, চুপ থাক। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। (তাবরানী)

অর্থাৎ সে যদি পাপী হয়েও থাকে, তার জেহাদ সেই পাপকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। —অনুবাদক

٧٥٧-وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ؛ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ، وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ، وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ » فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ : «وَأَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ ذٰلِكَ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِيْنُ الْكَلاَمِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ» فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ: « وَأَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ ذٰلِكَ : لاَ تَتَّهِمِ اللّٰهَ عَلٰى شَيْئٍ قَضَاهُ عَلَيْكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا حَسَنٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

৭৫৭। হযরত উবাদা ইবনুস্ সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রসূল সর্বোত্তম কাজ কী? রসূল (সা) বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং পাপমুক্ত হজ্জ। লোকটা যখন ফিরে যেতে উদ্যত হলো, তখন রসূল (সা) বললেন ঃ তোমার জন্য এর চেয়ে সহজ কাজ হলো খাবার খাওয়ানো, বিনম্রভাবে কথা বলা এবং উত্তম স্বভাব-চরিত্র ও আচার ব্যবহার ফুটিয়ে তোলা। তারপর বললেন ঃ তোমার জন্য আরো সহজ হলো, আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে বিষয়ে আল্লাহকে তুমি আর কোন দোষারোপ করবে না। অর্থাৎ অদৃষ্টকে মেনে নেবে। (আহমাদ ও তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٧٥٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ : اَلْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

৭৫৮। হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে যায় ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারী, নিজের মুক্তির জন্য পণ দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি এবং নিজের সততা বজায় রাখার জন্য যে ব্যক্তি বিয়ে করতে চায়। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

٧٥٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ، وَغَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ» اَلْحَدِيْثُ- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَيَأْتِىْ بِتَمَامِهِ فِىْ غَزَاةِ الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

৭৫৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এখনো হজ্জ করেনি, তার জন্য একবার হজ্জ করা দশবার জিহাদ করার চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে, তার জন্য একবার জিহাদ করা দশবার হজ্জ করার চেয়ে উত্তম। (তাবরানী, বাইহাকী)

٧٦٠- وَعَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ مُوْسٰى الْأَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِىْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ» فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ» فَقَالَ : يَا أَبَا مُوْسٰى

أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلٰى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتّٰى قُتِلَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا.

৭৬০। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) বলেছেন ঃ রসূল (সা) বলেছেন ঃ বেহেশতের দরজাগুলো তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে। এলোমেলো বেশধারী এক ব্যক্তি বললো ঃ ওহে আবু মূসা, আপনি কি রসূল (সা) কে একথা বলতে শুনেছেন? আবু মূসা বললেন ঃ হ্যাঁ। তারপর লোকটা তার সাথীদের কাছে গিয়ে বললো ঃ তোমাদেরকে ছালাম দিচ্ছি। তারপর তরবারী কোষমুক্ত করলো। তারপর তরবারী নিয়ে ইসলামের শত্রুদের অভিমুখে রওনা হলো এবং যুদ্ধ করে শহীদ হলো। (মুসলিম, তিরমিযী)

٧٦١- وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ؛ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ : «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ» فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمِلَ قَلِيْلاً، وَأُجِرَ كَثِيْرًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ.

৭৬১। হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা)-এর কাছে লোহার শীরস্ত্রান পরা এক ব্যক্তি এসে বললো, হে রসূল, আগে লড়াইতে যাবো, না ইসলাম গ্রহণ করবো? রসূল (সা) বললেন ঃ আগে ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর লড়াইতে যাও। লোকটা ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হলো। রসূল (সা) বললেন ঃ লোকটা অল্প কাজ করলো এবং বিপুল প্রতিদান পেল। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتّٰى سَبَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ إِلٰى بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا

يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلٰى شَيْءٍ حَتّٰى أَكُوْنَ أَنَا دُوْنَهُ » فَدَنَا
الْمُشْرِكُوْنَ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُوْمُوْا
إِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ » قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ :
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ قَالَ :
« نَعَمْ » قَالَ : بَخٍ بَخٍ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: « مَا يَحْمِلُكَ عَلٰى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟ » فَقَالَ: لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ : « فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا »
فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ؛ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ؛ ثُمَّ قَالَ : إِنْ أَنَا
حَيِيْتُ حَتّٰى آكُلَ تَمَرَاتِيْ هٰذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ، فَرَمٰى بِمَا
كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৬২। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রসূল (সা) ও তাঁর সাথীগণ মুশরেকদের আগেই বদরের ময়দানে পৌঁছে গেলেন। তারপর রসূল (সা) বললেন ঃ সাবধান, তোমাদের কেউ আমার অনুমতি ছাড়া আগ বাড়িয়ে কিছু করো না। এরপর মুশরেকরা এগিয়ে এলো। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা সেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যা সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত। উমাইর ইবনুল হিমাম বললেন ঃ হে রসূল, আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত কোন বেহেশত আছে নাকি? রসূল (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ। উমাইর বললেন ঃ বাহ, চমৎকার! রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি জন্য বাহ, চমৎকার বললে? উমাইর বললেন, হে রসূল, আল্লাহর কসম, আমি সেই জান্নাতের অধিবাসী হবার আশা রাখি। রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি সেই জান্নাতের অধিবাসী। তখন উমাইর তার হাতে থলি থেকে খোর্মাগুলো বের করে খেতে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ আমি যদি এই খোর্মাগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বাঁচি, তা হলে সেটা খুবই দীর্ঘ জীবন হবে। অতঃপর অবশিষ্ট খোর্মাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

٧٦٣- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَزِّرُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ جَلَسَ فِيْ بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لَهُمَا.

৭৬৩। হযরত মুয়ায বিন জাবাল থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ করে, সে আল্লাহর আশ্রিত। যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় সে আল্লাহর আশ্রিত। যে ব্যক্তি মসজিদে যায় বা মসজিদ থেকে আসে সে আল্লাহর আশ্রিত। যে ব্যক্তি কোন নেতার সহায়ক হিসেবে তার সাথে দেখা করতে যায়, সে আল্লাহর আশ্রিত। যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে বসে থাকে এবং কারো গীবত করে না, সে আল্লাহর আশ্রিত। (ইবনে খুযায়মা, আহমাদ ও তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। –অনুবাদক।

٧٦٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيِّ الْخَثْعَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيْهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُوْلَ فِيْهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ» قِيْلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ» قِيْلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ» قِيْلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ» قِيْلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: «مَنْ أُهْرِيْقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ أَتَمُّ.

www.nagorikpathagar.org

৭৬৪। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুবশী আল-খাছয়ামী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন্ কাজটা উত্তম? রসূল (সা) বললেন ঃ সন্দেহমুক্ত ঈমান, খেয়ানত মুক্ত জেহাদ ও পাপমুক্ত হজ্জ। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন্ সদকা উত্তম? তিনি বললেন ঃ দরিদ্র ব্যক্তির দান। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন্ হিজরত উত্তম ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে হিজরত করা। (অর্থাৎ বর্জন করা) জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন ঃ জান ও মাল দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। জিজ্ঞেস করা হলোঃ কোন্ শাহাদাত উত্তম ? তিনি বললেন ঃ নিজের ঘোড়া সমেত নিহত হওয়া। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

٧٦٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الْقَانِتِ الصَّائِمِ لاَ يَفْتُرُ صَلاَةً وَلاَ صِيَامًا حَتّٰى يَرْجِعَهُ اللّٰهُ إِلٰى أَهْلِهِ بِمَا يَرْجِعُهُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ، أَوْ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৭৬৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর পথের মুজাহিদ সেই নামাযী ও রোযাদারের সমান, যার নামায ও রোযায় কোন বিরাম নেই। আল্লাহ যখন তাকে সওয়াব বা গনীমতসহ বাড়ী ফিরিয়ে আনবেন অথবা মৃত্যু দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তখন পর্যন্ত সে এভাবে সওয়াব পেতে থাকবে। (ইবনে হাব্বান)

٧٦٦- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْهُ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اِنْطَلَقَ زَوْجِىْ غَازِيًا، وَكُنْتُ أَقْتَدِىْ بِصَلاَتِهِ إِذَا صَلّٰى، وَبِفِعْلِهِ كُلِّهِ، فَأَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُبَلِّغُنِىْ عَمَلَهُ حَتّٰى يَرْجِعَ؟ قَالَ لَهَا: «أَتَسْتَطِيْعِيْنَ أَنْ تَقُوْمِىْ وَلاَ تَقْعُدِىْ، وَتَصُوْمِىْ وَلاَ تُفْطِرِىْ، وَتَذْكُرِى اللّٰهَ تَعَالٰى وَلاَ تَفْتُرِىْ، حَتّٰى يَرْجِعَ» ؟ قَالَتْ : مَا

www.nagorikpathagar.org

أُطِيْقُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ : « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ أَطَقْتِهٖ مَا بَلَغْتِ الْعُشُوْرَ مِنْ عَمَلِهٖ » رَوَاهُ أَحْمَدُ.

৭৬৬। হযরত মুয়ায বিন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূল (সা) এর কাছে এসে বললো ঃ হে রসূল, আমার স্বামী যুদ্ধে গেছে। সে যখন নামায পড়তো তখন আমি তার সাথে নামায পড়তাম এবং অন্যান্য কাজেও তার অনুসরণ করতাম। সে ফিরে আসা পর্যন্ত তার জিহাদের সমান সওয়াব পেতে পারি এমন একটা কাজ আমাকে শিখিয়ে দিন। রসূল (সা) বললেন ঃ তার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি একটুও না বসে এক নাগাড়ে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে ও ইফতার ছাড়া এক নাগাড়ে রোযা থাকতে পারবে ? সে বললো ঃ হে রসূল, সেটা তো আমি পারবোনা। রসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যদি তা পারতে, তবুও তা তার কাজের শত শত ভাগের এক ভাগের সমানও হতো না। (আহমাদ)

٧٦٧- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৭৬৭। হযরত আবু ঈমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে দুটো ফোঁটার চেয়ে প্রিয় ফোঁটা এবং দুটো চিহ্নের চেয়ে প্রিয় চিহ্ন আর নেই। এক, আল্লাহর ভয়ে ঝরানো অশ্রুর ফোঁটা এবং আল্লাহর পথে লড়াই-এ ঝরানো রক্তের ফোঁটা। দুই, আল্লাহর পথে জেহাদের জন্য চলার চিহ্ন এবং আল্লাহর কোন ফরয কাজ আদায় করার চিহ্ন। (তিরমিযী)

٧٦٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيْهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّمَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ: عِنْدَ حُضُوْرِ النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » وَفِيْ لَفْظٍ « ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ،

www.nagorikpathagar.org

أَوْ قَالَ مَا تُرَدَّانِ- اَلدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُ بَعْضًا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৭৬৮। হযরত সাহল বিন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দুটো সময় এমন রয়েছে, যখন আকাশের দরজা খোলা হয় এবং খুব কম লোকেরই দোয়া অগ্রাহ্য হয় ঃ আযানের সময় এবং জেহাদের ময়দানে কাতারবন্দী হবার সময়। (আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ إِخْلَاصِ النِّيَّةِ فِى الْجِهَادِ وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ يُرِيْدُ الْأَجْرَ وَالْغَنِيْمَةَ وَالذِّكْرَ وَفَضْلِ الْغُزَاةِ إِذَا لَمْ يَغْنَمُوْا

## জেহাদে নিয়ত খালেছ রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٧٦٩- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

৭৬৯। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুইন রসূল (সা) এর কাছে এসে বললো ঃ হে রসূল, কেউ যুদ্ধ করে গনীমত লাভের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে খ্যাতির জন্য, আবার কেউ যুদ্ধ করে নিজের পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে? রসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করার জন্য যুদ্ধ করে, একমাত্র সে-ই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ,

www.nagorikpathagar.org

তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

٧٧٠- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا شَيْءَ لَهُ» فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شَيْءَ لَهُ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

قَوْلُهُ «يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ» يَعْنِيْ يُرِيْدُ أَجْرَ الْجِهَادِ، وَيُرِيْدُ مَعَ ذٰلِكَ أَنْ يَذْكُرَهُ النَّاسُ بِأَنَّهُ غَازٍ أَوْشَجِيْعٌ، وَنَحْوَ ذٰلِكَ.

৭৭০। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে রসূল (সা) কে বললো ঃ আপনি কি ভেবে দেখেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াব ও খ্যাতি উভয়ের প্রত্যাশায় যুদ্ধ করে, সে কি পাবে? রসূল (সা) বললেন ঃ সে কিছুই পাবে না। লোকটা তিনবার একই প্রশ্ন করলো এবং রসূল (সা) প্রত্যেকবার বললেন ঃ সে কিছুই পাবে না। অতঃপর রসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা শুধু সেই কাজই গ্রহণ করেন, যার উদ্দেশ্য সৎ ও নির্ভেজাল থাকে এবং যা দ্বারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা হয়। (আবু দাউদ ও নাসায়ী))

ব্যাখ্যা ঃ "সওয়াব ও খ্যাতি উভয়ের প্রত্যাশা" এর অর্থ হলো, সে আখেরাতে জিহাদের সওয়াবও চায়, আবার সমাজে সে যোদ্ধা ও বীর হিসেবে খ্যাতি লাভ করুক তাও প্রত্যাশা করে। –গ্রন্থকার

٧٧١- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ« بَشِّرْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِالتَّيْسِيْرِ، وَالسَّنَاءِ، وَالرِّفْعَةِ بِالدِّيْنِ، وَا لتَّمْكِيْنِ فِي الْبِلَادِ،

www.nagorikpathagar.org

وَالنَّصْرِ؛ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهٖ، وَالْبَيْهَقِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ.

৭৭১। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মুসলিম উম্মাহকে সুসংবাদ দিয়ে দাও যে তারা একদিন সচ্ছলতা, সুখ্যাতি, ধর্মীয় প্রাধান্য এবং দেশে দেশে ক্ষমতা ও বিজয় লাভ করবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আখেরাতের কাজ দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে করবে, সে আখেরাতে কিছুই পাবে না। (আহমাদ, ইবনে হাব্বান ও বায়ইহাকী)

٧٧٢- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغٰى وَجْهَ اللّٰهِ، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَتَنَبُّهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ. وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصٰى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِى الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ بِالْكَفَافِ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

৭৭২। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যুদ্ধ দু'রকমের। যে ব্যক্তি যুদ্ধ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, নেতার আনুগত্য করে, মূল্যবান সম্পদ এর পেছনে ব্যয় করে, সহকর্মীর সাথে সদাচরণ করে, দুর্নীতি ও বিশৃংখলা পরিহার করে, তার ঘুম ও জাগরণ উভয়টা সওয়াবের কাজ হবে। আর যে ব্যক্তি দম্ভ, খ্যাতি ও লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, নেতার অবাধ্য হয়, এবং দেশে অরাজকতা ও বিশৃংখলা ছড়ায়, সে কখনো ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সম্বল নিয়েও ফিরে আসবে না। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সে এই যুদ্ধ দ্বারা আখেরাতে ন্যূনতম সওয়াবও পাবে না। —অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

٧٧٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنْ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُقَالَ هُوَ جَرِيْءٌ؛ فَقَدْ قِيْلَ: ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى أُلْقِيَ فِى النَّارِ» اَلْحَدِيْثُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৭৭৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার অনুষ্ঠিত হবে, সে একজন শহীদ। তাকে হাজির করা হবে এবং তাকে আল্লাহ যে সব নিয়ামত দিয়েছেন, তা স্মরণ করানো হবে। সে সমস্ত নিয়ামতের কথা স্বীকার করবে। আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি এই সব নিয়ামত দ্বারা কি করেছ? সে বলবে, তোমার জন্য আমি যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যে বলেছ। তুমি আমার জন্য নয়; বরং লোকেরা যাতে তোমাকে সাহসী বলে সে জন্য যুদ্ধ করেছ। তোমাকে সাহসী বলাও হয়েছে। তারপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ সদুদ্দেশ্যে না করা হলে শুধু সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হয় না; বরং নিরর্থক রক্তক্ষয় এবং অর্থ ও সময়ের অপচয়ের জন্য শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামেও যেতে হয়। –অনুবাদক

٧٧٤- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصٰى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزَاتُهُ غَنِمَ النَّبِيُّ

www.nagorikpathagar.org

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ
مَاقَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوْهُ إِلَيْهِ؛ فَقَالَ
: مَاهٰذَا؟ قَالُوْا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
مَاهٰذَا؟ قَالَ: «قَسَمْتُهُ لَكَ» قَالَ: مَا عَلَى هٰذَا اِتَّبَعْتُكَ، وَلٰكِنْ
اِتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ رُمِيَ إِلَى هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ،
فَأَمُوْتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: «إِنْ تَصْدُقِ اللّٰهَ يَصْدُقْكَ»
فَلَبِثُوْا قَلِيْلاً، ثُمَّ نَهَضُوْا إِلَى قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهُوَ هُوَ؟» قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: «صَدَقَ اللّٰهَ فَصَدَقَهُ» ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيْ جُبَّتِهِ الَّتِيْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَانَ مِمَّا
ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِيْ سَبِيْلِكَ،
فَقُتِلَ شَهِيْدًا، أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى ذٰلِكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

৭৭৪। হযরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ জনৈক বেদুঈন রসূল (সা)-এর কাছে এলো, তাঁর প্রতি ঈমান আনলো ও তাঁর অনুসারী হয়ে গেল। তারপর সে বললো, আমি আপনার সাথে হিজরত করবো। রসূল (সা) তার জনৈক সাহাবীকে তার সম্পর্কে বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন। হিজরতের পর যখন রসূল (সা)-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হলো, তখন রসূল (সা) যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করলেন। এই বেদুঈনকেও তার ভাগ দেয়া হলো। সে বললো ঃ এটা কী? সাহাবীগণ বললেন ঃ ওটা তোমার অংশ রসূল (সা) দিয়েছেন। নিয়ে নাও। সে ঐ অংশটা নিয়ে রসূল (সা)-এর কাছে এল। সে বললো ঃ এটা কী? রসূল (সা) বললেন ঃ ওটা তোমার অংশ। তোমাকে দিয়েছি। সে বললো ঃ আমি এ

www.nagorikpathagar.org

সবের উদ্দেশ্যে আপনার অনুসারী হইনি। আমি আপনার অনুসারী হয়েছি শুধু এ জন্য যেন আমার এখানে (নিজের গলা দেখিয়ে) তীর বিদ্ধ হয় এবং আমি মৃত্যুবরণ করি ও জান্নাতে প্রবেশ করি। রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি যদি আল্লাহর কাছে সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তোমার প্রতি সত্যনিষ্ঠ হবেন। এর কিছুক্ষণ পরই সবাই যুদ্ধে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরই ঐ বেদুঈনো লাশ বহন করে আনা হলো। দেখা গেল, সে তার গলার যে জায়গাটা দেখাচ্ছিল, ঠিক সেখানেই তীর বিদ্ধ হয়েছে। রসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ কি সেই ব্যক্তি? তাকে বলা হলো ঃ হ্যাঁ। তখন রসূল (সা) বললেন ঃ সে আল্লাহর কাছে সত্যবাদী ছিল। আল্লাহও তার প্রতি সত্যাবাদী হয়েছেন। (অর্থাৎ তার শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় কোন খাদ ছিল না। আর আল্লাহ তায়ালাও তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন।) এরপর রসূল (সা) তাকে তার পরিধানের কাপড়েই কাফন পরালেন। তারপর তাকে নিয়ে গেলেন এবং জানাযা পড়লেন। জানাযায় তার যে দোয়া শোনা গিয়েছিল তা ছিল ঃ "হে আল্লাহ, তোমার এই বান্দা তোমার পথে হিজরতকারী হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। এখন সে শহীদী মৃত্যুবরণ করেছে। আমি এ ব্যাপারে সাক্ষী।" (নাসায়ী)

٧٧٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَسْلَمُوْنَ وَيُصِيْبُوْنَ إِلاَّ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَىْ أَجْرِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْسَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُخَوَّفُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أَجْرُهُمْ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ: « مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْسَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُصِيْبُوْنَ الْغَنِيْمَةَ إِلاَّ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَىْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْاٰخِرَةِ، وَيَبْقٰى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَةَ الثَّانِيَةَ.

৭৭৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মুসলমানরা আল্লাহর পথে যে কোন যুদ্ধ পরিচালনা করুক, তাতে যদি তারা অক্ষত থাকে এবং গনীমত ও বিজয় লাভ করে, তবে ঐ যুদ্ধের তিন ভাগের দু'ভাগ প্রতিদান তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে যায়। আর যদি তারা বিজয় অর্জন না করে

www.nagorikpathagar.org

এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে তার পূর্ণ প্রতিদান পায়।

অপর বর্ণনার ভাষা এরূপ ঃ "মুসলমানরা আল্লাহর পথে যে কোন যুদ্ধ পরিচালনা করুক, তাতে যদি তারা গনীমত লাভ করে, তবে তারা তাদের আখেরাতের প্রাপ্য প্রতিদানের তিনভাগের দু'ভাগ নগদ পেয়ে যায় এবং তাদের জন্য তিনভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকে। আর যদি গনীমত না পায়, তবে তাদের প্রাপ্য সমস্ত প্রতিদানই আখেরাতে পায়। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যদি গনীমত তথা আর্থিক প্রতিদান পাওয়া উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে। কেননা এটা উদ্দেশ্য হলে আখেরাতে কিছুই পাওয়া যায় না। এ কথা ইতিপূর্বে একাধিক হাদীসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানানো হয়েছে। এ হাদীস থেকে জানা গেল, ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা, সুরক্ষা বা উপকারের জন্য যে কোন কাজ করা হোক, তা করার পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই যদি মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে আনুসাংগিকভাবে প্রাপ্ত পার্থিব প্রতিদান তাৎক্ষণিকভাবে কিছু গ্রহণ করলে তার আখেরাতের প্রাপ্য হিসেবে তিনভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকবে। আর গ্রহণ না করলে পুরো সওয়াবই আখেরাতে পাওয়া যাবে।

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

## যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের ভয়াবহ পরিণাম

٧٧٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ» قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا هُنَّ" قَالَ : اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ،وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْبَزَّارُ، وَلَفْظُهُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَلْكَبَائِرُ سَبْعٌ: أَولهن اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ

www.nagorikpathagar.org

حَقِّهَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالْإِنْتِقَالُ إِلَى الْأَعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ»

৭৭৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সাতটা ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রসূল, ঐ সাতটা কবীরা গুনাহ কী কী? রসূল (সা) বললেনঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, জাদু করা, আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত মানুষকে ন্যায়সংগত পন্থা ব্যতীত হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতীমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের সময় যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো এবং সতী ও সরলমনা মুমিন নারীদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা। ( বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও বাযযার) বাযযারের বর্ণনায় সপ্তম গুনাহের উল্লেখ করা হয়েছে ."…..এভাবে আর হিজরতের পর পুনরায় কাফেরদের কাছে ফিরে যাওয়া।"

ব্যাখ্যা ঃ নিষিদ্ধকৃত মানুষকে "বলতে নিরপরাধ মানুষকে বুঝানো হয়েছে। ন্যায়সংগত পন্থা ব্যতীত" অর্থ উপযুক্ত আইন সম্মত আদালত কর্তৃক যথাযথ তদন্ত ও বিচার অনুষ্ঠান ছাড়া কাউকে হত্যা করা যাবে না। হত্যাকারী হাতে নাতে ধৃত ও চাক্ষুসভাবে প্রমাণিত হলেও আইন হাতে তুলে নিয়ে তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না, বরং তাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করতে হবে।

(দ্রষ্টব্য ঃ কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন ইমাম যাহাবী প্রণীত ও আকরাম ফারুক অনূদিত কবীরা গুনাহ, প্রাপ্তিস্থান ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা)

٧٧٧- وَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ : إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ الْمُصَلُّوْنَ، وَمَنْ يُقِيْمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِيْ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ مُحْتَسِبًا طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِيْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَكَمْ الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «تِسْعٌ : أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ

www.nagorikpathagar.org

حَقٍّ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لاَ يَمُوْتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هٰؤُلاَءِ الْكَبَائِرُ، وَيُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، إِلاَّ رَافَقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بُحْبُوْحَةِ جَنَّةٍ أَبْوَابُهَا مَصَارِيْعُ الذَّهَبِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

«بُحْبُوْحَةُ الْمَكَانِ» بِحَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ، وَبَاءَيْنِ مُوَحَّدَتَيْنِ مَضْمُوْمَتَيْنِ- هُوَ وَسَطُهُ.

قَالَ الْحَافِظُ : كَانَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ، إِذَا غَزَا الْمُسْلِمُوْنَ فَلَقُوْا ضِعْفَهُمْ مِنَ الْعَدُوِّ حَرُمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُوَلُّوْا إِلاَّ مُتَحَرِّفِيْنَ لِقِتَالٍ، أَوْمُتَحَيِّزِيْنَ إِلٰى فِئَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِمْ لَمْ أُحِبَّ لَهُمْ أَنْ يُوَلُّوْا، وَلاَ يَسْتَوْجِبُوْنَ السَّخَطَ عِنْدِيْ مِنَ اللّٰهِ لَوْ وَلَّوْا عَنْهُمْ عَلٰى غَيْرِ التَّحَرُّفِ لِلْقِتَالِ، أَوِ التَّحَيُّزِ إِلٰى فِئَةٍ ، وَهٰذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَشْهُوْرُ عَنْهُ.

৭৭৭। হযরত উবাইদ বিন উমাইর আল-লাইছী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন ঃ আল্লাহর বন্ধু হলো, নামাযীরা, যারা ফরয নামাযগুলো আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে এবং তার রোযা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যাকাত দেয় এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ করা কবীরা গুনাহগুলো থেকে বিরত থাকে। তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন বললো ঃ হে রসূল, কবীরা গুনাহ কয়টা? তিনি বললেন ঃ প্রধান কবীরা গুনাহ নয়টা ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, ন্যায়সংগত কারণ ও পন্থা ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা, যুদ্ধ থেকে পালানো, সতী নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ

www.nagorikpathagar.org

রটানো, যাদু করা, এতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, মুসলিম পিতামাতার আদেশ-নিষেধ লংঘন করা, তোমাদের কিবলা পরম সম্মানিত কাবা শরীফকে অপদস্থ ও অসম্মানিত করা। এ সব কবীরা গুনাহ্ বর্জন করে কেউ যদি নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে সে মুহাম্মাদ (সা) এর সাথে এমন জান্নাতের মধ্যস্থলে স্থান পাবে, যার দরজাগুলো স্বর্ণের তৈরী। (তাবরানী)

দ্রষ্টব্যঃ গ্রন্থকার বলেন, ইমাম শাফেয়ীর মতে, মুসলমানরা কোন যুদ্ধে গেলে প্রতিপক্ষ যদি তাদের দ্বিগুন হয়, তাহলেও তাদের পক্ষে পালানো জায়েয হবে না। অবশ্য লড়াই এর ভিন্ন কোন কৌশল অবলম্বন কিংবা ভিন্ন কোন সেনা দলের সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে পালালে আপত্তি নেই। আর যদি শত্রুরা দ্বিগুনের চেয়ে বেশী হয়, তাহলেও আমি পছন্দ করি না। কৌশল পাল্টানো বা কোন সেনাদলের সাহায্য নেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া মুসলমানরা ময়দান ছেড়ে পালাক। এ ক্ষেত্রে ময়দান ছেড়ে পালালে আমার মতে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন না। এটা হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত।

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْغَزَاةِ فِى الْبَحْرِ
## وَأَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ

## সামুদ্রিক যুদ্ধের ফযীলত

٨٧٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ، وَغَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ، وَغَزْوَةٌ فِى الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ، وَمَنْ أَجَازَ الْبَحْرَ فَكَأَنَّمَا أَجَازَ الْأَوْدِيَةَ كُلَّهَا، وَالْمَائِدُ فِيْهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِىْ دَمِهِ » رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَالْبَيْهَقِىُّ.

৭৭৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আগে হজ্জ করেনি। তার একটা হজ্জ দশবার আল্লাহর পথে জেহাদ করার চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে, তার একবার আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

পথে যুদ্ধ করা দশবার হজ্জ করার চেয়ে উত্তম। আর সমুদ্রে একটা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ দশটা যুদ্ধ করার চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি সুমদ্র পার হয়, সে যেন পৃথিবীর সমস্ত নদ নদী পার হয়। আর যে ব্যক্তি সমুদ্রে গিয়েমাথা ঘোরায় আক্রান্ত হয় সে নিজের রক্তের ভেতরে পড়ে থাকা যুদ্ধাহত ব্যক্তির মর্যাদা সম্পন্ন। (তাবরানী ও বায়হাকী)

৭৭৯- وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِيْ يُصِيْبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ، وَالْغَرِيْقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ».

৭৭৯। হযরত উম্মে হারাম (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সমুদ্রে গিয়ে মাথা ঘোরায় আক্রান্ত হয়ে বমি করে, সে শহীদের সওয়াব পাবে। আর যে ডুবে মারা যাবে, সেও শহীদের সওয়াব পাবে। (আবু দাউদ)

৭৮০- وَرُوِيَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَاتَهُ الْغَزْوُ مَعِيْ فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

৭৮০। হযরত ওয়াসেলা বিন আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ হারিয়েছে, সে যেন সমুদ্রের যুদ্ধে অংশ নেয়। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْغُلُوْلِ، وَالتَّشْدِيْدِ فِيْهِ
## وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ سَتَرَ عَلٰى غَالٍّ

## যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাতের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী

٧٨١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقَلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «هُوَ فِى النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَقَالَ: قَالَ اِبْنُ سَلاَمٍ كَرْكَرَةٌ، يَعْنِىْ بِفَتْحِهِمَا. «اَلثَّقَلُ» مُحَرَّكًا هُوَ ا لْغَنِيْمَةُ.

وَ«كَرْكَرَةٌ»: ضُبِطَ بِفَتْحِ الْكَافَيْنِ، وَبِكَسْرِهِمَا، وَهُوَ أَشْهَرُ

وَ الْغُلُوْلُ» هُوَ مَايَأْخُذُهُ أَحَدُ ا لْغُزَاةِ مِنَ الْغَنِيْمَةِ مُخْتَصًّا بِهِ، وَلاَ يُحْضِرُهُ إِلٰى أَمِيْنِ الْجَيْشِ لِيَقْسِمَهُ بَيْنَ الْغُزَاةِ، سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَخِذُ أَمِيْنَ الْجَيْشِ، أَوْأَحَدَهُمْ

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِى الطَّعَامِ وَالْعَلُوْفَةِ وَنَحْوِهِمَا إِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا لَيْسَ هٰذَا مَوْضَعُ ذِكْرِهِ.

৭৮১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) এ গনিমতের সামগ্রীর কাছে কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি পাহারায় নিয়োজিত ছিল। সে মারা গেল। রসূল (সা) বলছেন,. সে জাহান্নাম বাসী। লোকেরা তাকে দেখতে গেল। সবাই দেখতে পেল, গনিমত সামগ্রীর মধ্যে থেকে একটা পোশাক সে আত্মসাত করেছে। (বোখারী)

হাদীসে গুলুল শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। কোন মুসলিম যোদ্ধা যুদ্ধ করার সময়

www.nagorikpathagar.org

প্রতিপক্ষের কাজ থেকে যে মালপত্র হস্তগত কর, তা শরীয়তের বিধি মোতাবেক সেনাপতির কাছে জমা না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলে শরীয়তের পরিভাষায় একে গুলুল বা আত্মসাত করা বলা হয়। এটা কবীলা গুনাহ্, চাই আত্মসাত কৃত জিনিস বেশী বা কম যা-ই হোক না কেন। আর এই আত্মসাতকারী সাধারণ সৈনিক হোক বা সেনাপতি যে-ই হোক না কেন।

অবশ্য মানুষের বা পশুর খাদ্য দ্রব্যের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। গ্রন্থকার

٧٨٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: فُلَانٌ شَهِيْدٌ، وَفُلَانٌ شَهِيْدٌ، وَفُلَانٌ شَهِيْدٌ، حَتّٰى مَرُّوْا عَلٰى رَجُلٍ، فَقَالُوْا: فُلَانٌ شَهِيْدٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلَّا، إِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا، أَوْ فِيْ عَبَاءَةٍ غَلَّهَا» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَابْنَ الْخَطَّابِ «اِذْهَبْ فَنَادِ فِى النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا.

৭৮২। হযরত ইবনে আব্বস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত ওমর আমাকে জানিয়েছেন, খয়বরের যুদ্ধের দিন এক দল লোক অমুক শহীদ হয়েছে। অমুক শহীদ হয়েছে। অমুক শহীদ হয়েছে, বলতে বলতে এগিযে এল। এ কথা রসূল (সা) শুনতে পেয়ে বললেন। কখনো নয়। আমি তাকে একটা চাদর বা জামা চুরি করার কারনে জাহান্নামের দেখেছি। ওহে খাত্তাবের ছেলে, যাও জনগণকে জানিয়ে দাও, মুমিনরা ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারেনা। (মুসলিম, তিরমিযী)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি বা আত্মসাত কারীকে মুমিন হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

٧٨٣ - وَعَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ لَمْ تَغُلَّ أُمَّتِيْ لَمْ يَقُمْ لَهُمْ عَدُوٌّ أَبَدًا» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

৭৮৩। হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা (রা) বলেন, আমি আবুযরকে বলতে শুনেছি। রসূল (সা) বলেছেনঃ আমার উম্মাত যদি জনগণের সম্পদ চুরি না করে, তাহলে কোন শত্রু তাদের সামনে টিকতে পারবেনা। (তাবরানী)

٧٨٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ حَتّٰى قَالَ: « لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُوْلُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَغِثْنِيْ، فَأَقُوْلُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَغِثْنِيْ، فَأَقُوْلُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيْءُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَغِثْنِيْ، فَأَقُوْلُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَغِثْنِيْ، فَأَقُوْلُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُوْلُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَغِثْنِيْ، فَأَقُوْلُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَغِثْنِيْ، فَأَقُوْلُ:

لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ.

৭৮৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ একদিন রসূল (সা) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি বা আত্মসাত করা সম্পর্কে ভাষণ দিলেন এবং এ কাজটাকে অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ বলে আখ্যায়িত করলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেনঃ আমি কেয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ের ওপর একটা উট চড়ে বসেছে এবং চিৎকার করছে। তখন সে বলবে,হে আল্লাহর রসূল, আমাকে রক্ষা করুন। আমি বলবো, আমি তোমার কোন সাহায্য করতে পারবেনা। আমি তোমার কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাই না যে, তার ঘাড়ের ওপর একটটা গোড়া চড়াও হয়ে বসে আছে এবং চিৎকার করছে। সে বলবে ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমাকে উদ্ধার করুন। আমি বলবো, আমি তোমার কোন সাহায্য করতে পারবোনা। আমি তোমার কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছিয়ে দিয়েছি। কেয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ে একট ছাগল চড়ে বসে আছে এবং চিৎকার করছে। সে বলবে ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমাকে উদ্ধার করুন। আমি বলবো আমি তোমার কোন সাহায্য করতে পারবো না। আমি তোমার কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় দেখতে চাই না যে, তার ঘাড়ে কোন প্রাণী চড়াও হয়ে থাকবে এবং চিৎকার করতে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহর রসূল, আমাকে রক্ষা করুন। আমি বলবো, আজ আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবো না। আমি তোমার কাছে ইসলাম পৌঁছে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি তোমাদেরকে এমন অবস্থায় দেখতে চাই না যে, তার ঘাড়ে একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলতে থাকবে, যাতে লেখা থাকবে সে কার কার কি কি অধিকার হরণ করেছে। সে বলবে, হে আল্লাহর রসূল, আমাকে উদ্ধার করুন। আমি বলবো, আমি তোমার কোন সাহায্য করতে পারবো না। আমি তোমার কাছে শরীয়ত পৌঁছে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাই না যে, তার ঘাড়ে একটা নির্বাক প্রাণী বসে আছে। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল, আমাকে রক্ষা করুন। আমি বলবো, আমি আজ তোমার কোন সাহায্য করতে অক্ষম। আমি তোমার কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছে দিয়েছি। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ "আমাকে রক্ষা করুন" কথাটার অর্থ হলো আমার ঘাড়ে যে আপদ চড়াও হয়ে আছে, তার কবল থেকে আমাকে মুক্ত করুন। এ হাদীস থেকে জানা গেল, কোন বান্দার হক নষ্ট করলে কিয়ামতের দিন তা মাফ হবে না। এবং রসূল (সা) তার জন্য শাফায়াত করবেন না। -অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

٧٨٥- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرِيْئًا مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ : اَلْكِبْرِ، وَالْغُلُوْلِ، وَالدَّيْنِ » رَوَاهُ النَّسَائِىُّ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِهِمَا.

৭৮৫। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তিনটে জিনিস থেকে মুক্ত অবস্থায় আসবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ঃ অহংকার, চুরি ও ঋণ। (নাসায়ী, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

٧٨٦- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ؛ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ يَكْتُمُ غَالًّا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৭৮৬। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন খেয়ানতকারী ও আত্মসাতকারীকে প্রশ্রয় দেবে ও তার পরিচয় গোপন করবে, সে ঐ আত্মসাতকারীরই পর্যায়ভুক্ত হবে। (আবু দাউদ)

## الترغيب فى الشهادة

### وما جاء فى فضل الشهداء

### শহীদের মর্যাদা ও শাহাদাতের ফযীলত

٧٨٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا الشَّهِيْدَ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ » وَفِىْ رِوَايَةٍ « لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ.

www.nagorikpathagar.org

৭৮৭। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বেহেশত বাসীকে যদি পৃথিবীর সমস্ত সহায়-সম্পদ দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়, তথাপি সে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া পছন্দ করবে না। একমাত্র শহীদই এর ব্যতিক্রম। সে কামনা করবে, তাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হোক এবং আরো দশবার শহীদ হয়ে আসুক। শাহাদাতের যে সম্মান ও মর্যাদা সে দেখবে, তার কারণেই সে এরূপ কামনা করবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

٧٨٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৮৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শহীদের সকল গুনাহ্ মাফ হবে, কেবল ঋণ মাফ হবে না। (মুসলিম)

٧٨٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : غَابَ عَمِّىْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ، لَئِنْ أَشْهَدَنِىَ اللّٰهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا أَصْنَعُ؛ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ، يَعْنِىْ أَصْحَابَهُ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ، يَعْنِى الْمُشْرِكِيْنَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ اَلْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ، إِنِّىْ أَجِدُ رِيْحَهَا دُوْنَ أُحُدٍ » قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصْنَعُ مَا صَنَعَ ، قَالَ أَنَسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةٍ بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ

www.nagorikpathagar.org

الْمُشْرِكُوْنَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ؛ فَقَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نَرَى- أَوْ نَظُنُّ- وَإِنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ، وَفِي أَشْبَاهِهِ: (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ) إِلٰى آخِرِ الْآيَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ.

৭৮৯। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার চাচা আনাস বিন আন-নাযার বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রসূল (সা) কে বললেন ঃ হে রসূল, আপনি মুশরেকদের সাথে সর্বপ্রথম যে যুদ্ধ করেছেন, আমি তাতে অংশগ্রহণ করিনি। পরবর্তীতে আল্লাহ যদি আমাকে মুশরেকদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন, তাহলে আমি কেমন যুদ্ধ করবো, সেটা আল্লাহ দেখবেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানরা বিপাকে পড়লো, তখন আমার চাচা বললেন ঃ হে আল্লাহ, মুসলমানরা যে ভুল করেছে, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর মুশরেকরা যা করেছে, তা থেকে আমি নিজেকে তোমার কাছে পবিত্র ঘোষণা করছি। এরপর তিনি এগিয়ে গেলেন। সামনে সাদ বিন মুয়াযের সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন ঃ হে সাদ, আল্লাহর কসম, জান্নাতের দিকে এগিয়ে চল। আমি ওহুদের ওপার থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি! যুদ্ধের পর সাদ বললেন ঃ হে রসূল, সে যেরূপ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলো, আমি সেভাবে করতে পারিনি। হযরত আনাস বলেন ঃ আমরা যখন তাকে পেলাম, দেখলাম সে নিহত হয়েছে এবং তার দেহে আশিটারও বেশী তরবারী, তীর বা বর্শার আঘাত রয়েছে। মোশরেকরা তার লাশকে এত বিকৃত করেছিল যে, একমাত্র তার বোনই তার আঙ্গুল দেখে তাকে সনাক্ত করতে পেরেছে। হযরত আনাস বলেনঃ আমরা মনে করতাম, সূরা আহযাবের ২৩ নং আয়াত "মুমিনদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকারকে সত্যে পরিণত করেছে" তার ও তার মত লোকদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

٧٩٠- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قَالاَ لِي: أَمَّا هٰذِهِ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ تَقَدَّمَ.

www.nagorikpathagar.org

৭৯০। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আজ রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক এসে আমাকে নিয়ে (বেহেশতের) গাছের ওপর আরোহণ করলো, অতঃপর আমাকে এমন একটা ঘরে প্রবেশ করালো, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তারা বললো ঃ এটা হচ্ছে শহীদদের বাসস্থান। (বুখারী)

٧٩١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جِيءَ بِأَبِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ، فَقِيْلَ: اِبْنَةُ عَمْرٍو- أَوْأُخْتُ عَمْرٍو؟ فَقَالَ «لِمَ تَبْكِيْ؟ أَوْلاَ تَبْكِيْ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

৭৯১। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আবদুল্লাহর লাশ রসূল (সা) এর কাছে আনা হলো। লাশটাকে বিকৃত করা হয়েছিল। লাশটা রসূলের (সা) সামনে রাখা হলো। আমি তার চেহারার আবরণ সরাতে উদ্যত হলাম। কিন্তু আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে নিষেধ করলো। এই সময় এক নারী কণ্ঠের বিলাপ ধ্বনি শোনা গেল। জানা গেল, বিলাপ ধ্বনিটা ছিল আমরের মেয়ের বা বোনের। (অর্থাৎ শহীদ আবদুল্লাহর ফুফু কিংবা বোনের) রসূল (সা) তাকে বললেন ঃ কেঁদনা। ফেরেশতারা তাদের ডানা দিয়ে আব্দুল্লাহকে ছায়া দিয়ে রেখেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٩٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَاجَابِرُ، أَلاَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللّٰهُ لِأَبِيْكَ؟» قُلْتُ: بَلٰى، قَالَ: «مَا كَلَّمَ اللّٰهُ أَحَدًا إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا؛ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَارَبِّ،

www.nagorikpathagar.org

تُحْيِيْنِيْ فَأُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّيْ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُوْنَ، قَالَ : يَارَبِّ فَأَبْلِغْ مِنْ وَرَائِيْ؛ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : « وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ» اَلْأَيَةَ كُلَّهَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَيْضًا، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৭৯২। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ওহুদের দিন তার পিতা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম শহীদ হওয়ার পর রসূল (সা) তাকে বললেন ঃ ওহে জাবের আল্লাহ তায়ালা তোমার আব্বাকে কী বলেছেন বলবো? আমি বললাম ঃ বলুন। তিন বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা কারো সাথে পর্দার আড়াল থেকে ছাড়া কথা বলেন না। কিন্তু তোমার আব্বার সাথে মুখোমুখি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ওহে আব্দুল্লাহ, তুমি আমার কাছে কিছু চাও , আমি তা তোমাকে দেব। আব্দুল্লাহ জবাবে বললো! হে আমার রব, আমাকে আবার জীবিত করে দুনিয়ায় পাঠান, আপনার পথে লড়াই করে আবার শহীদ হয়ে আসি। আল্লাহ বললেন ঃ আমার পক্ষে থেকে আগেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর কেউ দুনিয়ায় ফিরে যাবে না। আবদুল্লাহ বললেন ঃ হে আমার প্রতিপালক, তাহলে পৃথিবীতে যারা রয়েছে, তাদেরকে আমাদের অবস্থাটা জানিয়ে দিন। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছ, তাদেরকে মৃত ভেব না। তারা বরং জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে জীবিকা পাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা নিয়ে তারা আনন্দিত।.." (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৬৯ ও ১৭০) (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম)

٧٩٣- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: « أُرِيَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ؛ فَرَأَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ مُضَرَّجَيْنِ بِالدِّمَاءِ، وَزَيْدٌ مُقَابِلَهُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ.

قَالَ : الْحَافِظُ : كَانَ جَعْفَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ ذَهَبَتْ يَدَاهُ

www.nagorikpathagar.org

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَوْمَ مُؤْتَةَ فَأَبْدَلَهُ اللّٰهُ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ؛ فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ سُمِّىَ جَعْفَرًا الطَّيَّارُ.

৭৯৩। হযরত সালেম বিন আবুল জাদ (রা) বলেন ঃ রসূল (সা) স্বপ্নে জাফরকে দুই পাখা বিশিষ্ট ফেরেশতারূপে দেখেছেন, পাখা দুটো রক্তে রঞ্জিত। আর তার সামনেই রয়েছে যায়েদ।

গ্রন্থকার বলেন ঃ মূতার যুদ্ধে হযরত জাফর বিন আবু তালেবের হাত দু'খানা কাটা গিয়েছিল। তাই আল্লাহ তার হাত দু'খানাকে বেহেশতে পাখায় রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। এ জন্য তাকে জাফর তাইয়ার (উড়ন্ত জাফর) বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা রসূল (সা) কে শহীদদের অবস্থা স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন। হযরত জাফর বিন আবু তালেব ও যায়দ বিন হারেসা সিরিয়ার মূতায় রোমক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

٧٩٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ فِىْ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ قَالَ: «فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَجَدْنَاهُ فِى الْقَتْلٰى، فَوَجَدْنَا بِمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ بِضْعًا وَتِسْعِيْنَ: بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ وَطَعْنَةٍ» وَفِىْ رِوَايَةٍ: «فَعَدَدْنَا بِهٖ خَمْسِيْنَ طَعْنَةً وَضَرْبَةً لَيْسَ مِنْهَا شَىْءٌ فِىْ دُبُرِهٖ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৭৯৪। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মূতার যুদ্ধে ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমরা যুদ্ধের পর জাফর বিন আবু তালেবকে খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে তাকে শহীদদের মধ্যে পেলাম। তার দেহে নব্বইটারও বেশী আঘাত ছিল। অপর বর্ণনামতে, তার দেহে আমরা পঞ্চাশটা আঘাতের চিহ্ন গুনে দেখেছি। এর কোনটাই তার পেছনে নয়, বরং সামনে। (বুখারী)

٧٩٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ، وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلٰى زَيْدٍ، فَأُصِيْبُوْا جَمِيْعًا، قَالَ أَنَسٌ: فَنَعَاهُمْ

www.nagorikpathagar.org

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَجِيْءَ الْخَبَرُ، فَقَالَ : « أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ، فَأُصِيْبَ، ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ : خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، قَالَ : فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ، وَعَيْنَاهُ تَزْرِفَانِ » وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : وَمَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ.

৭৯৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূল (সা) যায়দ, জাফর (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহাকে পাঠালেন এবং যায়েদের হাতে পতাকা দিলেন। এই তিনজনই একে একে শহীদ হলেন। রসূল (সা) তাদের খবর পাওয়ার আগেই ঘোষণা করলেন ঃ যায়েদ পতাকা ধারণ করেছে অতঃপর শহীদ হয়েছে। তারপর জাফর পতাকা ধারণ করেছে এবং সেও শহীদ হয়েছে। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা পতাকা ধারণ করেছে এবং সেও শহীদ হয়েছে। এরপর আল্লাহর এক তরবারী খালেদ বিন ওলীদ পতাকা ধারণ করেছে। হযরত আনাস বলেন ঃ এরপর রসূল (সা) জনগণের সাথে কথা বলার সময় তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। (বুখারী)

٧٩٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৭৯৬। হযরত আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শহীদ তার হত্যাকাণ্ডের সময় কাউকে চিমটি কাটলে যতটুকু ব্যথা পায়, তার চেয়ে বেশী ব্যথা পায় না। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

٧٩٧- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِيْ أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ، أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৭৯৭। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শহীদদের আত্মা এক শ্রেণীর সবুজ পাখীর পেটে অবস্থান করবে, যারা বেহেশতের উঁচু উঁচু গাছের ফল খেয়ে বেড়াবে। (তিরমিযী)

٧٩٨- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَلشَّهِيْدُ يَشْفَعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৭৯৮। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শহীদকে তার পরিবারের সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান)

٧٩٩- وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلْقَتْلٰى ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلَ، فَذٰلِكَ الشَّهِيْدُ الْمُمْتَحَنُ فِيْ جَنَّةِ اللّٰهِ تَحْتَ عَرْشِهِ، لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ إِلَّا بِفَضْلِ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ، وَرَجُلٌ فَرِقٌ عَلٰى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ فَتِلْكَ

www.nagorikpathagar.org

مُمَصْمِصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا، وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُقْتَلَ فَذٰلِكَ فِي النَّارِ، إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৭৯৯। সাহাবী হযরত উৎবা বিন আবু আস্-সুল্লামী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ নিহতরা তিন রকমের। এক খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে লড়াই করে এবং লড়াই করতে করতে নিহত হয়। এ ব্যক্তি হচ্ছে শহীদ। তার বক্ষকে ঈমানের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। সে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে। নবীরা শুধু নবুয়তের স্তর ছাড়া আর কোন দিক দিয়েই তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন। দুই, সেই ব্যক্তি, যে নিজের গুনাহর কারণে নিজেকে নিয়ে ভীষণ ভীত ও উদ্বিগ্ন। সে আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়। তার শাহাদাত তার সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেবে। তরবারী পাপ মোচনকারী। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। বেহেশতের ৮টা ও দোজখের সাতটা দরজা। একটা অপরটার চেয়ে ভালো। তিন, সেই মোনাফেক, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে লড়াই করতে করতে নিহত হয়। সে দোজখবাসী হবে। তরবারী মোনাফেকীর বিলোপ ঘটায় না। (আহমাদ তাবরানী, ইবনে হাব্বান, বাইহাকী)

٨٠٠- وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اَلشُّهَدَاءُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يُرِيدُ أَنْ يُقَاتِلَ، وَلَا يُقْتَلَ، يُكَثِّرُ سَوَادَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا،

وَأُجِيْرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُؤْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَحَلَّتْ عَلَيْهِ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَالْخُلْدِ، وَالثَّانِىْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا يُرِيْدُ أَنْ يُقْتَلَ وَلاَ يُقْتَلَ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ كَانَتْ رُكْبَتُهُ مَعَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ- عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ، وَالثَّالِثُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا، يُرِيْدُ أَنْ يَقْتُلَ وَيُقْتَلَ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَاهِرًا سَيْفَهُ وَاضِعَهُ عَلٰى عَاتِقِهِ ، وَالنَّاسُ جَا ثُوْنَ عَلَى الرُّكَبِ، يَقُوْلُ: أَلاَ افْسَحُوْا لَنَا فَإِنَّا قَدْ بَذَلْنَا دِمَاءَ نَا وَأَمْوَالَنَا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى » قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ ذٰلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوْ لِنَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَزَحَلَ لَهُمْ عَنِ الطَّرِيْقِ، لِمَا يَرٰى مِنْ وَاجِبِ حَقِّهِمْ حَتّٰى يَأْتُوْا مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيَجْلِسُوْا عَلَيْهَا يَنْظُرُوْنَ كَيْفَ يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ، لاَ يَجِدُوْنَ غَمَّ الْمَوْتِ، وَلاَ يَغْتَمُّوْنَ فِىْ الْبَرْزَخِ، وَلاَ تُفْزِعُهُمُ الصَّيْحَةُ، وَلاَ يَهُمُّهُمُ الْحِسَابُ، وَلاَ الْمِيْزَانُ، وَلاَ الصِّرَاطُ، يَنْظُرُوْنَ كَيْفَ يُقْضٰى بَيْنَ ا لنَّاسِ، وَلاَ يَسْأَلُوْنَ شَيْئًا إِلاَّ أُعْطُوْا، وَلاَ يَشْفَعُوْنَ فِىْ شَيْءٍ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ، وَيُعْطَوْنَ مِنَ الْجَنَّةِ مَا أَحَبُّوْا، وَيَتَبَوَّءُوْنَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَحَبُّوْا » رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَالْأَصْبَهَانِىُّ، وَهُوَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

www.nagorikpathagar.org

৮০০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শহীদরা তিন রকমের। প্রথমত, যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করে আল্লাহর পথে বের হয়, কিন্তু সে লড়াই করতেও চায় না, নিহত হতেও চায় না। সে চায় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়াতে। এই পথে চেষ্টা-সাধনা করতে গিয়ে যদি সে মারা যায় বা নিহত হয়, তবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, তাকে কবর আযাব থেকে রেহাই দেয়া হবে। কিয়ামতের সময়কার মহা আতংক থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হবে, জান্নাতের অনুপম সুন্দরী হুর সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে। তাকে পরম সম্মানের পোশাক পরানো হবে, তার মাথায় সম্মানজনক ও অনন্তকাল স্থায়ী মুকুট পরানো হবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হলো এমন লোক, যে জান ও মাল নিয়ে একনিষ্ঠভাবে বের হয়। হত্যা করতে চায়, কিন্ত নিহত হতে চায় না। সে যদি মারা যায় বা নিহত হয় তবে সে আল্লাহ তায়ালার সামনে হযরত ইবরাহীমের সাথে পাশাপাশি আসনে বসবে। তৃতীয় যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল সহ আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহর পথে বের হয়, সে হত্যাও করতে চায়, নিহত হতেও তার আপত্তি নেই। সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে সে কিয়ামতের দিন নিজের তরবারী ঘাড়ে ঝুলিয়ে সবাইকে দেখাতে দেখাতে আসবে। লোকেরা ভীড় জমিয়ে থাকবে। সে বলবেঃ আমাদের জন্য জায়গা করে দাও। আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে রক্ত ও অর্থব্যয় করে এসেছি। রসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, তারা যদি হযরত ইবরাহীমকে বা অন্য কোন নবীকেও এ কথা বলতো, তবে তিনি পথ ছেড়ে দিতেন। কেননা তাদের কত গুরুত্ব ও অধিকার, তা তিনি দেখবেন। অবশেষে তারা আরশের নীচে কিছুসংখ্যক আলোর মিম্বরে বসবে। সেখানে বসে তারা কিভাবে বিচারকার্য সমাধা করা হয় তা দেখবে। তারা মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করবে না, কবরে কোন আযাব ভোগ করবে না। চিৎকার ধ্বনি শুনে তারা পেরেশান হবে না। হিসেব-নিকাশের জন্য তারা কোন দুশ্চিন্তায় ভুগবে না। দাঁড়িপাল্লা এবং পুলসিরাত নিয়েও তারা ভাবনায় পড়বে না তারা বিচারকার্য প্রত্যক্ষ করবে। তারা যা কিছুই চাইবে তা পাবে; যার জন্যই সুপারিশ করতে চাইবে, করতে পারবে। জান্নাতে তারা যা পছন্দ করবে তাই পাবে এবং বেহেশতে যেখানেই তারা থাকতে চাইবে থাকতে পারবে। (বাযযার, বাইহাকী ও ইসপাহানী)

٨٠١- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: اَلْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُوْنَ الَّذِيْنَ تُتَّقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ،

www.nagorikpathagar.org

إِذَا أُمِرُوْا سَمِعُوْا وَأَطَاعُوْا، وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَتَّى يَمُوْتَ، وَهِيَ فِيْ صَدْرِهِ، وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَدْعُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ فَتَأْتِيْ بِزُخْرُفِهَا وَزِيْنَتِهَا، فَيَقُوْلُ : أَيْنَ عِبَادِيَ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ، وَقُتِلُوْا، وَأُوْذُوْا، وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ؟ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَدْخُلُوْنَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ فَيَسْجُدُوْنَ، فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَثَرْتَهُمْ عَلَيْنَا؟ فَيَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: هٰؤُلَاءِ عِبَادِيَ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ، وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ كُلِّ بَابٍ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ » رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، لٰكِنَّ مَتْنَهُ غَرِيْبٌ.

৮০১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে তিন শ্রেণী সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রথম দল হলো দরিদ্র মোহাজেরগণ, যারা নেতার আনুগত্য করলে তাদের ওপর থেকে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করা হবে, শাসকের কাছে তাদের কারো কোন দাবী-দাওয়া থাকলে তা তার মৃত্যু পর্যন্ত পূরণ করা হয় না, তা তাদের বুকের মধ্যেই থেকে যাবে, (অর্থাৎ শাসকদের হাতে তারা নিগৃহীত হবে) কিয়ামতে আল্লাহ বেহেশতকে ডাকবেন, বেহেশত তার সমস্ত জাকজমক ও সাজসজ্জা সহকারে হাজির হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার সেই বান্দারা কোথায় যারা আল্লাহর পথে লড়াই করেছে, নির্যাতিত, নিহত হয়েছে এবং আমার পথে জিহাদ করেছে? তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ফেরেশতারা এসে সিজদা করে বলবে, হে আল্লাহ আমরা দিবারাত আপনার তাসবীহ পাঠ করি, প্রশংসা করি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। এরা কারা, যাদেরকে আপনি আমাদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন? আল্লাহ বলবেন, এরা আমার সেই সব বান্দা যারা আমার পথে যুদ্ধ করেছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, তখন ফেরেশতারা চারদিক থেকে তার কাছে

www.nagorikpathagar.org

আসবে এবং বলবে, তোমাদের ধৈর্যের বিনিময়ে আজ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হবে। আখেরাতের শুভ পরিণাম কত সুন্দর! (ইসবাহানী)

٨٠٢- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ حَدِيْثٍ قَبْلَهُ، وَمَتْنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سَبْعَ خِصَالٍ: أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَلّٰى حُلَّةَ الْإِيْمَانِ، وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اَلْيَاقُوْتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَيَشْفَعُ فِيْ سَبْعِيْنَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ حَسَنٌ.

৮০২। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহর কাছে শহীদের সাতটা পুরস্কার প্রথম দফা রক্তপাত হওয়া মাত্রই তার গুনাহ মাফ, তাকে বেহেশতের নির্ধারিত আসন দেখানো ও তাকে ঈমানের পোশাক পরানো হবে, তাকে কবর আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হবে, কিয়ামতের আতংক থেকে সে নিরাপদে থাকবে, তার মাথায় সম্মানজনক মুকুট পরানো হবে। যা সারা পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ থেকে মূল্যবান ইয়াকুত দ্বারা তৈরী। তাকে বেহেশতের বাহাত্তর জন হুরের সাথে বিয়ে দেয়া হবে এবং তার আপনজনদের মধ্য থেকে সত্তরজন সম্পর্কে সুপারিশ করার সুযোগ পাবে। (আহমাদ, তাবরানী)

٨٠٣- وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «اَلشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذَاكَ الَّذِيْ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا»

www.nagorikpathagar.org

وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتّٰى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ، فَلَا أَدْرِىْ قَلَنْسُوَةَ عُمَرَ
أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « وَرَجُلٌ
مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِىَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ
مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ،
وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِىَ الْعَدُوَّ
فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ
مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهٖ لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ
فَذٰلِكَ فِىْ الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَقَالَ
التِّرْمِذِىُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৮০৩। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শহীদরা চার রকমের ঃ প্রথমত, এমন মজবুত ঈমানের অধিকারী যে, শত্রুর মোকাবিলায় আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করতে গিয়ে নিহত হয়। এই ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন লোকেরা চোখ তুলে এভাবে তাকাবে। এটুকু বলে তিনি মাথা এমনভাবে উঁচু করলেন যে, তার টুপি মাথা থেকে পড়ে গেল। দ্বিতীয়ত, এমন ব্যক্তি যে, মজবুত ঈমানের অধিকারী, কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন হলেও ঘাবড়ে যায়। একটা তীর এসে তাকে হত্যা করে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ের শহীদ। তৃতীয়ত, সেই ঈমানদার ব্যক্তি, যে ভালো কাজ ও মন্দ কাজ মিশিয়ে ফেলেছে। কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন হলে আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার পূরন করেছে। এ ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ের শহীদ। চতুর্থত, সেই ব্যক্তি যে নিজের ওপর প্রচুর অত্যাচার করে ফেলেছে। কিন্তু ইসলামের শত্রুর মোকাবিলায় সে দৃঢ়তা দেখিয়ে শহীদ হয়েছে। এই ব্যক্তি চতুর্থ পর্যায়ের শহীদ। (তিরমিযী ও বাইহাকী)

দ্রষ্টব্যঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল, বিভিন্ন পর্যায়ের পাপিষ্ঠ লোকেরা যদি তাদের ঈমান মজবুত রাখে এবং ইসলামের শত্রুদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা যায়, তবে তারাও শহীদ গণ্য হবে এবং তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

٨٠٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَمَّا أُصِيْبَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَ اللّٰهُ أَرْوَاحَهُمْ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِيْ إِلىٰ قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ؛ فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ قَالُوْا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ، لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِى الْجِهَادِ، وَلاَ يَنْكُلُوْا عَنِ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالىٰ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ؛ قَالَ : فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا) إِلىٰ آخِرِ الْآيَةِ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৮০৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের আত্মাগুলোকে এক ধরনের সবুজ পাখির পেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দেন, যারা বেহেশতের ঝর্ণা গুলোতে ঘুরে ঘুরে তার ফলমূল খায় এবং আরশের ছায়ায় বহুসংখ্যক ঝুলন্ত প্রদীপের কাছে গিয়ে অবস্থান করে। এ ভাবে যখন তারা পানাহার ও ঘুমানোর স্বাদে ও আনন্দে, বিভোর হয়ে যায়, তখন বলে ঃ দুনিয়ায় অবস্থানকারী আমাদের ভাইদেরকে কে জানাবে, আমরা বেহেশতে জীবিত আছি এবং খাদ্যদ্রব্য পাচ্ছি, যাতে তারা জেহাদে শৈথিল্য না দেখায় এবং যুদ্ধে কাপুরুষতা না দেখায়? আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বলেন ঃ আমিই তাদেরকে তোমাদের পক্ষ থেকে এ খবর জানাচ্ছি। এরপরই সূরা আল-ইমরান ১৬৯ আয়াত "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের কাছে জীবিকা পাচ্ছে (আবু দাউদ, হাকেম)

٨٠٥- وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا

www.nagorikpathagar.org

رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ يُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيْدُ؟ قَالَ : «كَفٰى بِبَارِقَةِ السُّيُوْفِ عَلٰى رَأْسِهِ فِتْنَةً» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

৮০৫। হযরত রাশেদ বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে রসূল মোমেনদের কী হলো? তাদের সবারই কবরে কিছু না কিছু কষ্ট হয়। কিন্তু শহীদের কিছুই হয় না। রসূল (সা) বললেন ঃ তার মাথার ওপর যখন তরবারী ঝলসে উঠেছিল, তখন যে কষ্ট পেয়েছিল, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট। (নাসায়ী)

٨٠٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ أَنَّ أُمَّ الرَّبِيْعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنَ سُرَاقَةَ- أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَلاَ تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ- وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ- فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ اِجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ بِالْبُكَاءِ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلٰى» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৮০৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুর বরী বিনতুল বারা নাম্নী এক মহিলা রসূল (সা)–এর কাছে এসে বললো ঃ হে রসূল,বদর যুদ্ধে নিহত আমার ছেলে হারেসা কেমন আছে, তাকি আমাকে বলবেন না? সে যদি বেহেশতে থেকে থাকে, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করবো। নচেত তার জন্য জোরে জোরে কাঁদবো যাতে বুক হালকা হয়। রসূল (সা) বললেন ঃ ওহে হারেসার মা, বেহেশতের ভেতরে অনেকগুলো বেহেশ্ত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ যে ফেরদাউস, তোমার ছেলে সেখানেই রয়েছে। (বুখারী)

٨٠٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَجِبَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمَ- يَعْنِيْ

www.nagorikpathagar.org

أَصْحَابَهُ- فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيْقَ دَمُهُ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: أُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِيْ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِيْ حَتَّى أُهْرِيْقَ دَمُهُ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ عَنْهُ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ يَعْلَى، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৮০৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমাদের প্রভু মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন যে, আল্লাহর পথে লড়াই করলো এবং পরাজিত হলো। এতে করে তার কত ক্ষয়ক্ষতি হলো, তা সে বুঝতে পেরেও আবার ময়দানে ফিরে গেল এবং নিজের রক্ত ঝরালো। আল্লাহ তায়ালা তার ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ আমার এই বান্দাকে দেখ, আমার আযাবের ভয়ে ও আমার পুরস্কারের আশায় জেহাদের ময়দানে ফিরে গিয়ে নিজের রক্ত ঝরালো। (আবু দাউদ, আহমাদ, আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বান)

٨٠٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أُنَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُوْنَنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ:الْقُرَّاءُ فِيْهِمْ خَالِيْ حَرَامٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُوْنَ، وَكَانُوْا بِالنَّهَارِ يَجِيْئُوْنَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُوْنَهُ فِى الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُوْنَ فَيَبِيْعُوْنَهُ، وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَعَرَضُوْا لَهُمْ، فَقَتَلُوْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ، فَقَالُوْا : اَللّٰهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ، وَرَضِيْتَ عَنَّا، قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ

www.nagorikpathagar.org

حَتّٰى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامٌ : فُزْتُ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا : اَللّٰهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ، وَرَضِيْتَ عَنَّا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أُنْزِلَ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، بَلِّغُوْا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا، وَرَضِيْنَا عَنْهُ.

৮০৮। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদল লোক রসূল (সা)–এর কাছে এসে বললো ঃ আমাদের সাথে এমন কয়েকজন লোককে পাঠান, যারা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেবে রসূল (সা) তাদের কাছে আসনারদের মধ্য থেকে সত্তরজন কারী (অর্থাৎ হাফেয) পাঠালেন। তাদের মধ্যে আমার মামা হারামও ছিলেন। তারা মদিনায় মানুষকে কুরআন পড়াতেন। রাতের বেলায় নিজেরা তা নিয়ে আলোচনা করতেন। আর দিনের বেলায় পানি এনে মসজিদে রাখতেন, কাষ্ঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন, এবং তা দিয়ে সুফফাবাসী ও দরিদ্র লোকদের জন্য খাবার কিনতেন। রসূল (সা) তাদেরকে তাদের কাছে পাঠালেন। পথিমধ্যেই তারা তাদেরকে (রসূল (সা) কর্তৃক প্রেরিত ক্বারীদেরকে) হত্যা করে ফেললো। নিহত হবার সময় তারা বললো ঃ হে আল্লাহ, আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীকে জানিয়ে দিও যে, আমরা তোমার সাথে মিলিত হয়েছি, আমরা তোমার ওপর সন্তুষ্ট এবং তুমিও আমাদের ওপর সন্তুষ্ট। এক ব্যক্তি হযরত আনাসের মামা হারামের পেছন দিক দিয়ে এল এবং তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে এফোড় ওফোড় করে দিল। হারাম তৎক্ষণাতৎ বলে উঠলেন " কা'বা শরীফের প্রতিপালকের কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।"

ও দিকে মদিনায় রসূল (সা) সাহাবীদেরকে বললেন ঃ তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হয়েছে এবং তারা বলেছেঃ হে আল্লাহ, আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীকে জানিয়ে দিও যে, আমরা তোমার সাথে মিলিত হয়েছি, আমরা তোমার ওপর সন্তুষ্ট এবং তুমিও আমাদের ওপর সন্তুষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

বুখারীর আরেক বর্ণনায় হযরত আনাস বলেন ঃ বীরে মাউনায় নিহতদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল এবং তা আমরা পড়তাম। পরে তা রহিত হয়ে যায়। আমাদের লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হয়েছি, তার ওপর আমরা সন্তুষ্ট এবং আমাদের ওপরও তিনি সন্তুষ্ট।"

٨٠٩-وَعَنْ مَسْرُوْقٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ اللّٰهِ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ، عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴾ ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَرْوَاحُهُمْ فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِىْ إِلٰى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً ، فَقَالَ :هَلْ تَشْتَهُوْنَ شَيْئًا ؟ قَالُوْا : أَىَّ شَيْءٍ نَشْتَهِىْ، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا ؟ فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوْا مِنْ اَنْ يَسْأَلُوْا قَالُوْا : يَا رَبِّ تُرِيْدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِىْ أَجْسَادِنَا حَتّٰى نُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً أُخْرٰى، فَلَمَّا رَأٰى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوْا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَغَيْرُهُمَا.

৮০৯। হযরত মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হযরত আব্দুল্লাহকে সূরা আল ইমরানের ১৬৯ নং আয়াত "আল্লাহর পথে নিহতদেরকে তুমি মৃত মনে কর না, বরং তারা জীবিত...." সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমরা এ সম্পর্কে রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিন বললেন তাদের আত্মাগুলো এক ধরনের সবুজ পাখির পেটে থাকে। তাদের জন্য আরশের সাথে সংলগ্ন কতকগুলো প্রদীপ থাকে এবং তারা বেহেশতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করতে থাকবে। সর্বত্র বিচরণ করার পর তারা ঐ প্রদীপগুলোর কাছে আবার ফিরে আসবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমরা কি কিছু চাও? তারা

www.nagorikpathagar.org

বলবে ঃ আমরা আর কী চাইব। আমরা তো বেহেশতের সর্বত্র বিচরণ করছি। তাদেরকে তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করা হবে। তারা যখন দেখবে তারা একটা কিছু না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে ছাড়ছেন না, তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ইচ্ছা হয়, আপনি আমাদের আত্মগুলোকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিবেন, যেন আপনার রাস্তায় পুনরায় নিহত হতে পারি। এরপর যখন তিনি দেখবেন, তাদের আর কোন দাবীদাওয়া ও চাহিদা নেই, তখন তাদেরকে ছেড়ে দেবেন। (অর্থাৎ আর কোন কথা জিজ্ঞেস করবেন না) (মুসলিম, তিরমিযী)

দ্রষ্টব্য ঃ এ হাদীসে উল্লিখিত আবদুল্লাহ দ্বারা সম্ভবত ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা সাহাবীদের মধ্যে তিনিই কুরআনের তাফসীর বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী পারদর্শী ছিলেন। –অনুবাদক

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ أَنْ يَمُوْتَ الْإِنْسَانُ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَنْوِ الْغَزْوَ وَذِكْرِ أَنْوَاعٍ مِنَ الْمَوْتِ تُلْحِقُ أَرْبَابُهَا بِالشُّهَدَاءِ وَالتَّرْهِيْبُ مِنَ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُوْنِ

## ইসলামের কোন জিহাদ বা সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করা ও তার ইচ্ছা পোষণ না করার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ারী

٨١٠- عَنْ أَبِىْ عِمْرَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا بِمَدِيْنَةِ الرُّوْمِ، فَأَخْرَجُوْا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيْمًا مِنَ الرُّوْمِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ؛ وَعَلٰى أَهْلِ مِصْرٍ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ؛ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى صَفِّ الرُّوْمِ حَتّٰى دَخَلَ بَيْنَهُمْ، فَصَاحَ النَّاسُ، وَقَالُوْا: سُبْحَانَ اللّٰهِ يُلْقِىْ بِيَدِهٖ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَامَ أَبُوْ أَيُّوْبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَتَأَوَّلُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هٰذَا التَّأْوِيْلَ، وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ

الْأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا، وَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا، وَلِلْفُقَرَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، وَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الْإِقَامَةَ عَلَى الْأَمْوَالِ وَإِصْلَاحَهَا، وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ، فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

৮১০। হযরত আবু ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা রোম শহরে অবস্থান করছিলাম। সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী ময়দানে হাজির করলো। মুসলমানদেরও অনুরূপ বা তার চেয়ে বড় একটা বাহিনী তাদের মোকাবিলায় হাজির হলো। মিশরীয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত উকবা ইবনে আমের এবং সমগ্র মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ফুযালা বিন উবাহদ (রা)। সহসা মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রোমক বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে হৈ চৈ করে উঠলো। তারা বললো ঃ এই ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে। এ কথা শুনে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে (মুসলিম) জনতা, আপনারা তো আজ এ আয়াতের এভাবে ব্যাখ্যা করছেন। অথচ এ আয়াত আমরা আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। আল্লাহতায়ালা যখন ইসলামকে মর্যাদাশীল ও শক্তিশালী করে দিলেন এবং তার সমর্থকের সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন আমরা রসূল (সা)-এর অগোচরে পরস্পরে গোপনে বলাবলি করতে লাগলাম ঃ ইসলামের পথে আমাদের তো অনেক সম্পদ নষ্ট হলো। এখন আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং সমর্থক ও সাহায্যকারীদের সংখ্যা অনেক হয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের সহায়-সম্পত্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হই এবং আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করতে সচেষ্ট হই, তাহলে ভালোই হয়। তখন আল্লাহ তায়ালা

www.nagorikpathagar.org

আমাদের এই কথাবার্তা ও চিন্তাধারাকে খণ্ডন করে এবং আল্লাহর পথে দরিদ্র লোকদের স্বার্থ রক্ষার্থে রসূল (সা) এর উপর এ আয়াত (সূরা বাকারার ১৯৫ নং) নাযিল করলেন ঃ তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।" বস্তুত ঃ আমাদের আল্লাহর পথে ব্যয়ের ধারা বন্ধ করে বা কমিয়ে দিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধিতে ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণে মনোনিবেশ করা ও সংগ্রামে বিমুখ হওয়াটাই ছিল ধ্বংসের পথ। এরপর থেকে আবু আইয়ূব (রা) আল্লাহর পথে সক্রিয় থাকেন এবং রোম সাম্রাজ্যেই সমাহিত হন। (তিরমিযী)

শিক্ষা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, যুদ্ধ অথবা শান্তি যে অবস্থাই থাক না কেন, মুসলমানদেরকে সব সময় আল্লাহর পথে দান করার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর তৎপরতার বিরুদ্ধেও তাদেরকে সদা সচেতন, সতর্ক ও সংগ্রামমুখর থাকতে হবে। তবে অপরিকল্পিতভাবে আবেগতাড়িত ও হঠকারী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন ভারসাম্যহীন আত্মঘাতী ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের সামষ্টিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ধ্বংসাত্মক কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা থেকেও সব সময় মুসলমানদের বিরত থাকা উচিত।

٨١١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ.

৮১১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের পক্ষে কোন সংগ্রাম করলো না, সংগ্রামের ইচ্ছাও পোষণ করলো না এবং এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো, সে মোনাফেকীর একটা পর্যায়ে থেকে মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তার মৃত্যু খাঁটি-নির্ভেজাল ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার অবস্থায় হবে না, বরং ঈমানের সাথে খানিকটা মোনাফেকী মিশ্রিত থাকা অবস্থায় হবে। –অনুবাদক

٨١٢- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِىْ أَهْلِهٖ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِقَارِعَةٍ قَبْلَ

يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ.

৮১২। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজেও কোন জেহাদে অংশ গ্রহন করলো না, জেহাদে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে জিহাদের উপকরণ ও সরঞ্জমাদিও সরবরাহ করলো না কিংবা জিহাদরত ব্যক্তির পরিবারকেও কোন সাহায্য, সেবা বা উপকার করলো না, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের আগেই তাকে কোন না কোন বিপদ-মুসিবতে নিক্ষেপ করবেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

٨١٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৮১৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে) যে, সে জেহাদের দরুন কোন ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়নি বা হতাহত হয়নি, সে অপরিপক্ক, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ ঈমান নিয়ে সাক্ষাত করবে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সক্রিয়ভাবে কোন সংগ্রামে অংশ নেয়নি। কেননা সক্রিয়ভাবে অংশ নিলে জানের অথবা মালের কিছু না কিছু ক্ষয়ক্ষতি না হয়ে পারে না। কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে বহু অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। তা ছাড়া নবী-রসূলগণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং সকল সংগ্রামী মুসলিম ব্যক্তিবর্গের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও এটা প্রমাণিত। সূরা আনকাবুতের শুরুতেই আল্লাহ বলেছেন, "মানুষ কি ভেবেছে শুধু ঈমান আনলাম বললেই নিস্তার পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে কোন পরীক্ষা (অর্থাৎ বিপদ-আপদ ক্ষয়ক্ষতি ও যুলুম-নিপীড়ন) করা হবে না? অথচ তাদের পূর্বেকার লোকদেরকে আমি পরীক্ষা করেছি। –অনুবাদক

٨١٤- وَعَنْ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللّٰهُ

www.nagorikpathagar.org

بِالْعَذَابِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

৮১৪। হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখনই কোন জাতি জিহাদ বর্জন করবে, তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর কোন সর্বব্যাপী আযাব নাযিল করবেন। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ শব্দটার অর্থ হলো, ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে যাবতীয় উপায় উপকরণ নিয়োজিত করে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। জিহাদ দু'রকমের ঃ প্রতিষ্ঠামূলক ও প্রতিরক্ষামূলক। প্রতিষ্ঠামূলক জিহাদের প্রাথমিক স্তর হলো দাওয়াত ও তাবলীগ, তথা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বিস্তার, সৎকাজের আদেশ দান, প্রচার ও প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয় স্তর সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে সমাজে ইসলামী আবেগ-উদ্দীপনা ও পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি এবং শেষ স্তর, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন ও বিধি বিধানের প্রচলন ও বাস্তবায়নের সংগ্রাম। আর প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের প্রাথমিক স্তর হলো, অসৎকাজ তথা ইসলাম-বিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে মৌখিকভাবে, লিখিত ভাবে ও যাবতীয় প্রচারমাধ্যম প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও জনমত সৃষ্টি করা, দ্বিতীয় স্তর সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করা এবং তৃতীয় ও চূড়ান্ত স্তর হলো, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইন রচনা ও প্রয়োগের মাধ্যমে তা নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করা। প্রতিষ্ঠামূলক ও প্রতিরক্ষামূলক উভয় প্রকারের জিহাদের প্রতিপক্ষের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামেরও প্রয়োজন পড়তে পারে, যাকে ইসলামের পরিভাষায় কিতাব বলা হয়। প্রতিষ্ঠামূলক জেহাদ আক্রমণাত্মক ও সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিতে পারে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। কিন্তু প্রতিরক্ষা মূলক জিহাদ যে কোন পর্যায়ে সশস্ত্র রূপ নিতে পারে ইসলাম-বিরোধী শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলেই। –অনুবাদক

٨١٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا تَعُدُّوْنَ الشُّهَدَاءَ فِيْكُمْ؟ » قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. قَالَ : « إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِيْ إِذًا لَقَلِيْلٌ» قَالُوْا : فَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ: « مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ،

www.nagorikpathagar.org

وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ » قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ: أَشْهَدُ عَلٰى أَبِيْكَ- يَعْنِيْ أَبَا صَالِحٍ-أَنَّهُ قَالَ: وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮১৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা কাকে শহীদ মনে কর? সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, সেই তো শহীদ। রসূল (সা) বললেনঃ তাহলে তো আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা খুবই কম হবে। সাহাবীগণ বললেন ঃ হে রসূল, তাহলে শহীদ কে? রসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে সে শহীদ, যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা গেছে সে শহীদ, যে ব্যক্তি উদরঘটিত রোগে মারা গেছে সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা গেছে সে শহীদ। (মুসলিম, মালেক, বুখারী, তিরমিযী)

মুসলিমের অন্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ শহীদ পাঁচ ব্যক্তি ; প্লেগ রোগে মৃত, পেটের রোগে মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, বিধ্বস্ত জিনিসের নিচে চাপা পড়ে মৃত এবং আল্লাহর পথে নিহত।

ব্যাখ্যা ঃ উদরঘটিত রোগের আওতায় কলেরা, উদরাময় ও সন্তান প্রসবকালে মৃত মহিলাও অন্তর্ভুক্ত। আর "বিধ্বস্ত জিনিসের নিচে চাপা পড়া" দ্বারা যে কোন ধরনের দুর্ঘটনায় মৃতকে বুঝা যায়। –অনুবাদক।

٨١٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُوْنِ؟ فَقَالَ : « كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَجَعَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُوْنُ فِىْ بَلَدٍ فَيَكُوْنُ فِيْهِ فَيَمْكُثُ لاَ يَخْرُجُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيْبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيْدٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৮১৬। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল (সা) কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা এক ধরনের আযাব ছিল। আল্লাহ তায়ালা অতীতে কাফেরদের ওপর এটা পাঠাতেন। মোমেনদের জন্য আল্লাহ এটাকে রহমতস্বরূপ বানিয়েছেন। কোন মানুষ কোন জায়গায় অবস্থানকালে যদি প্লেগ

www.nagorikpathagar.org

দেখা দেয়, সে সেখান থেকে সরে না গিয়ে ধৈর্যধারণপূর্বক এবং আল্লাহ যা ভাগ্যে রেখেছেন তা ছাড়া আর কোন কিছু তাকে আক্রান্ত করতে পারে না এই বিশ্বাসে অটল থেকে সেখানে টিকে থাকে, তাহলে সে শহীদের সওয়াব পাবে। অর্থাৎ ঐ রোগে তার মৃত্যু হোক বা স্বাভাবিক মৃত্যু হোক উভয় অবস্থায় সে শহীদের সওয়াব পাবে। –অনুবাদক (বুখারী)

٨١٧– وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৮১৭। হযরত সাঈদ বিন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে (অর্থাৎ কেউ জোরপূর্বক তার সম্পদ কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো তা ঠেকাতে গিয়ে সংঘর্ষে) নিহত হয়, সে শহীদ, যে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে (অর্থাৎ আক্রমণকারকে ঠেকাতে গিয়েসংঘর্ষে) নিহত হয়, সে শহীদ, যে নিজের ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ এবং যে নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে নিহত হয়, সে শহীদ। (আবুদ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

٨١٨– وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

৮১৮। হযরত সুয়াইদ বিন মুকাররান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো অত্যাচারে নিহত হয়, সে শহীদ। (নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

٨١٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِيْ؟ قَالَ : «فَلَاتُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيْ؟ قَالَ : «قَاتِلْهُ» قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ؟ قَالَ : «فَأَنْتَ شَهِيْدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ : «هُوَ فِي النَّارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَفْظُهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلٰى مَالِيْ؟ قَالَ : «فَأَنْشُدْ بِاللّٰهِ» قَالَ : أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ فقاتل «فَانْشُدْ بِاللّٰهِ» قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ : «فَانْشُدْ بِاللّٰهِ» قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ «قَاتِلْ» فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ».

৮১৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল, কেউ যদি আমার সম্পদ কেড়ে নিতে আসে, তাহলে আমি কী করবো? রসূল (সা) বললেনঃ তাকে তোমার সম্পদ দিও না। সে বললো ঃ সে যদি আমার সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়? (অর্থাৎ আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়) রসূল (সা) বললেন ঃ তার সাথে যুদ্ধ কর। সে বললো ঃ সে যদি আমাকে হত্যা করে? রসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে তুমি শহীদ। সে বললো ঃ যদি আমি তাকে হত্যা করি? রসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে সে দোজখে যাবে। (মুসলিম ও নাসায়ী)

নাসায়ীর ভাষায় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ হে রসূল, কেউ যদি আমার সম্পদের ওপর আগ্রাসন চালায় তাহলে? রসূল (সা) বললেন ঃ তাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে নিবৃত্ত থাকতে বল। সে বললো ঃ সে যদি তা অমান্য করে? রসূল (সা) বললেন ঃ আবারো আল্লাহর দোহাই দিয়ে নিষেধ কর। লোকটা তিনবার জিজ্ঞেস করলো এবং রসূলুল্লাহ (সা) জবাব দিলেন। চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে বললেন ঃ তার সাথে লড়াই কর। যদি সংঘর্ষে তুমি নিহত হও, তবে তুমি জান্নাতে যাবে, আর যদি তাকে হত্যা কর তবে সে জাহান্নামে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

# كِتَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

## কুরআন সংক্রান্ত অধ্যায়ন

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا وَفَضْلِ تَعَلُّمِهِ، وَتَعْلِيْمِهِ وَالتَّرْغِيْبُ فِيْ سُجُوْدِ التِّلاَوَةِ

## কুরআন শিক্ষা, শিক্ষা দেওয়া এবং তেলাওতে সেজদার গুরুত্ব

٨٢٠- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَغَيْرُهُمْ.

৮২০। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিখেছে ও অন্যকে শিখিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য)

٨٢١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُوْلُ أَلم حَرْفٌ، وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৮২১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটা অক্ষর পড়লো, সে তার দ্বারা একটা সৎকাজ করলো। আর প্রত্যেক সৎকাজের সওয়াব হলো তার দশগুন। আমি বলছি না আলিফ লাম মীম একটা অক্ষর বরং আলিফ একটা অক্ষর লাম একটা অক্ষর এবং মীম একটা অক্ষর।

www.nagorikpathagar.org

٨٢٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا.

৮২২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কোন ঘরে কোন একদল মানুষ সমবেত হয়ে যদি আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে এবং একে অপরকে তা শেখায় তবে তাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হয়। রহমত দিয়ে তাদেরকে ঢেকে ফেলা হয়। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তার নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। (মুসলিম, আবু দাউদ)

٨٢٣- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ مَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِيْنَ، وَفَضْلُ كَلاَمِ اللّٰهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৮২৩। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকায় আমার কাছে কিছু চাওয়ার সময় পায় না তাকে আমি যারা আমার কাছে চায় তাদেরকে যা দেই তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত দান করবো। আর আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির ওপর আল্লাহর যেমন শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি দুনিয়ার অন্য সব বাণীর ওপর আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব।

٨٢٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ - وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ - لَهُ أَجْرَانِ».

www.nagorikpathagar.org

৮২৪। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনে পারদর্শিতা অর্জন করেছে, সে পরম সম্মানিত ও পুণ্যবানদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে, কিন্তু পড়তে তার খুব কষ্ট হয়, সে দ্বিগুন পুরস্কার পাবে। (বুখারী, মুসলিম আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

٨٢٥- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَوْصِنِىْ ؟ قَالَ: « عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ؛ فَإِنَّهُ رَأْسُ الأَمْرِ كُلِّهِ » قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، زِدْنِىْ؟ قَالَ : « عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ؛ فَإِنَّهُ نُوْرٌ لَكَ فِى الأَرْضِ، وَذُخْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ » رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

৮২৫। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি বললাম ঃ হে রসূল আমাকে উপদেশ দিন। তিন বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় করা তোমার কর্তব্য। কেননা এটা ইসলামের মূল মন্ত্র। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল, আর একটা উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার কুরআন পড়া উচিত, কেননা কুরআন তোমার জন্য ইহকালের জ্যোতি ও পরকালের সঞ্চয়। (ইবনে হাব্বান)

٨٢٦-وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَا حِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ » رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

৮২৬। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কুরআন সুপারিশকারী, সুপারিশ করার অধিকার প্রাপ্ত, যারা তার বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী এবং পূর্বতন কিতাবগুলো দ্বারা সমর্থিত।

যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণ করে, তাকে সে বেহেশতে নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি তাকে অমান্য করে, তাকে সে দোজখে নিয়ে যায়। (ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

٨٢٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ ، وَعَمِلَ بِهٖ؛ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِيْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِيْ عَمِلَ بِهٰذَا » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالْحَاكِمُ، كِلَاهُمَا عَنْ زَبَانَ عَنْ سَهْلٍ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৮২৭। হযরত সাহল বিন মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে ও তদনুসারে কাজ করে, তার মা বাবাকে কিয়ামতের দিন এমন মুকুট পরানো হবে, যা থেকে সূর্যের চেয়ে সুন্দর ও স্নিগ্ধ আলো বিচ্ছুরিত হবে। মা-বাবার যদি এই মর্যাদা হয়, তবে যে কুরআন পড়লো ও তদনুসারে কাজ করলো, তার সম্পর্কে তোমরা কী ধারণা কর? (আবু দাউদ ও হাকেম)

٨٢٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ : اِقْرَأْ وَارْقَ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَؤُهَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهٖ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : جَاءَ فِى الْأَثَرِ أَنَّ عَدَدَ اٰيِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى قَدْرِ دَرَجِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لِلْقَارِئِ : اِرْقَ فِى الدَّرَجِ عَلٰى قَدْرِ مَا كُنْتَ تَقْرَأُ مِنْ اٰيِ الْقُرْاٰنِ؛ فَمَنِ اسْتَوْفٰى قِرَاءَةَ جَمِيْعِ الْقُرْاٰنِ اِسْتَوْلٰى عَلٰى أَقْصٰى دَرَجِ الْجَنَّةِ فِى الْاٰخِرَةِ، وَمَنْ قَرَأَ جُزْءًا مِنْهُ كَانَ رُقِيُّهُ فِى الدَّرَجِ عَلٰى قَدْرِ ذٰلِكَ، فَيَكُوْنُ مُنْتَهٰى

www.nagorikpathagar.org

الثَّوَابِ عِنْدَ مُنْتَهَى الْقِرَاءَةِ.

৮২৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কুরআনের সাথীকে বলা হবে, তুমি পড়তে থাক, আর ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে থাক। তুমি সর্বশেষ যে আয়াত পড়বে সেখানেই তোমার বাসস্থান। (তিরমিযী, আবুদ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ 'কুরআনের সাথী' শব্দটা দ্বারা কুরআন অধ্যয়ন ও তদনুসারে আমলকারীকে বুঝানো হয়েছে। –অনুবাদক

ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে জানা যায়, বেহেশতের ভবনগুলোর যত তলা কুরআনের তত আয়াত রয়েছে। (অর্থাৎ ৬৬৬৬ আয়াত) কুরআন পাঠককে বেহেশতে নিয়ে বলা হবে, তুমি যত আয়াত পড়তে পার, বেহেশতের তত তলা ওপরে উঠে যাও। যে ব্যক্তি সমস্ত কুরআন পড়তে পারবে, সে বেহেশতের সর্বোচ্চ তলায় পৌঁছে যাবে, আর যে তার অংশ বিশেষ পড়তে পারবে, সে সেই অংশ পরিমাণ উচ্চে আরোহণ করতে পারবে। মোট কথা, যেখানে পড়া শেষ সেখানে ওপরে চড়াও শেষ হবে। গ্রন্থকার

(উল্লেখ্য, মুখস্থ, না দেখে দেখে পড়তে বলা হবে, হাদীসে সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। তবে হাদীসের ভাষা থেকে কুরআনের হাফেজদের দিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা যারা দেখে পড়বে, তাদের পড়া মাঝপথে শেষ হতে পারে না। তাদেরকে এ কথা বলার কোন অর্থ হয়না যে, তুমি সর্বশেষ যে আয়াত পড়বে, সেখানেই তোমার বাসস্থান। কোন হাফেজেরই এরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব যে, কিছুদূর মুখস্থ পড়ে পরবর্তী আয়াত মনে না আসায় পড়ায় বিরতি ঘটবে। –অনুবাদক

٨٢٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِيْ اِثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ آنَاءَاللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ : لَيْتَنِيْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِى الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِيْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

قَالَ المملى : والمراد بالحسد هنا الغبطة، وهو تمنى مثل ما للمحسود، لاتمنى زوال تلك النعمة عنه، فإن ذلك الحسد المذموم.

৮২৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথে ঈর্ষা করা শোভা পায় না ঃ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কুরআন শিখিয়েছেন এবং সে দিনে ও রাতে তা পাঠ করে। তার প্রতিবেশী শুনে বলে ঃ আ হা, আমি যতি তার মত কুরআন শিখতে পারতাম এবং এভাবে পড়তে পারতাম। আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ বিপুল সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তার সম্পদ সৎপথে ব্যয় করে। তা দেখে অন্য কেউ আক্ষেপ করে যে, আমি যদি ওর মত বিত্তশালী হতাম তা হলে তার মত কাজ করতাম। (বুখারী)

গ্রন্থকার বলেন ঃ এখানে ঈর্ষার অর্থ অন্যের কাছে ভালো যে জিনিস আছে তা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করা। তার জিনিস থেকে সে বঞ্চিত হোক-এরূপ কামনা করা নয়। শেষোক্ত ধরনের কামনা নিন্দনীয়।

٨٣٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثَةٌ لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ، هُمْ عَلٰى كَثِيْبٍ مِنْ مِسْكٍ حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ، وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ، وَدَاعٍ يَدْعُوْ إِلَى الصَّلَوَاتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيْرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

৮৩০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি কিয়ামতের প্রাক্কালীন মহা আতংকে আতংকিত হবে না এবং তাদের কোন হিসেব দিতে হবে না। বরঞ্চ তারা সমস্ত সৃষ্টি জগতের হিসাব গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত একটা মেস্কের পাহাড়ে থাকবে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়লো এবং জনগণের সম্মতি নিয়ে কুরআনের বিধান অনুযায়ী তাদের নেতৃত্ব করলো, যে ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষ নামাযের দিকে ডাকে এবং যে ব্যক্তি

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর হক ও তার বান্দাদের হক সুষ্ঠুভাবে আদায় করে। (তাবরানী) অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে উমার বলেছেন, এ হাদীসটা যদি আমি রসূল (সা)-এর মুখ থেকে অন্ততঃ সাতবার না শুনতাম, তবে প্রচার করতাম না।

٨٣١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، وَهُمْ ذَوُوْ عَدَدٍ، فَاسْتَقْرَأَهُمْ فَاسْتَقْرَأَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ- يَعْنِيْ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ- فَأَتٰى عَلٰى رَجُلٍ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا؛ فَقَالَ: « مَا مَعَكَ يَافُلَانُ؟ » قَالَ: مَعِيْ كَذَا وَكَذَا، وَسُوْرَةُ الْبَقَرَةِ؛ فَقَالَ: « أَمَعَكَ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيْرُهُمْ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ: وَاللّٰهِ مَا مَنَعَنِيْ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْبَقَرَةَ إِلَّا خَشْيَةُ أَلَّا أَقُوْمَ بِهَا؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَءُوْهُ؛ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْحُ رِيْحُهُ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوْكِيَ عَلٰى مِسْكٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَابْنُ مَاجَه مُخْتَصَرًا، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৮৩১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) কোথাও একটা প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছিলেন। এই দলে বেশ কিছুসংখ্যক লোক ছিল। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে জানতে চাইছিলেন, কার কাছে কতটুকু কুরআন আছে। (অর্থাৎ মুখস্থ আছে) তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত কম বয়সী, তাদের একজনের কাছে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওহে অমুক, তোমার কাছে কতটুকু কুরআন আছে? সে বললো ঃ অমুক অমুক অংশ এবং সূরা আল-বাকারা। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমার কাছে সূরা আল-বাকারা আছে? সে বললো ঃ জি. হ্যাঁ। রসূল (সা) বললেন

www.nagorikpathagar.org

তবে যাও, তুমি দলের আমীর। দলের ভেতরে যারা অপেক্ষাকৃত অভিজাত ও প্রভাবশালী তাদের একজন বললো ঃ আমি সূরা আলবাকারা শিখিনি শুধু এই ভয়ে যে, তা ধরে রাখতে পারবো না। (অর্থাৎ মুখস্থ রাখতে পারবে না) রসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা কুরআন শিখ এবং তা পড়। কেননা কুরআন হচ্ছে সেই মেস্ক ভর্তি থলির মত, যার সুগন্ধী সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিখেছে, কিন্তু তা নিজের ভেতরে রেখে শুয়ে থাকে (অর্থাৎ নিয়মিতভাবে না পড়ে, অলসভাবে সময় কাটায়) সে সেই থলির মত, যাকে মেস্কের ওপর কেবল হেলান দিয়ে রাখা হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

শিক্ষা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি যত বেশী কুরআন মুখস্থ করতে পারে এবং নিয়মিত অধ্যয়ন করে, ইসলামের দৃষ্টিতে সে নেতৃত্বের তত বেশী যোগ্য। এ ব্যাপারে সূরা বাকারার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী।

উল্লেখ্য কুরআন অধ্যয়ন সব সময় অর্থসহ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা সাহাবীগণ অর্থ বুঝতেন বলেই কুরআন থেকে এত উপকৃত হতে পেরেছিলেন।

٨٣٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَءَ الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوْحٰى إِلَيْهِ، لَا يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ، وَلَا يَجْهَلُ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِيْ جَوْفِهِ كَلَامُ اللّٰهِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৮৩২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করে, সে তার দুই পাঁজরের মাঝখানে নবুয়তকে ধারণ করে। কেবল এইটুকু কমতি থাকে যে, তার কাছে ওহি আসে না। কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তির পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, যে ব্যক্তি তার প্রতি রাগান্বিত হবে, তার প্রতি সেও রাগান্বিত হবে এবং যে ব্যক্তি তার সাথে অশোভন ও মূর্খসুলভ আচরণ করবে, তার সাথে সেও মূর্খসুলভ আচরণ করবে। কেননা তার ভেতরে তো আল্লাহর বাণী রয়েছে। (হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٨٣٢- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ ِالْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ فِيْ لَيْلَةٍ يَقْرَأُ فِيْ مِرْبَدِهٖ إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أُخْرٰى، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرٰى أَيْضًا، قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيْتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيٰى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِيْ فِيْهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِى الْجَوِّ حَتّٰى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِيْ مِرْبَدِيْ إِذْ جَالَتْ فَرَسٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْرَأْ اِبْنَ حُضَيْرٍ » قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِقْرَأْ اِبْنَ حُضَيْرٍ ». قَالَ: فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِنْهَا خَشِيْتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيْهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِى الْجَوِّ حَتّٰى مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ،

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِنَحْوِهٖ بِاخْتِصَارٍ، وَقَالَ فِيْهِ: فَالْتَفَتَ فَإِذَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ، قَالَ: مُدَلَّاةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْضِيَ [فَقَالَ:] « تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْمَضَيْتَ لَرَأَيْتَ الْعَجَائِبَ » وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

www.nagorikpathagar.org

৮৩৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত। একদিন উসাইদ বিন হুযাইর রাতের বেলা কুরআন পড়ছিলেন। হঠাৎ তার ঘোড়া লাফালাফি শুরু করলো। তারপর একটু বিরতি দিয়ে আবার পড়তে লাগলেন। ঘোড়াটাও বিরতি দিয়ে আবারো লাফালাফি করতে লাগলো। আবার বিরতি দিয়ে পুনরায় পড়লেন। ঘোড়াটাও (বিরতি দিয়ে) আবার লাফাতে লাগলো। উসাইদ বলেন ঃ আমি আশংকা করছিলাম, ঘোড়াটা (আমার ছেলে) ইয়াহিয়াকে পিষ্ট করে ফেলে কিনা। আমি তার কাছে গেলাম। দেখলাম, আমার মাথার ওপরে মেঘের মত কি যেন রয়েছে এবং তার ভেতরে প্রদীপের মত কিছু বস্তু রয়েছে। মেঘটা যেন শূন্যে উঠে গেল। আমি আর তা দেখতে পেলাম না। সকালে আমি রসূল (সা) এর কাছে গেলাম এবং বললাম হে রসূল, গত মধ্যরাতে আমি যখন কুরআন পড়ছিলাম তখন আমার ঘোড়াটা লাফালাফি করতে লাগলো। রসূল (সা) বললেন ঃ তা করুক। ওহে ইবনে হুযাইর, তুমি পড়তে থাকবে। ইবনে হুযাইর বললো ঃ আমি এরপর আবারো পড়েছি। আবারো ঘোড়া লাফালাফি করেছে, রসূল (সা) বললেন ঃ তা করুক, তুমি পড়তে থাকবে। ইবনে হুযাইর বললেন ঃ তারপর আবারো পড়েছি। আবারো ঘোড়া লাফালাফি করেছে। রসূল (সা) বললেন ঃ তবুও তুমি পড়তে থেকো। ইবনে হুযাইর বলেন ঃ এরপর আমি ঘোড়ার কাছে ছুটে গেলাম। সে (আমার ছেলে) ইয়াহিয়াকে পা দিয়ে পিষ্ট করে বসতে পারে বল আমার আশংকা হচ্ছিল। আমি দেখলাম, একটা মেঘের মত কি যেন এবং তার ভেতরে অনেকগুলো বাতির মত কি যেন রয়েছে। মুহূর্তেই তা শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আর তা দেখলাম না। রসূল (সা) বললেন ঃ ও ছিল একদল ফেরেশতা। তারা তোমার পড়া শুনছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত পড়তে থাকতে, তবে সকাল বেলা তাদেরকে লোকেরা দেখতে পেত। তারা মানুষের চোখের আড়াল হতো না। (বুখারী ও মুসলিম)

হাকেমের বর্ণনাও অনুরূপ। তবে কিছুটা সংক্ষিপ্ত, 'তাতে বলা হয়েছে। তাকিয়ে দেখলাম, কতকগুলো প্রদীপ যেন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হে রসূল, আমি পড়া অব্যাহত রাখতে পারিনি। রসূল (সা) বললেন ঃ ওগুলো হচ্ছে ফেরেশতাদের দল। তারা কুরআন পড়া শুনতে নেমে এসেছিল। তুমি যদি পড়া অব্যাহত রাখতে, তবে বহু বিস্ময়কর কাণ্ড দেখতে।

٨٣٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ- يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَأْدُبَةُ اللّٰهِ فَاقْبَلُوْا مَأْدُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللّٰهِ،

www.nagorikpathagar.org

وَالنُّوْرُ الْمُبِيْنُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، لَا يَزِيْغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلَا تَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اُتْلُوْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْجُرُكُمْ عَلٰى تِلَاوَتِهِ كُلَّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّىْ لَا أَقُوْلُ : أَلَم حَرْفٌ، وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ رواية صالح بن عمر عن إبراهيم الهجرى عن أبى الأحرص عنه، وقال : تفرد به صالح بن عمر عنه، وهو صحيح.

৮৩৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ এই কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ভোজনের আয়োজন। সুতরাং তোমরা যতটা পার, তার ভোজনের আয়োজনকে গ্রহণ কর। এই কুরআন হচ্ছে আল্লাহর রজ্জু, সমুজ্জ্বল জ্যোতি, রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ চিকিৎসা এবং যে একে ধারণ করে তার জন্য রক্ষক, যে এর অনুসরণ করে তার জন্য ত্রাণকর্তা। এ কুরআন কখনো ভুল বলে না যে তাকে শুধরাতে হবে। কখনো একে বেঁকে চলে না যে তাকে সোজা করে দিতে হবে। এর বিস্ময়ের কোন শেষ নেই এবং বহুবার পুনরাবৃত্তি করা সত্ত্বেও তা পুরানো হয় না। তোমরা কুরআন পাঠ কর, কেননা আল্লাহ তোমাদেরকে কুরআন পাঠের জন্য প্রতি অক্ষরে দশটা সওয়াব দেন। ভালো করে বুঝে নাও, আমি বলছি না আলিফ লাম মিম একটা অক্ষর; বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা অক্ষর এবং মীম একটা অক্ষর। (হাকেম)

٨٣٥-وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ لِلّٰهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ» قَالُوْا : مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : «أَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ أَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ» رَوَاهُ النَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ.

৮৩৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে আল্লাহর কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রসূল, তারা

www.nagorikpathagar.org

কারা? তিনি বললেন ঃ যারা কুরআনের ধারক-বাহক, তারাই আল্লাহর আত্মীয় ও আপনজন। (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও হাকেম)

٨٣٦- وَرُوِىَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৮৩৬। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে, তাকে মুখস্থ করেছে, তার হালালকে হালাল করেছে এবং হারামকে হারাম করেছে, তাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে এমন দশজনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য দোজখ অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। (ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী)

٨٣٧- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَاأَبَا ذَرٍّ لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ اٰيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتُعَلِّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ -عُمِلَ بِهِ أَوْلَمْ يُعْمَلْ بِهِ- خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ أَلْفَ رَكْعَةٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৮৩৭। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আবু যর, তুমি যদি আল্লাহর কিতাব থেকে একটা আয়াত শেখ, তবে সেটা তোমার জন্য একশো রাকাত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর যদি তুমি ইসলামী জ্ঞানের একটা অধ্যায়ও মানুষকে শেখাও, তবে তা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নামায পড়ার চেয়েও উত্তম, চাই তদনুসারে আমল করা হোক বা না হোক। (ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

٨٣٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِيْ يَقُوْلُ : يَا وَيْلَهْ» وَفِيْ رِوَايَةٍ : يَا وَيْلِيْ، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ.

৮৩৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মানুষ যখন সিজদার আয়াত পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ সিজদা দেয়, শয়তান কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে পালায়। আর বলে ঃ হায়, আমার পোড়া কপাল! আদম সন্তানকে সিজদা করার আদেশ দেয়া হলো, সে সিজদা করলো, এতে সে জান্নাতের অধিকারী হলো। আর আমাকে সিজদা করার আদেশ দেয়া হলো আমি অস্বীকার করলাম, এতে আমি জাহান্নামের যোগ্য হলাম! (মুসলিম, ইবনে মাজাই ও বাযযার) বাযযার এ হাদীসটি হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ
## وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

## কুরআন শেখার পর তা ভুলে যাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম

٨٣٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِيْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِيْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ آيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبَ عَنْ أَنَسٍ.

www.nagorikpathagar.org

৮৩৯। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার সামনে আমার উম্মাতের যাবতীয় সৎকাজের সওয়াব তুলে ধরা হয়েছে, এমনকি মসজিদের একটা আবর্জনা সাফ করার সওয়াবও আমাকে দেখানো হয়েছে। আর আমার উম্মাতের যাবতীয় গুনাহও আমাকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কুরআনের একটা আয়াত বা সূরা কাউকে শেখানো হয়েছে অতঃপর তা সে ভুলে গেছে এর চেয়ে মারাত্মক গুনাহ আমি আর দেখিনি। (অর্থাৎ অবহেলা ও চর্চা ছেড়ে দেয়ার কারণে ভুলে যাওয়া)। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ دُعَاءٍ يُدْعٰى بِهٖ لِحِفْظِ الْقُرْاٰنِ

## কুরআন শরীফ মুখস্থ করা ও মুখস্থ রাখার জন্য যে দোয়া পড়া উচিত

٨٤٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : بِأَبِىْ أَنْتَ تَفَلَّتَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ مِنْ صَدْرِىْ فَمَا أَجِدُنِىْ أَقْدِرُ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ، وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِىْ صَدْرِكَ ؟ » قَالَ : أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلِّمْنِىْ قَالَ : «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُوْمَ فِىْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُوْدَةٌ، وَالدُّعَاءُ فِيْهَا مُسْتَجَابٌ؛ فَقَدْ قَالَ أَخِىْ يَعْقُوْبُ لِبَنِيْهِ: سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ، وَيَقُوْلُ: حَتّٰى تَأْتِىَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِىْ وَسَطِهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِىْ أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِى

www.nagorikpathagar.org

الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةِ يٰس، وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحٰم الدُّخَانِ، وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَألٓم تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ، وَفِى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلِ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدِ اللّٰهَ، وَأَحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَى اللّٰهِ، وَصَلِّ عَلَىَّ وَأَحْسِنْ، وَعَلٰى سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ، وَأَسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلِإِخْوَانِكَ الَّذِيْنَ سَبَقُوْكَ بِالْإِيْمَانِ، ثُمَّ قُلْ فِىْ آخِرِ ذٰلِكَ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِىْ، وَارْحَمْنِىْ أَنْ أَتَكَلَّفَ مَالاَ يَعْنِيْنِىْ، وَارْزُقْنِىْ حُسْنَ النَّظْرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّىْ، اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لاَتُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا أَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ، وَنُوْرِ وَجْهِكَ، أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِىْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِىْ وَارْزُقْنِىْ أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِىْ يُرْضِيْكَ عَنِّىْ. اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لاَتُرَامُ أَسْأَلُكَ يَاأَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ، وَنُوْرِ وَجْهِكَ، أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىْ، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِىْ وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِىْ، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِىْ، وَأَنْ تَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِىْ. فَإِنَّهُ لاَ يُعِيْنُنِىْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ، وَلاَ يُؤْتِيْنِيْهِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ. يَا أَبَاالْحَسَنِ تَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، تُجَابُ بِإِذْنِ اللّٰهِ، وَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِنًا

www.nagorikpathagar.org

قَطُّ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : فَوَ اللّٰهِ مَا لَبِثَ عَلِيٌّ إِلاَّ خَمْسًا، أَوْسَبْعًا حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مِثْلِ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ؛ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ كُنْتُ فِيْمَا خَلاَ لاَ اٰخُذُ إِلاَّ أَرْبَعَ آيَاتٍ وَنَحْوِهِنَّ، فَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلٰى نَفْسِيْ تَفَلَّتْنَ، وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِيْنَ اٰيَةً وَنَحْوَهَا، فَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلٰى نَفْسِيْ فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللّٰهِ بَيْنَ عَيْنَيَّ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيْثَ فَإِذَا رَدَدْتُهُ تَفَلَّتَ، وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ الْأَحَادِيْثَ، فَإِذَا تَحَدَّثْتُ بِهَا لَمْ أَخْرِمْ مِنْهَا حَرْفًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ : « مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، يَا أَبَا الْحَسَنِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ.

৮৪০। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। আমরা রসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা তার কাছে আলী (রা) এলেন। তিন বললেন ঃ আপনার ওপর আমার বাবা উৎসর্গ হোক। এই কুরআন আমার বুক থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। আমি তা ধরে রাখতে পারছি না। রসূল (সা) বললেন ঃ ওহে হাসানের বাবা, তোমাকে কি আমি এমন কয়েকটা কথা শিখিয়ে দেব না যার দ্বারা আল্লাহ তোমার অনেক উপকার করবেন। যাদেরকে তুমি এটা শিখাবে তাদেরও উপকার করবেন এবং তুমি যা কিছু শিখেছ, তোমার বুকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন? হযরত আলী (রা) বললেন ঃ জী হ্যাঁ শিখিয়ে দিন। রসূল (সা) বললেন ঃ জুময়ার রাতে যদি পার, রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশে ঘুম থেকে উঠবে। কেননা এ সময়টা ফেরেশতাদের উপস্থিতির সময়। এ সময়ে দোয়া কবুল হয়। আমার ভাই এয়াকুব তার ছেলেদেরকে বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য অচিরেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব। অর্থাৎ তিনি জুমুয়ার রাত এলে ক্ষমা চাইবেন। আর যদি না পার তবে মধ্যরাতে ওঠো। তাও যদি না পার, তবে রাতের প্রথম ভাগে ওঠো। অতঃপর চার রাকাত নামায পড়বে। এর প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইয়াসিন পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার

www.nagorikpathagar.org

সাথে সূরা দুখান পড়বে। তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা সিজদা পড়বে। আর চতুর্থ রাকাতে পড়বে সূরা ফাতেহা ও সূরা মুলক। যখন তাশাহহুদ পড়া শেষ হবে, তখন ভালোভাবে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তারপর আমার ওপর ও সকল নবীর ওপর দরূদ পড়বে, মুমিন নারী ও পুরুষদের জন্য ক্ষমা চাইবে এবং তোমার যে ভাইয়েরা ইতিপূর্বে ঈমানের সাথে মারা গেছে, তাদের জন্যও ক্ষমা চাইবে। অতঃপর সবার শেষে বলবে, হে আল্লাহ আমার ওপর এমন রহমত কর, যেন যতদিন তুমি আমাকে বাচিয়ে রাখবে ততদিন গুনাহর কাজ বর্জন করতে পারি। আমার ওপর এমন রহমত কর যাতে আমি যাবতীয় নিরর্থক ও বেহুদা কাজ ত্যাগ করতে পারি। যে জিনিসের দিকে দৃষ্টি দিলে তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হবে, তার দিকে ভালোভাবে দৃষ্টি দেয়ার তওফীক দাও। হে আকাশও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মহীয়ান-গরীয়ান, মহাপ্রতাপশালী ও অজেয় আল্লাহ, হে আল্লাহ, তোমার মহিমা ও তোমার জ্যোতির দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার মনকে তোমার কিতাব সংরক্ষণ করার শক্তি দাও যেমন তুমি আমাকে তা শিখিয়েছ। আর আমাকে এই কিতাব এমনভাবে পড়ার শক্তি দাও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, হে মহা পরাক্রমশালী ও প্রতাপশালী অজেয় আল্লাহ, হে আল্লাহ, হে করুণাময় তোমার মহত্ব ও জ্যোতির দোহাই দিয়ে আবেদন জানাই, আমার চোখকে তোমার কিতাব দ্বারা আলোকিত কর। এ দ্বারা আমার জিহ্বাকে উন্মুক্ত করে দাও, আমার হৃদয়কে প্রশস্ত করে দাও। আমার বুককে প্রশস্ত করে দাও আমার শরীরকে তদনুসারে কাজ করতে অভ্যস্ত করে দাও। কেননা সত্যের ওপর বহাল থাকতে তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ আমাকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। মহামহিম ও অতি উচ্চ মর্যাদাশালী আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোন শক্তি নেই।" হে হাসানের বাবা, এভাবে তুমি তিন , পাঁচ অথবা সাত জুয়ার দিন নামায পড়বে। পড়লে তোমার দোয়া আল্লাহর ইচ্ছায় কবুল হবে। যে আল্লাহ আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তার শপথ, তিনি কখনো কোন মুমিনের প্রতি অন্যায় আচরণ করেননি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এরপর পাঁচ বা সাত জুমুয়া পর হযরত আলী (রা) অনুরূপ এক বৈঠকে রসূল (সা)-এর কাছে এলেন। এসে বললেন ঃ হে রসূল, ইতিপূর্বে আমি (এক একবারে) চার আয়াত ও তার কাছাকাছি মুখস্থ করতাম। কিন্তু মুখস্থ করার সাথে সাথেই তা হারিয়ে যেত। (অর্থাৎ ভুলে যেতাম) আর এখন আমি চল্লিশ আয়াত ও তার কাছাকাছি মুখস্থ করি। মুখস্থ করার পর আল্লাহর কিতাব যেন আমার চোখের সামনেই থাকে। ইতিপূর্বে আমি কোন কথা একবার শুনে যখন তা পুনরাবৃত্তি করতে চাইতাম, ভুলে যাওয়ার কারণে

www.nagorikpathagar.org

করতে পারতাম না। আর এখন অনেকগুলো কথা শোনার পর তা অন্যের কাছে বলতে গিয়ে এক অক্ষরও ভুলে যাই না এবং বাদ পড়ে না। রসূল (সা) বললেন ঃ কাবা শরীফের প্রভুর কসম, হে হাসানের বাবা, তুমি একজন ঈমানদার মানুষ। (তিরমিযী ও হাকেম)

ব্যাখ্যা ঃ "আমার মনকে তোমার কিতাব সংরক্ষণের শক্তি দাও, যেমন তুমি তা আমাকে শিখিয়েছ" কথাটার অর্থ হলো, আমাকে তোমার কিতাব মুখস্থ করার ক্ষমতা যখন দিয়েছ, তখন তা মুখস্থ রাখার ক্ষমতাও দাও। বস্তুত ঃ হযরত আলী (রা) শুরুতেই তার সমস্যা পেশ করেছেন এভাবে যে, আমি যা মুখস্থ করি, তা মুখস্থ রাখতে পারি না। তবে এই দোয়া অন্যরা পড়লে মুখস্থ করা ও রাখা উভয় কাজেই আল্লাহর সাহায্য পাবে বলে আশা করা যায়। –অনুবাদক

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ تَعَاهُدِ الْقُرْاٰنِ وَتَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِهٖ

## কুরআনের নিয়মিত চর্চা ও অধ্যয়ন এবং সুললিত কণ্ঠে পাঠ করার গুরুত্ব ও ফযীলত

٨٤١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ : إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

৮৪১। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত রসূল (সা) বলেছেন ঃ কুরআনের হাফেযের অবস্থা বাঁধা উটের মালিকের মত। বেঁধে রাখলে রাখতে পারবে খুলে দিলে তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছে ঃ কুরআনের হাফেয যদি দিন রাত কুরআন পড়ে তবে তা মনে রাখতে পারবে, নচেত ভুলে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

٨٤٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِئْسَمَا لِأَحَدِهِمْ يَقُوْلُ: نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ، اِسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هٰكَذَا، وَمُسْلِمٌ مَوْقُوْفًا.

৮৪২।। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কারো একথা বলা খুবই অন্যায় যে, অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি। আসলে সে নিজেই নিজেকে ভুলিয়ে দিয়েছে। কুরআনকে স্মরণ রাখার চেষ্টা কর। মনে রেখ,উট রশী দিয়ে বাঁধা থাকা অবস্থায় তার ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা যত বেশী থাকে, কুরআন মুখস্থ করার পর তা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা তার চেয়েও বেশী থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٣- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

৮৪৩। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কুরআনকে তোমরা তোমাদের সুর দ্বারা সুসজ্জিত কর। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ) অর্থাৎ, সুললিত ও সুমধুর কণ্ঠে পড়।

٨٤٤- وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِيْ إِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللّٰهَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

৮৪৪। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সুন্দর সুরে কুরআন পড়ে। যার পড়া শুনলে মনে হয়, সে আল্লাহকে ভয় করে। (ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ وَمَاجَاءَ فِيْ فَضْلِهَا

## সূরা ফাতেহার ফযীলত

٨٤٥- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّيْ بِالْمَسْجِدِ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أُجِبْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ، فَقَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ تَعَالٰى: (اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ أَعْظَمُ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ» فَأَخَذَ بِيَدِيْ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ: هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوْتِيْتُهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

৮৪৫। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। এই সময় রসূল (সা) আমাকে ডাকলেন, তাই সাড়া দিতে পারিনি। পরে রসূল (সা)–এর কাছে গেলাম। গিয়ে বললাম ঃ হে রসূল, আমি নামায পড়ছিলাম। রসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ কি বলেননি ঃ "তোমাদেরকে যখন আল্লাহ ও রসূল ডাকেন তখন সাড়া দাও।" এরপর বললেন ঃ তোমাকে আমি মসজিদ থেকে বের হবার আগে একটি সূরা শেখাবো, যা কুরআনের সূরা। তারপর আমার হাত ধরলেন। যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হতে উদ্যত হয়েছি তখন বললাম, হে রসূল, আপনি বলেছেন তোমাকে আমি কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরাটা শেখাবো। রসূল (সা) বললেন ঃ সে সূরাটা হচ্ছে ঃ 'আলহামদুলিল্লা'হ রব্বিল আলামীন।

আমাকে এই আস-সাবউল মাসানী তথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত সাত আয়াত ও মহিমান্বিত কুরআন দেয়া হয়েছে। (বুখারী, আবুদ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

٨٤٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ : « يَا أُبَيُّ » وَهُوَ يُصَلِّيْ، فَالْتَفَتَ أُبَيٌّ فَلَمْ يُجِبْهُ، وَصَلّٰى أُبَيٌّ فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَا مَنَعَكَ يَاأُبَيُّ أَنْ تُجِيْبَنِيْ إِذَا دَعَوْتُكَ؟ » فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّيْ كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : « فَلَمْ تَجِدْ فِيْمَا أَوْحَى اللّٰهُ إِلَيَّ ( أَنِ اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ؟) قَالَ : بَلٰى، وَلَا أَعُوْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، قَالَ : « أَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟ » قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ؟ » قَالَ : فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْاٰنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوْتِيْتُهُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৮৪৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রসূল (সা) উবাই ইবনে কাবের সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি ডাকলেন ঃ "হে উবাই, উবাই তখন নামায পড়ছিলেন। উবাই তার দিকে তাকালেন, কিন্তু সাড়া দিলেন না। উবাই তার নামায সংক্ষেপ করলেন। অতঃপর রসূল (সা)–এর কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ। রসূল (সা) বললেন ঃ ওয়া আলাইকাসসালাম, তুমি আমার ডাকে সাড়া দাওনি কেন? উবাই বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ, আমি নামাযে ছিলাম। রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি কুরআনে এ আয়াত পাওনি ঃ রসূল যখন তোমাদেরকে ডাক দেন তখন আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দাও?" (আনফাল আয়াত-২৪) উবাই বললেন ঃ জ্বি, পেয়েছি। আল্লাহ চাহেন তো আমি এমন আর করবো না। রসূল (সা) বললেন, তুমি কি পছন্দ কর, আমি তোমাকে এমন একটা সূরা শিখাই যার মত সূরা আল্লাহ তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআনে আর একটাও নাযিল করেননি? উবাই বললেন, জ্বি, হে রসূলুল্লাহ। রসূল (সা) বললেন, তুমি নামাযে কিভাবে কুরআন পড়? উবাই উম্মুল কুরআন (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) পড়লেন। রসূল (সা) বললেন ঃ যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মত সুরা তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআনে আর একটাও নাযিল করেননি। এটা বারংবার পঠিত সেই সাত আয়াত এবং সেই মহিমান্বিত কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী)

দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত দুটো হাদীসে যে দু'জন সাহাবীকে নামাযে থাকা সত্ত্বেও রসূল (সা) তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া উচিত ছিল বলে সূরা আনফালের ২৪নং আয়াতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তারা ফরয নামায পড়ছিলেন না নফল নামায তার উল্লেখ হাদীসে নেই। সম্ভবত ঃ তারা নফল নামায পড়ছিলেন। ফরয নামায হলে উবাই বিন কাব নামাযকে সংক্ষেপ করতেন না। নফল নামায হলে পিতামাতার ডাক এলেও নামায ছেড়ে দিয়ে ডাকে সাড়া দেয়ার বিধান রয়েছে। রসূল (সা) এর তো কথাই নেই। আর যদি ফরয নামায হয়ে থাকে, তবে এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, রসূল (সা)-এর জন্য এটা একটা বিশেষ বিধান ছিল। তিনি ডাকলে ফরয নামাযও ছেড়ে দিয়ে তার ডাকে সাড়া দিতে হতো। রসূল (সা) ছাড়া আর কারো ডাকে সাড়া দিতে ফরয নামায ছাড়া জায়েয নেই। অবশ্য কারো প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখতে পেলে তাকে বাঁচানোর জন্য ফরয নামাযও ছেড়ে দেয়ার হুকুম রয়েছে। -অনুবাদক

٨٤٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ : «فَنِصْفُهَا لِىْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) قَالَ اللّٰهُ : حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ،

www.nagorikpathagar.org

فَإِذَا قَالَ : (اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ: أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) قَالَ: مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) قَالَ : هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ : (إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) قَالَ : هٰذَا لِعَبْدِيْ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قَوْلُهُ« قَسَمْتُ الصَّلاَةَ» يَعْنِى الْقِرَاءَةَ بِدَلِيْلِ تَفْسِيْرِهِ بِهَا، وَقَدْ تُسَمَّى الْقِرَاءَةُ صَلاَةً لِكَوْنِهَا جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهَا، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৮৪৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দিয়েছি। এ ছাড়াও আমার বান্দা যা চাইবে তা পাবে। অন্য বর্ণনামতে ঃ এর অর্ধেক আমার ও অর্ধেক আমার বান্দার, বান্দা যখন বলে সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে, যখন সে বলে "যিনি পরম দাতা ও দয়ালু" তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন করেছে। তারপর যখন সে বলে, "যিনি বিচার দিবসের মালিক" তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা ঘোষণা করেছে। তারপর যখন সে বলে ,'আমরা তোমারই হুকুম পালন করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই,' তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা আরো যা চাইবে তাও পাবে। তারপর যখন সে বলে, "আমাদেরকে সকল সঠিক পথ দেখাও, যে পথ তোমার অনুগ্রহভাজনদের, যে পথ তোমার ক্রোধভাজনদের ও বিপথগামীদের সে পথ দেখিও না, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দাকে দেয়া হবে। আমার বান্দা এ ছাড়া আরো যা চাইবে তাও পাবে। (মুসলিম)

গ্রন্থকার বলেন ঃ "আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দিয়েছি" এখানে নামায দ্বারা নামাযের কিরাত অর্থাৎ কুরআন পড়াকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন পড়া নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় তাকে নামায বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَخَوَاتِيْمِهَا وَاٰلِ عِمْرَانَ

## وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ قَرَأَ اٰخِرَ اٰلِ عِمْرَانَ فَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْهَا

## সূরা বাকারা ও আল-ইমরানের ফযীলত

٨٤٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، أَنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِىُّ وَالتِّرْمِذِىُّ.

৮৪৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের বাড়ীকে কবরে পরিণত করো না। যে বাড়ীতে সূরা বাকারা পড়া হয়, সেখান থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। (মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ বাড়ীকে কবরে পরিণত করার অর্থ কুরআন পড়া হয় না এমন নিস্তব্ধ ও নিঝুম স্থানে পরিণত করা।

٨٤٩- وَعَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْاٰنِ وَذِرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ اٰيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُوْنَ مَلَكًا، وَاسْتُخْرِجَتْ : « اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ » مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَوُصِلَتْ بِهَا، أَوْفَوُصِلَتْ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَيٰسٓ قَلْبُ الْقُرْاٰنِ، لاَ يَقْرَأُوْهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللّٰهَ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَعْقَلٍ، وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ ذِكْرَ يٰسٓ.

www.nagorikpathagar.org

৮৪৯। হযরত মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সূরা বাকারা কুরআনের সর্বোচ্চ চূড়া। এর প্রত্যেক আয়াতের সাথে আশিজন করে ফেরেশতা নেমে এসেছিল। এর ২৫৫ নং আয়াতকে (অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী) যার প্রথমাংশ 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব' ও চিরস্থায়ী আরশের নীচ থেকে বের করে এনে এটিকে সবার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আর সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃদয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের মুক্তি কামনা সহকারে কেউ এ সূরা পড়লে তার গুনাহ অবশ্যই মাফ হবে। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

٨٥٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ (نَزَلَ إِلى الأَرْضِ)لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيْتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَتَقَدَّمَ.

৮৫০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন যখন জিবরীল রসূলের (সা) কাছে বসেছিলেন, তখন সহসা রসূল (সা) ওপর থেকে একটা আওয়ায শুনতে পেলেন। তিনি মাথা উঁচু করলেন। জিবরীল বললেন ঃ এ হচ্ছে আকাশের এমন একটা দরজা (খোলার শব্দ) যাকে আজকের আগে আর কখনো খোলা হয়নি। ঐ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা নেমে এল। জিবরীল বললেন ঃ পৃথিবীতে নেমে আসা এই ফেরেশতা আজকের আগে আর কখনো আসেনি। ঐ ফেরেশতা এসে সালাম করলো ও বললো ঃ আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনাকে এমন দুটো জ্যোতি দেয়া হয়েছে, যা আপনার আগে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। এই জ্যোতি দুটো হচ্ছে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ কয়েকটা আয়াত। (অর্থাৎ শেষ রুকু)। এই দুটো থেকে একটা অক্ষর পড়লেও আপনি উক্ত জ্যোতি পাবেন। (মুসলিম, নাসায়ী ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٨٥١- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «اِقْرَئُوا الْقُرْاٰنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ. أِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: اَلْبَقَرَةَ، وَسُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ- أَوْ غَيَايَتَانِ- أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَّافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. اِقْرَئُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ» قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ: بَلَغَنِيْ أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৫১। হযরত আবু উমামা আল বাহেলী (রা) বর্ণনা করেন। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কুরআন পড়, কেননা কুরআন কিয়ামতের দিন তার সাথীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। তোমরা আল-বাকারা ও আল ইমরান এই দুটো জ্যোতির্ময় সূরা পড়, কেননা এ সূরা দুটো কিয়ামতের দিন এমন দুটো মেঘের আকারে অথবা এমন দুই ঝাঁক পাখির আকারে আসবে, যারা কুরআনের সাথীদের পক্ষে লড়বে (অর্থাৎ তাদের মুক্তির জন্য যুক্তি প্রদর্শন করবে)। তোমরা সূরা বাকারা পড়, কেননা এই সূরাটা আয়ত্ত করা বরকতপূর্ণ, তাকে ত্যাগ করা পরিতাপের বিষয় এবং যাদুকররা এর সামনে টিকতে পারে না। এটি নিয়মিত পড়লে যাদুর ক্রিয়া হয় না। (মুসলিম)

٨٥٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيْهَا اٰيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ اٰيِ الْقُرْاٰنِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هٰذِهِ الطَّرِيْقِ أَيْضًا، وَلَفْظُهُ: « سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا اٰيَةٌ سَيِّدَةُ اٰيِ الْقُرْاٰنِ لَا تُقْرَأُ فِيْ بَيْتٍ وَفِيْهِ شَيْطَانٌ إِلَّا

www.nagorikpathagar.org

خَرَجَ مِنْهُ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ» وَقَالَ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

৮৫২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিসেরই একটা চূড়া থাকে। কুরআনের চূড়া হচ্ছে, সূরা আল-বাকারা। এই সূরায় এমন একটা আয়াত রয়েছে, যা সমগ্র কুরআনের আয়াতগুলোর সরদার। (তিরমিযী)

হাকেমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার ভাষা এ রকম 'সূরা আল-বাকারায় এমন আয়াত রয়েছে, যা সমগ্র কুরআনের আয়াত গুলোর সরদার। এ আয়াত কোন ঘরে পড়লে সেখান থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। আর তা হচ্ছে আয়াতুল কুরছি।

٨٥٣- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، لاَ يُقْرَآنِ فِيْ دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

৮৫৩। হযরত নুমান বিন বাশীর (রা) বর্ণনা করেন। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর আগে একখানা পুস্তক রচনা করেন। সেই পুস্তক থেকে দুটো আয়াত নাযিল করেছেন। সেই আয়াত দুটো হচ্ছে বাকারার শেষ দুটো আয়াত। কোন বাড়ীতে তা তিনদিন পড়া হলেই সেখান থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। (তিরমিযী)

٨٥٤- وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِيْ؟ قَالَ: «يَاعَائِشَةُ، ذَرِيْنِيْ أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّيْ» قُلْتُ: وَاللّٰهِ إِنِّيْ أُحِبُّ قُرْبَكَ، وَأُحِبُّ مَايَسُرُّكَ؟ قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِيْ حَتّٰى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ: وَكَانَ جَالِسًا، فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.nagorikpathagar.org

وَسَلَّمَ حَتّٰى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى بَلَّ الْأَرْضَ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَاٰهُ يَبْكِيْ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَبْكِيْ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ : «أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ اٰيَةٌ، وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْهَا : (إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ) اَلْاٰيَةُ كُلُّهَا» رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ وَغَيْرُهُ.

وَرُوِيَ ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا عَنْ سُفْيَانَ يَرْفَعُهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ اٰخِرَ اٰلِ عِمْرَانَ، وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْهَا وَيْلَهُ، فَعَدَّ بِأَصَابِعِهِ عَشْرًا».

৮৫৪। হযরত উবায়েদ বিন উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি হযরত আয়েশা (রা) কে বললেন ঃ আপনার কাছে রসূল (সা)-এর যে কাজটা সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছে, তা বলুন। হযরত আয়েশা একটু থেমে বললেন ঃ একদিন রাতে রসূল (সা) বললেন ঃ হে আয়েশা, আমাকে আজকের রাতটা আল্লাহর এবাদত করে কাটাতে দাও। আমি বললাম আল্লাহর কসম, আমি আপনার নিকটে থাকা পছন্দ করি এবং আপনি যাতে খুশী হন, তা ভালো বাসি। এরপর তিনি উঠলেন এবং পবিত্র হলেন, তারপর নামায পড়তে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, তার পোশাক-পরিচ্ছদ ভিজে যেতে লাগলো। তারপর যখন বসলেন তখনও কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি ভিজে গেল। এরপর তার চোখের পানি মাটিতে পর্যন্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এরপর বিলাল এলেন তাকে নামাযের কথা জানাতে। বিলাল তাকে কাঁদতে দেখে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা আপনার আগের ও পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন? রসূল (সা) বললেনঃ তবে কি আমি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? আজ রাতে আমার কাছে যে আয়াত নাযিল হয়েছে, তা যে ব্যক্তি পড়ে অথচ তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না, সে চরম হতভাগা। আয়াতটা হলো ঃ "নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।" (আয়াত ১৯০-আল ইমরান) (ইবনে হাব্বান)

ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সূরা আল ইমরানের শেষাংশ (শেষ রুকু) পড়ে অথচ তা নিয়ে চিন্তা করে না, তার সর্বনাশ হোক। এরপর রসূল (সা) আঙ্গুল দিয়ে দশ গুনলেন অর্থাৎ শেষ দশ আয়াত। (১৯০ থেকে ২০০)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَمَا جَاءَ فِىْ فَضْلِهَا

## আয়াতুল কুরছির ফযীলত

٨٥٥- عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيْهَا تَمْرٌ، وَكَانَتْ تَجِيْءُ ا لْغُوْلُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ، قَالَ : فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : « أَذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ : بِاسْمِ اللّٰهِ أَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ » قَالَ: فَأَخَذَهَا فَحَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُوْدَ، فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: « مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ ؟ » قَالَ : حَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُوْدَ، قَالَ : « كَذَبَتْ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكِذْبِ » قَالَ : فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخْرٰى، فَحَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُوْدَ، فَأَرْسَلَهَا ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : « مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ ؟ » قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لاَتَعُوْدَ، فَقَالَ :« كَذَبَتْ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكِذْبِ » فَأَخَذَهَا، فَقَالَ : مَا أَنَا بِتَارِكِكَ حَتّٰى أَذْهَبَ بِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : إِنِّىْ ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا آيَةَ الْكُرْسِيِّ اِقْرَأْهَا فِىْ بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ وَلاَ غَيْرُهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : « مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ ؟ » قَالَ : فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ، قَالَ : « صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوْبٌ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

www.nagorikpathagar.org

৮৫৫। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী জানিয়েছেন, তার একটা গুদাম ঘরে খোরমা থাকতো। জ্বিন এসে সেখান থেকে খোরমা নিয়ে নিত। তিনি রসূল (সা)-এর কাছে ব্যাপারটা জানালেন। রসূল (সা) বললেন ঃ যাও, তাকে যখন দেখবে, তখন বলবে ঃ আল্লাহ্‌র নামে রসূলুল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দাও। পরদিন তিনি তাকে ধরে ফেললেন। কিন্তু সে শপথ করে বললো, আর আসবে না। তিনি ছেড়ে দিলেন। তিনি রসূল (সা)-এর কাছ গেলেন। রসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার বন্দী কী করলো? আবু আইয়ূব বললেন ঃ সে শপথ করেছে আর আসবে না। রসূল (সা) বললেন ঃ সে মিথ্যে বলেছে এবং সে মিথ্যায় অভ্যস্ত। এরপর আবার তাকে পাকড়াও করলেন। সে শপথ করলো যে, আর আসবে না। আবার তাকে ছেড়ে দিলেন। আবার রসূল (সা)-এর কাছে গেলেন। রসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার বন্দী কী করেছে? তিনি বললেন ঃ সে শপথ করেছে আর আসবে না। রসূল (সা) বললেন ঃ আসলে সে মিথ্যে বলেছে এবং মিথ্যে বলায় সে অভ্যস্ত। এরপর আবার একদিন তাকে আবু আইয়ূব হাতেনাতে ধরে ফেললেন। এবার তিনি বললেন ঃ আজ আমি তোমাকে রসূল (সা)-এর কাছে না নিয়ে কিছুতেই ছাড়বো না। সে বললো ঃ আমি তোমাকে একটা জিনিস শেখাবো, সেটা হচ্ছে আয়াতুল কুরছি। এটা তুমি বাড়ীতে পড়লে কোন শয়তান বা অন্য কেউ তোমার ধারেকাছেও আসতে পারবে না। অতঃপর তিনি রসূল (সা) এর কাছে এলেন। রসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার বন্দী কী করেছে? তিনি সে যা বলেছে তা জানালেন। রসূল (সা) বললেন ঃ সে সত্য বলেছে, যদিও সে অতিশয় মিথ্যেবাদী। (তিরমিযী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ
## أَوْ عَشْرٍ مِنْ أَوَّلِهَا، أَوْعَشْرٍ مِنْ اٰخِرِهَا

## সূরা কাহ্‌ফের ফযীলত

٨٥٦- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَعِنْدَهُمَا : « عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ » وَهُوَ كَذَا فِىْ بَعْضِ نُسَخِ مُسْلِمٍ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، وَأَبِىْ دَاوُدَ : « مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ ».

وَفِىْ رِوَايَةِ النَّسَائِىِّ : « مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ ». وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَلَفْظُهُ : « مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ اٰيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ».

৮৫৬। হযরত আবুদদারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী) নাসায়ী ও মুসলিমের অপর বর্ণনামতে, সূরা কাহ্‌ফের শেষের দশ আয়াত। তিরমিযীর বর্ণনামতে, প্রথম তিন আয়াত।

٨٥٧- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلٰى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

www.nagorikpathagar.org

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِيْ رَقٍّ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَذُكِرَ أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ وَقَّفَهُ عَلَى الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيْ هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ.

৮৫৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সমগ্র সূরা কাহফ পড়বে, তার জন্য ঐ সূরা তার বাসস্থান থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত একটা জ্যোতি হয়ে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি এ সূরার শেষ দশ আয়াত পড়বে, দাজ্জাল তার ওপর আধিপাত্য বিস্তার করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি ওযূ করে পড়বে "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা" তার নাম খোলা পত্রে লিখিত হবে, অতঃপর তাতে এমন সিল মারা হবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত ভাঙ্গা হবে না। (হাকেম)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ يٰسٓ
## وَمَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهَا

## সূরা ইয়াসীনের ফযীলত

৮৫৮- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ، لَا يَقْرَأُوْهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللّٰهَ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ. اِقْرَءُوْهَا عَلٰى مَوْتَاكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ.

৮৫৮। হযরত মাকিল বিন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কুরআনের হৃদয় হচ্ছে ইয়াসীন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের মুক্তি কামনা করে , আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ওপর সূরা ইয়াসীন পড়। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٨٥٩-وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ لِكُلِّ شَيْئٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ، وَمَنْ قَرَأَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ [لَهُ] بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ» زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ « دُوْنَ يٰسٓ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

৮৫৯। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিসেরই হৃদয় থাকে। কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসীন পড়বে, আল্লাহ তাকে দশবার সমগ্র কুরআন পড়ার সওয়াব দান করবেন। (তিরমিযী)

٨٦٠- وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ يٰسٓ فِىْ لَيْلَةٍ إِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ غُفِرَ لَهُ » رَوَاهُ مَالِكٌ، وَابْنُ السُّنِّىِّ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

قَالَ الْمُمْلِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَيَأْتِىْ فِىْ بَابِ مَا يَقُوْلُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ غَيْرَ مُخْتَصٍّ بِصَبَاحٍ وَلَا مَسَاءٍ ذِكْرُ سُوْرَةِ الدُّخَانِ.

৮৬০। হযরত জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন পড়বে, তাকে ক্ষমা করা হবে। (মালেক, ইবনুস্ মুন্সী, ইবনে হব্বান)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكِ

## সূরা মুলকের ফযীলত

٨٦١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ سُوْرَةً فِى الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَلَهُ، وَهِيَ: تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৮৬১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কুরআনে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটা সূরা আছে, যা জনৈক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করেছিল। ফলে তার গুনাহ মাফ হয়ে গিয়েছিল। সূরাটা হলো "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিলমুলক"। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

٨٦٢- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَاءَهُ عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا قَبْرُ إِنْسَانٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا، فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ضَرَبْتُ خِبَائِيْ عَلٰى قَبْرٍ، وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ؛ فَإِذَا قَبْرُ إِنْسَانٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنَجِّيَةُ، تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

www.nagorikpathagar.org

৮৬২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহর জনৈক সাহাবী নিজের অজান্তেই একটা কবরের ওপর তাঁবু গেড়েছিলেন। পরে বুঝা গেল, ওটা একজন মানুষের কবর। তিনি শুনতে পেলেন, কবরের মৃত মানুষটি সূরা 'তাবারাকাল্লাজি' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লো। রসূল (সা) বললেন ঃ সূরাটা উদ্ধারকারী, সূরাটা মুক্তি দানকারী, মৃত ব্যক্তিকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়। (তিরমিযী)

٨٦٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَدِدْتُ أَنَّهَا فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ: يَعْنِيْ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: هٰذَا إِسْنَادُهُ عِنْدَ الْيَمَانِيِّيْنَ صَحِيْحٌ.

৮৬৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার খুবই ভালো লাগে, যদি সূরা তাবাকাল্লাজী প্রত্যেক মুমিনের মুখস্থ থাকে। (হাকেম)

٨٦٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «يُؤْتَى الرَّجُلُ فِيْ قَبْرِهِ؛ فَتُؤْتٰى رِجْلَاهُ، فَتَقُوْلُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلٰى مَا قِبَلِيْ سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ -أَوْقَالَ بَطْنِهِ- فَيَقُوْلُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلٰى مَا قِبَلِيْ سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ سُوْرَةِ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَيَقُوْلُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلٰى مَا قِبَلِيْ سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ سُوْرَةِ الْمُلْكِ، فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَنْ قَرَأَهَا فِيْ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ فِي النَّسَائِيِّ مُخْتَصَرٌ: «مَنْ قَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَا مِنْ

www.nagorikpathagar.org

عَذَابِ الْقَبْرِ، وَكُنَّا فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّيْهَا الْمَانِعَةَ، وَإِنَّهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ سُوْرَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ.

৮৬৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কবরে মৃত ব্যক্তির কাছে আযাবের ফেরেশতারা আসবে। প্রথমে যখন তার পায়ের দিক দিয়ে আসবে, তখন পা বাধা দিয়ে বলবে আমার দিক দিয়ে তোমরা যেতে পারবে না। কারণ সে সূরা মুলক পড়তো। এরপর তারা তার বুক বা পেটের দিক দিয়ে আসবে। তখন তার বুক বা পেট বাধা দিয়ে বলবে, আমার দিক দিয়ে তোমাদের যাওয়ার পথ নেই, কেননা সে সূরা মূলক পড়তো। এ সূরা কবরের আযাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এ সূরা সম্পর্কে তাওরাতে আছে, যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা মুলক পড়লো, সে খুব বেশী ও খুব ভালো কাজ করলো। (হাকেম) নাসায়ীতে এ হাদীস সংক্ষেপে এ ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা মুলক পড়বে, আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। রসূল (সা)-এর আমলে আমরা এ সূরাকে নিষ্কৃতিদানকারী নামে আখ্যায়িত করতাম। আল্লাহর কিতাবে এ সূরা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি প্রতিরাতে এ সূরা পড়বে, সে খুবই ভালো কাজ ও প্রচুর কাজ করবে।

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ قِرَاءَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

## তাকবীর, ইনফিতার ও ইনশিকাকের ফযীলত

٨٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيَ الْعَيْنِ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ.

৮৬৫। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কিয়ামতকে স্বপক্ষে দেখার মত দেখতে ইচ্ছুক সে যেন সূরা ইযাশ্‌শামছু কুভভিরাত, ইযাস্ সামাউন ফাতারাত ও ইযাস সামাউন শাক্কাত পড়ে। (তিরমিযী))

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قِرَاءَةِ إِذَا زُلْزِلَتْ

## সূরা যুলযিলাতের পড়ার ফযীলত

٨٦٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَالْحَاكِمُ.

৮৬৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইযা যুলযিলাত কুরআনের অর্ধাংশের সমান। সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান। আর কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান। (তিরমিযী ও হাকেম)

٨٦٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : « هَلْ تَزَوَّجْتَ يَافُلَانُ ؟ » قَالَ : لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَلاَ عِنْدِىْ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قَالَ : « أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ؟ » قَالَ : بَلٰى، قَالَ: « ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ » قَالَ : أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ؟ » قَالَ : بَلٰى، قَالَ : « رُبُعُ الْقُرْاٰنِ » قَالَ : « أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ؟ » قَالَ : بَلٰى، قَالَ : « رُبُعُ الْقُرْآنِ » قَالَ: « أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا » زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ؟ » قَالَ : بَلٰى، قَالَ: « رُبُعُ الْقُرْاٰنِ، تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، اِنْتَهٰى، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مُسْلِمٌ فِىْ كِتَابِ التَّمْيِيْزِ، وَسَلْمَةُ يَأْتِى الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

www.nagorikpathagar.org

৮৬৭। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) তাঁর জনৈক সাহাবীকে বললেন ঃ হে অমুক, তুমি কি বিয়ে করেছ। সে বললো ঃ না হে রসূল। আমার বিয়ে করার সম্বলও নেই। (সম্ভবত ঃ এই সাহাবী নিজের দারিদ্রের প্রতি ইংগিত করেছেন।-অনুবাদক) রসূল (সা) বললেন ঃ তোমার কাছে সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ নেই? (অর্থাৎ মুখস্থ নেই?) সাহাবী বললেন ঃ আছে। রসূল (সা) বললেন ঃ ওটা তো কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিনি পুনরায় বললেন ঃ সূরা ইযা জায়া নাসরুল্লাহি ওয়াল্ ফাতহু তোমার মুখস্থ নেই? সাহাবী বললেন, আছে। রসূল (সা) বললেন ঃ ওটা তো কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ সূরা কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন তোমার মুখস্থ নেই। সাহাবী বললেন ঃ আছে। রসূল (সা) বললেন ঃ ওটা তো কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সূরা ইযা যুলযিলাত তোমার মুখস্থ নেই। সাহাবী বললেন, আছে। রসূল (সা) বললেন ঃ ওটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। বিয়ে কর, বিয়ে কর। (তিরমিযী)

অর্থাৎ এ সূরাগুলো মুখস্থ থাকলে এবং নিয়মিত চর্চা করলে দারিদ্র দূর হবে ও বিয়ে করতে পারবে। -অনুবাদক

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قِرَاءَةِ اَلْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ

## সূরা তাকাসুরের ফযীলত

٨٦٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَيَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كُلَّ يَوْمٍ؟» قَالُوْا: وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «أَمَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ عُقْبَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّ عُقْبَةَ لاَ أَعْرِفُهُ.

৮৬৮। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পড়তে পারে না? লোকেরা বললো ঃ হে রসূল, এটা কে পারে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি সূরা আল হাকুমুত্তাকাসুর পড়তে পারে না? (হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

## সূরা কুল-হু-আল্লাহ এর ফযীলত

٨٦٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ : « قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَجَبَتْ » فَسَأَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : « اَلْجَنَّةُ » فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ : فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأُبَشِّرُهُ. ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوْتَنِيَ الْغَدَاءُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ » رَوَاهُ مَالِكٌ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৮৬৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সা)-এর সাথে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সহসা তিনি শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি সম্পূর্ন সূরা কুল হুয়াল্লাহু পড়লো। রসূল (সা) তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ অবধারিত হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কী অবধারিত হয়ে গেছে, হে রসূলুল্লাহ? তিনি বললেন ঃ বেহেশত। আবু হুরাইরা বললেন ঃ আমার ইচ্ছাহলো, লোকটার কাছে গিয়ে তাকে এই সুসংবাদটা দিয়ে আসি। কিন্তু আমার আশংকা হলো, রসূল (সা) এর সাথে নাস্তা করার সুযোগ হারাতে পারি। পরে লোকটার সন্ধানে গিয়ে দেখলাম, চলে গেছে। (মালেক, তিরমিযী)

٨٧٠- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ » قَالَ : لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا عِنْدِيْ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قَالَ: « أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ؟ » قَالَ : بَلٰى، قَالَ : ثُلُثُ الْقُرْآنِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

৮৭০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) জনৈক সাহাবীকে বললেন ঃ তুমি কি বিয়ে করেছ? সাহাবী বললেন, না, হে রসূল! আমার কাছে বিয়ে করার সম্বলও নেই। তিনি বললেন ঃ সূরা কুলহুয়াল্লাহু আহাদ কি তোমার মুখস্থ নেই? সাহাবী বললেন, আছে। রসূল (সা) বললেন ঃ ওটা তো কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ সূরাটা বেশী করে পড়লে বিয়ে করার সম্বল ও সামর্থ্য অর্জিত হবে।

٨٧١- وَرُوِىَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، حَتّٰى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذًا نَسْتَكْثِرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللّٰهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

৮৭১। হযরত মুয়ায বিন আনাস আল জুহনী (রা) বর্ণনা করেন। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে, ব্যক্তি দশবার সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়বে, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য বেহেশতে একটা ঘর নির্মাণ করে দেবেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ, আমরা তা হলে বেশী করে পড়বো। রসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর অনেক বেশী ও পবিত্র সম্পদ আছে। (আহমাদ)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তোমরা যতবারই পড়, প্রতি দশবারে বেহেশতে একটা করে ঘর পাবে। বহুবার পড়ার কারণে অনেক ঘর কারো পাওনা হলে আল্লাহর তা দিতে সম্পদ ও উপকরণের অভাব হবে না।

٨٧٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِىْ صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَلُوْهُ لِأَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ؟» فَسَأَلُوْهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرُوْهُ أَنَّ

www.nagorikpathagar.org

اللّٰهَ يُحِبُّهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَطْوَلَ مِنْهُ، وَقَالَ فِيْ اٰخِرِهٖ : فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرُوْهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهٖ أَصْحَابُكَ ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلٰى لُزُوْمِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ : إِنِّيْ أُحِبُّهَا، فَقَالَ « حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ».

৮৭২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) এক ব্যক্তিকে একটা সামরিক অভিযানের সেনাপতি করে পাঠালেন। ঐ ব্যক্তি নামাযে তার সাথীদেরকে প্রচুর কুরআন পড়ে শোনাতো। তবে সবার শেষে সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়তো। অভিযান থেকে ফিরে আসার পর সবাই রসূল (সা) কে ব্যাপারটা জানালো। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা ওকে জিজ্ঞেস কর কী কারণে এরূপ করতো। (অর্থাৎ প্রত্যেক কিরাতের শেষে সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কেন পড়তো।) সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলো। সে বললো ঃ কেননা এ সূরায় দয়াময় আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আমি এই গুণাবলী পড়তে ভালোবাসি। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা ওকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী) বুখারীর বর্ণনায় আছে ঃ সেনাদলের কাছে যখন রসূল (সা) এলেন, তখন সবাই তাকে বিষয়টা জানালো। তখন রসূল (সা) বললেন ঃ হে অমুক, তোমার কী হয়েছে যে, তোমার সাথীরা যা পড়তে বলে তা পড় না? প্রত্যেক রাকাতে এই সূরা পড়তে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করে? সে বললো ঃ আমি এ সূরাটাকে ভালো বাসি। রসূল (সা) বললেন, এ সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে।

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

## সূরা নাস ও ফালাকের ফযীলত

٨٧٣- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ : قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ قَالَ: كُنْتُ أَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ، فَقَالَ : « يَا عُقْبَةُ أَلاَ أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا » فَعَلَّمَنِىْ: قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِأَبِىْ دَاوُدَ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَأَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَيَقُوْلُ : « يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا » قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِى الصَّلاَةِ.

৮৭৩। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তুমি কি দেখনি আজ রাতে এমন কতগুলো আয়াত নাযেল হয়েছে, যার সমকক্ষ কোন আয়াত ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। তা হচ্ছে, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন্ নাস। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ,)

আবু দাউদের বর্ণনার ভাষা এ রকম ঃ আমি রসূল (সা)-এর সাথে একটা সফরে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে উকবা, সর্বোত্তম দুটো সূরা কি তোমাকে শেখাবো না? অতঃপর তিনি আমাকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক শেখালেন।

www.nagorikpathagar.org

আবু দাউদের অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমি রসূল (সা)-এর সাথে ভ্রমণ করতে করতে যখন জুহফা ও আবওয়ার মাঝখানে এসেছি, তখন আমরা প্রবল বাতাস ও ঘুটঘুটে অন্ধকারে পতিত হলা তখন রসূল (সা) সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ হে উকবা, এই দুটো সূরা দ্বারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। এ দুটো সূরার মতো আর কোন আয়াত বা দোয়া দ্বারা কেউ কখনো আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়নি।

উকবা আরো বলেনঃ এই সূরা দুটো দ্বারা তাঁকে আমাদের নামাযে ইমামতি করতেও শুনেছি।

٨٧٤- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اِقْرَأْ يَاجَابِرُ » فَقُلْتُ : وَمَا أَقْرَأُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ؟ قَالَ : « قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ » فَقَرَأْتُهُمَا، فَقَالَ : « اِقْرَأْ بِهِمَا، وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَسَيَأْتِيْ ذِكْرُهُمَا فِيْ غَيْرِ هٰذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৮৭৪। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বললেন ঃ হে জাবের পড়। আমি বললাম ঃ হে রসূল কী পড়বো? আপনার ওপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক। রসূল (সা) বললেন ঃ কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরব্বিন্ নাস। আমি পড়লাম তিনি বললেন ঃ এ দুটো সূরা পড়বে। এমন সূরা আর পড়ার জন্য পাবে না। (নাসায়ী ও ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

# كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

# যিকর ও দোয়া সংক্রান্ত অধ্যায়

## التَّرْغِيْبُ فِى الْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ سِرًّا وَجَهْرًا وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ لَمْ يُكْثِرْ ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى

## গোপনে অথবা প্রকাশ্যে আল্লাহর স্মরণ

৮৭৫– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَقُوْلُ اللّٰهُ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىْ؛ فَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ، وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِىْ يَمْشِىْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

৮৭৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে আমি তেমনি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি আমাকে সে লোকজনের সামনে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তার চেয়েও ভালো লোকজনের সামনে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সামনে) স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসণ হয় তাহলে আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে একহাত আগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে একগজ অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

দ্রষ্টব্য ঃ এ হাদীসে ফেরেশতাদেরকে মানুষের চেয়ে ভালো বলা হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষের ভেতরে পাপ ও পুণ্যের মিশ্রণ থাকে, কিন্তু ফেরেশতারা আদৌ কোন

www.nagorikpathagar.org

পাপ করেন না। তবে মানুষের ভেতরে যাদের পুণ্যের পরিমাণ বেশী থাকে, তারা ফেরেশতাদের চেয়েও উত্তম। আর যাদের পাপের ভাগ বেশী কুরআনে তাদেরকে পশুর চেয়েও অধম বলা হয়েছে। সুতরাং মানুষ মাত্রেই সকল সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-এ ধারণা সঠিক নয়। কেবল সৎকর্মশীল মানুষই সৃষ্টির সেরা। এমনকি ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কেননা ফেরেশতারা প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক ও জৈবিক চাহিদা যথা ক্ষুধা, পিপাসা, যৌন চাহিদা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই তাদের সৎকাজ করা ও সৎ থাকা সহজ। আল্লাহর অবাধ্যতা করার কোন ক্ষমতাই তাদেরকে দেয়া হয়নি। অথচ মানুষকে ভালো ও মন্দ উভয় রকমের যোগ্যতা ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। –অনুবাদক

٨٧٦–وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةً، وَإِنَّ صَقَالَةَ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ» قَالُوْا : وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : «وَلَوْ أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

৮৭৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলছেন ঃ প্রত্যেক জিনিসেরই মরিচা দূর করার সরঞ্জাম থাকে। মানব হৃদয়ের মরিচা দূর করার সরঞ্জাম হলো, আল্লাহর যিকির বা স্মরণ। আল্লাহর জিকির মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে যতটা মুক্তি দিতে পারে, আর কোন জিনিস তার চেয়ে বেশী মুক্তি দিতে পারে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ এমনকি আল্লাহর পথে জেহাদও নয়? রসূল (সা) বললেন ঃ এমনকি কেউ যদি তরবারী দিয়ে লড়তে লড়তে নিজের দল থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যায়। (ইবনে আবিদ দুনিয়া ও বাইহাকী)

ব্যাখ্যা ঃ "আল্লাহর যিকির মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে যতটা মুক্তি দিতে পারে আর কোন জিনিস তার চেয়ে বেশী মুক্তি দিতে পারে না এই উক্তিতে এ কথা বলা হয়নি যে, আর কোন জিনিস ততটা মুক্তি দিতে পারেনা। অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরের চেয়ে উত্তম কোন এবাদত নেই-এ কথাই বলা হয়েছে। তার সমান বা সমকক্ষ কোন এবাদত নেই, এ কথা বলা হয়নি। কেননা নামায, রোযা, জেহাদ, হজ্জ বা অন্য যে ইবাদতের কথাই বলা হোক না কেন, তা আল্লাহর যিকির থেকে মুক্ত

www.nagorikpathagar.org

নয়। প্রত্যেক ইবাদাতেই বিভিন্ন দোয়া পড়তে হয় এবং ঐ সব দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর যিকির আদায় হয়। তাই সব ইবাদাতই আল্লাহর যিকিরের পর্যায়ভুক্ত। তা ছাড়া যিকিরের অভিধানিক অর্থ স্মরণ, যা মুখ ও মন উভয়টা ব্যবহার করেই করা যায়। মুখে দোয়া-কালাম না পড়েও কেউ যদি আল্লাহকে স্মরণে রাখে এবং স্মরণে রাখার কারণে গুনাহ থেকে দূরে থাকে ও আল্লাহর বিভিন্ন হুকুম তামিল করে তবে সেও কার্যত আল্লাহর যিকিরেই লিপ্ত থাকে। প্রত্যেক মুমিনকে দুনিয়ার প্রতিটি কাজ বিসমিল্লা বলে শুরু করা ও আল্লাহর বিধান অনুসারে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যারা এ হুকুম মানে, তাদের সব কাজ এমনকি খাওয়া, গোসল ঘুম ইত্যাদিও যিকিরে পরিণত হয়। জেহাদও তদ্রূপ। আল্লাহকে যে স্মরণ রাখে না সে আল্লাহর পথে জেহাদ করতে পারে না। সুতরাং জেহাদকারীও আল্লাহর যিকিরকারীর সম পর্যায়ের। সে তার চেয়ে কম মর্যাদাশালী নয়।

রসূল (সা) বলেছেন ঃ জেহাদ করতে করতে নিজ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও সে যিকিরকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। এখানে লক্ষণীয় যে, জেহাদ করতে করতে যে শহীদ হয়ে যায়, তার কথা তিনি বলেনি। কেননা শহীদ নিঃসন্দেহে যিকির বা অন্য যে কোন ইবাদতকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তবে সকল ইবাদাতের মূল উপাদান যেমন যিকির বা স্মরণ, চাই তা বিভিন্ন দোয়ার আকারে হোক বা মনের একাগ্রতার আকারে হোক, তদ্রূপ প্রত্যেক ইবাদাত করা ও প্রত্যেক পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার প্রেরণাও আল্লাহর যিকির বা স্মরণ থেকেই জন্মে। আল্লাহকে স্মরণ না রাখলে মনে আল্লাহর ভয়ও থাকতে পারে না এবং মানুষ তার কর্তব্য পালন ও গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে না। আল্লাহর পথে জান-মালের ত্যাগ স্বীকার করার তো প্রশ্নই ওঠে না। পরবর্তী হাদীস থেকে এ বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুবাদক

৮৭৭- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَ بَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ؛ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللّٰهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَزَّارُ، وَاللَّفْظُ لَهُ وَفِيْ سَنَدِهِ أَبُوْ يَحْيَى الْقَتَّاتُ، وَبَقِيَّتُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيْحِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيْقِهِ أَيْضًا.

www.nagorikpathagar.org

৮৭৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাত জাগতে পারে না নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পন্য করে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করতে কাপুরুষতা প্রদর্শন করে, সে যেন আল্লাহর যিকির বেশী করে করে। (তাবরানী, বাযযার, বাইহাকী)

٨٧٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلاً أَنْجٰى لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى» قِيْلَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: «وَ لاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الصَّغِيْرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

৮৭৮। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর যিকির মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে যতটা মুক্তি দিতে সক্ষম, আদম সন্তানের কৃত আর কোন কাজ তাকে মুক্তি দিতে তার চেয়ে বেশী সক্ষম নয়। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আল্লাহর পথে জেহাদও নয়? রসূল (সা) বলেছেন ঃ না আল্লাহর পথে জেহাদও নয়। তবে নিজ তরবারী দ্বারা জেহাদ করতে করতে যদি কেউ নিজ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের বক্তব্য ৮৭৬ নং হাদীস থেকে ভিন্ন। উক্ত হাদীসের বক্তব্য ছিল, জেহাদ করতে করতে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তার জেহাদ আল্লাহর যিকিরের চেয়ে বেশী মুক্তিদাতা নয়। আর এখানে বলা হচ্ছে, জেহাদ করতে করতে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তার তাঁর কথা ভিন্ন। অর্থাৎ তার জেহাদ আল্লাহর যিকির অপেক্ষা বেশী মুক্তিদাতা। (অনুবাদক)

٨٧٩- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَتْ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ

فَنَتَّخِذَهُ، فَقَالَ: «أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلَىٰ إِيْمَانِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৮৭৯। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন সূরা তাওবার ৩৪ নং আয়াত "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও" নাযিল হলো, তখন আমরা রসূল (সা) এর সাথে একটা সফরে ছিলাম। জনৈক সাহাবী বললেন ঃ এ আয়াতটা স্বর্ণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, না রৌপ্য সম্পর্কে? আমরা যদি জানতাম কোন সামগ্রিটা উত্তম, তাহলে সেইটেই গ্রহণ করতাম। রসূল (সা) বললেন ঃ সর্বোত্তম সামগ্রি হলো, যিকিরকারী জিহ্বা, শোকর আদায়কারী মন, এবং এমন ঈমানদার স্ত্রী, যে স্বামীকে তার ঈমানের ব্যাপারে সহায়তা করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

٨٨٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيْهِ حُوْبًا فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

৮৮০। হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকে চারটে জিনিস দেয়া হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গার কল্যাণ দান করা হয়েছে ঃ শোকরকারী মন, যিকিরকারী মুখ, বিপদে ধৈর্যধারণকারী শরীর এবং যে স্ত্রী নিজের সত্তা ও স্বামীর সম্পদকে কোন গুনাহর কাজে জড়িত করে না। (তাবরানী)

٨٨١- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ [اللّٰهَ] رَبَّهُ، وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ.

www.nagorikpathagar.org

৮৮১। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে না, তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মত। (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণকারী জীবিত ও আল্লাহকে যে স্মরণ করে না সে মৃত মানুষের মত।

٨٨٢-وَعَنْ أُمِّ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِيْ قَالَ: «اهْجُرِى الْمَعَاصِيَ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ، وَحَافِظِيْ عَلَى الْفَرَائِضِ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ، وَأَكْثِرِيْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ، فَإِنَّكَ لاَ تَأْتِيْنَ اللّٰهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ أُمِّ أَنَسٍ: «وَاذْكُرِى اللّٰهَ كَثِيْرًا: فَإِنَّهُ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ أَنْ تَلْقَاهُ بِهَا».

৮৮২। হযরত উম্মে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূল (সা) কে বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ, আমাকে উপদেশ দেন। রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি আল্লাহর নাফরমানী থেকে হিজরত (বর্জন) কর। কেননা এটাই সর্বোত্তম হিজরত। আল্লাহর ফরয কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন কর, এটাই সর্বোত্তম জেহাদ। আল্লাহর যিকির বেশী করে কর। কেননা আল্লাহর বর্ধিত যিকিরের চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় আর কোন কাজ তুমি করতে পারবে না। (তাবরানী)

উম্মে আনাসের অপর বর্ণনা মোতাবেক রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ কর, কেননা এটাই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ, যা সাথে নিয়ে তুমি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পার।

٨٨٣-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلاَّ عَلَىٰ سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُو اللّٰهَ تَعَالَىٰ فِيْهَا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الصُّوْرِيِّ، وَلاَ

www.nagorikpathagar.org

يَحْضُرُنِيْ فِيْهِ جَرْحٌ وَلاَ عَدَالَةٌ، وَبَقِيَّةُ [رِجَالِ] إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ مَعْرُوْفُوْنَ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَسَانِيْدَ أَحَدُهَا جَيِّدٌ.

৮৮৩। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ বেহেশ্তবাসী একমাত্র সেই মুহূর্তগুলোর জন্য অনুশোচনা করবে, যখন তারা আল্লাহর যিকির বা স্মরণ থেকে বিরত ছিল। (তাবরানী ও বায়হাকী)

٨٨٤- وَرُوِىَ عَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ: يَاابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَنِيْ شَكَرْتَنِيْ، وَإِذَا نَسِيْتَنِيْ كَفَرْتَنِيْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ.

৮৮৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, তুমি যখন আমাকে স্মরণ কর, তখনই আমার শোকর আদায় কর। আর যখন আমাকে ভুলে থাক, তখনই আমার নাশোকরি কর। (তাবরানী

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ حُضُوْرِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالْاِجْتِمَاعِ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى

## যিকিরের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার ফযীলত

٨٨٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ الطُّرُقَ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوْا إِلٰى حَاجَتِكُمْ؛ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ؛ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ: يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ.

www.nagorikpathagar.org

قَالَ : فَيَقُوْلُ : هَلْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : لاَ وَاللّٰهِ يَارَبِّ
مَارَأَوْكَ، قَالَ : فَيَقُوْلُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ لَوْ
رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ
تَسْبِيْحًا، قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ :
يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ : فَيَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ :
لاَ وَاللّٰهِ يَارَبِّ مَارَأَوْهَا، قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْرَأَوْهَا؟ قَالَ:
يَقُوْلُوْنَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا
طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً، قَالَ : فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ
يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ، قَالَ : فَيَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ :
يَقُوْلُوْنَ : لاَ وَاللّٰهِ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: فَيَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟
قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا
مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُوْلُ : أُشْهِدُ كُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُوْلُ
مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ : فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ
: هُمُ الْقَوْمُ لاَيَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ،
وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ قَالَ: «إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَلٰئِكَةً سَيَّارَةً
فُضَلاَءَ يَبْتَغُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ
قَعَدُوْا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتّٰى يَمْلَئُوْا مَا
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، فَإِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا، وَصَعِدُوْا إِلَى
السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ: مِنْ أَيْنَ
جِئْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ

www.nagorikpathagar.org

يُسَبِّحُوْنَكَ، وَيُكَبِّرُوْنَكَ، وَيُهَلِّلُوْنَكَ، وَيَحْمَدُوْنَكَ، وَيَسْأَلُوْنَكَ، قَالَ : فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ؟ قَالُوْا :يَسْأَلُوْنَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِيْ؟ قَالُوْا : لاَيَارَبِّ، قَالَ : وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِيْ؟ قَالُوْا :وَيَسْتَجِيْرُوْنَكَ، قَالَ : وَمِمَّ يَسْتَجِيْرُوْنِيْ؟ قَالُوْا : مِنْ نَارِكَ يَارَبِّ، قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا، نَارِيْ؟ قَالُوْا : لاَ يَارَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِيْ؟ قَالُوْا : وَيَسْتَغْفِرُوْنَكَ، قَالَ : فَيَقُوْلُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوْا، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا، قَالَ : يَقُوْلُوْنَ: رَبِّ فِيْهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: فَيَقُوْلُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، ثُمَّ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.

৮৮৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কিছু ফেরেশতা এমন রয়েছে, যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আল্লাহর যিকিরকারীদেরকে খুঁজে বেড়ায়। যখন এমন কিছু লোককে পায়, যারা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত, তখন অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলে এদিকে চলে এস। তোমরা যা চাও, তা পাওয়া গেছে। তখন সকল ফেরেশতা তাদের ডানা দিয়ে প্রথম আকাশ পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে ফেলে। অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ব্যাপারে সবকিছু জানা সত্ত্বেও ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমার বান্দারা কী বলে? ফেরেশতারা বলেন ঃ ওরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করে, আপনার মহত্ব ঘোষণা করে, আপনার প্রশংসা করে এবং আপনার মহিমা ঘোষণা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ ওরা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন ঃ না, হে প্রভু, তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ বলেন ঃ যদি আমাকে দেখতো, তাহলে কী করতো। ফেরেশতারা বলেন ঃ যদি আপনাকে দেখতো, তাহলে আপনার আরো বেশী ইবাদাত করতো, আপনার আরো বেশী মহিমা ঘোষণা করতো, আরো বেশী পবিত্রতা ঘোষণা করতো। আল্লাহ বলেন ঃ ওরা আমার কাছে কী চায়? ফেরেশতারা বলেন ঃ আপনার কাছে বেহেশ্ত চায়। আল্লাহ বলেন ঃ ওরা কি বেহেশত দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন ঃ না হে প্রভু, ওরা বেহেশত দেখেনি। আল্লাহ বলেন ঃ যদি বেহেশত দেখতো তা হলে তার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে যেত, তার জন্য আরো বেশী ব্যাকুল হতো এবং

www.nagorikpathagar.org

আরো তীব্রভাবে চাইত। আল্লাহ বলেনঃ আর কোন্ জিনিস থেকে তারা নিরাপত্তা চায়? ফেরেশতারা বলেন ঃ তারা দোজখ থেকে নিরাপত্তা চায়। আল্লাহ বলেনঃ তারা কি দোজখ দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন ঃ না তারা দোজখ দেখেনি। আল্লাহ বলেন ঃ দেখলে কী করতো? ফেরেশতারা বলেন ঃ দেখলে আরো বেশী করে দোজখ থেকে পালাতো এবং দোজখকে আরো বেশী ভয় পেত। আল্লাহ বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি ঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। এই সময় জনৈক ফেরেশতা বলেন ঃ ওদের ভেতরে অমুক লোকটা ওদের দলভুক্ত নয়, সে কেবল একটা দরকারে এসেছিল। আল্লাহ বলেন ঃ ওরা এমন একটা দল, যাদের সাথী কখনো সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সংলাপ মূলত একই ধরনের। কেবল এই কথাটা ভিন্ন রকমের। ফেরেশতারা বলেন ঃ হে প্রভু, ওদের ভেতর অমুক লোকটা ভীষণ পাপী। সে শুধু ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় বসে পড়েছিল। আল্লাহ বলেন ঃ ওকেও ক্ষমা করলাম। কারণ তারা এমন একটা দল, যাদের সাথী সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়না।

٨٨٦- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلٰى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ » قَالَ : فَجَاءَ أَعْرَابِىٌّ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ؟ قَالَ : « هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ قَبَائِلَ شَتّٰى، وَبِلاَدٍ شَتّٰى، يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ يَذْكُرُوْنَهُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৮৮৬। হযরত আবুদ্ দারদা(রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলধারী একদল লোককে মুক্তার তৈরী মেম্বারের ওপর বসিয়ে হাজির করবেন। তারা নবীও নন, শহীদও নন। তাদেরকে দেখে লোকেরা ঈর্ষান্বিত হবে। এ কথা শুনে জনৈক বেদুইন হাঁটু গেড়ে বসে বললো ঃ হে রসূল, এই লোকগুলোর কিছু চিহ্ন আমাদেরকে জানিয়ে দিন, যাতে তাদেরকে চিনতে পারি। রসূল (সা) বললেন ঃ তারা বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন দেশের লোক।

www.nagorikpathagar.org

কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে তারা পরস্পরকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। ও আল্লাহর যিকির করে। (তাবরানী)

٨٨٧– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَأَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

৮৮৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন একদল মানুষ আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে একত্রিত হলেই ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ধরে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তার নিকটে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

٨٨٨– وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا » قَالُوْا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : حِلَقُ الذِّكْرِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৮৮৮। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যখন বেহেশতের বাগানগুলোর কাছ দিয়ে যাও, তখন সেখান থেকে কিছু ফল-ফুল আহরণ কর। লোকেরা বললো ঃ বেহেশতের বাগান কী? রসূল (সা) বললেন ঃ যিকিরের বৈঠকসমূহ।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের কল্যাণার্থে ও ইসলামের বিধি অনুযায়ী পরিচালিত যে কোন তৎপরতাকেই আল্লাহর যিকির বলা যায়। কেননা এ ধরনের প্রত্যেক কাজ আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ الْإِنْسَانُ مَجْلِسًا لاَ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَلاَ يُصَلِّى عَلٰى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## যে মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না ও রসূলের (সা) ওপর দরূদ পড়া হয়না, সেখানে যাওয়ার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

৮৮৯- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَاهُ بِهٰذَا اللَّفْظِ ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُ أَبِى دَاوُدَ، قَالَ : « مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يُذْكَرِ اللّٰهُ فِيْهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يُذْكَرِ اللّٰهُ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ، وَمَا مَشٰى أَحَدٌ مَمْشًى لاَ يُذْكَرِ اللّٰهُ فِيْهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ.

৮৮৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এবং রসূল (সা)-এর প্রতি দরূদ পড়া হয়না। সে মজলিস তাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সে মজলিসের লোকদেরকে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন। (আবুদ দাউদ, তিরমিযী)

আবু দাউদের বর্ণনায় আরো রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন জায়গায় বসলো, কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করলো না তার জন্য ঐ বৈঠকটা ক্ষতিকর হবে। যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করলো কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করলো না, সেই শয়ন তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যে ব্যক্তি কোন পথে হাটলো, কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করলো, তার জন্য ঐ হাঁটা ক্ষতিকর হবে।

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ كَلِمَاتٍ يُكَفِّرْنَ لَغَطَ الْمَجْلِسِ

## কোন মজলিসে উচ্চারিত আজে বাজে কথার কাফফারা

٨٩٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَالِكَ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِىْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৮৯০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে প্রচুর আজে বাজে কথা বলেছে, সে ঐ মজলিস ত্যাগ করার আগে "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লা আনতা, আসতাগফিরুকা ওয়াতুবু ইলাইকা" এই দোয়া পড়লে ঐ মজলিসে উচ্চারিত তার বেফাশ কথাবার্তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

# اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قَوْلِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ
# وَمَا جَاءَ فِىْ فَضْلِهَا

## লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ার ফযীলত

٨٩١- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ،

www.nagorikpathagar.org

وَالنَّارُ حَقٌّ؛ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ» زَادَ جُنَادَةُ:« مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَّةِ أَيِّهَا شَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ: «سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ».

৮৯১। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই; মুহাম্মাদ (সা) তার বান্দা ও রসূল, হযরত ঈসা (আ) তাঁর বান্দা, রসূল ও মরিয়ামের নিকট অর্পিত বাণী ও আত্মা, বেহেশত সত্য, এবং দোজখ সত্য, তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, চাই তার কার্যকলাপ যেমনই হোক না কেন।" অন্য এক বর্ণনাকারীর মতে, বেহেশতের আটটা দরজার যেটা দিয়ে সে প্রবেশ করতে চায় সেটা দিয়েই প্রবেশ করতে পারবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম ও তিরমিযীর অপর বর্ণনায় এসেছে ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রসূল, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর দোজখ হারাম করে দেবেন।

٨٩٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ؟» قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ- ثَلَاثًا- قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا؟ قَالَ: «إِذًا يَتَّكِلُوْا» وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

www.nagorikpathagar.org

«تَأَثُّمًا» أَيْ تَحَرُّجًا مِنَ الْإِثْمِ، وَخَوْفًا مِنْهُ أَنْ يَلْحَقَهُ إِنْ كَتَمَهُ.

قَالَ الْمُمْلِيْ عَبْدُ الْعَظِيْمِ : وَقَدْ ذَهَبَ طَوَائِفُ مِنْ أَسَاطِيْنِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلٰى أَنَّ مِثْلَ هٰذِهِ الْإِطْلاَقَاتِ الَّتِيْ وَرَدَتْ فِيْمَنْ قَالَ : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّار » وَنَحْوِ ذٰلِكَ، إِنَّمَا كَانَ فِيْ اِبْتِدَاءِ الْإِسْلاَمِ، حِيْنَ كَانَتِ الدَّعْوَةُ إِلٰى مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ بِالتَّوْحِيْدِ، فَلَمَّا فُرِضَتِ الْفَرَائِضُ، وَحُدَّتِ الْحُدُوْدُ نُسِخَ ذٰلِكَ، وَالدَّلاَئِلُ عَلٰى هٰذَا كَثِيْرَةٌ مُتَظَاهِرَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ غَيْرُ مَا حَدِيْثٍ يَدُلُّ عَلٰى ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ الصَّلاَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَيَأْتِيْ أَحَادِيْثُ أُخَرُ مُتَفَرِّقَةٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، وَإِلٰى هٰذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ الضَّحَّاكُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ طَائِفَةٌ أُخْرٰى : لاَ اِحْتِيَاجَ إِلٰى اِدِّعَاءِ النَّسْخِ فِيْ ذٰلِكَ، فَإِنَّ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ أَرْكَانِ الدِّيْنِ، وَفَرَائِضِ الْإِسْلاَمِ، هُوَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَتَتِمَّاتِهِ، فَإِذَا أَقَرَّ ثُمَّ امْتَنَعَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ جَحْدًا أَوْ تَهَاوُنًا- عَلٰى تَفْصِيْلِ الْخِلاَفِ فِيْهِ- حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ، وَعَدَمِ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ، وَهٰذَا الْقَوْلُ أَيْضًا قَرِيْبٌ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرٰى : اَلتَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ سَبَبٌ يَقْتَضِيْ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، بِشَرْطِ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَرَائِضِ، وَيَجْتَنِبَ الْكَبَائِرَ؛ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْفَرَائِضِ، وَلَمْ يَجْتَنِبِ الْكَبَائِرَ، لَمْ يَمْنَعْهُ التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ مِنْ دُخُوْلِ

www.nagorikpathagar.org

النَّارِ، وَهٰذَا قَرِيْبٌ مِمَّا قَبْلَهُ، أَوْهُوَ هُوَ، وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلٰى هٰذَا، وَالْخِلَافُ فِيْهِ، فِيْ غَيْرِمَا مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا، وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى أَعْلَمُ.

৮৯২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) তাঁর সাথে একই জন্তুর পিঠে আরোহী ময়াযকে ডাকলেন ঃ হে মুয়ায আমি বললাম, হে রসূল আমি হাজির। এ ভাবে তিনবার ডাকলেন এবং আমি সাড়া দিলাম। তখন রসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রসূল; আল্লাহ তার ওপর দোজখকে হারাম করে দেবেন। মুয়ায বললেন ঃ হে রসূল! আমি এ খবরটা কি জনসাধারণকে জানাবো না? জানালে তো তারা খুশী হবে। রসূল (সা) বললেন ঃ তা হলে জনগণ শিথিল হয়ে যাবে। মুয়ায এ খবরটা তার মৃত্যুর আগে জানিয়েছিলেন, যাতে সত্য গোপন করার জন্য গুনাহগার না হন।

গ্রন্থগার বলেন ঃ বড় বড় আলেমগণের অভিমত হলো, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই বেহেশতে যাওয়া যাবে এবং দোজখ হারাম হয়ে যাবে" এ ধরনের উক্তিগুলো শুধু ইসলামের প্রাথমিক যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, যখন কেবল তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হতো। পরে যখন ফরয ওয়াজিব ও অন্যান্য বিধিমালা প্রবর্তিত হলো, তখন এ সব উক্তি রহিত হয়ে যায়। এর অসংখ্য প্রমাণ নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ সংক্রান্ত অধ্যায়গুলোতে রয়েছে এবং সামনে আরো আসবে। যুহাক, যুহরী ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ এই মতের প্রবক্তা।

কিন্তু অন্যান্য আলেমগণের মত হলো, এই উক্তিগুলোকে রহিত বলে দাবী করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা ইসলামের যাবতীয় বিধান তথা ফরয, ওয়াজিব ও হালাল-হারাম ইত্যাদি তাওহীদের স্বীকৃতিরই অনিবার্য দাবী ও তার-পরিপূরক। যে ব্যক্তি তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়ার পর কোন ফরযকে অস্বীকার করে, সেও কুফরী করে এবং সে জান্নাতে যেতে পারবে না। এ মতটাও যুক্তিসঙ্গত।

আরেকটা গোষ্ঠীর অভিমত হলো, তাওহীদের কালেমা উচ্চারণ দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ ও দোজখ থেকে মুক্তির পথ সুগম হবে, তবে শর্ত হলো, ফরয কাজগুলো করা ও কবীরা গুনাহগুলো পরিহার করা চাই। ফরয কাজ না করলে ও কবীরা গুনাহ পরিহার না করলে কেবল কালেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ দ্বারা দোজখ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবেনা। এ মতটাও মূলতঃ পূর্ববর্তী মতের কাছাকাছি বা হুবহু একই। এ ব্যাপারে আমি আমার একাধিক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

www.nagorikpathagar.org

٨٩٣- وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ » قِيْلَ : وَمَا إِخْلاَصُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَحْجُزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِي الْكَبِيْرِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: « أَنْ تَحْجُزَهُ عَمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ».

৮৯৩। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে বলবে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, সে জান্নাতে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইখলাস কী? রসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ যা যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। (তাবরানী)

٨٩٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا قَالَ عَبْدٌ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى يُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৮৯৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দা ইখলাসের সাথে ও কবীরা গুনাহগুলো বর্জন করার সাথে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার জন্য আকাশের দরজার গুলো খুলে দেয়া হবে। যাতে সে আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (তিরমিযী)

٨٩٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ

www.nagorikpathagar.org

يُرِيدُ بِهَا إِلَّا وَجْهَ اللّٰهِ، أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

৮৯৫। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়াল হাইয়ুল্লাজী লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইন কাদীর এই দোয়া একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য পড়বে, আল্লাহ্ তাকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (তাবরানী)

# اَلتَّرْغِيْبُ فِى التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ

## عَلٰى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ

## তাসবীহ্ তাকবীর ইত্যাদির ফযীলত

٨٩٦– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

৮৯৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দুটো বাক্য মুখে উচ্চারণে খুবই হালকা, দাঁড়িপাল্লায় খুবই ভারী এবং দয়াময় আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

٨٩٧– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ غُصْنًا فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ، ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ، ثُمَّ نَفَضَهُ فَانْتَفَضَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

www.nagorikpathagar.org

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৮৯৭। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) একটা গাছের ডাল ধরে ঝাকি দিলেন, কিন্তু পাতা ঝরলোনা। আবার ঝাকি দিলেন। কিন্তু পাতা ঝরলো না। আবার ঝাকি দিলেন, এবার পাতা ঝড়ে গেল। তখন রসূল (সা) বললেন ঃ ঝাকি দিলে গাছের পাতা যেভাবে ঝরে, ঠিক সেইভাবে সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর পড়লে গুনাহ ঝরে যায়। (আহমাদ, তিরমিযী)

٨٩٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ؛ قَالَ اللهُ : أَسْلَمَ عَبْدِيْ وَاسْتَسْلَمَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৮৯৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পড়বে সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযীম, আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আত্মাসমর্পন্ন করেছে এবং নিরাপত্তা লাভ করেছে। (হাকেম)

٨٩٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلٰى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، إِلاَّ أَدّٰى شُكْرَهَا، فَإِنْ قَالَهَا ثَانِيًا جَدَّدَ اللهُ لَهُ ثَوَابَهَا، فَإِنْ قَالَهَا الثَّالِثَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

www.nagorikpathagar.org

৮৯৯। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দার ওপর আল্লাহ কোন অনুগ্রহ করলে সে যদি আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর) বলে, তবে সে তার শোকর আদায় করে। দ্বিতীয়বার বললে দ্বিগুন সওয়াব দেবেন তৃতীয়বার বললে তার গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। (হাকেম)

٩٠٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَهُوَ أَجْذَمُ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ مَاجَه، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، إِلَّاأَنَّهُمَا قَالَا : « كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَايُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ أَقْطَعُ.

৯০০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে কোন কথার শুরুতে যদি আল্লাহর প্রশংসা না করা হয়, তবে তা ত্রুটিপূর্ণ থাকবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী ও ইবনে হাব্বান) নাসায়ী ও ইবনে মাজার ভাষায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষণীয় ঃ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা না করলে তা ত্রুটিপূর্ণ হবে।

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ جَوَامِعَ مِنَ التَّسْبِيْحِ، وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ، وَالتَّكْبِيْرِ

## তাসবীহ, তাহমিদ, তাহলিল এবং তাকবীর এর ফযীলত

٩٠١- وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الدُّعَاءِ خَيْرٌ أَدْعُوْبِهِ فِيْ صَلَاتِيْ؟ قَالَ : « نَزَلَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ : إِنَّ خَيْرَ الدُّعَاءِ أَنْ تَقُوْلَ فِى الصَّلَاةِ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا.

www.nagorikpathagar.org

৯০১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূল (সা) কে বললো ঃ আমি নামাযে পড়তে পারি এমন দোয়ার মধ্যে কোন্টা সর্বোত্তম? রসূল (সা) বললেন ঃ জিবরীল এসে আমাকে বলেছে ঃ নামাযে পড়ার সর্বোত্তম দোয়া হলো ঃ "আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহু, ওয়া লাকাল মুলকু কুল্লুহ, ওয়া লাকাল খালকু কুল্লুহ, ওয়া ইলইকা ইয়ারজিউল আমরু কুল্লুহ। আসয়ালুকা মিনাল খায়রি কুল্লিহি, ওয়া আউযুবিকা মিনাশ শাররি কুল্লিহি। (বাইহাকী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قَوْلِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

## দিনে ও রাতে যা পড়া উচিত

٩٠٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ : لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ [الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ]، فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ.

৯০২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ লাহাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযীম" এই দোয়াটা বেশী করে পড়। কেননা এটা বেহেশতের একটা অন্যতম মূল্যবান সঞ্চিত রত্ন।

٩٠٣-وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الدُّخَانِ فِىْ لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَالدَّارُقُطْنِىُّ.

৯০৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা দুখান পড়বে তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা গুনাহ্ মাফ চাইবে। (তিরমিযী, দারকুতনী) দারকুতনীর অপর বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন ও শুক্রবার রাতে সূরা দুখান পড়বে, তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ آيَاتٍ وَأَذْكَارٍ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ

## নামাজের পরের করণীয়

٩٠٤- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ : « يَا مُعَاذُ، وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ » فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : « بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَأَنَا وَاللّٰهِ أُحِبُّكَ » قَالَ : « أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » وَأَوْصٰى بِذٰلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ، وَأَوْصٰى بِهَا الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَأَوْصٰى بِهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ.

৯০৪। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রসূল (সা) তাঁর হাত ধরলেন। তারপর বললেন ঃ হে মুয়ায, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। মুয়ায বললেন ঃ হে রসূল, আমার বাবা ও মা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। আল্লাহর কসম, আমিও আপনাকে ভালোবাসি। রসূল (সা) বললেন ঃ প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়াটটা পড়তে ভুলনাঃ হে আল্লাহ, আমাকে তোমার যিকির ও শোকর করার এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদাত করার তওফীক দাও। এরপর মুয়ায এ উপদেশ সানাবাহীকে, সানাবাহী আবু আব্দুর রহমানকে এবং আবদুর রহমান উকবা ইবনে মুসলিমকে পৌছে দেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِيْمَا يَقُوْلُهُ وَيَفْعَلُهُ

## مَنْ رَأىٰ فِيْ مَنَامِهِ مَايَكْرَهُ

## খারাপ স্বপ্ন দেখলে যা করণীয়

٩٠٥- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأىٰ أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ [الرَّجِيْمِ] ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

৯০৫। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে, যা তার কাছে খারাপ লাগে, তখন তার বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলা ও তিনবার "আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়া উচিত এবং যে কাতে সে আগে শুয়েছিল, তা পরিবর্তন করে অন্য কাতে শোয়া উচিত। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

٩٠٦- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِذَا رَأىٰ أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللّٰهِ؛ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِمَا رَأىٰ، وَإِذَا رَأىٰ غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৯০৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার ভালো লাগে, তবে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এ রকম স্বপ্ন দেখার পর আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত এবং স্বপ্নের কথা অন্যের কাছে ব্যক্ত করা উচিত। আর যদি এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার খারাপ

www.nagorikpathagar.org

লাগে, তবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে। এ রকম স্বপ্নের কুফল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া উচিত। এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা উচিত নয়। এ সব নিয়ম মেনে চললে ঐ স্বপ্নে তার কোন ক্ষতি হবে না। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ كَلِمَاتٍ يَقُوْلُهُنَّ مَنْ يَأْرَقُ أَوْيَفْزَعُ بِاللَّيْلِ

## রাত্রে ভয়াল স্বপ্ন দেখলে জেগে উঠে যা পড়তে হয়

٩٠٧–عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ » قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يُلَقِّنُهَا مَنْ عَقَلَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهَا فِيْ صَكٍّ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِيْ عُنُقِهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ تَخْصِيْصُهَا بِالنَّوْمِ.

৯০৭। হযরত আমর বিন শুয়াইব তার বাবা ও দাদার কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি ঘুমের ভেতরে ভয় পায়, তবে সে যেন বলে আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাণীগুলোর কাছে আশ্রয় চাই তার গযব থেকে, তার শাস্তি থেকে , তার বান্দাদের ক্ষতিকর তৎপরতা থেকে, শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে এবং আমার কাছে শয়তানের উপস্থিতি থেকে। তাহলে ঐ কুস্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তার সন্তানদের মধ্য থেকে যারা বয়োপ্রাপ্ত হতো, তাদেরকে এ দোয়া শেখাতেন, আর যারা বয়োপ্রাপ্ত নয় তাদেরকে একটা কাগজে লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, হাকেম) হাকেমের বর্ণনায়

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْمَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا دَخَلَهُمَا

## এ দোয়াকে ঘুমের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি বাড়ী থেকে বের হবার সময় যা পড়তে হয়

٩٠٨-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ؛ يُقَالُ لَهُ : حَسْبُكَ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ، وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৯০৮। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন তার বাড়ী থেকে বের হয় তখন সে যদি বলে ঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি, ওয়ালা হাওলা ওয়া লা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহর নামে, আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে কোন শক্তি পাওয়া যায় না) তা হলে তাকে বলা হয় ঃ যথেষ্ট হয়েছে, তোমাকে সুপথ দেখানো হয়েছে, তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তোমাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এই দোয়া পড়লে শয়তান তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْمَا يَقُوْلُهُ مَنْ حَصَلَتْ لَهُ وَسْوَسَةٌ فِى الصَّلاَةِ، وَغَيْرِهَا

## মনে কু-চিন্তা ও কু-প্ররোচনার উদয় হলে যা করণীয়

٩٠٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَأْتِى الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتّٰى يَقُوْلَ : مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ.

৯০৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কোন কোন ব্যক্তির কাছে শয়তান আসে এবং বলে ঃ অমুক জিনিস কে সৃষ্টি করলো? অমুক জিনিস কে সৃষ্টি করলো? এক পর্যায়ে সে বলে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করলো? এ ধরনের কু-প্ররোচনা অনুভব করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া উচিত এবং এ রকম চিন্তা পরিহার করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী) মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছেঃ

তার বলা উচিত আমানতু বিল্লাহ (আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি)।

উল্লেখ্য, যে কোন ধরনের ইসলাম বিরোধী, শরিয়ত বিরোধী ও শেরক-বিদয়াতমুখী চিন্তা-ভাবনার উদয় হলেও সে ক্ষেত্রে এই হাদীসের নির্দেশ প্রযোজ্য। এ ধরনের কু-চিন্তার উদ্রেক নামাযের ভেতরেও হতে পারে, নামাযের বাইরেও হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْاِسْتِغْفَارِ

## ইসতিগফার বা গুনাহ্ মাফ চাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٩١٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « قَالَ اللّٰهُ : يَا ابْنَ اٰدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِيْ، يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ، يَاابْنَ اٰدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৯১০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে গুনাহ মাফের আশা পোষণ করতে থাকবে, ততক্ষণ তুমি যে গুনাহ্ ও যত গুনাহ্ই করে থাক না কেন, আমি তা মাফ করে দেব। আমি কোন কিছুরই পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান, তোমার গুনাহ্ যদি আকাশের মেঘ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, (অর্থাৎ এত বেশী হয়) তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আমি কোন কিছুরই পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান, তুমি যদি এত গুনাহ্ নিয়েও আমার কাছে আস যে, সমগ্র পৃথিবী তাতে ভরে যাওয়ার উপক্রম হয়। তারপর তুমি আমার সাথে আর কাউকে শরীক না করে আমার সামনে আস, তাহলে আমিও তোমার কছে এত ক্ষমা নিয়ে আসবো যে, তাতে সারা পৃথিবী ভরে যাওয়ার উপক্রম হয়। (তিরমিযী)

٩١١- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « قَالَ إِبْلِيْسُ : وَعِزَّتِكَ لاَأَبْرَحُ أُغْوِيْ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِيْ أَجْسَادِهِمْ، فَقَالَ : وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ لاَ أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِيْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ،

www.nagorikpathagar.org

وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ دَرَّاجٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৯১১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইবলীস বলেছিল ঃ তোমার প্রতাপের শপথ, তোমার বান্দাদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তাদেরকে বিপথগামী করতে থাকবো। জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন ঃ আমার প্রতাপ ও মহিমার শপথ, তারা যতক্ষণ ক্ষমা চাইতে থাকবে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো। (আহমাদ ও হাকেম)

٩١٢- وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى دَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ؟ أَلَا إِنَّ دَاءَكُمُ الذُّنُوْبُ، وَدَوَاءَكُمُ الْإِسْتِغْفَارُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ قَوْلِهِ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.

৯১২। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না, তোমাদের রোগ কি এবং তার ওষুধ কি? তোমাদের রোগ হলো গুনাহ, আর তোমাদের ওষুধ হলো ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। (বাইহাকী)

٩١٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ الْحَكَمِ بْنِ مُصْعَبٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৯১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঘন ঘন গুনাহ মাফ চায়, আল্লাহ, তার প্রত্যেক দুশ্চিন্তা দূর করবেন, প্রত্যেক সংকট নিরসন করবেন এবং সে কল্পনাও করতে পারেনা এমন উপায়ে তাকে জীবিকা দান করবেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

٩١٤–وَعَنْ أُمِّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ
ذَنْبًا إِلاَّ وَقَفَ الْمَلَكُ ثَلاَثَ سَاعَاتٍ، فَإِنِ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ لَمْ
يَكْتُبْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ :
صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

৯১৪। হযরত উম্মে ইসমাত আল-আওসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান কোন গুনাহর কাজ করলে ফেরেশতা তিনঘণ্টা অপেক্ষা করেন। সে যদি এর মধ্যে গুনাহ মাফ চায়, তাহলে তার ঐ গুনাহ তিনি লেখেন না এবং আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে আযাবও ভোগ করান না। (হাকেম)

٩١٥– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً
نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَتْ، فَإِنْ عَادَ
زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، فَذٰلِكَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى :
« كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) » رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه،
وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

৯১৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ বান্দা যখন কোন গুনাহ্ করে, তখন তার হৃদয়ে একটা দাগ পড়ে। এরপর সে যদি ফিরে যায় এবং মাফ চায়, তাহলে ঐ দাগ উঠে যায়। আর যদি পুনরায় গুনাহ্ করে, তাহলে হৃদয়ে দাগটা আরো প্রবল হয়ে যায়। এটাই সেই কলংক, যার কথা আল্লাহ বলেছেন ঃ কখনো নয়, আসলে তাদের উপার্জিত পাপ তাদের মনে কলংক লেপে দিয়েছে। (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত-১৪) (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٩١٦- وَعَنْ بِلاَلِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ

৯১৬ : হযরত বিলাল বিন ইয়াসার বিন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলবে, "আসতাগ ফিরুল্লাহাল্লাযী লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ূমু ওয়া আতুবু ইলাইহি" (সেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আর তার কাছে তওবা করছি) তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, এমনকি সে যদি জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যেয়ে থাকে তবুও। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

٩١٧-وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسِيْرِهِ فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا [اللّٰهَ] » فَاسْتَغْفَرْنَا، فَقَالَ : « أَتِمُّوْهَا سَبْعِيْنَ مَرَّةً » يَعْنِيْ فَأَتْمَمْنَا هَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ عَبْدٍ وَلاَ أَمَةٍ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِيْ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ سَبْعَمِائَةِ ذَنْبٍ، وَقَدْ خَابَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ عَمِلَ فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةِ ذَنْبٍ » رَوَاهُ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْأَصْبَهَانِيُّ.

৯১৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) এক সফরে ছিলেন। সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। আমরা সবাই ক্ষমা চাইলাম। রসূল (সা) বললেন ঃ সত্তরবার ক্ষমা চাও। আমরা তাই করলাম। তারপর রসূল (সা) বললেন ঃ কোন পুরুষ বা নারী যদি দিনে সত্তরবার ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ তার সাতশোটা গুনাহ মাফ করে দেবেন। তবে যে নারী বা পুরুষ এক দিনে সাতশোরও বেশী গুনাহ করে, সে বিফল হবে। (ইবনে আবিদ্ দুনিয়া, বাইহাকী ও ইসবাহানী)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ كَثْرَةِ الدُّعَاءِ
## وَمَاجَاءَ فِىْ فَضْلِهٖ
## বেশী করে দোয়া করার ফযীল

٩١٨-عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ أَنَّهٗ قَالَ : «يَا عَبْدِىْ، إِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ، وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا. يَا عَبْدِىْ، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهٗ فَاسْتَهْدُوْنِىْ أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِىْ، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهٗ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ أُطْعِمْكُمْ. يَاعِبَادِىْ، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهٗ، فَاسْتَكْسُوْنِىْ أَكْسُكُمْ. يَاعِبَادِىْ، إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِىْ، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضُرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ، وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ. يَا عِبَادِىْ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى أَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَازَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا. يَاعِبَادِىْ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا. يَاعِبَادِىْ، يَاعِبَادِىْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِىْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَسْأَلَتَهٗ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِىْ إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِىْ، إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ

www.nagorikpathagar.org

أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ » قَالَ سَعِيْدٌ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ.

৯১৮। হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লহ বলেছেন ঃ "হে আমার বান্দারা আমি যুলুমকে নিজের ওপর নিষিদ্ধ করেছি এবং তা তোমাদের মধ্যেও নিষিদ্ধ করেছি। কাজেই তোমরা একে অপরের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালিও না। হে আমার বান্দারা, তোমাদের সকলেই বিপথগামী, কেবল আমি যাকে সুপথে চালিত করেছি সে ছাড়া। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়াত চাও। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দারা আমি যাকে আহার করিয়েছি, সে ছাড়া সবাই ক্ষুধার্ত। কাজেই আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা আমি যাকে কাপড় পরাই, সে ছাড়া সবাই বস্ত্রহীন। অতএব, আমার কাছে কাপড় চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় পরাবো। হে আমার বান্দারা তোমরা দিনরাত গুনাহর কাজ করে থাক। একমাত্র আমিই সমস্ত গুনাহ মাফ করি। কাজেই তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। হে আমার বান্দারা তোমরা কখনো আমার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না এবং আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা তোমাদের প্রথমজন ও শেষজন, সকল মানুষ ও সকল জ্বিন, যদি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তির সমান হয়, তাহলে তা আমার রাজ্যের কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে পারে না। হে আমার বান্দারা, তোমাদের প্রথম জন ও শেষ জন এবং সকল মানুষ ও সকল জ্বিন, যদি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে পাপিষ্ঠ মানুষটির মত হয়, তাহলে তা আমার রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারে না। হে আমার বান্দারা, তোমাদের প্রথম মানুষ ও শেষ মানুষ এবং সকল মানুষ ও সকল জ্বিন যদি আমার কাছে তাদের কাম্য জিনিস চায় এবং আমি যদি সবাইকে তাদের ইপ্সিত জিনিস দিয়ে দেই, তবে তাতে আমার রাজ্যের কিছুমাত্র কমেনা। কেবল সমুদ্রে সূঁচ ঢুকিয়ে বের করে আনলে যতটুকু পানি কমে ততটুকু মাত্র। হে আমার বান্দারা, তোমাদের কৃত কর্মগুলো আমি গুনে গুনে রাখি এবং সে গুলোই তোমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়ে দেই। কাজেই যে ব্যক্তি ভালো কিছু পায়, তবে তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। আর কেউ যদি অন্য কিছু পায়, তবে তার নিজেকেই ভৎসনা করা উচিত। (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

٩١٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فِى الرَّخَاءِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيْثِهِ، وَمِنْ حَدِيْثِ سَلْمَانَ، وَقَالَ فِىْ كُلٍّ مِنْهُمَا : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৯১৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চায়, আল্লাহ বিপদ মুসিবতের সময় তার দোয়া কবুল করুন, সে যেন শান্তিতে থাকাকালে বেশী বেশী দোয়া করে। (তিরমিযী ও হাকেম)

٩٢٠- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللّٰهَ بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا، مَالَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : «إِذًا نُكْثِرُ» قَالَ : اَللّٰهُ أَكْثَرُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْحَاكِمُ، كِلاَهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ. قَالَ الْجَرَاحِىُّ : يَعْنِىْ اَللّٰهُ أَكْثَرُ إِجَابَةً»

৯২০। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে হয় আল্লাহ তাকে সেই জিনিস দেবেন, নচেৎ অনুরূপ কোন বিপদ মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন, যদি সে এমন কোন জিনিস না চায় যাতে গুনাহ হয়, কিংবা যদি সে কোন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করার দোয়া না করে। এক ব্যক্তি বললো ঃ তা হলে আমরা অনেক বেশী দোয়া করবো। রসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর কাছে আরো বেশী আছে। (তিরমিযী ও হাকেম)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ তোমরা যতই চাইবে, আল্লাহ ততই দেবেন।

www.nagorikpathagar.org

٩٢١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِيْ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ لاَ بَأْسَ بِهِ.

৯২১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান একাগ্রচিত্তে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তা তাকে দেবেন, চাই দুনিয়াতেই দেন, অথবা আখেরাতে তার জন্য সঞ্চিত রাখেন। (আহমাদ)

٩٢٢-وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يَدْعُو اللّٰهُ بِالْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُوْقِفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُوْلُ : عَبْدِيْ إِنِّيْ أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْعُوَنِيْ وَوَعَدْتُكَ أَنْ أَسْتَجِيْبَ لَكَ، فَهَلْ كُنْتَ تَدْعُوْنِيْ ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ يَارَبِّ، فَيَقُوْلُ : أَمَا إِنَّكَ لَمْ تَدْعُنِيْ بِدَعْوَةٍ إِلاَّ اسْتَجَبْتُ لَكَ، أَلَيْسَ دَعَوْتَنِيْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لِغَمٍّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أُفَرِّجَ عَنْكَ فَفَرَّجْتُ عَنْكَ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ يَارَبِّ، فَيَقُوْلُ : إِنِّيْ عَجَّلْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا، وَدَعَوْتَنِيْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لِغَمٍّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أُفَرِّجَ عَنْكَ فَلَمْ تَرَ فَرَجًا، قَالَ : نَعَمْ يَارَبِّ، فَيَقُوْلُ : إِنِّيْ ادَّخَرْتُ لَكَ بِهَا فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا، وَدَعَوْتَنِيْ فِيْ حَاجَةٍ أَقْضِيْهَا لَكَ فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَقَضَيْتُهَا، فَيَقُوْلُ: نَعَمْ يَارَبِّ، فَيَقُوْلُ : إِنِّيْ عَجَّلْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا، وَدَعَوْتَنِيْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فِيْ حَاجَةٍ أَقْضِيْهَا لَكَ فَلَمْ تَرَ قَضَاءَهَا؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ يَارَبِّ، فَيَقُوْلُ : إِنِّيْ ادَّخَرْتُ لَكَ بِهَا فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا » قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

www.nagorikpathagar.org

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا يَدَعُ اللّٰهُ دَعْوَةً دَعَا بِهَا عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا
بَيَّنَ لَهُ: إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ عَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ
ادَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، قَالَ: فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ فِي ذٰلِكَ الْمَقَامِ: يَا لَيْتَهُ
لَمْ يَكُنْ عُجِّلَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ دُعَائِهِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ

৯২২। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন জনৈক মুমিনকে ডেকে আনবেন ও তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন। তারপর বলবেন ঃ হে আমার বান্দা, আমি তোমাকে আমার কাছে দোয়া করার আদেশ দিয়েছিলাম এবং দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তুমি কি আমার কাছে দোয়া করতে? সে বলবে ঃ হে আমার প্রভু, করতাম। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি আমার কাছে যে দোয়াই করেছ, তা আমি কবুল করেছি। তুমি কি অমুক অমুক দিন আমার কাছে তোমার ওপর পতিত মুসিবত থেকে উদ্ধার করার জন্য দোয়া করনি এবং আমি কি তা দূর করে দিইনি? সে বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক, হ্যাঁ, করেছ। আল্লাহ বলবেন ঃ এই দোয়াটায় তুমি যা চেয়েছ, তা আমি তোমাকে পৃথিবীতে তাৎক্ষণিকভাবেই দিয়েছি। আর অমুক অমুক দিন তুমি তোমার এক সমস্যার সমাধানের জন্য দোয়া করেছিলে। কিন্তু তুমি কোন সমাধান পাওনি। সত্য নয় কি? সে বলবে ঃ জ্বি, হে আমার প্রতিপালক, সত্য। আল্লাহ বলবেন ঃ ওটা আমি তোমার বেহেশতের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিলাম। তুমি অমুক দিন তোমার কিছু প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করেছিলে এবং তা পূরণ করেছিলাম। সত্য নয় কি? সে বলবে ঃ জ্বি সত্য। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমার চাওয়া জিনিস আমি তোমাকে পৃথিবীতে তাৎক্ষণিক ভাবে দিয়ে দিয়েছিলাম। আবার অমুক অমুক দিন তুমি আমার কাছে কিছু প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দোয়া করেছিলে, কিন্তু তুমি সে প্রয়োজন পূরণ হতে দেখনি। সত্য নয় কি? সে বলবে ঃ হ্যাঁ সত্য। আল্লাহ বলবেন ঃ ওটা আমি তোমাকে বেহেশতে দেয়ার জন্য জমা করে রেখেছিলাম। রসূল (সা) বলেন ঃ এভাবে আল্লাহ তায়ালা মুমিনের প্রত্যেকটি দোয়ার ব্যাখ্যা দেবেন, হয় তা তাকে দুনিয়াতেই দিয়েছেন, নচেৎ তাকে তা আখেরাতে দেয়ার জন্য সঞ্চিত রেখেছেন। তখন মুমিন আক্ষেপ করে বলবে, তার সব ক'টা দোয়াই যদি পরকালের জন্য রেখে দেয়া হতো এবং দুনিয়াতে একটাও দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল না করা হতো, তা হলেই বরঞ্চ ভালো হতো। (হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٩٢٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَرَوَاهُ أَبُوْ يَعْلٰى مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ.

৯২৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । রসূল (সা) বলেছেনঃ দোয়া হচ্ছে মুমিনের অস্ত্র, ইসলামের স্তম্ভ, এবং আকাশ ও পৃথিবীর আলো। (হাকেম)

٩٢٤- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُذْنِبُهُ » رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৯২৪। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দোয়া ছাড়া আর কোন জিনিস ভাগ্য ফেরাতে পারে না। আর দানশীলতা ও পরোপকার ছাড়া আর কোন জিনিস আয়ু বাড়াতে পারেনা। মানুষ তার গুনাহর ফলে জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। (ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

٩٢٥- وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৯২৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ كَلِمَاتٍ يُسْتَفْتَحُ بِهَا الدُّعَاءُ وَبَعْضِ مَا جَاءَ فِىْ اِسْمِ اللّٰهِ الْأَعْظَمِ

## যে ভাবে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়

٩٢٦- وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّىْ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَىَّ، ثُمَّ ادْعُهُ » قَالَ : ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللّٰهَ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« أَيُّهَا الْمُصَلِّى ادْعُ تُجَبْ » رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا.

৯২৬। হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রসূল (সা) বসে আছেন। এই সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো ও নামায পড়লো। তারপর বললো ঃ হে আল্লাহ আমার গুনাহ মাফ কর ও আমার ওপর দয়া কর। রসূল (সা) বললেন ঃ ওহে নামায আদায়কারী, দোয়া করার ব্যাপারে তুমি খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছ। নামায শেষ করে যখন বসবে, তখন প্রথমে আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করে প্রশংসা কর। তারপর আমার ওপর দরূদ পড়। তারপর দোয়া কর। তারপর আর এক ব্যক্তি নামায পড়লো। সে আল্লাহর প্রশংসা করলো ও রসূল (সা)-এর ওপর দরূদ পড়লো। রসূল (সা) তাকে বললেন ঃ ওহে নামায আদায়কারী, তুমি দোয়া কর। কবুল হয়ে যাবে। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِى الدُّعَاءِ فِى السُّجُوْدِ وَدُبُرِ الصَّلَوَاتِ، وَجَوْفِ اللَّيْلِ الْاَخِيْرِ

## কোন্ কোন্ অবস্থায় দোয়া কবুল হয়

٩٢٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ.

৯২৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ বান্দা যখন সিজদা করে, তখনই সে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। কাজেই (সিজদায় গিয়ে) বেশী বেশী দোয়া কর। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

٩٢٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ، فَيَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهٗ. مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهٗ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَأَغْفِرَ لَهٗ؟» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَغَيْرُهُمْ.

৯২৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসেন। তারপর বলেন ঃ কে আমাকে ডাকবে? আমি সাড়া দেবে কে আমার কাছে চাইবে? আমি দান করবো। কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি ক্ষমা করবো। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ دُعَاءِ الْاِنْسَانِ عَلٰى نَفْسِهٖ وولده، وخادمه، وماله

## বদদোয়া করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারীর

٩٢٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِى صَحِيْحِهٖ، وَغَيْرُهُمْ.

৯২৯। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদের ওপর বদদোয়া করো না, নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকে বদ দোয়া করো না। তোমাদের চাকর-চাকারানীদেরকে বদদোয়া করো না। নিজেদের ধন-সম্পত্তির ওপর বদদোয়া করো না। আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে নিও না যে, শুধু সেই সময়ই তিনি দোয়ার কবুল করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দোয়া কবুলের বিশেষ বিশেষ সময় থাকলেও দোয়া করার জন্য সব সময়ই উন্মুক্ত ও উপযুক্ত। বিশেষ সময়ের বাইরেও তিনি দোয়া কবুল করেন। (মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে খুযায়মা)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ إِكْثَارِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّرْهِيْبُ مَنْ تَرَكَهَا عِنْدَ ذِكْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا دَائِمًا

### দোয়া কবুল হওয়ার জন্য দরূদ পড়া অপরিহার্য

٩٣٠- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مَوْقُوْفًا، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَالْمَوْقُوْفُ أَصَحُّ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِيْ قُرَّةَ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَوْقُوْفًا قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

৯৩০। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মাদ (রা) এর ওপর দরূদ না পড়া পর্যন্ত সকল দোয়াই আটক থাকে। (তাবরানী) হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। প্রত্যেক দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে, যতক্ষণ রসূল (সা) এর ওপর দরূদ না পড়া হয়। (তিরমিযী)

দ্রষ্টব্য ঃ এই হাদীসটি হযরত আলী ও হযরত ওমরের উক্তি হলেও এটা বিশুদ্ধ হাদীস হিসাবে গৃহীত। এ ধরনের হাদীস কে ইসলামী পরিভাষায় 'আছর' বলা হয়। উচ্চাঙ্গের সাহাবীদের, বিশেষতঃ খলীফাদের উক্তি আছার জাতীয় হাদীস গণ্য হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

# كِتَابُ الْبُيُوْعِ وَغَيْرِهَا

## কেনাবেচা সংক্রান্ত অধ্যায়

### اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْاِكْتِسَابِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهٖ

### কেনাবেচা, ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থোপার্জন এর ফযিলত

٩٣١- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكَرَبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : « مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَن يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ، وَإِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَغَيْرُهٗ، وَابْنُ مَاجَه، وَلَفْظُهٗ قَالَ : « مَاكَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَأَهْلِهٖ وَوَلَدِهٖ وَخَادِمِهٖ فَهُوَ صَدَقَةٌ ».

৯৩১। হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নিজ শ্রম দ্বারা উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম কোন খাবার কখনো খেতে পারেনি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজশ্রম দ্বারা উপার্জিত খাবার খেতেন। (বুখারী ও ইবনে মাজাহ)

ইবনে মাজার ভাষায় ঃ কোন ব্যক্তি নিজ শ্রম দ্বারা যা উপার্জন করে তার চেয়ে উত্তম উপার্জন আর নেই। কোন ব্যক্তি নিজের ওপর-নিজের পরিবার-পরিজনের ওপর, সন্তানদের ওপর ও চাকর-বাকরের ওপর যা ব্যয় করে, তা সদকার পর্যায়ভুক্ত।

٩٣٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهٗ فَقَالَ: « أَمَا فِىْ بَيْتِكَ شَىْءٌ ؟ » قَالَ : بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهٗ، وَنَبْسُطُ بَعْضَهٗ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ » قَالَ : « أَئْتِنِىْ بِهِمَا » فَأَتَاهُ بِهِمَا،

www.nagorikpathagar.org

فَأَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: « مَنْ يَشْتَرِيْ [مِنِّيْ] هٰذَيْنِ؟ » قَالَ رَجُلٌ: « أَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ » قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ؟ » مَرَّتَيْنِ، أَوْثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: « أَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ » فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، فَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: « اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلٰى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُوْمًا فَائْتِنِيْ بِهِ » فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: « اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَيَوْمًا » فَفَعَلَ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « هٰذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيْءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِيْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » اَلْحَدِيْثُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَتَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِى الْمَسْأَلَةِ.

৯৩২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রসূল (সা) এর কাছে এলো এবং কিছু সাহায্য চাইল। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমার বাড়ীতে কি কিছু নেই? সে বললো ঃ একটা কম্বল আছে, তার এক অংশ বিছিয়ে শুই এবং আরেক অংশ দিয়ে শরীর ঢাকি। আর একটা পানি পান করার পাত্র আছে, তা দিয়ে আমরা পানি পান করি। রসূল (সা) বললেন ঃ ঐ দুটো জিনিস আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটা তার কম্বল ও পানপাত্রটা নিয়ে এল। রসূল (সা) ঐ দুটো হাতে নিলেন। তারপর উপস্থিত সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আমার কাছ থেকে এই দুটো জিনিস কে কিনবে? একজনে বললো ঃ আমি ঐ দুটোকে এক দিরহামে কিনবো। রসূল (সা) বললেন ঃ এক দিরহামের চেয়ে বেশী

www.nagorikpathagar.org

কে দিতে পারে? কথাটা তিনি দু'বার বা তিনবার বললেন। এক ব্যক্তি বললো ঃ আমি দুই দিরহামে কিনবো। রসূল (সা) ঐ ব্যক্তিকে জিনিস দুটো দিয়ে দিলেন। অতঃপর ঐ দুই দিরহাম সাহায্যপ্রার্থী আনসারীকে দিয়ে বললেনঃ এক দিরহাম দিয়ে কিছু খাবার কিনে তোমার পরিবারকে খেতে দিয়ে এস। আর এক দিরহাম দিয়ে একটা কুঠার কিনে আমার কাছে নিয়ে এস। লোকটা কুঠার কিনে নিয়ে এল। তারপর রসূল (সা) বললেন ঃ যাও, কাঠ কেটে এনে বিক্রি কর। পনেরো দিনের ভেতরে আমি যেন তোমাকে না দেখি। লোকটা তাঁর কথামত কাজ করলো। এরপর দশ দিরহাম উপার্জন করে সে একবার এল। এর কিছুটা দিয়ে সে একখণ্ড কাপড় কিনছে। রসূল (সা) তাকে বললেন দুনিয়ায় থাকাকালে তুমি মানুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়া অব্যাহত রাখলে তা কেয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে একটা কালো দাগ হয়ে বিরাজ করতো। এখন তুমি যে উপার্জন শুরু করলে, সেটা কেয়ামতের দিনের সেই অপমানের তুলনায় উত্তম। (আবুদ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী)

٩٣٣- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : « عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، خَلاَ الْمَسْعُوْدِيِّ فَإِنَّهُ اخْتَلَطَ، وَاخْتُلِفَ فِى الْاِحْتِجَاجِ بِهِ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ فِى الْمُتَابِعَاتِ.

৯৩৩। হযরত রাফে বিন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে রসূল, কোন্ উপার্জনটা ভালো। রসূল (সা) বললেন ঃ নিজের শ্রম দ্বারা উপার্জন এবং যে কোন সৎ ব্যবসায়। (আহমাদ, বাযযার

٩٣٤- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، لَوْ كَانَ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى وَلَدِهِ

www.nagorikpathagar.org

صِغَارًا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيْرَيْنِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى نَفْسِهٖ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهٗ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

৯৩৪। হযরত কাব বিন আজারা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূল (সা) এর কাছ দিয়ে চলে গেল। সাহাবীগন তার ভেতরে ভীষণ ব্যস্ততা ও কর্ম ক্ষমতা লক্ষ্য করলেন। তার বললেন ঃ এই ব্যস্ততা ও কর্মক্ষমতা যদি আল্লাহর পথে ব্যয়িত হতো (অর্থাৎ নিজের সাংসারিক স্বার্থে না হয়ে ইসলামের স্বার্থে ব্যয়িত হতো) তাহলে কতই না ভালো হতো। রসূল (সা) বললেন ঃ সে যদি তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্য চেষ্টা-সাধনায় ব্যস্ত থেকে থাকে, তাহলে সে আল্লাহর পথেই তৎপর রয়েছে। আর যদি বৃদ্ধ মা-বাবার জন্য ব্যস্ত থেকে থাকে, তাহলেও সে আল্লাহর পথেই তৎপর রয়েছে। আর যদি নিজেকে হারাম থেকে দূরে রাখার জন্য এরূপ ব্যস্ত থেকে থাকে, তাহলেও সে আল্লাহর পথে আছে। আর যদি মানুষকে দেখানো ও সমাজে নিজের গর্ব জাহির করার জন্য ব্যস্ত থেকে থাকে, তাহলে সে শয়তানের পথে আছে। (তাবরানী) অর্থাৎ নিজের ও পরিবারের সচ্ছলতার জন্য হালাল অর্থ উপার্জনের চেষ্টা-সাধনাও এবাদাতের আওতাভুক্ত।

٩٣٥- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৯৩৫। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে কোন মুমিন পেশাদার ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন। (তাবরানী ও বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْبُكُوْرِ فِىْ طَلَبِ الرِّزْقِ وَغَيْرِهٖ

## জীবিকা উপার্জনের জন্য সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে পড়তে উৎসাহ প্রদান

٩٣٦- عَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً- أَوْ جَيْشًا- بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ؛ فَأَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهُ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهٖ.

৯৩৬। হযরত সাখর বিন ওয়াদায়া আল গামেদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ, আমার উম্মাতের প্রাতঃকালীন কাজে বরকত দিও। তিনি যখন কোন বড় বা ছোট সেনাদল অভিযানে পাঠাতেন, দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। সাখর একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তার বাণিজ্যিক কাফেলাকে দিনের প্রথমভাগে পাঠাতেন। এতে তিনি লাভবান হন ও সম্পদশালী হন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

٩٣٧- وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَوْمُ الصُّبْحَةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৯৩৭। হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সকাল বেলার ঘুম জীবিকা আগমনে বাধা দেয়। (আহমাদ ও বাইহাকী) অর্থাৎ আলসেমী করে অনেক বেলা হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটানো। রাত জেগে জীবিকা উপার্জনের কাজ করা বা এবাদাত করার কারণে ফজরের নামাযের পর ঘুমানো এই হাদীসের আলোকে আপত্তিকর বা ক্ষতিকর নয়। -অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

٩٣٨- وَرَوَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَرَّبِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ مُتَصَبِّحَةٌ، فَحَرَّكَنِيْ بِرِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ : «يَا بُنَيَّةُ قُوْمِي اشْهَدِيْ رِزْقَ رَبِّكَ، وَلاَتَكُوْنِيْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَىٰ طُلُوْعِ الشَّمْسِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৯৩৮। হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ (সা) বর্ণনা করেন। আমি সকাল হয়ে যাওয়ার পরও ঘুমিয়ে আছি এমন অবস্থায় রসূল (সা) আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় পা দিয়ে নাড়া দিলেন এবং বললেন, হে আমার মেয়ে ওঠো, তোমার প্রতিপালকের জীবিকা অন্বেষণ কর এবং অলস হয়ো না। মনে রেখ, আল্লাহ তায়ালা ফজর শুরু হওয়া থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করেন। (বাইহাকী)

٩٣٩- وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ.

৯৩৯। হযরত আলী থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) সূর্যোদয়ের আগে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى
## فِى الْأَسْوَاقِ وَمَوَاطِنِ الْغَفْلَةِ

## বাজার ও অন্যান্য কর্মব্যস্ত জায়গায় আল্লাহর যিকির প্রসঙ্গে

٩٤٠- عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ : لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَاعَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৯৪০। যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে পড়বেঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ইউহয়ী ওয়া ইউমিতু ওয়াহুয়া হাইয়্যু লা ইয়ামুতু, বিয়াদিহিল খাইর। ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইন কাদীর আল্লাহ্ তার জন্য দশ লক্ষ সওয়াব লেখেন, তার দশ লক্ষ গুনাহ মোচন করেন এবং তার মর্যাদা দশ লক্ষ ধাপ উন্নীত করেন। (তিরমিযী)

٩٤١- وَرُوِىَ عَنْ عِصْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ سُبْحَةُ الْحَدِيْثِ، وَأَبْغَضُ الْأَعْمَلِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَلتَّحْرِيْفُ » فَقُلْنَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا سُبْحَةُ الْحَدِيْثِ؟ قَالَ : « يَكُوْنُ الْقَوْمُ يَتَحَدَّثُوْنَ، وَالرَّجُلُ يُسَبِّحُ » قُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا التَّحْرِيْفُ؟ قَالَ : « اَلْقَوْمُ يَكُوْنُوْنَ بِخَيْرٍ، فَيَسْأَلُهُمْ الْجَارُ وَالصَّاحِبُ، فَيَقُوْلُوْنَ : نَحْنُ بِشَرٍّ » رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ

www.nagorikpathagar.org

৯৪১। হযরত ইসমাতা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হলো 'সুবহাতুল হাদীস'। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণীত কাজ হলো বিকৃত করা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে রসূল 'সুবহাতুল হাদীস' কী? তিনি বললেন ঃ আশেপাশের লোকজন কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকাকালে তাসবীহ পড়া। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে রসূল, বিকৃত করা দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি ভালো আছে অথচ তার প্রতিবেশী বা সহকর্মী তাকে জিজ্ঞেস করলে বলে, আমরা খুবই খারাপ অবস্থায় আছি। একেই বলে বিকৃত করা। (তাবরানী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْاِقْتِصَادِ فِىْ طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْإِجْمَالِ فِيْهِ وَمَا جَاءَ فِىْ ذَمِّ الْحِرْصِ، وَحُبِّ الْمَالِ

## জীবিকা উপার্জনে ভারসাম্য রক্ষা করা ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন

٩٤٢- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللّٰهَ، وَأَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَوْ فِىَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ، خُذُوْا مَاحَلَّ، وَدَعُوْا مَا حَرُمَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْحَاكِمُ.

৯৪২। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেনঃ হে মানুষ, আল্লাহকে ভয় কর এবং জীবিকা অন্বেষণে সুন্দর পন্থা অবলম্বন কর। মনে রেখ, কোন মানুষ তার জন্য বরাদ্দকৃত জীবিকা পুরোপুরিভাবে উপার্জন না করে কখনো মারা যাবে না। যদিও কিছুটা বিলম্বিত হয়। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় জীবিকা উপার্জন কর। শুধু হালাল জিনিস উপার্জন ও হারাম জিনিস পরিহার কর। (ইবনে মাজাহ ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٩٤٣- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلاَ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَلاَ يَسْتَبْطِئَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ؛ فَإِنَّ جِبْرَئِيْلَ أَلْقَى فِيْ رُوْعِيْ أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ - أَيُّهَا النَّاسُ - وَأَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ، فَإِنِ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ فَلاَ يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَتِهِ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

৯৪৩। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ এমন কোন কাজ নেই, যা বেহেশতের নিকটবর্তী করে অথচ আমি তা তোমাদেরকে করতে আদেশ দেইনি। আর এমন কোন কাজ নেই, যা দোজখের নিকটবর্তী করে, অথচ আমি তা করতে তেমাদেরকে নিষেধ করিনি। কাজেই তোমরা কখনো মনে করো না তোমাদের জীবিকা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। জিবরীল আমার হৃদয়ে এ কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, কোন মানুষ তার জন্য বরাদ্দকৃত জীবিকা সম্পূর্ণ ভোগ না করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে না। অতএব, হে মানব জাতি, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জীবিকা অন্বেষণে ভালো পথ অবলম্বন কর। কেউ যদি মনে কর জীবিকা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে, তা হলে আল্লাহর নাফরমানী হয়, এমন উপায়ে তা উপার্জন করো না। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ তার নাফরমানী দ্বারা পাওয়া যায় না। (হাকেম)

٩٤٤- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوْكَ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ مَا آمُرُكُمْ إِلاَّ بِمَا أَمَرَكُمُ اللّٰهُ [بِهِ]، وَلاَ أَنْهَاكُمْ إِلاَّ عَمَّا نَهَاكُمُ اللّٰهُ عَنْهُ، فَأَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ، فَوَ الَّذِيْ نَفْسُ أَبِى الْقَاسِمِ

www.nagorikpathagar.org

بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَطْلُبُهُ رِزْقُهُ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ، فَإِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ [مِنْهُ] فَاطْلُبُوهُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.

৯৪৪। হযরত হাসান বিন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) তবুক অভিযানের দিন মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন ঃ হে জনমণ্ডলী, আল্লাহ তোমাদেরকে যা করতে আদেশ দিয়েছেন আমি শুধু তাই করতে আদেশ দেই। আর আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন, আমি শুধু তাই নিষেধ করি। অতএব, সুন্দর পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। মুহাম্মাদের জীবন যার হাতে নিবদ্ধ, সেই আল্লাহর কসম, প্রত্যেক মানুষকে তার মৃত্যু যেমন খোঁজে তেমনি তার জীবিকাও তাকে খোঁজে। আর যদি জীবিকা উপার্জন কঠিন মনে হয়, তবে আল্লাহর হুকুম মেনে নিয়েই যেন তা খোঁজা হয়। (তাবরানী)

٩٤٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ صَبَاحٍ يَعْلَمُ مَلَكٌ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَا يَصْنَعُ اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ رِزْقُهُ، فَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ [عَلَى] أَنْ يَصُدُّوْا عَنْهُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ مَا اسْتَطَاعُوْا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

৯৪৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন ফেরেশতা নেই যে, আল্লাহ তায়ালা কোন দিন কি তৈরী করবেন, তা সকাল বেলাই জেনে ফেলবে। প্রত্যেক বান্দার জন্য তার জীবিকা বরাদ্দ রয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ও জ্বিন যদি তাকে তার জীবীকা থেকে বঞ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবুও তা করতে পারবে না। (তাবরানী)

٩٤٦- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ » قَطُّ إِلَّا بُعِثَ

www.nagorikpathagar.org

بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوْا إِلٰى رَبِّكُمْ، فَإِنَّ مَاقَلَّ وَكَفٰى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهٰى، وَلاَ آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

৯৪৬। হযরত আবুদ দারদা। (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যখনই সূর্য ওঠে, দু'জন ফেরেশতা তার দু'পাশে প্রেরিত হয় এবং তারা জ্বিন ও মানুষ ছাড়া আর সমস্ত সৃষ্টি জগতকে শুনিয়ে বলে থাকে ঃ হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে এস, কেননা যা পরিমাণে কম কিন্তু মৌলিক প্রয়োজন মেটায় , তা যা পরিমানে বেশী অথচ মানুষকে আলস ও উদাসীন করে দেয়, তার চেয়ে ভালো। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তা দু'পাশে দু'জন ফেরেশতাকে পাঠানো হয়। তারা মানুষ ও জ্বিন ছাড়া আর সবাইকে শুনিয়ে বলে ঃ হে আল্লাহ, যে দান করে, তাকে আরো সম্পদ দান কর। আর যে কৃপণতা করে তার সম্পদ বিনষ্ট করে দাও। (আহমাদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

٩٤٧- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِيْ » رَوَاهُ أَبُوْ عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا.

৯৪৭। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে গোপন যিকির। আর সর্বোত্তম জীবিকা হলো, যা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে। (আবু আওয়ানা ও ইবনে হাব্বান)

٩٤٨- وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الدُّنْيَا

www.nagorikpathagar.org

فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ أَعْطَى الذِّلَّةَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

৯৪৮। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়া নিয়েই ভাবে আল্লাহ তায়ালা তার কোন অভাবই পুরণ করবেন না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের সামষ্টিক ব্যাপারকে গুরুত্ব দেয় না, সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের অপমান নিজেই ডেকে আনে, সে আমাদের কেউ নয়। (তাবরানী)

٩٤٩- وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ : جُمُوْدُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَطُوْلُ الْأَمَلِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا » رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَغَيْرُهُ.

৯৪৯। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ চারটে জিনিস দুর্ভাগ্যের কারণ ঃ দূরদৃষ্টি না থাকা, অন্তরে স্নেহ-মমতা না থাকা, লম্বা লম্বা আশা ও দুনিয়ার মোহ। (বাযযার)

٩٥٠- وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَاتُرْضِيَنَّ أَحَدًا بِسَخَطِ اللّٰهِ، وَلَا تَحْمَدَنَّ أَحَدًا عَلَى فَضْلِ اللّٰهِ، وَلَا تَذُمَّنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ، فَإِنَّ رِزْقَ اللّٰهِ لَا يَسُوْقُهُ إِلَيْكَ حِرْصُ حَرِيْصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ عَنْكَ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ، وَإِنَّ اللّٰهَ بِقِسْطِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ، وَالْفَرَجَ فِي الرِّضَا وَالْيَقِيْنِ، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي السَّخَطِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ.

৯৫০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কাউকে সন্তুষ্ট করো না। আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে অন্য কারো প্রশংসা করো না। আল্লাহ তোমাকে যা দেননি, তার জন্য কারো নিন্দা করো না। কেননা কারো লোভের কারণে জীবিকা আগমন ত্বরান্বিত হয় না। কারো অপছন্দের কারণে তা প্রত্যাহৃত হয় না। আল্লাহ তায়ালা নিজ ন্যায়বিচারের গুণেই দৃঢ় প্রত্যয় ও সন্তোষের ভেতরে তার রহমত ও শান্তি নিহিত রেখেছেন এবং অসন্তোষের মধ্যে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা নিহিত রেখেছেন। (তাবরানী)

٩٥١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلٰى حُبِّ اثْنَتَيْنِ. حُبِّ الْعَيْشِ- أَوْ قَالَ طُوْلِ الْحَيَاةِ- وَحُبِّ الْمَالِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «طُوْلِ الْحَيَاةِ، وَكَثْرَةِ الْمَالِ».

৯৫১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ বৃদ্ধ মানুষের মন দুটো জিনিসের কারণে যৌবন প্রাপ্ত হয় ঃ দীর্ঘ জীবনের আশা ও ধন-সম্পদের মোহ। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

٩٥٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا بْتَغٰى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

৯৫২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তানের যদি দুটো হ্রদের সমান ধন সম্পদ থাকতে, তবে সে তৃতীয় আরেক হ্রদের সমান সম্পদ চাইতো। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছুতে ভরবেনা। তবে যে তওবা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটার মর্ম এই যে, পার্থিব সম্পদের প্রতি মানুষের লোভ সীমাহীন। কিন্তু লোভ করলেই তা যত চাওয়া হয় তত পাওয়া যায় না। আল্লাহ যার জন্য যতটা

www.nagorikpathagar.org

বরাদ্দ রেখেছেন, ততটাই সে পায়। কিন্তু আখেরাতে সম্পদ মানুষ ইচ্ছা করলে ও চেষ্টা করলে যত চায় ততই অর্জন করতে পারে। অধিকন্তু গুনাহর কারণে যেটুকু কমতি তাকে, তওবা করলেই তা পূরণ হয়ে যায়।

৯৫৩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يُجَاءُ بِابْنِ اٰدَمَ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ: أَعْطَيْتُكَ، وَخَوَّلْتُكَ، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُوْلُ: يَارَبِّ جَمَعْتُهُ، وَثَمَّرْتُهُ، فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِيْ آتِكَ بِهِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ: أَرِنِيْ مَا قَدَّمْتَ، فَيَقُوْلُ: يَارَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ، فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِيْ آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا، فَيُمْضٰى بِهِ إِلَى النَّارِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯৫৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ জনৈক আদম সন্তানকে আল্লাহর সামনে এনে দাঁড় করানো হবে। তখন তাকে দেখে মনে হবে, যেন একটা ভেড়ার বাচ্চা। (অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত ও বিনীত) আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন, আমি তোমাকে সম্পদ দিয়েছি, ক্ষমতা দিয়েছি ও অনুগ্রহ করেছি। তুমি তা দিয়ে কী করেছ? সে বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমি ওগুলো জমা করেছি। বিনিয়োগ করেছি, অতঃপর যা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী বানিয়ে রেখে এসেছি। এখন আমাকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠান। সমস্ত সম্পদ আপনার কাছে নিয়ে আসি। আল্লাহ বলবেন ঃ আমাকে দেখাও তো, তুমি ওগুলোর মধ্যে থেকে কতটুকু পরকালের জন্য পাঠিয়েছ? ঐ আদম সন্তান বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমি ওগুলোকে জমা করেছি, বিনিয়োগ করেছি, তারপর যা ছিল তার চেয়ে বেশী বানিয়ে রেখি এসেছি। আমাকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠান, ওগুলো আপনার কাছে নিয়ে আসি। (অর্থাৎ আল্লাহর পথে দান করে আসি।) যখন প্রমাণিত হবে, সে কিছুই আখেরাতের জন্য পাঠায়নি, তখন তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ طَلَبِ الْحَلَالِ، وَالْأَكْلِ مِنْهُ وَالتَّرْهِيْبُ مِنْ اِكْتِسَابِ الْحَرَامِ، وَأَكْلِهِ، وَلُبْسِهِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ

## হালাল উপার্জনে উৎসাহ প্রদান ও হারাম উপার্জন থেকে সতর্কীকরণ

٩٥٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللّٰهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَاعْمَلُوْا صَالِحًا؛ إِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ) وَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَارَبِّ يَارَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ، فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ؟ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ

৯৫৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তায়ালা রসূলদেরকে যা আদেশ দিয়েছে, মোমেনদেরকেও তাই আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ হে রসূলগণ, তোমরা পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ কর। তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। (মুমিনুন, আয়াত-৫১) তিনি আরো বলেছেন ঃ হে মুমিনগণ আমার দেয়া পবিত্র জীবিকা থেকে খাদ্য গ্রহণ কর। (সূরা বাকারা, আয়াত -১৭২) এরপর পুনরায় সেই প্রসঙ্গ তুলে রসূল (সা) বললেন ঃ সে যেন দীর্ঘ সফর থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছে। তার চুল এলোমেলা ও দেহ ধুলি মাখানো। সে তার দু'হাত উঁচু করে বলে “হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু” অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা  পান করে তা হারাম, যা সে পরে তা হারাম, এবং তার গোটা দেহই হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত। কাজেই তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে? (মুসলিম, তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

٩٥٥- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْشَاءَ اللّٰهُ.

৯৫৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা)বলেছেন ঃ হালাল জীবিকা সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজেব। (তাবরানী)

٩٥٦- وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৯৫৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হালাল জীবিকা সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। (তাবরানী, বাইহাকী))

٩٥٧- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِيْ سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ» قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا فِيْ أُمَّتِكَ الْيَوْمَ كَثِيْرٌ؟ قَالَ: «وَسَيَكُوْنُ فِيْ قُرُوْنٍ بَعْدِيْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৯৫৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল খায়, সুন্নাতের অনুসরণ করে, এবং মানুষ তার কষ্টদায়ক আচরণ থেকে নিরাপদ থাকে, সে বেহেশতে যাবে। লোকেরা বললো ঃ হে রসূল, আপনার উম্মাতের মধ্যে এই গুণাবলীর অধিকারীর সংখ্যা অনেক। রসূল (সা) বললেন ঃ আমার পরবর্তী প্রজন্মগুলোতেও অনেক থাকবে। (তিরমিযী, হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٩٥٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيْثٍ، وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُمَا حَسَنٌ.

৯৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ চারটে গুণ এমন যে, ওগুলো তোমার ভেতরে থাকলে পৃথিবীর আর যত জিনিস থেকেই তুমি বঞ্চিত হও, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ, সত্য কথা বলা, সৎ চরিত্রবান হওয়া এবং হালাল খাবার খাওয়া। (আহাদ, তারবারী)

٩٥٩- وَعَنْ نَصِيْحٍ الْعَنَسِيِّ عَنْ رَكْبٍ الْمِصْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « طُوْبٰى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ، وَصَلَحَتْ سَرِيْرَتُهُ، وَكَرُمَتْ عَلاَنِيَتُهُ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، طُوْبٰى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِيْ حَدِيْثٍ يَأْتِيْ بِتَمَامِهِ فِى التَّوَاضُعِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

৯৫৯। হযরত নাসীহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যার উপার্জন হালাল, গোপন আচরণ ভালো, প্রকাশ্য আচরণ সন্মানজনক মানুষকে তার ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ রেখেছে, নিজের জ্ঞান অনুসারে কাজ করেছে, নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে, এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা বন্ধ রেখেছে। তার জন্য সুসাংবাদ। (তাবরানী)

٩٦٠- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُلِيَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَا

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا) فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِىْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ؛ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِىْ جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، وَ أَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الصَّغِيْرِ.

৯৬০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) এর সামনে "হে মানব জাতি, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র সম্পদ খাও" (সূরা বাকারা, ১৬৭) এ আয়াতটা পড়া হচ্ছিল, তখন হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বললেন ঃ আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করে। রসূল (সা) বললেন ঃ হে সাদ, তুমি হালাল খাবার খাও, তাহলে তোমার দোয়া কবুল হবে। আল্লাহর শপথ, কোন বান্দা এক লোকমা হারাম খাদ্য খেলে তার চল্লিশ দিনের এবাদত কবুল হয়না। আর কোন বান্দার শরীরে হারাম খাদ্য থেকে গোশত তৈরী হলে তার জন্য দোজখই উপযুক্ত স্থান। (তাবরানী)

٩٦١–وَرُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ؛ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِىْ بِأَشَدِّ شَىْءٍ فِىْ هٰذَا الدِّيْنِ وَأَلْيَنِهِ؟ فَقَالَ : « أَلْيَنُهُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَشَدُّهُ يَا أَخَا الْعَالِيَةِ : اَلْأَمَانَةُ، إِنَّهُ لاَدِيْنَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، وَلاَ زَكَاةَ لَهُ، يَا أَخَا الْعَالِيَةِ : إِنَّهُ مَنْ أَصَابَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ فَلَبِسَ مِنْهُ جِلْبَابًا– يَعْنِىْ قَمِيْصًا– لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ حَتّٰى يُنَحِّىَ ذٰلِكَ الْجِلْبَابَ عَنْهُ، إِنَّ

www.nagorikpathagar.org

اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ أَكْرَمُ وَأَجَلُّ- يَا أَخَا الْعَالِيَةِ- مِنْ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ رَجُلٍ أَوْصَلَاتَهُ وَعَلَيْهِ جِلْبَابٌ مِنْ حَرَامٍ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيْهِ نَكَارَةٌ.

৯৬১। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রসূল (সা) এর কাছে বসেছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ হে রসূল, ইসলামের সবচেয়ে কঠিন কাজ ও সবচেয়ে সহজ কাজ কী আমাকে জানান। রসূল (সা) বললেন ঃ সবচেয়ে সহজ কাজ হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল-এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া। আর সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো আমানত রক্ষা করা। যে আমানত রক্ষা করে না, তার ধর্ম নেই, নামায নেই ও যাকাত নেই। যে ব্যক্তি কোন হারাম মাল উপার্জন করে। অতঃপর তা দিয়ে কোন জামা তৈরী করে। তার নামায কবুল হবে না যতক্ষণ না, ঐ জামা শরীর থেকে খুলে ফেলা হয়। হারাম মাল থেকে তৈরী জামা পরিহিত ব্যক্তির নামায বা এবাদত কবুল করার চেয়ে আল্লাহর অবস্থান অনেক উর্ধ্বে। (বাযযার হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল, কিন্তু এর বক্তব্য অন্যান্য সহীহ্ হাদীস দ্বারা সমর্থিত বিধায় একে দুর্বল গণ্য করা যায় না। -অনুবাদক

٩٦٢-وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وِفِيْهِ دِرْهَمٌ مِنْ حَرَامٍ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ» قَالَ : ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِىْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ.

৯৬২। হযরত ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে কোন কাপড় কিনলো, এবং ঐ দশ দিরহামের মধ্যে একটা দিরহাম হারাম উপায়ে অর্জিত, আল্লাহ তার নামায কবুল করবেন না, যতক্ষণ তা তার শরীর থেকে সরিয়ে ফেলা না হয়। এরপর হযরত ইবনে উমার নিজের দুটো আঙ্গুল কানে ঢুকিয়ে বললেন, এ কথাটা আমি যদি রসূল (সা) এর কাছ থেকে না শুনে থাকি, তবে আমার দু'কান বধির হয়ে যাক। (আহমাদ)

www.nagorikpathagar.org

٩٦٣-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللّٰهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللّٰهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ، وَلاَ يُعْطِى الدِّيْنَ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ؛ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللّٰهُ الدِّيْنَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يُسْلِمُ - أَوْ لاَ يَسْلَمُ - عَبْدٌ حَتّٰى يُسْلِمَ أَوْ يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ، وَلاَ يُؤْمِنُ حَتّٰى يُؤْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » قَالُوْا: وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ : « غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ، وَلاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَا لاً حَرَامًا فَيَتَصَدَّقَ بِهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلاَ يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ، وَلاَ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلاَّ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ؛ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لاَ يَمْحُو السَّيِّىءَ بِالسَّيِّىءِ، وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّىءَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيْثَ لاَيَمْحُو الْخَبِيْثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

৯৬৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ যেমন তোমাদের ভেতরে তোমাদের জীবিকা বন্টন করেছেন, তেমনি তোমাদের চরিত্রও বণ্টন করছেন। আল্লাহ তায়ালা যাকে ভালোবাসেন, তাকেও দুনিয়ার সম্পদ দেন, আর যাকে ভালোবাসেন না, তাকেও দুনিয়ার সম্পদ দেন। কিন্তু দ্বীন কেবল তাকেই দেন যাকে ভালোবাসেন। যাকে তিনি দ্বীন দান করেছেন, তাকে তিনি ভালোবেসেছেন বুঝতে হবে। যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ। কোন বান্দা ততক্ষণ নিরাপদ হবে না, যতক্ষণ তার হৃদয় ও মন নির্ভেজাল না হয় অথবা কোন বান্দার মন ও জিভ যতক্ষণ আত্মসমর্পণ না করে ততক্ষণ সে মুক্তি পাবে না। যতক্ষণ কোন বান্দার 'বাওয়ায়েক' থেকে মানুষ নিরাপদ হবেনা, ততক্ষণ সে মুমিন হতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, বাওয়ায়েক কী? রসূল (সা) বললেন যুলুম অত্যাচর ও দুর্ব্যবহার। কোন বান্দা হারাম মাল উপার্জনের পর তা সদকা করে দিলে তা তার কাছ থেকে গৃহীত হবে না। আল্লাহর পথে ব্যয় করলেও তাতে কোন বরকত হবে না। আর হারাম মাল রেখে কেউ মারা গেলে তা হবে তার দোজখের সম্বল। আল্লাহ তায়ালা অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মোচন করেন না। ন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মোচন করেন। নোংরা জিনিস দিয়ে নোংরা জিনিসকে দূর করা যায় না। (আহমাদ)

www.nagorikpathagar.org

٩٦٤- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ ؟ قَالَ : « الْفَمُ، وَالْفَرْجُ » وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ : « تَقْوَى اللّٰهِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

৯৬৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন্ জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী দোজখে প্রবেশ করায়? তিনি বললেন ঃ মুখ ও লজ্জাস্থান। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশী বেহেশতে প্রবেশ করায়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ মুখ দ্বারা অন্যায় কথা বলা ও হারাম জিনিস পানাহার করা এবং লজ্জাস্থান দ্বারা ব্যভিচার বুঝানো হয়েছে। -অনুবাদক

٩٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِسْتَحْيُوا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ » قَالَ : قُلْنَا يَانَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيِيْ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ : « لَيْسَ ذٰلِكَ، وَلٰكِنْ اَلْإِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ : أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعٰى، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوٰى، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى، وَمَنْ أَرَادَ الْأٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯৬৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে যথার্থভাবে লজ্জা বোধ কর। হযরত আব্দুল্লাহ বলেন ঃ আমরা বললাম, হে আল্লাহর নবী, আমরা তো অবশ্যই লজ্জা বোধ করি। আর এ জন্য আল্লাহর প্রশংসা করি। রসূল (সা) বললেন ঃ ওটা নয়। আল্লাহর সামনে যথার্থভাবে লজ্জা বোধ করলে মস্তিষ্ককে ও মস্তিষ্ক যা ধারণ করে (অর্থাৎ চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তি) তাকে রক্ষা কর, (অর্থাৎ অপব্যবহার থেকে) পেটকে ও পেট

www.nagorikpathagar.org

যা ধারণ করে তাকে রক্ষা কর (অর্থাৎ হারাম খেয়োনা) এবং মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে স্মরণ কর। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে চায়, সে দুনিয়ার বিলাসিতা পরিহার করে। যে ব্যক্তি এ কাজগুলো করে, সে আল্লাহর সামনে যথার্থভাবে লজ্জাবোধ করে। (তিরমিযী)

٩٦٦- وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ؟ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ وَصَحَّحَهُ.

৯৬৬। হযরত মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছে ঃ কেয়ামতের দিন কোন বান্দা নিজের জায়গা থেকে এক পাও নড়তে পারবে না যতক্ষণ তাকে চারটে প্রশ্ন না করা হবে ঃ সে নিজের জীবন কিসের মধ্যে কাটিয়েছে? নিজের যৌবনকালকে কোথায় অতিবাহিত করেছে? নিজের ধনসম্পদকে কোথা থেকে উপার্জন ও কোথায় ব্যয় করেছে? নিজের জ্ঞান অনুসারে কী কাজ করেছে? (তিরমিযী ও বাইহাকী)

٩٦٧- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِحَرَامٍ » رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَبَعْضُ أَسَانِيدِهِمْ حَسَنٌ.

৯৬৭। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে শরীর হারাম খেয়ে পরিপুষ্ট হয় তা জান্নাতে যাবে না। (আবু ইয়ালা, বাযযার, তাবরানী ও বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

## التَّرْغِيْبُ فِى الْوَرَعِ، وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ وَمَايَحُوْكُ فِى الصُّدُوْرِ

### সন্দেহজনক জিনিস পরিত্যাগ করতে উৎসাহ প্রদান

٩٦٨- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ، كَالرَّاعِىْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَوَهِىَ الْقَلْبُ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَلَفْظُهُ : «اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذٰلِكَ أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَدْرِىْ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلاَلِ هِىَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ فَمَنْ تَرَكَهَا اِسْتَبْرَءَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ» وَأَبُوْ دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ، وَابْنُ مَاجَه.

৯৬৮। হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। এ দুটোর মাঝখানে রয়েছে কিছু সন্দেহজনক

www.nagorikpathagar.org

জিনিস, যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক জিনিসগুলো পরিহার করে, সে নিজের দ্বীন ও সম্মানকে বিপদমুক্ত করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়। সে হারামের মধ্যে পতিত হয়। সে ঐ রাখালের মত, যে বেড়ার পাশ দিয়ে পশু চারণ করে। ফলে সে তার পশুদের দ্বারা বেড়ার ভেতরের গাছপালা নষ্ট করতে পারে। সাবধান প্রত্যেক রাজার রাজ্যের সীমান্ত রেখা থাকে। মনে রেখ, আল্লাহর রাজ্যের সীমান্ত রেখা হলো তার নিষিদ্ধ কাজগুলো। মনে রেখ, শরীরের ভেতরে এক টুকরো গোশত রয়েছে, যা ভালো থাকলে গোটা শরীরই ভালো থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখ, গোশতের এই টুকরোটা হচ্ছে মন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) তিরমিযীর ভাষা এরূপ: হালাল সুস্পষ্ট, হারাম সুস্পষ্ট-আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে এমন সব সন্দেহজনক জিনিস, যার সম্পর্কে অনেকেই জানে না, ওগুলো হালাল, না হারাম। যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন ও সম্মানের নিরাপত্তার জন্য ওগুলোকে পরিত্যাগ করলো, সে বিপদমুক্ত হলো। আর যে ব্যক্তি কোন সন্দেজনক কাজে লিপ্ত হয়। সে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। যেমন সীমান্ত বেষ্টনীর পাশ দিয়ে যে ব্যক্তি পশু চারণ করে, তার পশু সীমান্তরেখার ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে। মনে রেখ, প্রত্যেক রাজার রাজ্যের সীমান্ত রেখা থাকে। আল্লাহর রাজ্যের সীমান্ত রেখা হলো তার নিষিদ্ধ কাজগুলো। (আবুদ দাউদও এ হাদীস অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাতেও এ হাদীস এসেছে)

٩٦٩- وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِيْ صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬৯। হযরত নাওয়াস ইবনে সাময়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ চরিত্রের সততাই হলো পুণ্য। আর যে জিনিস সম্পর্কে তোমার মনে সংকোচ বোধ হয় এবং যা লোকেরা জানুক এটা তুমি পছন্দ করো না, সেটাই পাপ। (মুসলিম)

٩٧٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ لِأَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخِرَاجَ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خِرَاجِهِ؛ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: أَتَدْرِيْ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ:

كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّىْ خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِىْ فَأَعْطَانِىْ لِذٰلِكَ هٰذَا الَّذِىْ أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُوْبَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِىْ بَطْنِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৯৭০। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর একজন গোলাম (ক্রিতদাস) ছিল। সে তার জন্য খারাজ উপার্জন করতো। আবু বকর (রা) তার খারাজ খেতেন। একদিন সে কিছু খাবার এন দিল। আবু বকর (রা) তা থেকে কিছু খেলেন। গোলাম তাঁকে বললোঃ আপনি কি জানেন এটা কী-আবু কবর (রা) বললেন ঃ কী ওটা? সে বললো আমি জাহেলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছিলাম। আসলে আমি বিশুদ্ধভাবে গণনা করতে পারতাম না। তাকে শুধু ধোঁকা দিয়েছিলাম। সে আমার সাথে দেখা করেছে এবং সেই কাজের বিনিময়ে এই খাবার জিনিস দিয়েছে, যা আপনি খেলেন। তখন আবু বকর (রা) নিজের গলার ভেতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে সবকিছু বের করে দিলেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ তৎকালে কোন কোন মনিব তার গোলামকে স্বাধীনভাবে উপার্জন করার অনুমতি দিত এবং তার উপার্জিত অর্থের একটা অংশ নিজে গ্রহণ করতো ও বাকীটা গোলাম নিজের জন্য রেখে দিত। মনিবের গৃহীত অংশটাকে খারাজ বলা হতো।- গ্রন্থকার

٩٧١- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِثْمُ؟ قَالَ «إِذَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ» قَالَ : فَمَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ : «إِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

৯৭১। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ পাপ কী? তিনি বললেন ঃ যখন কোন কাজ করতে তোমার মনে সংকোচ বোধ হয়, তখন তা বাদ দাও। (অর্থাৎ ওটাই পাপ) সে বললো ঃ ঈমান কী? তিনি বললেন ঃ তোমার মন্দ কাজ যখন তোমাকে দুঃখিত করে এবং তোমার ভালো কাজ তোমাকে আনন্দিত করে, তখন (বুঝবে) তুমি ঈমানদার। (আহমাদ)

www.nagorikpathagar.org

٩٧٢- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ اِسْتَوْجَبَ الثَّوَابَ، وَاسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ : خُلُقٌ يَعِيْشُ بِهِ فِى النَّاسِ، وَوَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ، وَحِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

৯৭২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যার ভেতরে তিনটে গুণ থাকবে, সে সওয়াব পাওয়ার যোগ্য হবে এবং নিজের ঈমানকে পূর্ণ করতে পারবে ঃ সৎ চরিত্র, যা নিয়ে সে মানব সমাজে বসবাস করতে পারে। আত্মসংযম, যা তাকে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত রাখে এবং ধৈর্য, যা দ্বারা সে অজ্ঞ .লোকদের অজ্ঞতাপ্রসূত আচরণ প্রতিহত করতে পারে। (বাযযার)

٩٧٣- وَرُوِىَ عَنْ وَاثِلَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الزُّهْدِ الْكَبِيْرِ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِىِّ بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

৯৭৩। হযরত আবু হুরাউরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তুমি সংযমী হও, তাহলে সবার চেয়ে বড় এবাদাতকারী হতে পারবে। তোমার যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, তাহলে সবার চেয়ে বড় শোকর আদায়কারী হতে পারবে। নিজের জন্য যা ভালোবাস অন্যদের জন্যও তাই ভালোবাস, তাহলে তুমি যথার্থ ঈমানদার হতে পারবে। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তুমি যথার্থ মুসলমান হতে পারবে। আর তুমি হাসি কমাও, কেননা বেশী হাসি মনকে নির্জীব করে দেয়। (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

٩٧٤- وَرُوِىَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارِ الْغُطْفَانِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاخْتَالَ، وَنَسِىَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، وَبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ بِالشُّبُهَاتِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهُ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغْبَتُهُ تُذِلُّهُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯৭৪। হযরত নুয়াইম ইবনে হাম্মার আল গাতাফানী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ বড়ই নিকৃষ্ট সেই বান্দা, যে অহংকার করে ও স্বেচ্ছাচারী হয়, এবং যিনি সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মহান, তাকে ভুলে যায়। বড়ই নিকৃষ্ট সেই বান্দা, যে দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়াকে বেছে নেয়। বড়ই নিকৃষ্ট সেই বান্দা, যে সন্দেহজনক জিনিসকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে নেয়। বড়ই নিকৃষ্ট সেই বান্দা, যার প্রবৃত্তি তাকে বিপথগামী করে। বড়ই নিকৃষ্ট সেই বান্দা, যার কামনা-বাসনা তার অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (তাবরানী ও তিরমিযী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى السَّمَاحَةِ فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَحُسْنِ التَّقَاضِىْ وَالْقَضَاءِ

## ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহারে নমনীয়তা প্রদর্শনের ফযীলত

٩٧٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرٰى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضٰى » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৯৭৫। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই বান্দার ওপর করুণা বর্ষণ করুন, যে বিক্রয় করার সময় নমনীয়তা

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শন করে, ক্রয় করার সময় নমনীয়তা প্রদর্শন করে এবং পাওনা আদায় করার সময়ও নমনীয়তা প্রদর্শন করে। (বুখারী, ইবনে মাজাহ) অর্থাৎ অপর পক্ষের অসুবিধা দেখলে তাকে ছাড় দেয় যেমন সময় বাড়িয়ে দেয়, অথবা ঋণের অংশ বিশেষ বা পুরাটা মাফ করে দেয় অথবা ক্রীত বা বিক্রিত জিনিস ফেরত দিতে বা নিতে চাইলে অপর পক্ষ তাতে সম্মত হয় অথবা অন্য কোনভাবে প্রতিপক্ষকে ছাড় দেয়। অনুবাদক

٩٧٦–وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ عَلَىٰ كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِيْ الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَزَادَ : «لَيِّنٍ» وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৯৭৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদেরকে কি আমি জানাবো না কে দোজখের জন্য হারাম এবং কার জন্য দোজখ হারাম? প্রত্যেক উদার, অমায়িক ও নমনীয় ব্যক্তির জন্য। (তিরমিযী ও তাবরানী) তাবরানীতে আরো একটা শব্দ বাড়ানো হয়েছে। সেটা হচ্ছে, 'বিনয়ী'

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ إِقَالَةِ النَّادِمِ

## অনুতপ্ত ব্যক্তির ক্রয় বা বিক্রয় বাতিল করার আবেদন মঞ্জুর করার ফযীলত

٩٧٧– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.

www.nagorikpathagar.org

৯৭৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে তার ক্রয় বা বিক্রয় প্রত্যাহার বা বাতিল করার সুযোগ দেয়, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তার দোষ-ক্রটি ক্ষমা করে দেবেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ بَخْسِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

## মাপে ও ওযনে ঠকানোর ভয়াবহ পরিণাম

٩٧٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : « لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ كَانُوْا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: « وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ » فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذٰلِكَ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৯৭৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন রসূল (সা) মদিনায় গেলেন, তখন মদিনাবাসী মাপে ঠকানোর ব্যাপারে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন "যারা মাপে ও ওযনে ঠকায়, তাদের সর্বনাশ হোক"। এরপর তারা মাপ ও ওযন ঠিক মত দিতে লাগলো। (ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান ও বাইহাকী)

٩٧٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ، خَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ : لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ أَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ، وَشِدَّةِ الْمَئُوْنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِم، وَلَمْ يَمْنَعُوْا

www.nagorikpathagar.org

زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا، وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللّٰهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوْا بَعْضَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ، وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَيَتَخَيَّرُوْا فِيْمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْبَزَّارُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ، وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ بِنَحْوِهِ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَفْظُهُ قَالَ: «مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِيْ قَوْمٍ إِلاَّ أَلْقَى اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِهِمِ الرُّعْبَ، وَلاَ فَشَاالزِّنَا فِيْ قَوْمٍ إِلاَّ كَثُرَ فِيْهِمِ الْمَوْتُ، وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ قَطَعَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الرِّزْقَ، وَلاَ حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ فَشَافِيْهِمِ الدَّمُ، وَلاَ خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّسَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ» وَرَفَعَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৯৭৯। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে মোহাজেরগণ, পাঁচটা দোষ থেকে আত্মরক্ষা কর। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, যেন তোমরা এগুলোতে জড়িত না হও। কোন জাতির মধ্যে যদি ব্যভিচার এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, অনেকে তা প্রকাশ্যে করতে শুরু করে, তবে তাদের ভেতরে প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে এবং এমন সব রোগ ছড়িয়ে পড়বে যা তাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে ছিল না। তারা যদি মাপে ও ওযনে মানুষকে ঠকায়, তবে তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে। তাদের জীবন যাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে এবং শাসকদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর যুলুম-নির্যাতন বেড়ে যাবে। তারা যদি তাদের সম্পদের যাকাত দেয়া বন্ধ করে, তবে তাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টিনামা বন্ধ হয়ে যাবে। পশুপাখী না থাকলে তাদেরকে একটুও বৃষ্টি দেয়া হতো না। তারা যদি আল্লাহ ও তার রসূলের

www.nagorikpathagar.org

সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর বিজাতীয় শত্রুকে চাপিয়ে দেবেন, এবং সেই শত্রু তাদের কিছু সম্পত্তি কেড়ে নেবে। তাদের শাসকরা যদি তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসারে শাসন না করে, বরং স্বেচ্ছাচারিতা ও মনগড়া বিধান অনুসারে শাসন করে। তবে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে কলহ, কোন্দল অনৈক্য ও যুদ্ধবিগ্রহ বাধিঁয়ে দেবেন। (ইবনে মাজাহ, বাযযার, বায়হাকী ও হাকেম) ইমাম মালেকের বর্ণনায় বলা হয়েছে, কোন জাতির ভেতরে চুরি, খেয়ানত, ও আত্মসাতের প্রবণতা দেখা দিলে আল্লাহ তাদেরকে কাপুরুষতা ও ভীরুতায় আক্রান্ত করবেন, ব্যভিচার বেড়ে গেলে মৃত্যুর সংখ্যা ব্যাপক হয়ে পড়বে, মাপে ও ওযনে কম দিলে আল্লাহ তাদের জীবিকা খাটো করে দেবেন, কোন জাতি অন্যায়ভাবে দেশ শাসন করলে তাদের ভেতরে রক্তপাত বেড়ে যাবে এবং কোন জাতির মধ্যে ওয়াদা ভঙ্গ করার প্রবণতা দেখা দিলে তাদের ওপর তাদের শত্রুকে প্রবল করে দেবেন। (তাবরানী)

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْغِشِّ

## وَالتَّرْغِيْبُ فِى النَّصِيْحَةِ فِى الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ

## ধোঁকাবাজির অশুভ পরিণাম

٩٨٠- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ : « مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ » قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : « أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِىُّ.

৯৮০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) একদিন বাজারে একটা খাদ্যশস্যের স্তূপের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এতে তার আঙ্গুল ভিজে গেল। তিনি বললেন ঃ ওহে খাদ্য শস্যের মালিক, এটা কী ? সে বললো, হে রসূল, ওতে বৃষ্টির পানি পড়েছে। রসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে ওটাকে ওপরে রাখলে না কেন? তাহলে তো লোকেরা তা দেখতে পেত। যে

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি ও ছল চাতুরি করে, সে আমাদের কেউ নয়। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

٩٨١- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ [عَلَيْنَا] رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّوْقِ، فَرَأَى طَعَامًا مُصَبَّرًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَأَخْرَجَ طَعَامًا رَطْبًا قَدْ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : « مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا ؟ » قَالَ : وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَطَعَامٌ وَاحِدٌ » قَالَ : أَفَلَا عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلَى حِدَتِهِ وَالْيَابِسَ عَلَى حِدَتِهِ فَتَتَبَايَعُوْنَ مَا تَعْرِفُوْنَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

৯৮১। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ একবার রসূল (সা) বাজারে বেরিয়ে গেলেন। সেখানে খাদ্যশস্যের একটা স্তূপ দেখলেন। তিনি তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। হাত দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা কিছু খাদ্যশস্য বের করে আনলেন। তিনি ঐ খাদ্যশস্যের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এ কাজ কেন করলে? সে বললো ঃ যে আল্লাহ আপনাকে সত্য বিধান সহকারে পাঠিয়েছেন তার শপথ, ওগুলো একই খাদ্যশস্য। রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি শুকনোগুলো আলাদা ও ভিজেগুলো আলাদা রাখলেন না কেন, তাহলে তোমরা কী জিনিস বেচাকেনা করছ, তা তোমরা জানতে পারবে। যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তাবরানী)

٩٨٢- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِذَا بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِىِّ مَوْقُوْفٌ عَلَى عُقْبَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ.

www.nagorikpathagar.org

৯৮২। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। কোন মুসলমান যদি তার ভাই এর কাছে কোন ত্রুটিযুক্তি জিনিস বিক্রি করে, তাহলে সেই ত্রুটি জানিয়ে বিক্রি না করলে বিক্রি বৈধ হবে না। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, তাবরানী, হাকেম)

٩٨٣- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ لاَ يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِإِمَامِهِ، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ.

৯৮৩। হযরত হুযায়ফা ইবনল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের হাল হাকীকত কে গুরুত্ব দেয় না, সে তাদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ, আল্লাহর রসূল, তাঁর কিতাব, তার নেতা, ও সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে না, সে তাদের দলভুক্ত নয়। (তাবরানী)

٩٨٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَلَفْظُهُ: « لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتّٰى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

৯৮৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি ততক্ষণ যথার্থ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবে না। (বুখারী, মুসলিম) ইবনে হাব্বানের বর্ণনার ভাষণ এরূপ কোন বান্দা প্রকৃত ঈমানের অধিকারী হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্য সকলের জন্য তা পছন্দ করবেনা।

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْاِحْتِكَارِ

## গোলাজাত করার ভয়াবহ পরিনাম

٩٨٥- وَعَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ يَحْيَى الْمَكِّيِّ عَنْ فَرُّوْخَ مَوْلَى عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ طَعَامًا أُلْقِيَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَهُوَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ : مَا هٰذَا الطَّعَامُ؟ فَقَالُوْا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا، أَوْعَلَيْنَا، فَقَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهِ وَفِيْمَنْ جَلَبَهُ إِلَيْنَا أَوْ عَلَيْنَا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الَّذِيْنَ مَعَهُ يَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ : قَدِ احْتُكِرَ، قَالَ : وَمَنْ اِحْتَكَرَهُ؟ قَالُوْا: اِحْتَكَرَهُ فَرُّوْخٌ، وَفُلاَنٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَأَتَيَاهُ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكُمَا عَلَى اِحْتِكَارِ كُمَا طَعَامَ الْمُسْلِمِيْنَ؟ قَالُوْا : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، نَشْتَرِيْ بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيْعُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلاَسِ » فَقَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ فَرُّوْخٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَإِنِّيْ أُعَاهِدُ اللّٰهَ وَأُعَاهِدُكَ أَنْ لاَ أَعُوْدَ فِيْ اِحْتِكَارِ طَعَامٍ أَبَدًا، فَتَحَوَّلَ إِلَى مِصْرَ، وَأَمَّا مَوْلَى عُمَرَ فَقَالَ : نَشْتَرِيْ بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيْعُ، فَزَعَمَ أَبُوْ يَحْيَى أَنَّهُ رَأَى مَوْلَى عُمَرَ مَجْذُوْمًا مَشْدُوْخًا » رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ هٰكَذَا، وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ.

www.nagorikpathagar.org

৯৮৫। হযরত উসমান বিন আফফানের স্বাধীনকৃত ভৃত্য ফাররুখ থেকে বর্ণিত। একদিন মসজিদের দরজার কাছে কে যেন কিছু খাদ্যশস্য রেখে গেল। তৎকালীন খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব তা দেখে বললেন ঃ এ খাদ্যশস্য এখানে কেন? কয়েকজন বললো ঃ আমাদের কাছে এ সব খাদ্যসশ্য আমদানী হয়ে এসেছে। তিনি বললেন ঃ এ খাদ্যশস্যে আল্লাহ্ যেন বরকত দেন এবং যারা এটা আমদানী করেছে, তাদেরকেও যেন বরকত দেন। তাঁর সাথীদের কেউ কেউ বললো ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, এ খাদ্যশস্য গোলাজাত করা হয়েছিল। তিনি বললেন ঃ কে গোলাজাত করেছে? লোকেরা বললো ঃ ফররুখ গোলাজাত করেছে এবং হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের অমুক মুক্ত গোলাম গোলাজাত করেছে। তখন হযরত উমর তাদের উভয়কে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা দু'জনে কী কারণে মুসলমানদের খাদ্যশস্য গোলাজাত করেছ। উপস্থিত লোকেরা বললো ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা আমাদের নিজেদের অর্থের বিনিময়ে কোন জিনিস কিনি এবং কোন জিনিস বিক্রি করি। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের খাদ্যদ্রব্য গোলাজাত করে রাখে, আল্লাহ তাকে কষ্ঠরোগ ও দারিদ্রে আক্রান্ত করবেন। অতঃপর ফররুখ বললো ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, আমি আল্লাহর সাথে ও আপনার সাথে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনো খাদ্যদ্রব্য গোলাজাত করবো না। তারপর সে মিশরে চলে গেল। কিন্তু হযরত ওমরের মুক্ত গোলাম বললো ঃ আমরা নিজেদের টাকায় জিনিসপত্র কিনি ও বেচি। (অর্থাৎ এ ব্যাপারে আমরা স্বাধীন)। আবু ইয়াহিয়া দাবী করেন, তিনি হযরত ওমরের মুক্ত গোলামকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ও আহত অবস্থায় দেখেছেন। (ইসবাহানী ও ইবনে মাজাহ)

٩٨٦- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَهْلُ الْمَدَائِنِ هُمُ الْحُبَسَاءُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ فَلَا تَحْتَكِرُوْا عَلَيْهِمُ الْأَقْوَاتَ، وَلَا تُغْلُوْا عَلَيْهِمُ الْأَسْعَارَ؛ فَإِنَّ مَنِ احْتَكَرَ عَلَيْهِمْ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ تَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً » ذَكَرَهُ رَزِيْنٌ.

৯৮৬। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মাদায়েনবাসী আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ রয়েছে। অতএব তোমরা খাদ্যদ্রব্য গোলাজাত করে তাদেরকে বঞ্চিত করো না, এবং তাদেরকে বেশী দামে খাদ্য কিনতে বাধ্য করো না। কেননা যে ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন গোলাজাত করে রাখবে, অতঃপর তা আল্লাহর পথে দান করে দেবে, তাতেও তার গুনাহ মাফ হবে না। (রযীন)

www.nagorikpathagar.org

# تَرْغِيْبُ التُّجَّارِ فِى الصِّدْقِ

## وَتَرْهِيْبِهِمْ مِنَ الْكِذْبِ، وَالْحَلَفِ، وَإِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ

## বাণিজ্যিক সততার ফযীলত

٩٨٧- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَلتَّاجِرُ الْأَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ».

৯৮৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সত্যবাদী ও সৎ ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সাথে থাকবে। (তিরমিযী) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন।

ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ সৎ, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবে।

٩٨٨- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ التَّاجِرَ إِذَا كَانَ فِيْهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ طَابَ كَسْبُهُ : إِذَا اشْتَرٰى لَمْ يَذُمَّ، وَإِذَا بَاعَ لَمْ يَمْدَحْ، وَلَمْ يُدَلِّسْ فِى الْبَيْعِ، وَلَمْ يَحْلِفْ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ » رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ أَيْضًا، وَهُوَ غَرِيْبٌ جِدًّا.

وَرَوَاهُ أَيْضًا هُوَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ، وَلَفْظُهُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ أَطْيَبَ

www.nagorikpathagar.org

الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِيْنَ إِذَا حَدَّثُوْا لَمْ يَكْذِبُوْا، وَإِذَا اؤْتُمِنُوْا لَمْ يَخُوْنُوْا، وَإِذَا وَعَدُوْا لَمْ يُخْلِفُوْا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذُمُّوْا، وَإِذَا بَاعُوْا لَمْ يَمْدَحُوْا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوْا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوْا».

৯৮৮। হযরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যবসায়ী যখন চারটি গুণ অর্জন করে, তখন তার জীবিকা হালাল হয়। খরিদ করলে খরিদকৃত মালের নিন্দা-সমালোচনা করে না, বিক্রি করলে বিক্রিত মালের প্রশংসা করে না, বিক্রয়ের সময় মালে দোষত্রুটি গোপন করে না এবং মাল সম্পর্কে কসম খেয়ে কথা বলে না। (ইসবাহানী)

বায়হাকীতে এ হাদীসটা হযরত মুয়ায বিন জাবাল থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ রসূল (সা) বলেছেন ঃ সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন হচ্ছে সেই সব ব্যবসায়ীর উপার্জন যারা কথা বলার সময় মিথ্যে বলে না, তাদের কাছে আমানত রাখা হলে তারা তার খেয়ানত করে না, ওয়াদা করলে তার খেলাফ করে না, মাল ক্রয় করলে তার নিন্দা করেনা, বিক্রয় করলে তার প্রশংসা করে না, পাওনা পরিশোধে গড়িমসি করে না এবং পাওনা আদায় করার সময় কড়াকড়ি করে না।

٩٨٩- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، وَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «اَلْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

www.nagorikpathagar.org

৯৮৯। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না (ঘৃণা ও ক্রোধ বশতঃ) তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। কথাটা তিনি তিনবার বললেনঃ আমি বললাম ঃ ওরা তো ব্যর্থ হয়ে গেছে ও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা কে, হে রসূল ? রসূল (সা) বললেন ঃ যে পায়ের গীরের নীচ পর্যন্ত কাপড় পরে, যে দান করে খোটা দেয় এবং যে মিথ্যে শপথ করে নিজের পণ্য বিক্রি করে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

٩٩٠- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ: اَلْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَهُوَ فِيْ مُسْلِمٍ بِنَحْوِهِ، دُوْنَ ذِكْرِ الْبَيَّاعِ، وَيَأْتِيْ لَفْظُهُ فِي التَّرْهِيْبِ مِنَ الزِّنَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

৯৯০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন ঃ শপথ করে মাল বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী। অহংকারী দরিদ্র , বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং অত্যাচারী শাসক। (নাসায়ী, ইবনে হাব্বান, মুসলিম)

٩٩١- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَيْنَا وَكُنَّا تُجَّارًا، وَكَانَ يَقُوْلُ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

৯৯১। হযরত ওয়াছিলা ইবনে আল-অসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূল (সা) মাঝে মাঝে আমাদের কাছে আসতেন আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী। তিনি বলতেন ঃ ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিথ্যা বলা থেকে সাবধান হয়ে যাও।

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ خِيَانَةِ أَحَدِ الشَّرِيْكَيْنِ الْآخَرَ

## শরীক কর্তৃক খেয়ানত তথা বিশ্বাস ঘাতকতার ভয়াবহ পরিণাম

٩٩٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ». زَادَرَزِيْنٌ فِيْهِ : «وَجَاءَ الشَّيْطَانُ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَالدَّارُ قُطْنِيُّ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَدُ اللّٰهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا»

৯৯২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দু'জন অংশীদার যতক্ষণ একে অপরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, ততক্ষণ আমি তৃতীয় অংশীদার। যখন কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন আমি সেখান থেকে সরে যাই। আর সেখানে শয়তান এসে অবস্থান গ্রহণ করে। (আবু দাউদ, হাকেম, রযযীন, দারকুতনী) দারকুতনীর ভাষা এ রকম ঃ দু'জন অংশীদারের ওপর আল্লাহর হাত (অর্থাৎ সাহায্য) থাকে, যতক্ষণ একে অপরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যখনই একজন অপরজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখনই আল্লাহ তার হাত সরিয়ে নেন।

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا بِالْبَيْعِ، وَنَحْوِهِ

## মা ও সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

٩٩٣- عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَالْحَاكِمُ، وَالدَّارُقُطْنِيُّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৯৯৩। হযরত আবু আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মাও তার সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তার ও তার প্রিয়জনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। (তিরমিযী, হাকেম, দারকুতনী

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الدَّيْنِ

## ঋণ গ্রহণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٩٩٤- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ » فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِالدَّيْنِ؟ قَالَ : « نَعَمْ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৯৯৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন কুফরি ও ঋণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে রসূল, আপনি কি ঋণ ও কুফরিকে সমান গণ্য করছেন? রসূল (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ। (নাসায়ী, হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٩٩٥- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ فَارَقَ رُوْحُهُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ : اَلْغُلُوْلُ، وَالدَّيْنِ، وَالْكِبْرِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَة،

৯৯৫। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনটে জিনিস থেকে মুক্ত অবস্থায় মারা যাবে, সে বেহেশতে যাবেঃ অন্যের সম্পত্তি আত্মসাত, ঋণ ও অহংকার। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

٩٩٦- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا : « مَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ وَفِيْ نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ ثُمَّ مَاتَ تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَارْضٰى غَرِيْمَهُ بِمَا شَاءَ، وَمَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ وَلَيْسَ فِيْ نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ ثُمَّ مَاتَ اقْتَصَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِغَرِيْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوْكٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْهُ.

৯৯৬। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং তার মনে তা পরিশোধ করার ইচ্ছা থাকে অতঃপর মারা যায়। আল্লাহ তার ঋণ থেকে তাকে অব্যাহতি দেবেন এবং তার ঋণদাতাকে যেভাবে ইচ্ছা সন্তুষ্ট করবেন। আর যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং তা পরিশোধ করার ইচ্ছা পোষণ করে না, অতঃপর সে মারা যায়, আল্লাহ তায়ালা তার কাছ থেকে তার ঋণ দাতার ঋণ আদায় করে নেবেন। (হাকেম)

٩٩٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَغَيْرُهُمَا.

৯৯৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে অর্থসম্পদ গ্রহণ করে এবং তা ফেরত দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, আল্লাহ তায়ালা তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দেন। আর যে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেবেন। (বুখারী ও ইবনে মাজাহ)

৯৯৮- وَعَنْ صُهَيْبِ الْخَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لاَ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللّٰهَ سَارِقًا » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنَّ يُوْسُفَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيْهِ نَظَرٌ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَلَفْظُهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَنْوِى أَنْ لاَ يُعْطِيَهَا مِنْ صِدَاقِهَا شَيْئًا مَاتَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا يَنْوِى أَنْ لاَ يُعْطِيَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا مَاتَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ خَائِنٌ، وَالْخَائِنُ فِى النَّارِ ».

৯৯৮। হযরত সুহাইব আল খাইর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করে এবং তা পরিশোধ না করার সংকল্প করে, সে আল্লাহর কাছে চোর হিসেবে হাজির হবে। (ইবনে মাজাহ। বাইহাকী)

তাবরানীতে কিছুটা ভিন্ন ভাষায় এ হাদীসটা এসেছে। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এরূপ নিয়তে বিয়ে করে যে, তার স্ত্রীকে মোহরানা দেবে না, সে মৃত্যুর সময় ব্যভিচারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। আর যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কোন জিনিস বাকীতে খরিদ করে এবং তার দাম পারিশোধ না করার ইচ্ছা পোষণ করে, সে মৃত্যুর সময়ে খেয়ানত বা আত্মসাতকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। আত্মসাতকারী অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

٩٩٩- وَعَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ تَدَيَّنَ بِدَيْنٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْضِيَهُ حَرِيْصٌ عَلٰى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يُرْضِيَ غَرِيْمَهُ بِمَا شَاءَ مِنْ عِنْدِهِ وَيَغْفِرَ لِلْمُتَوَفّٰى، وَمَنْ تَدَيَّنَ بِدَيْنٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ لَا يَقْضِيَهُ فَمَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ : أَظَنَنْتَ أَنَّا لَنْ نُوَفِّيَ فُلَانًا حَقَّهُ مِنْكَ؟ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُجْعَلُ زِيَادَةً فِيْ حَسَنَاتِ رَبِّ الدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ رَبِّ الدَّيْنِ فَجُعِلَتْ فِيْ سَيِّئَاتِ الْمَطْلُوْبِ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৯৯৯। হযরত মোয়াবিয়ার মুক্ত গোলাম কাসেম থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করে, অতঃপর সে তা পরিশোধ করতে ইচ্ছুক থাকে এবং পরিশোধ করতে প্রবল আগ্রহীও থাকে, কিন্তু পরিশোধ করার আগেই মারা যায়। আল্লাহ্ তার পাওনাদারকে নিজের পক্ষ থেকে যা ইচ্ছে করেন, দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেন এবং মৃত ব্যক্তিকে মাফ করে দিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে এবং তা পরিশোধ করতে ইচ্ছুক থাকে না, অতঃপর ঋণ পরিশোধ না করেই মারা যায়, তাকে বলা হবেঃ তুমি কি ভেবেছ, আমি তোমার কাছ থেকে পাওনাদারের পাওনা আদায় করতে পারবো না? তখন তার কৃত সৎকর্মগুলো থেকে কিছু নিয়ে ঋণদাতাকে দেয়া হবে। এতে ঋণদাতার সৎকাজের পরিমাণ বেড়ে যাবে। আর যদি ঋণ গ্রহীতার আমল নামায় কোন সৎকাজ না থেকে থাকে, তাহলে ঋণদাতার আমলনামা থেকে কিছু অসৎকাজ নিয়ে ঋণ গ্রহীতাকে দেয়া হবে। (বাইহাকী)

١٠٠٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ » رَوَاهُ ابْنُ

www.nagorikpathagar.org

مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، وَلَفْظُهُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَلدَّيْنُ دَيْنَانِ، فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنْوِيْ قَضَاءَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَنْوِيْ قَضَاءَهُ فَذَاكَ الَّذِيْ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ.

১০০০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কিছু দিনার বা দিরহামের ঋণ ঘাড়ে নিয়ে মারা যাবে, তার সৎকাজ থেকে নিয়ে তো পরিশোধ করা হবে। কেননা সেখানে কোন দিনার বা দিরহাম নেই। (ইবনে মাজা ও তাবরানী)

ঋণ দু'রকমের। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে, কিন্তু ঋণ পরিশোধ করতে ইচ্ছুক, আমি তার আভিভাবক। আর যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অনিচ্ছুক অবস্থায় মারা যাবে, তার সৎকাজ থেকে নিয়ে ঋণ পরিশোধ করা হবে। কারণ সেদিন কোন দিনার-দিরহামের অস্তিত্ব থাকবে না। (তাবরানী)

١٠٠١- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ، ثُمَّ خَفَّضَ بَصَرَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللّٰهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ، مَاأَنْزَلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ؟ قَالَ : فَعَرَفْنَا وَسَكَتْنَا، حَتّٰى إِذَا كَانَ الْغَدُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَا: مَا التَّشْدِيْدُ الَّذِيْ نَزَلَ؟ قَالَ : « فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ قُتِلَ رَجُلٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَادَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى دَيْنُهُ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

www.nagorikpathagar.org

১০০১। হযরত মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূল (সা) যেখানে লাশ জানাযার জন্য রাখা হয়, সেখানে বসেছিলেন। তিনি আকাশের দিকে মাথা ওঠালেন তারপর দৃষ্টি নীচে নামালেন এবং নিজের হাত কপালের ওপর রেখে বললেন ঃ "সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, কত কড়া হুকুম নাযিল হয়েছে"। আমরা সেদিনকার মত চুপচাপ থাকলাম। পরদিন সকালে রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কী কড়া হুকুম নাযিল হয়েছে? রসূল (সা) বললেন ঃ ঋণ সম্পর্কে। আল্লাহর কসম, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ হয়, আবার জীবিত হয়, আবার শহীদ হয়, আবার জীবিত হয়, অতঃপর আবার শহীদ হয়, আবার জীবিত হয়, এবং তার ঘাড়ে কোন ঋণ থাকে, তাবে সে তার ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত বেহেশতে যেতে পারবে না। (নাসায়ী, তাবরানী, হাকেম)

অর্থাৎ তার উত্তরাধিকারীরা অথবা আল্লাহ স্বয়ং যতক্ষণ ঋণ পরিশোধ না করেন, ততক্ষণ সে বেহেশতে যেতে পারবে না।

١٠٠٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَارٍ، فَقَالَ: أْئِتِنِىْ بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا، قَالَ: فَأْتِنِىْ بِالْكَفِيْلِ، قَالَ: كَفٰى بِاللّٰهِ كَفِيْلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِى الْبَحْرِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهُ، وَيَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِىْ أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيْهَا أَلْفَ دِيْنَارٍ، وَصَحِيْفَةً مِنْهُ إِلٰى صَاحِبِهَا، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضَعَهَا، ثُمَّ أَتٰى بِهَا الْبَحْرَ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّىْ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِيْنَارٍ، فَسَأَلَنِىْ كَفِيْلًا، فَقُلْتُ: كَفٰى بِاللّٰهِ كَفِيْلًا، فَرَضِىَ بِكَ، وَسَأَلَنِىْ شَهِيْدًا، فَقُلْتُ: كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا، فَرَضِىَ بِكَ، وَإِنِّىْ جَهَدْتُ

www.nagorikpathagar.org

أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِىْ لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّىْ
أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمٰى بِهَا فِى الْبَحْرِ حَتّٰى وَلَجَتْ فِيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ
وَهُوَ فِىْ ذٰلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلٰى بَلَدِهٖ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ
الَّذِىْ كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهٖ، فَإِذَا الْخَشَبَةُ
الَّتِىْ فِيْهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهٖ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ
وَالصَّحِيْفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِىْ كَانَ أَسْلَفَهُ، وَأَتٰى بِالْأَلْفِ دِيْنَارٍ،
فَقَالَ: وَاللّٰهِ مَازِلْتُ جَاهِدًا فِىْ طَلَبِ مَرْكَبٍ لِأٰتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا
وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِىْ جِئْتُ فِيْهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَىَّ
بِشَىْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّىْ لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِىْ جِئْتُ فِيْهِ،
قَالَ: فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَدّٰى عَنْكَ الَّذِىْ بَعَثْتَهُ فِى الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ
بِالْأَلْفِ الدِّيْنَارِ رَاشِدًا» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ مُعَلَّقًا مَجْزُوْمًا،
وَالنَّسَائِىُّ، وَغَيْرُهُ مُسْنَدًا.

১০০২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সে বনী ইসলরাঈলের অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে এক হাজার দিনার ধার নিয়েছিল। ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতাকে বললো ঃ তুমি সাক্ষীদেরকে নিয়ে এস আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখবো। সে বললো ঃ সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট। সে বললো ঃ তা হলে একজন অভিভাবক নিয়ে এস। ঋণ গ্রহীতা বললোঃ অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। সে বললো ঃ তুমি সত্যই বলেছ। অতঃপর তাকে সে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কিছু ঋণ দিল। এরপর সে সামুদ্রিক সফরে বের হলো এবং যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছিল, তা পূর্ণ করলো। তারপর সে একটা জাহাজের সন্ধানে বেরুলো, যাতে সে মেয়াদ পূর্ণ হবার সাথে সাথে ঋণদাতার কাছে উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু সে কোন জাহাজ পেল না। তখন সে একখানা কাঠ পেল। ঐ কাঠটাতে গর্ত করে সে তার দাতার কাছে লেখা একখানা চিঠি এবং একহাজার দিনার ঐ গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। তারপর সে ঐ গর্তটাকে

www.nagorikpathagar.org

এমনভাবে শীসা গলিয়ে বন্ধ করলো যে, দিনার ও চিঠিটা বেরিয়ে আসতে না পারে। তারপর সে তা নিয়ে সমুদ্রের কিনারে এল। তারপর বললোঃ হে আল্লাহ, তুমি তো জান, আমি অমুকের কাছ থেকে এক হাজার দিনার নিয়েছি। সে আমার কাছে অভিভাবক ও সাক্ষী চাইলে আমি বলেছি, অভিভাবক ও সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট। সে তোমাকে সাক্ষী ও অভিভাবক হিসেবে পেয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে। আর আমি তার ঋণ তার কাছে পাঠানোর জন্য একখানা যানবাহন খুঁজতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পাইনি। এখন আমি ঐ টাকাগুলোকে তোমার হাতে ন্যস্ত করছি। এরপর সে ঐ কাঠটাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। নিক্ষেপ করা মাত্রই তা পানিতে তলিয়ে গেল। তারপর সে বাড়ীতে ফিরে গেল। তাবে সে তার দেশে ফেরার জন্য অনবরতই জাহাজ খুঁজতে লাগলো। ওদিকে ঋণদাতা সমুদ্রের কিনারে এসে প্রতীক্ষায় থাকলো কোন জাহাজ তার প্রাপ্য টাকা নিয়ে আসে কিনা। এক সময় ঐ দিনার ভর্তি কাঠখানা তার নজরে পড়লো। সে জ্বালানী কাঠ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ওটাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। কাঠটাকে চেরাই করার পর তার ভেতরে দিনার ও চিঠি পেয়ে সে তো হতবাক। এরপর ঋণ গ্রহীতা নিজেও এসে হাজির হলো এবং এক হাজার দিনার নিয়ে এল। (কেননা তার ধারণা, দিনার ভর্তি কাঠ তার কাছে পৌঁছেনি।) সে বললো ঃ আল্লাহর কসম, আমি আপনার পাওনা দিনারগুলো নিয়ে আসার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু জাহাজ পাইনি। আজ পেলাম। মহাজন তাকে বললো ঃ তুমি কি আমার কাছে কিছু পাঠিয়েছ? সে বললো ঃ আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, এইমাত্র যে জাহাজটাতে করে এলাম, তার আগে কোন যানবাহনই পাইনি। মহাজন বললো ঃ তুমি যে কাঠের ভেতরে করে দিনার ও চিঠি পাঠিয়েছ, সেটা আল্লাহ তায়ালা তোমার পক্ষ থেকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন আর এই এক হাজার দিনারের প্রয়োজন নেই। ওটা নিয়ে তুমি সোজা চলে যাও। (বুখারী ও নাসায়ী)

١٠٠٣- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يَدْعُو اللّٰهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُوْقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُقَالُ : يَا ابْنَ اٰدَمَ، فِيْمَ أَخَذْتَ هٰذَا الدَّيْنَ؟ وَفِيْمَ ضَيَّعْتَ حُقُوْقَ النَّاسِ؟ فَيَقُوْلُ: يَارَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّىْ أَخَذْتُهُ، فَلَمْ آكُلْ، وَلَمْ أَشْرَبْ، وَلَمْ أَلْبَسْ، وَلَمْ أُضَيِّعْ، وَلٰكِنْ أَتٰى عَلَىَّ إِمَّا حَرَقٌ وَإِمَّا

www.nagorikpathagar.org

سَرْقٌ، وَإِمَّا وَضِيْعَةٌ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : صَدَقَ عَبْدِيْ، أَنَا أَحَقُّ مَنْ قَضٰى عَنْكَ، فَيَدْعُو اللّٰهُ بِشَيْءٍ، فَيَضَعُهُ فِيْ كِفَّةِ مِيْزَانِهِ، فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُهُ عَلٰى سَيِّئَاتِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُوْ نَعِيْمٍ، وَأَحَدُ أَسَانِيْدِهِمْ حَسَنٌ.

১০০৩। হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ঋণ গ্রহীতাকে ডাকবেন এবং তার সামনে দাঁড় করাবেন। তারপর তাকে বলবেন ঃ ওহে আদম সন্তান, কিসের জন্য তুমি এই ঋণ গ্রহণ করেছিলে? আর মানুষের প্রাপ্য অধিকারকে তুমি কিভাবে নষ্ট করেছিলে? সে বলবে, হে আমার মনিব, তুমি তো জান, আমি এই ঋণ নিয়েছি, কিন্তু আমি তা খাইনি, পানও করিনি, তা দিয়ে কোন কাপড় কিনেও পরিনি, এবং তাতে আমি লাভবানও হইনি। বরং আমার ওপর অগ্নিকাণ্ড, চুরি অথবা ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করার মত ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহ বলবেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি তোমার দেনা পরিশোধ করে দেয়ার অধিকার অন্যদের চেয়ে বেশী রাখি। এ সময়ে আল্লাহ একটা জিনিস নিয়ে আসার নির্দেশ দেবেন। (ফেরেশতাদেরকে) সেই জিনিসটা তার দাঁড়িপাল্লায় রাখা হবে। এতে তার পাপের পাল্লার চেয়ে পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে। ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে সে বেহেশতে যাবে। (আহমাদ, বাযযার, তাবরানী)

١٠٠٤- وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ الدَّيْنَ يُقْتَصُّ مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ، إِلاَّ مَنْ تَدَيَّنَ فِيْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ : اَلرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَيَسْتَدِيْنُ يَتَقَوّٰى بِهِ عَلٰى عَدُوِّ اللّٰهِ وَعَدُوِّهِ، وَرَجُلٌ يَمُوْتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لاَ يَجِدُ بِمَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيْهِ إِلاَّ بِدَيْنٍ، وَرَجُلٌ خَافَ عَلٰى نَفْسِهِ الْعَزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلٰى دِيْنِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْضِيْ عَنْ هٰؤُلاَءِ

www.nagorikpathagar.org

يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ هٰكَذَا، وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ: «ثَلَاثٌ مَنْ تَدَيَّنَ فِيهِنَّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْضِيْ عَنْهُ: رَجُلٌ يَكُوْنُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَخْلَقُ ثَوْبُهُ، فَيَخَافُ أَنْ تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَيَمُوْتُ وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ، وَرَجُلٌ مَاتَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّنُهُ بِهِ، وَلَا مَا يُوَارِيْهِ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ، وَرَجُلٌ خَافَ عَلٰى نَفْسِهِ الْعَنَتَ فَتَعَفَّفَ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِ، فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْضِيْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১০০৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না । করে মারা গেলে ঐ ঋণ কেয়ামতের দিন তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়। তবে তিনজনের ব্যাপারে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় ঃ আল্লাহর পথে পরিশ্রম করতে করতে যে হীনবল হয়ে পড়েছে, এবং ঋণ নিয়ে সে নিজের শত্রু ও আল্লাহর শত্রুর মোকাবিলায় শক্তি অর্জন করতে চায়, যার কাছে কোন মুসলমান মারা গেছে এবং ঋণ গ্রহণ ছাড়া সে তার কাফন দাফন করতে সক্ষম নয়, এবং যে ব্যক্তি অবিবাহিত থাকায় তার সততা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না বলে শংকা বোধ করে। কেয়ামতের দিন এই তিন ব্যক্তির ঋণ আল্লাহ তায়ালা পরিশোধ করবেন। (ইবনে মাজাহ ও বাযযার) তবে বাযযারের ভাষায় প্রথম ব্যক্তিকে "আল্লাহর পথে সংগ্রামরত থাকতে থাকতে যার পোশাক পুরোনো হয়ে গেছে এবং তার ছতর বেরিয়ে যাবে বলে আশংকা বোধ করে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যে, অর্থাভাবে মানুষ কোন কবীরা গুনাহ বা কুফরিতে লিপ্ত হবার আশংকা বোধ করে, অথবা ইসলামের শত্রুদের ঔদ্ধত্য প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পড়ে, সেই ধরণের অর্থাভাব দূর করার জন্য ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেলে আল্লাহ তায়ালা তার পরিশোধের দায়িত্ব নেবেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে এই ঋণ পরিশোধের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে।

١٠٠٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ فِيْ أَمْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ

www.nagorikpathagar.org

وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَلٰكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ حُبِسَ فِيْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتّٰى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، وَرَوَاه أَبُوْ دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ، وَيَأْتِيْ لَفْظُهُمَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

১০০৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর কোন দণ্ডবিধি কার্যকরী হতে বাধা দিল, সে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। যে ব্যক্তি একটা ঋণ ঘাড়ে নিয়ে মারা গেল, তার জানা উচিত যে, আখেরাতে কোন দিনার বা দিরহামের (মুদ্রার) প্রচলন নেই। সেখানে কেবল ভালো বা মন্দ কর্মফলই থাকে। আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে কোন অন্যায়ের পক্ষে ঝগড়া -লড়াই করে, সে তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তেষের মধ্যে লিপ্ত থাকে। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মিথ্যে অপবাদ দেয়, সে ঐ অপবাদ থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত নানা রকম ক্ষয়-ক্ষতিতে আক্রান্ত থাকবে। (হাকেম, আবুদ দাউদ, তাবরানী)

١٠٠٦- وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالْجَنَازَةِ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ، وَسَأَلَ عَنْ دَيْنِهِ، فَإِنْ قِيْلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قِيْلَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلّٰى عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ سَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ عَلٰى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ » قَالُوْا : دِيْنَارَانِ، فَعَدَلَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَرِيْءٌ مِنْهُمَا، فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى

www.nagorikpathagar.org

عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِىْ طَالِبٍ : «جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا، فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيْكَ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلاَّ وَهُوَ مُرْتَهَنٌ بِدَيْنِهِ، وَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيِّتٍ فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هٰذَا لِعَلِيِّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً؟ قَالَ : «بَلْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً» رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ، وَ وَرَوَاهُ أَيْضًا بِنَحْوِهِ مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ.

১০০৬। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) এর কাছে যখনই কোন লাশ জানায়ার জন্য আনা হতো, তিনি তার কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। তবে ঋণগ্রস্ত আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেন। যদি বলা হতো, সে ঋণগ্রস্ত, তবে তার জানাযা পড়তেন না। আর যদি বলা হতো, ঋণ নেই, তবে পড়তেন। একদিন এক লাশ জানাযার জন্য এল। যখন রসূল (সা) নামায পড়ার জন্য দাঁড়াবেন, জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের সাথীর ওপর কোন ঋণ আছে নাকি? লোকেরা বললো ঃ দুই দিনার। তৎক্ষণাত রসূল (সা) সরে দাঁলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের সাথীর জানাযা তোমরাই পড়। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ হে রসূল, ওর ঋণ আমি পরিশোধ করবো। ওকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দিন। রসূল (সা) তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গেলেন এবং জানাযা পড়লেন। তারপর হযরত আলীকে বললেনঃ আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি যেমন তোমার ভাইকে বিপদমুক্ত করলে, তেমনি আল্লাহ তোমাকে বিপদমুক্ত করুক। কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে সে ঋণের দায়ে আটক থাকে। যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করে, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন দায়মুক্ত করবেন। একজন বললো ঃ এটা কি শুধু হযরত আলীর জন্য, না সকল মুসলমানের জন্য? রসূল (সা) বললেন ঃ সকল মুসলমানের জন্য। (দারকুতনী)

গ্রন্থকার বলেন ঃ প্রথমে রসূল (সা) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা পড়তেন না এ কথা সত্য কিন্তু পরে এ ব্যবস্থা রহিত করেন। যদি জিজ্ঞেস করে জানতেন যে, মৃত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত সম্পদ রেখে গেছে, তাহলে পড়তেন। নচেত বলতেন, তোমরা ওর জানাযা পড়। পরে যখন আল্লাহ্ বহু সংখ্যক বিজয় দান করলেন, তখন বললেন, মুসলমানদের ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের চেয়ে আমি অধিকতর যোগ্য। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা যাবে, তার ঋণ আমিই পরিশোধ করবো। (অর্থাৎ এটা সরকারের দায়িত্ব গণ্য হয়।-অনুবাদক)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ مَطْلِ الْغَنِيِّ
## وَالتَّرْغِيْبُ فِيْ إِرْضَاءِ صَاحِبِ الدَّيْنِ

## পাওনা পরিশোধে ধনীলোকদের গড়িমসির পরিণাম

١٠٠٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

১০০৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ধনী ব্যক্তির গড়িমসি যুলুম। তোমাদের কাউকে যখন কোন ধনী ব্যক্তির ওপর সোপর্দ করা হয়, তখন সে যেন তাকে অনুসরণ করে। (অর্থাৎ ঘন ঘন তার কাছে যেন যায় এবং তার পিছু না ছাড়ে, যাতে আদায় নিশ্চিত হয়।) (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

١٠٠٨- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْغَنِيَّ الظَّلُوْمَ، وَلَا الشَّيْخَ الْجَهُوْلَ، وَلَا الْفَقِيْرَ الْمُخْتَالَ »

وَفِيْ رِوَايَةٍ : «إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْغَنِيَّ الظَّلُوْمَ، وَالشَّيْخَ الْجَهُوْلَ، وَالْعَائِلَ الْمُخْتَالَ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ.

১০০৮। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারী ধনী, অজ্ঞ বৃদ্ধ ও অহংকারী দরিদ্রকে পছন্দ করেন না। অন্য বর্ণনায় "পছন্দ করেন না" এর পরিবর্তে ঘৃণা করেন উল্লিখিত রয়েছে। (বাযযার, তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

١٠٠٩- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْقٌ مِنْ تَمْرٍ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سَاعِدَةَ، فَأَتَاهُ يَقْتَضِيْهِ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَقَضَاهُ تَمْرًا دُوْنَ تَمْرِهِ، فَأَبٰى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ : أَتَرُدُّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَمَنْ أَحَقُّ بِالْعَدْلِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَاكْتَحَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُمُوْعِهِ، ثُمَّ قَالَ : « صَدَقَ، وَمَنْ أَحَقُّ بِالْعَدْلِ مِنِّيْ؟ لَا قَدَّسَ اللّٰهُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ ضَعِيْفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيْدِهَا، وَلَا يُتَعْتِعُهُ، ثُمَّ قَالَ : «يَاخَوْلَةُ عِدِيْهِ وَاقْضِيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ غَرِيْمٍ يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِ غَرِيْمِهِ رَاضِيًا إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ، وَنُوْنُ الْبِحَارِ، وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَلْوِيْ غَرِيْمَهُ وَهُوَ يَجِدُ إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِثْمًا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ، مِنْ رِوَايَةِ حَبَّانَ بْنِ عَلِيٍّ، وَاخْتُلِفَ فِيْ تَوْثِيْقِهِ، وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ قَوِيٍّ.

১০০৯। হযরত খাওলা বিনতে কায়েস (হযরত হামযার স্ত্রী) বর্ণনা করেনঃ বনু সায়েদা গোত্রের এক ব্যক্তির রসূল (সা) এর কাছে এক ওয়াসাক খোরমা পাওনা ছিল। সে এসে সেই পাওনা খোরামার দাবী জানালো। রসূল (সা) আনসারদের মধ্য থেকে একজনকে আদেশ দিলেন তার পাওনা দিয়ে দিতে। ঐ আনসারী তাকে তার দেয়া খোরমার চেয়ে নিম্ন মানের খোরমা দিল। লোকটা তা নিতে অস্বীকার করলো। আনসারী বললোঃ তুমি রসূল (সা) এর দেয়া জিনিস নিতে চাইছ না, এতদূর স্পর্ধা! সে বললোঃ হ্যাঁ, রসূল (সা) এর চেয়ে বেশী ন্যায়বিচারক কে হবে? এ কথা শুনে

www.nagorikpathagar.org

রসূল (সা) এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন ঃ সে ঠিকই বলেছে। আমার চেয়ে বেশী ন্যায়বিচারক কে হবে? (অর্থাৎ আমি ন্যায় বিচার না করলে আর কোথায় তা পাওয়ার আশা করা যাবে?) সেই জাতিকে আল্লাহ যেন সম্মানিত না করেন। যার মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি সবল ব্যক্তির কাছ থেকে নিজের পাওনা আদায় করতে পারে না এবং সবল ব্যক্তি তার সাথে পাওনা দিতে গড়িমসি করে না। তারপর বললেন ঃ ওহে খাওলা, ওর সাথে একটা সমঝোতা কর এবং ওর ঋণটা পরিশোধ করে দাও। কোন ঋণদাতা যদি তার ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়, তবে পৃথিবীর সকল পশু ও সমুদ্রের সকল মাছ তার কল্যাণের জন্য দোয়া করে। পক্ষান্তরে একজন সচ্ছল ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতাকে হয়রাণী করে, তবে আল্লাহ প্রত্যেক দিনে ও প্রত্যেক রাতে একটা গুনাহ তার নামে লিখবেন। (তাবরানী ও আহমাদ)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ كَلِمَاتٍ
## يَقُوْلُهُنَّ الْمَدْيُوْنُ، وَالْمَهْمُوْمُ، وَالْمَكْرُوْبُ، وَالْمَأْسُوْرُ

## ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যে সব দোয়া পড়া উচিত

١٠١٠- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ : «إِنِّىْ قَدْ عَجِزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِىْ فَأَعِنِّىْ» فَقَالَ : «أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صَبِيْرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ، قُلْ : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১০১০। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তার কাছে এক ব্যক্তি এসে জানালো, সে তার মনিবের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মনিবকে দিলে স্বাধীন হতে পারবে। সে বললো ঃ আমি এই চুক্তির টাকা দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। আমাকে সাহায্য করুন। হযরত আলী বললেন ঃ আমি কি

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে এমন একটা দোয়া শিখিয়ে দেব, যা পড়লে তোমার ওপর পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন এবং তোমার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দেবেন। এ দোয়াটা রসূল (সা) আমাকে শিখিয়েছেন। দোয়াটা হলো ঃ " আল্লাহুমাক্ফিনী বিহালালিকা আন হারামিক ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা আম মান সিওয়াকা" হে আল্লাহ, তোমার হালাল জীবিকা দ্বারা আমাকে তোমার হারাম জীবিকা থেকে রক্ষা কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তুমি ছাড়া অন্য সবার মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে অব্যাহতি দাও। (তিরমিযী)

١٠١١- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُوْ أُمَامَةَ، جَالِسًا فِيْهِ، فَقَالَ: « يَا أَبَا أُمَامَةَ مَالِيْ أَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ؟ » قال: هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ: « أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ » فَقَالَ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: « قُلْ- إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ - اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ » قَالَ: فَقُلْتُ ذٰلِكَ، فَأَذْهَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّيْ، وَقَضَى عَنِّيْ دَيْنِيْ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০১১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে রসূল (সা) এর সাথে দেখা করলো। সেখানে আবু উমামা নামক জনৈক আনসারীর সাথে তার দেখা হলো। আবু উমামা (রা) মসজিদে বসে ছিলেন। রসূল (সা) বললেন ঃ ওহে আবু উমামা, নামাযের সময় ছাড়া তোমাকে মসজিদে বসা দেখছি কেন? আবু উমামা বললেন ঃ হে রসূল, কতগুলো দুশ্চিন্তা ও ঋণ আমাকে মসজিদে নিয়ে এসেছে। রসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে আমি কি তোমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দেব না, যা পড়লে আল্লাহ তোমার যাবতীয় দুশ্চিন্তা

www.nagorikpathagar.org

দূর করে ও যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। আবু উমামা বললেন ঃ হে রসূল, শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ সকালে ও বিকালে পড়বে ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি, ওয়া আউযুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাছলি, ওয়া আউযুবিকা মিনাল বুখ্‌লি ওয়াল জুবনি, ওয়া আউযুবিকা মিন গলাবাতিদ দাইনি, ওয়া কাহরির রিজাল, আবু উমামা (রা) বলেন ঃ আমি এই দোয়া পড়া শুরু করলাম। আল্লাহ তায়ালা আমার দুশ্চিন্তা দূর ও আমার ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। (আবু দাউদ)

١٠١٢- وَرُوِىَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَقَدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتٰى مُعَاذًا، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ مَالِىْ لَمْ أَرَكَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، لِيَهُوْدِىِّ عَلَىَّ أُوْقِيَةٌ مِنْ تِبْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَيْكَ فَحَبَسَنِىْ عَنْكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً تَدْعُوْ بِهِ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُ صَبِيْرٍ أَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ» - وَصَبِيْرٌ: جَبَلٌ بِالْيَمَنِ- فَادْعُ اللّٰهَ يَا مُعَاذُ قُلْ: «اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ، وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ، وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا، تُعْطِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا، وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ارْحَمْنِىْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».

www.nagorikpathagar.org

১০১২। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক জুমআর দিন রসূল (সা) মুয়াযকে দেখলেন না। নামাযের পর তিনি মুয়াযের কাছে গেলেন বললেন ঃ হে মুয়ায, তোমাকে দেখলাম না কেন? মুয়ায বললেন ঃ হে রসূলঃ জনৈক ইহুদীর কাছে আমি এক উকিয়া স্বর্ণের ঋণী। এ জন্য আমি আপনার কাছে রওনা হয়েও আটকা পড়ে গেলাম। রসূল (সা) বললেন ঃ ওহে মুয়ায, তোমাকে কি এমন একটা দোয়া শেখাবো না, যা পড়লে তুমি সবীর পাহাড়ের সমান দেনা হলেও আল্লাহ তোমার দেনা পরিশোধ করে দেবেন? (সবীর হচ্ছে ইয়ামানের একটা পাহাড়) হে মুয়ায, তুমি পড়বে ঃ কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশাউ, ওয়া তানযিউল মুলকা মিম্মান তাশাউ, ওয়া তুইযযু মান তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান তাশাউ বিয়াদিকাল খাইর, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদীর, তুলিজুল্লাইলা ফিন্ নাহারি ওয়া তুলিজুন্নাহারা ফিল্ লাইল, ওয়া তুখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িতি ওয়া তুখরিজুল মাইইতা মিনাল হাইয়ি ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বিগাইরি হিসাব। (আল ইমরান, আয়াত ২৬ ও ২৭) রহমানাদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়া রহিমাহুমা তুতী মান তাশাউ মিনহুমা ওয়া তামনাউ মান তাশাউ ইরহামনী রহমাতান তুগনীনী বিহা আন রহমাতি মান সিওয়াকা।

١٠١٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ الْحَكَمِ بْنِ مُصْعَبٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১০১৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত ইসতিগফার করে (গুনাহ মাফ চায়) আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রত্যেক সংকট থেকে নিষ্কৃতি দেবেন, প্রত্যেক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবেন এবং সে কল্পনাও করতে পারে না এমন উপায়ে তাকে জীবিকা সরবরাহ করবেন। (আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকেম ও বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

١٠١٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ كَانَ دَوَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُّ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

১০১৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পড়বে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” তার নিরানব্বইটা রোগ সেরে যাবে। তন্মধ্যে সবচেয়ে সহজ রোগটা হলো দুশ্চিন্তা। (তাবরানী ও হাকেম)

١٠١٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১০১৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বিপদ মুসিবত বা দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হলে রসূল (সা) পড়তেনঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল আযীম, লাইল্লাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুছ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া রব্বুল আরশিল কারীম। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

١٠١٦- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

www.nagorikpathagar.org

১০১৬। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হযরত ইউনুস (আ) মাছের পেটে বসে যে দোয়া পড়েছিলেন, তা হচ্ছে "লাইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যলিমীন"। যে কোন মুসলিম যে কোন দুর্যোগে পতিত হয়ে এই দোয়া পড়লে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করবেন। (তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকেম)

١٠١٧- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ أُعَلِّمُكَ الْكَلِمَاتِ الَّتِيْ تَكَلَّمَ بِهَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ جَاوَزَ الْبَحْرَ بِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟ » فَقُلْنَا: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : قُوْلُوْا: «اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكٰى، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ» قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الصَّغِيْرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

১০১৭। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বললেনঃ আমি কি তোমাকে সেই দোয়াটা শিখিয়ে দেব না, যা মূসা (আ)-ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে সমুদ্র পার হবার সময় পড়েছিলেন? আমরা বললাম, হে রসূল বলুন তিনি বললেন ঃ দোয়াটা হলো ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু, ওয়া ইলাইকাল মুশতাকা, ওয়া আন তাল মুসতায়ান, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আব্দুল্লাহ বলেন ঃ রসূল (সা) এর কাছ থেকে শোনার পর আমি এই দোয়া পড়া কখনো ত্যাগ করিনি। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ الْغَمُوْسِ

## মিথ্যা কসম খাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম

١٠١٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْكَبَائِرُ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ »

وَفِىْ رِوَايَةٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ؟» قَالَ: «اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ» قَالَ: « ثُمَّ مَاذَا؟» قَالَ: «اَلْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ» قُلْتُ: « وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟» قَالَ: «اَلَّذِىْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرَىءٍ مُسْلِمٍ، يَعْنِىْ بِيَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ.

১০১৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ হচ্ছে- আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যে কসম খাওয়া।

অপর বর্ণনায় আছে ঃ জনৈক বেদুঈন রসূল (সা) এর কাছে এল। সে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, কবীরা গুনাহ (বড় গুনাহ) কী কী? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা। সে বললো ঃ তারপর? তিনি বললেন ঃ মিথ্যে কসম খাওয়া। সে বললো ঃ মিথ্যে কসম খাওয়া কি রকম? তিনি বললেন ঃ কোন মুসলমানের সম্পত্তিকে মিথ্যে কসম খেয়ে নিজের বলে দাবী করে আত্মসাৎ করা। (বুখারী, তিরমিযী ও নাসায়ী)

١٠١٩- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِمَّا عُصِىَ اللّٰهُ بِهِ هُوَ أَعْجَلُ عِقَابًا مِنَ الْبَغْىِ، وَمَا مِنْ شَىْءٍ أُطِيْعَ اللّٰهُ فِيْهِ أَسْرَعُ

www.nagorikpathagar.org

ثَوَابًا مِنَ الصِّلَةِ، وَالْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

১০১৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ ব্যভিচারের মত দ্রুত আযাব ডেকে আনে এমন গুনাহ আর নেই এবং পরোপকারের মত দ্রুত শুভ প্রতিদান এনে দেয় এমন সৎকাজ আর নেই। আর মিথ্যে শপথ জনপদগুলোকে উজাড় করে দেয়। (বাইহাকী)

١٠٢٠- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرَئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ » قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا ؟ قَالَ : « وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১০২০। হযরত জাবের বিন আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের (মিথ্যে) শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের সম্পত্তি আত্মসাত করে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর বেহেশত হারাম করে দেন এবং দোজখ কে করে দেন আবধারিত। জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে রসূল, যদি খুব সামান্য পরিমানে হয়, তাহলেও? রসূল (সা) বললেন এমনকি যদি একখানা মেসওয়াকও হয়। (তাবরানী ও হাকেম)

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الرِّبَا

## সুদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

١٠٢١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ » قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : « اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ

www.nagorikpathagar.org

الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

১০২১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সাতটা সর্বনাশা গুনাহ থেকে দূরে থাক। লোকেরা বললো ঃ হে রসূল , ঐ গুনাহগুলো কী কী? রসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া , এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের সময় রণাঙ্গন থেকে পালানো, সরলমনা সতী মুমিন নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

١٠٢٢- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : « لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيْهِ » وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

১০২২। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক, সাক্ষী, সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেনঃ এরা সবাই সমান। (মুসলিম)

١٠٢٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيْلِ الْمَلَائِكَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

قَالَ الْحَافِظُ : حَنْظَلَةُ وَالِدُ عَبْدِ اللّٰهِ لُقِّبَ بِغَسِيْلِ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّهُ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ جُنُبًا، وَقَدْ غَسَلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ، فَلَمَّا سَمِعَ الْهَيْعَةَ خَرَجَ فَاسْتُشْهِدَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُ »

www.nagorikpathagar.org

১০২৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ জেনে শুনে এক দিরহাম সুদ খাওয়া ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক। (আহমাদ, তাবরানী)

উল্লেখ্য যে, বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহর পিতা হচ্ছেন সেই হানযালা, যাকে 'গাছীল' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। কেননা তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন অপবিত্র অবস্থায় যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি কেবল তার মাথার একাংশ ধৌত করতে পেরেছিলেন। এই সময় যুদ্ধের ডাক শুনে ছুটে যান এবং শহীদ হন। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি দেখেছি, ফেরেশতারা হানযালাকে গোসল করাচ্ছে।

١٠٢٤- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِهٖ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا فَهُوَ مِثْلُ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً، وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهٖ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

১০২৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায় সুবিধার বিনিময়ে কোন যালেমকে সমর্থন ও সাহায্য করে, যাতে তা দ্বারা কারো ন্যায্য অধিকার নষ্ট করতে পারে, সে আল্লাহ ও তার রসূলের নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হবে। আর যে ব্যক্তি এক দিরহাম সুদ খেল, সে যেন তেত্রিশবার ব্যভিচার করলো। আর যার শরীরে হারাম খাদ্য দ্বারা গোশত তৈরী হয়, তার জন্য দোজখই উত্তম। (তাবরানী)

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ غَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

## কারো সম্মতি ব্যতিরেকে তার সম্পদ দখল করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٠٢٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

www.nagorikpathagar.org

১০২৫। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ ভূমিও অন্যায়ভাবে হস্তগত করবে, কেয়ামতের দিন সাতটা পৃথিবী তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٢٦- وَعَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَىُّ الظُّلْمِ أَظْلَمُ؟ فَقَالَ : « ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ؛ فَلَيْسَ حَصَاةٌ مِنَ الْأَرْضِ يَأْخُذُهَا إِلاَّ طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى قَعْرِ الْأَرْضِ، وَلاَ يَعْلَمُ قَعْرَهَا إِلاَّ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ حَسَنٌ.

১০২৬। হযরত আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে রসূল, কোন্ যুলুমটা সবচেয়ে মারাত্মক? কোন মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমান ভাই এর ভূমি থেকে একগজ পরিমাণও ভূমি আত্মসাৎ করা। সে যদি তার ভূমি থেকে একটা ঢিলও নেয়, তবে কেয়ামতের দিন পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আর পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না পৃথিবীর সর্বনিম্নস্তর কোথায়। (আহমাদ, তাবরানী)

١٠٢٧- وَعَنْ أَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ، قَالَ : ذٰلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ » رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

১০২৭। হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের একখানা লাঠিও তার সানন্দ সম্মতি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল নয়। এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের মাল যে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, এটা তারই প্রমাণ। (ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْبِنَاءِ فَوْقَ الْحَاجَةِ

## অহংকার ও গর্ববশতঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অট্টালিকা নির্মাণ

١٠٢٨- وَرُوِىَ فِى الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ بَشِيْرِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ هَوَانًا أَنْفَقَ مَالَهُ فِى الْبُنْيَانِ ».

১০২৮। হযরত আবু বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে লাঞ্ছিত করতে চান, তখন সে অট্টালিকা নির্মাণে অর্থ ব্যয় করে। (তাবরানী)

١٠٢٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقٰى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللّٰهِ، وَاللّٰهُ ضَامِنٌ، إِلاَّ مَا كَانَ فِىْ بُنْيَانٍ، أَوْمَعْصِيَةٍ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ.

১০২৯। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক সৎকাজ সদকা সমতুল্য। কোন ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের পেছনে যা কিছু ব্যয় করে তার বিনিময়ে তার নামে সদকা লেখা হয়, মানুষ নিজের সম্মান রক্ষার্থে যা কিছু ব্যয় করে তার বিনিময়ে তার নামে সদকা লেখা হয়, মুমিন যে কোন খাতেই অর্থ ব্যয় করে, তার প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন। তবে অট্টলিকা নির্মাণে বা গোনাহর কাজে যা ব্যয় করে, তার কোন দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন না।

ব্যাখ্যাঃ বাসভবন নির্মাণে বিলাসিতা ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন থেকে বিরত রাখাই মূলত এ কয়টা হাদীসের উদ্দেশ্য। নিজের ও পরিবার-পরিজনের জান-মাল ও মান সম্ভ্রমের সুরক্ষার খাতিরে মজবুত ও সময়োপযোগী বাড়ী নির্মাণকে দূষণীয় বলা হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مَنْ مَنْعَ الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ وَالْأَمْرُ بِتَعْجِيْلِ إِعْطَائِهِ .

## শ্রমিকের মজুরী না দেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ও দ্রুত প্রদানের নির্দেশ

١٠٣٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالىٰ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ أَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَغَيْرُهُمَا.

১০৩০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবীদার হব ঃ যে ব্যক্তি আমার সাথে কোন অংগীকারে আবদ্ধ হয়ে পরে তা ভংগ করেছে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য আত্মসাৎ করেছে, এবং যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক নিয়োগ করেছে, অতঃপর তার কাছ থেকে পুরোপুরি কাজ আদায় করেছে, কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি।

١٠٣١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

১০৩১। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর আগে পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

## تَرْغِيْبُ الْمَمْلُوْكِ فِيْ أَدَاءِ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَحَقِّ مَوَالِيْهِ

## পরাধীন লোককে আল্লাহর হক ও মনিবের হক আদায়ে উৎসাহ প্রদান

١٠٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ.

১০৩২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন পরাধীন মানুষ যখন তার মনিবের হীতকামী হয় এবং আল্লাহর আনুগত্যও সুষ্ঠুভাবে করে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। (বুখারী, মুসলিম ও আবুদাউদ)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ সে আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয় হক সঠিকভাবে আদায় করার সওয়াব পাবে। (বুখারী, মুসলিম ও আবুদাউদ)

١٠٣٣- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْمَمْلُوْكُ الَّذِيْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّيْ إِلٰى سَيِّدِهِ الَّذِيْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالطَّاعَةِ، لَهُ أَجْرَانِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৩৩। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে পরাধীন ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে এবং সেই সাথে নিজের মনিবের প্রাপ্য অধিকারও দেয়, শুভ কামনা করে ও আনুগত্য করে, সে দুটো পুরস্কার পাবে। (বুখারী)

١٠٣٤- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَبْدُ

www.nagorikpathagar.org

الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَلَفْظُهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، فَذَالِكَ يُؤْتٰى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيْئَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ؛ فَذٰلِكَ يُؤْتٰى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ الْآخَرُ فَآمَنَ بِهِ؛ فَذٰلِكَ يُؤْتٰى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ.

১০৩৪। হযরত আবু মূসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি দ্বিগুন সওয়াব পেয়ে থাকে ঃ আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত যে ব্যক্তি নিজের নবীর ওপর ঈমান আনে এবং মুহাম্মদ (সা) এর ওপর ঈমান আনে; যে দাস তার মনিবের হক ও আল্লাহর হক দুটোই আলাদা করে যে ব্যক্তির কোন দাসী ছিল, তাকে সে উত্তম আচরণ শিখিয়েছে ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করছে, তারপর তাকে স্বাধীন করে দিয়ে নিজেই বিয়ে করেছে। এই তিন ব্যক্তির প্রত্যেকে দ্বিগুন সওয়াব পাবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

তিরমিযীর বর্ণনায় "দাসীর" স্থলে "সুন্দরী ও পরিচ্ছন্য দাসী" বলা হয়েছে।

١٠٣٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: شَهِيْدٌ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

www.nagorikpathagar.org

১০৩৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে তিনজন সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে তারা হচ্ছে, শহীদ, সচ্চরিত্র এবং আল্লাহর এবাদতকারী ও মনিবের শুভাকাঙ্ক্ষী পরাধীন ব্যক্তি। (তিরমিযী, ও ইবনে হাব্বান)

١٠٣٦-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ - أُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - عَبْدٌ أَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ، وَرَجُلٌ يُنَادِىْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

১০৩৬। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন কস্তুরীর স্তূপের ইপর থাকবে ঃ এমন পরাধীন ব্যক্তি, যে আল্লাহর অধিকার ও তার মনিবের অধিকার সঠিকভাবে প্রদান করে। যে ব্যক্তি জনগণের সম্মতি নিয়ে তাদের নেতৃত্ব দেয় এবং যে ব্যক্তি প্রতিদিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আযান দেয় । (তিরমিযী)

١٠٣٧- وَعَنْ أَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ، وَلَا خَبٌّ، وَلَا خَائِنٌ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْمَمْلُوْكُوْنَ إِذَا أَحْسَنُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، وَفِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْيَعْلٰى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَبَعْضُهُ عِنْدَ التِّرْمِذِىِّ، وَغَيْرُهُ.

১০৩৭। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন কৃপণ, ধোঁকাবাজ ও দুষ্ট প্রকৃতির বিশ্বাসঘাতক বেহেশতে যাবে না। আর সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজার কড়া নাড়বে, সেই সব পরাধীন ব্যক্তি। যারা আল্লাহর সাথে ও নিজেদের মনিবদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখে। (আহাম্মদ, আবু ইয়ালা ও তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

## تَرْهِيْبُ الْعَبْدِ مِنَ الْإِبَاقِ مِنْ سَيِّدِهٖ

## পরাধীন ব্যক্তির আপন মনিবকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সকর্তবাণী

١٠٣٨- وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَعَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهٖ فَمَاتَ مَاتَ عَاصِيًا، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ، وَإِزَارَهُ الْعِزُّ، وَرَجُلٌ فِيْ شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ، وَالْقَانِطُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ» رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهٖ.

১০৩৮। হযরত ফুযালা ইবনে উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না (অর্থাৎ তাদের পরিণাম খুবই খারাপ) ঃ যে ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং আপন নেতার অবাধ্য হয়। যে ব্যক্তি নিজের মনিবকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং সে মনিবের অবাধ্য থাকা অবস্থায় মারা যায় এবং যে মহিলার স্বামী তাকে পর্যাপ্ত ভরণ পোষণ দিয়ে প্রবাসে যায়, তথাপি সে তার অনুপস্থিতিতে স্বামীর প্রতি বিশ্বাঘাতকতা করে। (অর্থাৎ ব্যভিচার করে) আরো তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না ঃ যে আল্লাহর চাদর নিয়ে বিতর্ক করে, আর আল্লাহর চাদর হচ্ছে অহংকার, এবং তার পায়জামা হচ্ছে তার পরাক্রম। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অহংকার করে) যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন কাজে সন্দেহ পোষণ করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়। (ইবনে হাব্বান)

١٠٣٩- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ : اَلْعَبْدُ الْآبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

১০৩৯। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের কানের ওপরে যায় না (অর্থাৎ কবুল হয় না) ঃ পলাতক গোলাম–যতক্ষণ ফিরে না আসে, যে মহিলার স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় রাত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠীর অসম্মতি সত্ত্বেও নিছক গায়ের জোরে তাদের শাসক হয়ে বসে। (তিরমিযী)

দ্রষ্টব্য ঃ যে সময়ে ক্রয়সূত্রে মানুষকে দাসদাসী বানানো সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত রীতি ছিল, সে সময়ে মনিব স্বেচ্ছায় স্বাধীন করে না দিলে অথবা মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীনতা আদায় করে না নিলে কেউ স্বাধীন হতে পারতো না এবং এমতাবস্থায় তার পালিয়ে যাওয়া বৈধ হতো না। বর্তমান পৃথিবীর কোথাও এই রীতির প্রচলন নেই।

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْعِتْقِ
## وَالتَّرْهِيْبُ مِنْ اِعْتِبَادِ الْحُرِّ أَوْ بَيْعِهِ

## দাসদাসীকে মুক্ত করার ফযীলত এবং স্বাধীন মানুষকে গোলাম বানানোর ভয়াবহ পরিণাম

١٠٤٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِمًا اِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مِرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلٰى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلٰى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ فِيْهِ عَشَرَةَ الاَفِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفَ دِيْنَارٍ- فَأَعْتَقَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا.

১০৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে। আল্লাহ ঐ মুক্ত ব্যক্তির প্রতিটা অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটা অঙ্গকে দোজখ থেকে মুক্ত করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

١٠٤١- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ ضَمَّ يَتِيْمًا مِنْ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلٰى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتّٰى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يَجْزِئُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيْقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى عَنْهُ.

১০৪১। হযরত মালেক ইবনুল হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন এতিমকে নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে তার পানাহারের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে মুক্ত করবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটা অঙ্গ আগুন থেকে মুক্ত হবে। (আহমাদ)

١٠٤٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ : مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا- وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوْتَهُ- وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَمِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عِمْرَانَ الْمُعَافِرِيِّ عَنْهُ.

১০৪২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না ঃ যে ব্যক্তি জনগণের অসম্মতি সত্ত্বেও তাদের শাসক হয়ে বসে, যে ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর নামায পড়ে (অর্থাৎ বিনা ওযরে) এবং যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামে পরিণত করে। (অর্থাৎ অর্থ অথবা অস্ত্রের বলে) (আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

# كِتَابُ النِّكَاحِ

## وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

## বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ غَضِّ الْبَصَرِ

### বেগানা স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি দৃষ্টি সংযত করার উৎসাহ প্রদান

١٠٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْنِيْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ : « اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِيْ أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১০৪৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ কুদৃষ্টি হচ্ছে ইবলীশের একটা বিষাক্ত তির। যে ব্যক্তি আমার ভয়ে এই কুদৃষ্টি থেকে সংযত হয়, আমি তাকে তার বিনিময়ে এমন ঈমান দান করবো, যার স্বাদ সে নিজ অন্তরে উপভোগ করবে। (তাবরানী)

١٠٤٤-وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلٰى مَحَاسِنِ اَمْرَأَةٍ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ، إِلاَّ أَحْدَثَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا فِيْ قَلْبِهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، إِلاَّ إِنَّهُ قَالَ : « يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ أَوَّلَ رَمْقَةٍ » وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ : « إِنَّمَا أَرَادَ إِنْ صَحَّ- وَاللّٰهُ أَعْلَمُ- أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَيَصْرِفُ بَصَرَهُ عَنْهَا تَوَرُّعًا.

www.nagorikpathagar.org

১০৪৪। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের দৃষ্টি যদি কোন নারীর সৌন্দর্য সুষমার ওপর পড়ে এবং সে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন এবাদাত করার তাওফীক দেবেন, যাতে সে পরম স্বাদ উপভোগ করবে। (আহমাদ, তাবরানী ও বায়হাকী) তবে তাবরানীর বর্ণনায় "প্রথম দৃষ্টি" উল্লেখ করা হয়েছে। আর বাইহাকী বলেন ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, প্রথমবার অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি পড়ার পর আল্লাহর ভয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়া উচিত।

١٠٤٥- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِضْمَنُوْا لِىْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْهُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১০৪৫। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে ছ'টা জিনিসের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমাদেরকে বেহশতের নিশ্চয়তা দেব। যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তখন তা পালন করবে। যখন তোমাদের কাছে কোন আমানত রাখা হয়, তখন তা রক্ষা করবে, তোমাদের সতিত্ব রক্ষা করবে, তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং তোমাদের হাতকে বিরত রাখবে। (কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে) (আহমাদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٠٤٦- وَعَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «يَا عَلِىُّ إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِى الْجَنَّةِ، وَإِنَّكَ ذُوْقَرْنَيْهَا؛ فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُوْلٰى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

www.nagorikpathagar.org

১০৪৬। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আলী, বেহেশতে তোমার জন্য একটা পুঞ্জীভূত সম্পদ রয়েছে এবং তুমি তার সত্বাধিকারী। কাজেই তুমি এক নজরের পরে আরেক নজর দিও না। প্রথম নজরের অধিকার তোমার রয়েছে, দ্বিতীয় নজরের অধিকার নেই। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

ব্যাখা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, অন্যান্য সৎকাজের গুণে বেহেশত প্রাপ্য হলেও বেগানা স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি দিলে তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

١٠٤٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا، فَهُوَ مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مُحَالَةَ، اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطٰى، وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى، وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ أَوْيُكَذِّبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْبُخَارِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

وَفِيْ رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ، وَأَبِيْ دَوُّادَ : «وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِيْ فَزِنَاهُ الْقُبَلُ».

১০৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তানের নামে ব্যভিচারের কোন না কোন অংশ লেখা হয়ে থাকে এবং সে নিজের কাজ দ্বারা সেই অংশটা সম্পন্ন করে। তার চোখ দুটো ব্যভিচার করে। তাদের ব্যভিচার হলো কু-দৃষ্টি। তার কান দুটো ব্যভিচার করে। তাদের ব্যভিচার হলো শ্রবণ (অর্থাৎ অশ্লীল কথা শ্রবণ বা খারাপ উদ্দেশ্যে শ্রবণ) জিহ্বাও ব্যভিচার করে। তার ব্যভিচার হলো কথা। (অর্থাৎ অশ্লীল কথা অথবা অশ্লীল ও অন্যায় উদ্দেশ্যে কথা বলা) হাত দু'খানাও ব্যভিচার করে। তাদের ব্যভিচার হলো ধরা। (অর্থাৎ অশ্লীল ও নিষিদ্ধ জিনিস ধরা) পাও ব্যভিচার করে। তার ব্যভিচার হলো হাঁটাচলা। (অর্থাৎ নিষিদ্ধ ও অশ্লীল গন্তব্যের দিকে হাঁটাচলা) মনও ব্যভিচার করে। তার ব্যভিচার ও

www.nagorikpathagar.org

হলো কু-চিন্তা ও কদর্য বাসনা। আর লজ্জাস্থান এই সব অপকর্মকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা আংশিক ব্যভিচার সম্পন্ন হয়। তারপর লজ্জাস্থান ব্যভিচারকে পূর্ণতা দান করে।) (মুসলিম, বুখারী, •আবু দাউদ, নাসায়ী)

মুসলিম বর্ণনায় সংযোজিত হয়েছে ঃ "মুখও ব্যভিচার করে, তার ব্যভিচার হলো চুমু খাওয়া"।

١٠٤٨- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَمَ ؟ قَالَ : « اَلْحَمُ الْمَوْتُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ ، ثُمَّ قَالَ : وَمَعْنٰى كَرَاهِيَةِ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ عَلٰى نَحْوِ مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ».

১০৪৮। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত । রসূল (সা) বলেছেন ঃ সাবধান, তোমরা মহিলাদের (গায়রে মাহরাম) কাছে যেওনা। (অর্থাৎ তাদের অন্দর মহলে ঢুকে পড়ো না) এক ব্যক্তি বললো "হাম" সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? রসূল (সা) বললেন " হাম" তো মৃত্যু। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন ঃ মহিলাদের কাছে যেও না কথাটার অর্থ হলো, তারা যে অন্দর মহলে থাকে, সেখানে ঢুকে পড় না। কারণ অন্য হাদীসে রসূল (সা) বলেছেন ঃ " কোন পুরুষ কোন গায়রে মাহরাম স্ত্রীর সাথে একাকী মিলিত হলে তাদের সাথে তৃতীয়জন হিসাবে যোগ দেয় শয়তান।"

"হাম" শব্দটার অর্থ হলো, স্বামীর পিতা, ভাই, চাচা, চাচাতো ভাই ইত্যাদি। এখানে এই সব আত্মীয়কেই বুঝানো হয়েছে। স্ত্রীর আত্মীয়রা ও এর আওতাভুক্ত। কেউ বলেন ঃ শুধু স্বামীর আত্মীয়। আবার কেউ বলেন ঃ শুধু স্ত্রীর আত্মীয়। "হাম তো মৃত্যু" কথাটার অর্থ হলো, তার সাথে নিরিবিলি সাক্ষাত মৃত্যুর সমতুল্য। অর্থাৎ কিছুতেই করা উচিত নয়। স্বামীর পিতা বা ভাই-এর ক্ষেত্রে যখন এই ব্যবস্থা, তখন পর-পুরুষদের ব্যাপারটা সহজেই বোধগম্য।-গ্রন্থকার

www.nagorikpathagar.org

١٠٤٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ

১০৪৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কোন মহিলার সাথে একজন মাহরমের সাথে ছাড়া সাক্ষাত না করে।

মাহরাম হলো, সেই সব আত্মীয়, যাদের সাথে বিয়ে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ যেমন ভাই, বোন, পিতা, মাতা, মেয়ে, আপন ভাইঝি, আপন ভাইপো, খালা, ফুফু ইত্যাদি।

١٠٥٠- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَأَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

১০৫০। হযরত মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মাথায় লোহার শলাকা বিদ্ধ হওয়াও একজন নিষিদ্ধ (গয়রে মাহরাম) মহিলার দেহ স্পর্শ করার চেয়ে ভাল। (তাবরানী, বাইহাকী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى النِّكَاحِ، سِيَّمَا بِذَاتِ الدِّيْنِ الْوَلُوْدِ

## বিয়ে করতে উৎসাহ প্রদান বিশেষতঃ ধর্মিক মেয়েকে

١٠٥١-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُمَا، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

১০৫১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে যুবক সমাজ, তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ রাখে, সে যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে দৃষ্টিকে সংযত রাখা ও সতিত্ব রক্ষা করার পক্ষে সবচেয়ে বেশী সহায়ক। আর যে সমর্থ রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার রক্ষক। (বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

١٠٥٢-وَعَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحِنَّاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ» وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ «اَلْحَيَاءُ» بِالْيَاءِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

১০৫২। হযরত আবু আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ নবীদের অনুসৃত নীতি হিসেবে চারটে উল্লেখযোগ্য ঃ মেহেন্দী লাগানো, সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহার করা, মেসওয়াক করা ও বিয়ে করা। কোন কোন বর্ণনায় মেহেন্দী লাগানোর পরিবর্তে "লজ্জাশীলতার" উল্লেখ রয়েছে। (তিরমিযী)

উল্লেখ্য , মেসওয়াক করা দ্বারা নিয়মিত দাত পরিষ্কার করা বুঝায়। তবে এটা দিনে একবার না করে প্রত্যেক ওযুর সময়ে করা উত্তম। -অনুবাদক

١٠٥٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَلَفْظُهُ قَالَ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَىْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ».

১০৫৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ গোটা দুনিয়াই ভোগের সামগ্রী। আর এর ভেতরে সবচেয়ে ভালো ভোগের সামগ্রী হলো সচ্চরিত্র স্ত্রী। (মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ) ইবনে মাজার ভাষা এ রকম ঃ "সমগ্র দুনিয়াটাই ভোগের সামগ্রী। আর সচ্চরিত্র স্ত্রীর চেয়ে ভালো ভোগের সামগ্রী আর নেই।"

www.nagorikpathagar.org

١٠٥٤- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: « مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ : إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْهُ.

১০৫৪। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ একজন মুমিন আল্লাহর ভয়ের পর সচ্চরিত্র স্ত্রীর চেয়ে উত্তম আর কোন জিনিস দ্বারা উপকৃত হতে পারে না ঃ কেননা তাকে সে কোন আদেশ দিলে সে তা মান্য করে, তার দিকে সে দৃষ্টি দিলে সে তাকে আনন্দ দেয়, তার সম্পর্কে সে কোন কসম খেলে সে কসম পূরণে সে সাহায্য করে। আর সে যখন তার কাছ থেকে দূরে কোথাও যায়, তখন সে নিজের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে তার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়। (ইবনে মাজাহ)

١٠٥٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ، فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيْهِ حُوْبًا فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَالْأَوْسَطِ، إِسْنَادُ أَحَدِهِمَا جَيِّدٌ.

১০৫৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চারটে জিনিস লাভ করে, সে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভ করে, কৃতজ্ঞতাবোধসম্পন্ন মন, আল্লাহর স্মরণে সোচ্চার জিহ্বা, দুর্যোগ-মুসিবতে কষ্ট সহিষ্ণু শরীর, এবং যে স্ত্রী নিজের সত্তায় ও স্বামীর সম্পত্তিতে কোন পাপ বা অন্যায়কে জড়িত হতে দেয় না। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

١٠٥٦- وَعَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ ثَلَاثَةٌ؛ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ: اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ؛ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ: اَلْمَرْأَةُ السُّوْءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوْءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَزَّارُ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ» وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: « أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: اَلْجَارُ السُّوْءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوْءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ».

১০৫৬। হযরত ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটে জিনিস আদম সন্তানের সৌভাগের উপকরণ এবং তিনটে জিনিস আদম সন্তানের দুর্ভাগ্যের উপকরণ। আদম সন্তানের সৌভাগ্যের উপকরণ হলো ঃ সতী স্ত্রী, ভালো বাড়ী ও ভালো বাহন। আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্যের উপকরণ হলো ঃ অসতী স্ত্রী, খারাপ বাড়ী ও খারাপ বাহন। (আহমাদ, তাবরানী, বাযযার ও হাকেম) তবে হাকেমের ভাষায় 'খারাপ বাড়ী'র পরিবর্তে "সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত বাড়ী" বলা হয়েছে। ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় চারটে জিনিসকে সৌভাগ্যের এবং চারটি জিনিসকে দুর্ভাগের উপকরণ বলা হয়েছে। সৌভাগ্যের উপকরণ হলো ঃ সচ্চরিত্র স্ত্রী, সুপরিসর বাসস্থান, সৎ প্রতিবেশী ও উত্তম বাহন। আর দুর্ভাগ্যের উপকরণ হলো ঃ অসৎ প্রতিবেশী, অসৎ স্ত্রী, খারাপ বাহন ও সংকীর্ণ বাসভবন।

١٠٥٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللّٰهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ

www.nagorikpathagar.org

عَلٰى شَطْرِ دِيْنِهٖ، فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى الشَّطْرِ الْبَاقِىْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَالْحَاكِمُ، وَمِنْ طَرِيْقِهٖ لِلْبَيْهَقِىِّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১০৫৭। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা একজন সৎ স্ত্রী দান করেছেন, তাকে ইসলামের অর্ধেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন। বাকী অর্ধেক সম্পর্কে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। (তাবরানী, হাকেম ও বাইহাকী)

١٠٥٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ : اَلْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهٖ، وَالْحَاكِمُ.

১০৫৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্বের অন্তভুক্ত ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদে লিপ্ত। যে ব্যক্তি নিজেকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ সংগ্রহের চেষ্টায় নিয়োজিত এবং যে ব্যক্তি নিজের সততা বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٠٥٩- وَعَنْ أَبِىْ نُجَيْحٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ كَانَ مُوْسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّىْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَاسْمُ أَبِىْ نُجَيْحٍ يَسَارٌ- بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ- وَهُوَ وَالِدُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ نُجَيْحٍ الْمَكِّىِّ.

১০৫৯। হযরত আবি নুজাইহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সচ্ছল ও বিয়ে করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে, তবুও বিয়ে করে না, সে আমার কেউ নয়। (তাবরানী ও বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

١٠٦٠- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا، فَقَالُوْا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّيْ أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ [أَبَدًا]، وَقَالَ آخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ : « أَنْتُمُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لٰكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ « مِنِّيْ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

১০৬০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) এর স্ত্রীদের বাড়ীতে একবার একদল মুসলমান এসে রসূল (স) কেমন এবাদত করতেন, তা জিজ্ঞেস করলো। তাদেরকে যখন জানানো হলো তখন নিজেদের এবাদাত তাদের কাছে খুবই কম মনে হলো। তারপর তারা বলতে লাগলো ঃ "হায়! আমরা রসূল (সা) এর তুলনায় কোথায় আছি? তাঁর তো আগের ও পিছের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের একজন বললো ঃ আমি এখন থেকে সারারাত নামায পড়বো। অপরজন বললো ঃ আমি সারা জীবন রোযা রাখবো এবং কোনদিন রোযা ভাংবো না। আর একজন বললো ঃ আমি মহিলাদের কাছ থেকে দূরে থাকবো, কখনো বিয়ে করবো না। সহসা তাদের কাছে রসূল (সা) এলেন। বললেন তোমরাই কি এইসব কথা বলছিলে? শোন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সবার চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভয় করি, কিন্তু আমি রোযাও রাখি, আবার ভংগও করি। রাত জেগে নামায ও পড়ি এবং ঘুমাইও। আমি বিয়েও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (নীতি) পছন্দ করে না, সে আমার কেউ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

١٠٦١- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلٰى إِحْدٰى خِصَالٍ: لِجَمَالِهَا، وَمَالِهَا (وما لها) وَخُلُقِهَا، وَدِيْنِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُوْ يَعْلٰى، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

১০৬১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মহিলাদেরকে তার সৌন্দর্য, সম্পদ, চরিত্র ও ধর্মের প্রতি অগ্রাধিকার দিও। (আহমাদ, বাযযার, আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বান)

বুখারী, মসুলিম, আবু দাউদ,নাসায়ী ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এই চারটি জিনিস এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও ধর্মপ্রীতি।"

١٠٦٢- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّيْ أَصَبْتُ اَمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصَبٍ وَمَالٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ (أَتَاهُ الثَّانِيَةَ) فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ [أَتَاهُ] الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ: « تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمِ الْأُمَمَ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১০৬২। হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রসূল আমি এমন এক মহিলার সন্ধান পেয়েছি, যে সম্ভ্রান্ত, উচ্চ বংশীয় ও ধনবতী; কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? রসূল (সা) তাকে নিষেধ করলেন। পরে সে আবার এল। রসূল (সা) আবারও নিষেধ করলেন। তৃতীয়বার এলে বললেন ঃ অত্যধিক মমতাময়ী ও অত্যধিক সন্তান প্রজননে সক্ষম মহিলা দেখে বিয়ে কর। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়ে অন্যান্য জাতির কাছে গর্ব করবো।" (আবু দাউদ, নাসায়ী ও হাকেম)
(অর্থাৎ কেয়ামতের দিন গর্ব করব।-অনুবাদক)

www.nagorikpathagar.org

## تَرْغِيْبُ الزَّوْجِ فِى الْوَفَاءِ بِحَقِّ زَوْجَتِهِ، وَحُسْنِ عِشْرَتِهَا وَالْمَرْأَةِ بِحَقِّ زَوْجِهَا وَطَاعَتِهِ وَتَرْهِيْبُهَا مِنْ إِسْقَاطِهِ، وَمُخَالَفَتِهِ

## স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকারের প্রতি যত্নশীল থাকতে উৎসাহ প্রদান

١٠٦٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ أَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عن رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

১০৬৩। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা একজন দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার সম্পর্কে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘর ও সহায় সম্পদ-সম্পর্কে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এবং একজন তার মৃত্য মনিবের সম্পদ সম্পর্কে দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমাদের প্রত্যেকই দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٤-وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

www.nagorikpathagar.org

১০৬৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিনদের ভেতরে সেই ব্যক্তির ঈমানই পূর্নাঙ্গ, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে তারাই সবার চেয়ে উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করে। (তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

١٠٦٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ قَالَ : صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، كَذَا قَالَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَلاَ نَعْرِفُ لِأَبِيْ قِلَابَةَ سِمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ.

১০৬৫। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ঈমানই সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো এবং যে তার পরিবারের সাথে অধিকতর নম্র আচরণ করে। (তিরমিযী ও হাকেম)

١٠٦٦- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا» رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

১০৬৬। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তুমি যদি তাকে সোজা করতে চাও, তবে ভেঙ্গে যাবে। অতএব তার সাথে সমঝোতার মাধ্যমে মিলেমিশে জীবন যাপন কর। (ইবনে হাব্বান)

١٠٦٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» وَقَالَ غَيْرَهُ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.nagorikpathagar.org

১০৬৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুমিনের মনে কোন মুমিন নারীর প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। তার একটা কাজ অপছন্দ হলেও আর একটা কাজ তার কাছে পছন্দ হতেও পারে। (মুসলিম)

١٠٦٨- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَاحَقُّ زَوْجَةُ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ » فَذَكَرَهُ.

১০৬৮। হযরত মুয়াবিয়া বিন হায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমাদের ওপর আমাদের স্ত্রীদের অধিকার কী কী? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে। তুমি যখন পোশাক পরবে, তখন তাকেও পরাবে। মুখের ওপর কখনও মারবে না, কখনো অশ্রাব্য ও কটু ভাষায় ভর্ৎসনা করবে না, (একান্ত প্রয়োজনে) তার সাথে মেলামেশা ও কথা বলা বন্ধ করলে তাকে বাড়ীর ভেতরে রেখেই তা করবে। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ 'তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে' এ কথাটা দ্বারা বুঝা গেল স্বামী-স্ত্রী যথা সম্ভব একই সময় ও একই সাথে খাওয়া উচিত। এত দাম্পত্য বন্ধন মজবুত ও ভালোবাসা প্রগাঢ় হয়। সেই সাথে দু'জনের খাওয়া দাওয়ার মানে তারতম্য না হওয়াও অনেকটা নিশ্চিত হয়।

١٠٦٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ الْجُشَمِّي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ- بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ- ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ،

www.nagorikpathagar.org

فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ،

১০৬৯। হযরত আমর ইবনুল আহওয়াস আল- জুশামী (রা) বলেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্বে রসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন ঃ প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও কিছু সদুপদেশ দানের পর তিনি বলেন ঃ সাবধান! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সর্বোত্তম মনোভাব প্রকাশ কর। কেননা তারা (কার্যতঃ) তোমাদের কাছে বন্দী। না হলে তোমরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারতে না। অবশ্য যদি তারা কোন সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে বসে, তাহলে তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করতে পার। এ ধরনের কাজ করলে তাদেরকে তাদের বিছানায় একাকিনী রেখে দাও এবং তাদেরকে এমনভাবে প্রহার কর যাতে কোন স্থায়ী ব্যথা বা ক্ষতের সৃষ্টি না হয়। এ পর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তহলে তাদের বিরুদ্ধে আর কোন পদক্ষেপ নিও না। মনে রেখ, তোমাদের স্ত্রীদের কাছে তোমাদের কিছু অধিকার পাওনা রয়েছে। আর তোমাদের কাছেও তোমাদের স্ত্রীদের কিছু অধিকার পাওনা রয়েছে। তাদের কাছে তোমাদের পাওনা অধিকার এই যে, তোমরা যে সব পুরুষকে অপছন্দ কর তাদেরকে যেন তোমাদের বিছানায় স্থান না দেয় এবং যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর, তাদেরকে যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়। মনে রেখ, তোমাদের কাছে তাদের পাওনা অধিকার এই যে, তোমরা যেন তাদেরকে উত্তম খোরাক ও পোশাক দাও। (ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ "উত্তম খেরারক ও পোশাক" কথাটা দ্বারা " মধ্যম মানের" বুঝতে হবে, যা বিলাসিতার পর্যায়েও পড়েনা, আবার এত নিন্ম মানের ও নয়, যা প্রচলিত রীতি অনুসারে স্ত্রীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না।

www.nagorikpathagar.org

١٠٧٠- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيْلَ لَهَا: اُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ.

১০৭০। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেন ঃ যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর অনুগত থাকে, তাকে বলা হবে, " যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা বেহেশতে প্রবেশ কর।" (আহমাদ, তাবরানী)

١٠٧١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «زَوْجُهَا» قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ «أُمُّهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُ الْبَزَّارِ حَسَنٌ.

১০৭১। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নারীর কাছে কার অধিকার সবচেয়ে বড়? রসূল (সা) বললেন ঃ তার স্বামীর। আমি বললাম ঃ পুরুষের কাছে কার অধিকার সবচেয়ে বড়? রসূল (সা) বললেন ঃ তার মা। (বাযযার ও হাকেম)

١٠٧٢- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، هٰذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ يُصِيْبُوْا أُجِرُوْا، وَإِنْ قُتِلُوْا كَانُوْا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ، وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاءِ نَقُوْمُ عَلَيْهِمْ، فَمَا لَنَا مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

www.nagorikpathagar.org

« أَبْلِغِيْ مَنْ لَقِيْتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ، وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذٰلِكَ، وَقَلِيْلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ هٰكَذَا مُخْتَصَرًا، وَالطَّبَرَانِيُّ فِيْ حَدِيْثٍ قَالَ فِيْ اٰخِرِهِ : ثُمَّ جَاءَتْهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّيْ رَسُوْلُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، وَمَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلِمَتْ، أَوْلَمْ تَعْلَمْ إِلاَّ وَهِيَ تَهْوٰى مَخْرَجِيْ إِلَيْكَ، اَللّٰهُ رَبُّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَإِلٰهُهُنَّ، وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، كَتَبَ اللّٰهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ أَصَابُوْا أُجِرُوْا، وَإِنِ اسْتُشْهِدُوْا كَانُوْا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ، فَمَا يَعْدِلُ ذٰلِكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ؟ قَالَ : «طَاعَةُ أَزْوَاجِهِنَّ، وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوْقِهِنَّ، وَقَلِيْلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ».

১০৭২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । রসূল (সা) এর কাছে এক মহিলা এসে বললো ঃ হে রসূল, আমি মহিলাদের প্রতিনিধি হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের ওপর জেহাদ ফরয করেছেন। তারা বিজয়ী হলে তার বিনিময়ে পুরস্কৃত হয়, আর নিহত হলে শহীদ হয় এবং আল্লাহর কাছে জীবিত থাকেও জীবিকা লাভ করে। আমরা মহিলারা তাদের সংসার চালাই। এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি যে কোন মহিলাকে দেখতে পাও, জানিয়ে দাও যে, স্বামীর আনুগত্য ও তার অধিকার প্রদান জেহাদের সমতুল্য। অথচ এই কাজটুকু খুব কম মহিলাই করে থাকে। (বাযযার ও তাবরানী)

তাবরানীর বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে আরো রয়েছে ঃ "পরে ঐ মহিলা আবার রসূল (সা) এর কাছে এল। এসে বললো ঃ আমি আপনার কাছে মহিলাদের দূত হয়ে এসেছি। প্রত্যোকটা মহিলা উদগ্রীব যেন আমি আপনার কাছে আসি। তাদের কথা হলো ঃ আল্লাহ তো পুরুষদেরও প্রভু, নারীদেরও প্রভু আর আপনি পুরুষদেরও রসূল, নারীদেরও রসূল। আর আপনি পুরুষদের ওপর জেহাদ ফরয করেছেন। তারা সফল হলে পুরস্কৃত হয়। আর শহীদ হলে আল্লাহর কাছে চিরঞ্জীব থাকে ও জীবিকা পায়। মহিলাদের কোন্ কাজ পুরুষদের ঐ জেহাদের সমান মর্যাদাশালী? রসূল (সা) বললেনঃ "তাদের স্বামীর আনুগত্য এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত হওয়া। অথচ তোমাদের খুব কম মহিলাই এ কর্তব্য পালন করে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

١٠٧٣- وَعَنِ ابْنِ أَبِىْ أَوْفَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا هٰذَا» قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَدِمْتُ الشَّامَ، فَوَجَدْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ بِكَ؟ قَالَ : « فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّيْ لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ.

১০৭৩। হযরত ইবনে আবি আওফা (রা) বর্ণনা করেন ঃ যখন মুযায় বিন জাবাল (রা) সিরিয়া থেকে এলেন, তখন রসূল (সা) কে সিজদা করলেন। রসূল (সা) বললেন ঃ এটা কী? তিনি বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ, আমি সিরিয়া গিয়ে দেখলাম, সেখানকার খৃষ্টানরা তাদের পাদ্রীদেরকে সিজদা করছে। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আপনাকে সিজদা করবো। রসূল (সা) বললো ঃ না, এটা করো না। আমি যদি কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন তার শপথ, স্ত্রী যতক্ষণ তার স্বামীর অধিকার প্রদান না করবে, ততক্ষণ সে আল্লাহর অধিকার প্রদান করতে পারবে না। (ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

١٠٧٤- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَزَوْجُهَا كَارِهٌ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِى السَّمَاءِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ حَتّٰى تَرْجِعَ » رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ.

১০৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন স্ত্রী তার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, অথচ তার স্বামী তা পছন্দ করে না তখন আকাশের প্রত্যেক ফেরেশতা এবং জ্বিন ও মানুষ ছাড়া আর যত প্রাণী তার কাছ দিয়ে যায়, তারা সবাই তাকে অভিশাপ করতে থাকে। ঐ মহিলা স্বামীগৃহে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই অভিশাপ চলতে থাকে। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ تَرْجِيْحِ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ وَتَرْكِ الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ

## স্ত্রীদের মধ্যে বৈষম্য করা ও সুবিচার না করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٠٧٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০৭৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যে সে সুবিচার করে না, সে কেয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে তার দেহের একপাশ অবশ হয়ে গেছে। (তিরমিযী)

١٠٧٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ هٰذَا قِسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» يَعْنِي الْقَلْبَ، رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

১০৭৬। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ রসূল (সা) (স্ত্রীদের মধ্যে) ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পদ বণ্টন করতেন। তারপর বলতেন ঃ হে আল্লাহ আমি যে ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গভাবে বণ্টন করার ক্ষমতা রাখি, সে ক্ষেত্রে ন্যায় সঙ্গতভাবে বণ্টন করলাম। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করার ক্ষমতা আমার নেই, বরং তোমার আছে, সে ক্ষেত্রে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করো না। (অর্থাৎ মনের ক্ষেত্রে। কেননা ভালোবাসা মনের কাজ এবং এ ক্ষেত্রে কেউ সমতা বা সুবিচারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তাই এ ক্ষেত্রে সুবিচারের জন্য স্বামী দায়ী হবে না। তবে বাহ্যিক যে সব ক্ষেত্রে সুবিচার করা সম্ভব সে সব ক্ষেত্রেতা অবশ্যই করতে হবে। -অনুবাদক) (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِى النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْعِيَالِ

## স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য অর্থ ব্যয়ে উৎসাহ প্রদান

١٠٧٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِىْ رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلٰى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا اَلَّذِىْ أَنْفَقْتَهُ عَلٰى أَهْلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৭৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে সম্পদ তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় কর, যে সম্পদ তুমি কোন পরাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন করার জন্য ব্যয় কর, যে সম্পদ তুমি কোন মিছকীনের ওপর ব্যয় কর, এবং যে সম্পদ তুমি তোমার পরিবারের পেছনে ব্যয় কর, তার মধ্যে যে সম্পদ তুমি তোমার পরিবারের পেছনে ব্যয় কর, সেটাই অধিক পুণ্যময়। (মুসলিম)

١٠٧٨- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : « وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فِىْ اِمْرَأَتِكَ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

১০৭৮। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যে সম্পদই ব্যয় কর, তার জন্য তুমি পুরস্কৃত হবে। এমনকি তুমি যে খাদ্য তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও, তার জন্যও তুমি পুরস্কৃত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٩- وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا

www.nagorikpathagar.org

أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

১০৭৯। হযরত মিকদাম বিন মা'দীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত । রসূল (সা) বলেছেন ঃ তুমি নিজেকে যা আহার করাও তা তোমার জন্য সদকা, তোমার সন্তানকে যা খাওয়াও তা তোমার জন্য সদকা, তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াও তা তোমার জন্য সদকা এবং তোমার চাকরকে যা খাওয়াও তা তোমার জন্য সদকা। (আহমাদ)

١٠٨٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.

১০৮০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ওপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে ভাল। তুমি যাদের ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী তাদের দিয়েই দান করা শুরু কর ঃ তোমার মাকে, তোমার বাবাকে, তোমার বোনকে, তোমার ভাইকে, অতঃপর যে ব্যক্তি তোমার নিকটতম এবং তারপর যে ব্যক্তি নিকটতম তাকে। (বুখারী, মুসলিম ও তাবরানী)

١٠٨١-وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَعُوْنَةَ تَأْتِيْ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِيْ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى قَدْرِ الْبَلَاءِ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرُوَاتُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيْحِ.

১০৮১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের ব্যয় অনুপাতে আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য আসে। আর মুসিবত অনুপাতে আল্লাহর কাছ থেকে ধৈর্য আসে। (বাযযার)

www.nagorikpathagar.org

١٠٨٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ. فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ : « مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَفِيْ لَفْظٍ لَهُ : « مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ ».

১০৮২। হযরত আয়েশা (রা) বলেনে ঃ এক মহিলা আমার কাছে তার দুটো মেয়েকে সাথে করে ভিক্ষা চাইতে এল। সে আমার কাছে একটা খোরমা ছাড়া আার কিছু পেল না। ঐ একটা খোরমা তাকে দিলাম। সে ঐ খোরমাটা তার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিল। নিজে কিছুই খেল না। তারপর সে চলে গেল। এরপর রসুল (সা) এলেন এবং আমি তাকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তিকে মেয়ে সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, এবং সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, ঐ মেয়েরা তার দোজখে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) তিরমিযীর বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে ঃ "যাকে একটা বা একাধিক মেয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে তাদের ওপর ধৈর্য ধারণ করেছে, তারা তার জন্য দোজখ থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

١٠٨٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ يَعْنِي- الذُّكُوْرَ عَلَيْهَا : أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ.

১০৮৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কোন মেয়ে সন্তান হয় এবং সে তাকে (জাহেলী যুগের ন্যায়) হত্যা করে না, নির্যাতন করে না এবং ছেলে সন্তানকে তার ওপর অগ্রাধিকার দেয় না, আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন । (আবুদাউদ ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَةِ

## وَمَا جَاءَ فِى النَّهْيِ عَنِ الْأَسْمَاءِ الْقَبِيْحَةِ وَتَغْيِيْرِهَا

## ভালো নাম রাখতে উৎসাহ্ প্রদান

١٠٨٤– وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوْا أَسْمَاءَكُمْ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ زَكَرِيَّا عَنْهُ.

১০৮৪। হযরত আবুদদারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন তোমাদের নাম ও তোমাদের বাবার নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমাদের ভালো নাম রাখ। ( আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান)

١٠٨٥– وَعَنْ أَبِىْ وَهَبٍ الْجُشَمِىِّ – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ – قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ : عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا : حَرْبٌ، وَمُرَّةٌ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالنَّسَائِىُّ.

وَإِنَّمَا كَانَ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ لِأَنَّ الْحَارِثَ هُوَ الْكَاسِبُ، وَالْهَمَّامُ هُوَ الَّذِىْ يَهُمُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرٰى، وَكُلُّ إِنْسَانٍ لاَ يَنْفَكُّ عَنْ هٰذَيْنِ.

১০৮৫। হযরত আবু ওহাব আল-জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা নবীদের নামে নিজেদের নাম রেখ। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো অব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। সবচেয়ে সত্য নাম হারেস ও হাম্মাম, এবং সবচেয়ে খারাপ নাম হলো হারব ও মুররাহ। ( আবুদাউদ ও নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

দ্রষ্টব্যঃ হারেস ও হাম্মাম এই নাম দুটোকে সবচেয়ে সত্য নাম বলার কারণ এই যে, হারেস শব্দের অর্থ উপার্জন কারী, আর হাম্মাম অর্থ ক্রমাগত চেষ্টা সাধনাকারী। এই দুটো গুণ থেকে কেউই বঞ্চিত নয়।- গ্রন্থকার,

('হারব' শব্দের অর্থ যুদ্ধ এবং 'মুররা' অর্থ তিক্ত- অনুবাদক)

١٠٨٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০৮৬। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূল (সা) খারাপ নামকে পরিবর্তন করে দিতেন। (তিরমিযী)

١٠٨٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْلَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِاخْتِصَارٍ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اِسْمَ عَاصِيَةَ، قَالَ: «أَنْتِ جَمِيْلَةُ»

১০৮৭। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হযরত উমারের একটা মেয়ের নাম ছিল আসিয়া (অর্থাৎ পাপিষ্ঠা) রসূল (সা) তার নাম পাল্টে জামীলা (সুন্দরী) রাখলেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসলিম)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ تَأْدِيْبِ الْأَوْلَادِ

## সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দানে উৎসাহ প্রদান

١٠٨٨- وَعَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا .

১০৮৮। হযরত আইয়ূব বিন মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ উত্তম আচরণ ও আদব শিক্ষাদানের চেয়ে ভালো কোন উপহার কোন বাবা তার সন্তানকে দিতে পারে না। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ أَنْ يَنْتَسِبَ الْإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ

### أَوْيَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ

## কোন মানুষের নিজের বাবার পরিবর্তে অন্যকে বাবা ডাকার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٠٨٩- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعٰى بِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعٰى مَالَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ، وَلَيْسَ كَذٰلِكَ، إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

১০৮৯। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত । রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের বাবার পরিবর্তে অন্য কাউকে বাবা বলে দাবী করে সে কুফরি করে। যে ব্যক্তি এমন কোন জিনিস নিজের বলে দাবী করে যা তার নয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। সে যেন দোজখে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি কাউকে কাফের বা আল্লাহর শত্রু বলে অথচ আসলে সে তদ্রূপ নয়, তার ঐ উক্তি তার দিকেই প্রত্যাবর্তিতে হবে। (অর্থাৎ সে নিজেই কাফের ও আল্লাহর শত্রু হয়ে যাবে) (বুখারী ও মুসলিম)

## تَرْغِيْبُ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْاَوْلاَدِ، أَوْ اِثْنَانِ أَوْ وَاحِدٌ

### فِيْمَا يُذْكَرُ مِنْ جَزِيْلِ الثَّوَابِ

## যার শিশু সন্তান মারা যায় তার সওয়াব

١٠٩٠- وَعَنْ حَبِيْبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ : «مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوْا

www.nagorikpathagar.org

الْحِنْثَ إِلَّا جِيءَ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُوْقَفُوْا عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُوْنَ : حَتّٰى تَدْخُلَ اٰبَاؤُنَا، فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ جَيِّدٍ.

১০৯০। হযরত হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশার কাছে ছিলেন। এই সময়ে রসূল (সা) এসে পড়লেন এবং বললেন ঃ কোন মুসলমান পিতামাতার যদি তিনটে শিশু সন্তান মারা গিয়ে থাকে, তবে কেয়ামতের দিন তাদেরকে বেহেশতের দরজার সামনে এনে দাঁড় করানো হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর। তারা বলবে, আমাদের বাবা মাকে নিয়ে প্রবেশ করতে চাই।তখণ বলা হবে ঃ তোমারা ও তোমাদের মা-বাবা একসাথেই বেহেশতে প্রবেশ কর। (তাবরানী)

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ إِفْسَادِ الْمَرْأَةِ عَلٰى زَوْجِهَا وَالْعَبْدِ عَلٰى سَيِّدِهِ

## চাকর-মনিব ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পরিণাম

١٠٩١-وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا، أَوْعَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهِ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَهٰذَا أَحَدُ أَلْفَاظِهِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَلَفْظُهُ: «مَنْ خَبَّبَ عَبْدًا عَلٰى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ اِمْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيْرِ وَالْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ أَبُوْيَعْلٰى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوَاةُ أَبِيْ يَعْلٰى كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

www.nagorikpathagar.org

১০৯১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে এবং চাকরদের মনিবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান, তাবরানী)

١٠٩٢- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ؛ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ: نِعْمَ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

১০৯২। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইবলীস পানির ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর তার লোকদেরকে বিভিন্ন অপকর্ম ও অঘটন ঘটাতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাঠায়। যে ব্যক্তি যত বড় অঘটন ঘটাতে পারে, সে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়। এক একজন এসে নিজ কীর্তিকলাপের বিবরণ দেয়, আর ইবলীস বলে তুমি কিছুই করনি। অবশেষে একজন বলে ঃ আমি অমুকের পিছু নিয়েছিলাম এবং তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছি। ইবলীস তাকে কাছে টেনে নেয় এবং বলে ঃ তুমি চমৎকার কাজ করেছ। তারপর তাকে আলিঙ্গন করে। (মুসলিম)

## تَرْهِيْبُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْأَلَ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ

## স্ত্রী কর্তৃক বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٠٩٣- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ مَاجَه ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ حَدِيْثٍ قَالَ : «وَإِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، وَمَا مِنْ اِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ

www.nagorikpathagar.org

فَتَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ - أَوْقَالَ : رَائِحَةَ الْجَنَّةِ »

১০৯৩। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে স্ত্রী উপযুক্ত কারণ ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক চাইবে, তার ওপর বেহেশতের সুগন্ধী পাওয়াও হারাম হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাব্বান) বাইহাকীর বর্ণনায় সংযোজন করা হয়েছে ঃ " যারা খুলা তালাক গ্রহণ করে, তারা মুনাফিক"।

١٠٩٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَغَيْرُهُ.

১০৯৪। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হালাল জিনিসগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত জিনিস হচ্ছে তালাক। (আবু দাউদ)

## تَرْهِيبُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَطِّرَةً مُتَزَيِّنَةً

## কোন মহিলার সুগন্ধী মেখে ঘরের বাইরে যাওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٠٩٥- عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، يَعْنِيْ زَانِيَةً » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

১০৯৫। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক চোখ ব্যভিচারী। (অর্থাৎ যে চোখের দৃষ্টি সংযত নয়) আর কোন মহিলা যখন সুগন্ধী মেখে কোন জনসমাবেশের কাছ দিয়ে যায়, সে এরূপ এরূপ। (অর্থাৎ ব্যভিচারিণী) (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হাকেম, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে মহিলা সুগন্ধী মেখে জনসমাগমের পাশ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার ঘ্রাণ পায় সে ব্যভিচারিণী এবং প্রত্যেক চোখ ব্যভিচারী। (অর্থাৎ সে ব্যভিচারের পথে ধাবিত এবং তার চোখও কু-দৃষ্টি নিক্ষেপে লিপ্ত।- অনুবাদক)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ إِفْشَاءِ السِّرِّ
## سِيَّمَا مَا كَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

## গোপন কথা ফাঁস করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী
## (বিশেষেতঃ দম্পতির গোপনীয়তা)

١٠٩٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِيْ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ أَحَدُهُمَا سِرَّ صَاحِبِهِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: « إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِيْ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْدَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا.

১০৯৬। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মর্যাদাধারী ব্যক্তি হবে সেই স্বামী বা স্ত্রী, যারা পরস্পরে নিভৃতে মিলিত হয় অতঃপর সেই মিলনের গোপনীয়তা মানুষের কাছে ফাঁস করে দেয়। (মুসলিম, আবু দাউদ)

١٠٩٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ، إِلَّا ثَلَاثَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْفَرْجٌ حَرَامٌ،(حَرَامٌ) أَوْ اِقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

১০৯৭। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সমস্ত গোপন বৈঠকের আলোচ্য বিষয় আমানত। কেবল তিনটি বিষয় ছাড়া ঃ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, কোন অবৈধ যৌন সম্পর্কে এবং অবৈধভাবে কারো সম্পদ অপহরণ। (অর্থাৎ এতদসংক্রান্ত সলাপরামর্শ বা সিদ্ধান্ত আমানত নয়। এগুলো ফাঁস করে দিয়ে অবৈধ কাজের চেষ্টা বানচাল করে দিতে হবে।- অনুবাদক) (আবু দাউদ)।

www.nagorikpathagar.org

# كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ

# পোশাক ও সাজ-সজ্জা সংক্রান্ত অধ্যায়

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ لُبْسِ الْأَبْيَضِ مِنَ الثِّيَابِ

## সাদা পোশাক পরতে উৎসাহ প্রদান

١٠٩٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

১০৯৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসুল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সাদা পোশাক পর, কেননা ওটাই সর্বোত্তম পোশাক। আর সাদা কাপড় দিয়েই তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরাও। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

١٠٩٩- وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اِلْبَسُوا الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِهِمَا.

১০৯৯। হযরত সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পর, কেননা ওটাই সবচেয়ে পবিত্র ও সবচেয়ে উত্তম। আর সাদা কাপড়ে মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরাও। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْقَمِيْصِ

## জামা পরতে উৎসাহ প্রদান

١١٠٠- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصُ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَلَفْظُهُ- وَهُوَ رِوَايَةٌ لِأَبِيْ دَاوُدَ- لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَمِيْصِ.

১১০০। হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন ঃ রসূল (সা) এর সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল জামা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী হাকেম, ইবনে মাজাহ) হাসান এবং ইবনে মাজাহ তাহার শব্দ হল এমনি এবং উহা আবু দাউদ এর বর্ণনায় রসূল (সা)-এর পোশাকের মধ্যে কোন প্রিয় পোশাক ছিল না।

١١٠١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِى النَّارِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

১১০১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ পায়ের গিরের নীচের পায়জামার যে অংশ পড়বে, তা দোজখে যাবে। (বুখারী, ও নাসায়ী)

١١٠٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا [أَيْضًا] أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

১১০২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশত ঃ পরণের কাপড় গিরের নীচে ঝুলিয়ে দেয়, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

١١٠٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّ إِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ

১১০৩। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কাপড় অহংকারবশত গিরের নীচে ঝুলিয়ে রাখে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না। হযরত আবু বকর (রা) বলেন ঃ হে রসূল আমার পায়জামা মাঝে মাঝে ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ে। আমি সচেতন না হলে পায়জামা সামাল দিতে পারি না। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যারা অহংকারবশত এ কাজ করে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ كَلِمَاتٍ يَقُوْلُهُنَّ.
## مَن لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

## নতুন কাপড় পরলে যে দোয়া পড়া উচিত

١١٠٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ.

www.nagorikpathagar.org

১১০৪। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আহারের পর বলে "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতয়ামানী হাযা ওয়া রযাকানীহি মিন গয়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুয়াতিন," (সেই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে এই খাবার খাওয়ালেন, অথচ আমার এটা খাওয়ার কোন সামর্থ্য ছিল না।) তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরে এই দোয়া পড়বে, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাছানী হাযা ওয়া রাযাকানীহি মিন গয়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুয়াতিন" (সেই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে এই পোশাক পরালেন অথচ এই পোশাক পরার আমার কোন ক্ষমতা ছিলনা) তার আগের ও পিছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (আবু দাউদ ও হাকেম)

١١٠٥-وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ : « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ، وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ » ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَاأُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ، وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ؛ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِيْ أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهٖ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللّٰهِ، وَفِيْ حِفْظِ اللّٰهِ، وَفِيْ سَتْرِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ؛ وَقَالَ : حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ.

১১০৫। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেন ঃ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নতুন কাপড় পরে পড়লেন ঃ " আল হামদুলিল্লাহিল্লাযী কাছানী মা উরিয়া বিহী আওরাতী, ওয়া আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতীল" (আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে ইহকালীন জীবনে আমার ছতর ঢাকা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির যোগ্য এই পোশাক পরিয়েছেন) তারপর বললেন, আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরে এই দোয়া পড়বে এবং পুরানো কাপড়টা কাউকে দান করে দেবে, সে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আল্লাহর হেফাজতে, আল্লাহর তত্বাবধানে ও আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণে থাকবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

١١٠٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰى عَبْدٍ نِعْمَةً فَعَلِمَ أَنَّهَا مِنَ اللّٰهِ إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ شُكْرَهَا قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، وَمَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَنَدِمَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مَغْفِرَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ، وَمَا اشْتَرٰى عَبْدٌ ثَوْبًا بِدِيْنَارٍ- أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ- فَلَبِسَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ لَمْ يَبْلُغْ رُكْبَتَيْهِ حَتّٰى يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُ» رَوَاهُ مِنْ أَبِي الدُّنْيَا، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : رُوَاتُهُ لاَ أَعْلَمُ فِيْهِمْ مَجْرُوْحًا، كَذَا قَالَ.

১১০৬। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দাকে আল্লাহ কোন সম্পদ দান করার অব্যবহিত কর সে যদি উপলব্ধি করে যে, ওটা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, (যদিও কোন বান্দার মাধ্যমেই তা পেয়ে থাকে) তা হলে সে (আনুষ্ঠানিক ভাবে) আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করার আগেই আল্লাহ তায়ালা লিখে ফেলেন যে, সে আল্লাহর শোকর আদায় করেছে। আর কোন বান্দা কোন গুনাহর কাজ করার অব্যবহিত পর তার জন্য অনুতপ্ত হলে সে (আনুষ্ঠানিকভাবে) ক্ষমা প্রার্থনা করার আগেই আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আর কোন বান্দা কোন কাপড় কিনে পরিধান করে আল্লাহর প্রশংসা করলে ঐ কাপড় পরা সম্পন্ন হওয়ার আগেই আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। (ইবনু আবিদ দুনিয়া, হাকেম, বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ لُبْسِ النِّسَاءِ
## الرَّقِيْقَ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِيْ تَصِفُ الْبَشَرَةَ

## ত্বক দেখা যায় এমন পোশাক পরা থেকে নারীদেরকে সতর্কীকরণ

١١٠٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، عَارِيَاتٌ، مُمِيْلاَتٌ، مَائِلاَتٌ، رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

১১০৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দোজখে যাবে এমন দু'শ্রেণীর মানুষকে আমি (এখনো) দেখিনি (অর্থাৎ আমার যুগ পর্যন্ত তাদের আবির্ভাব ঘটেনি, পরবর্তীকালে আবির্ভূত হবেঃ প্রথমত, এমন একটা গোষ্ঠী, যাদের কাছে গরুর লেজের মত ছড়ি থাকবে এবং তা দিয়ে তারা লোকজনকে প্রহার করবে ( অর্থাৎ নির্বিচারে যাকে সামনে পাবে তাকেই প্রহার করবে কেবল নিজেদের দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠার জন্য) দ্বিতীয়ত ঃ এমন এক শ্রেণীর মহিলা, যারা পোশাক পরেও উলংগ থাকবে, (অর্থাৎ ছতর ঢাকেনা এমন পাতলা পোশাক পরবে) মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের দিকে আকৃষ্ট থাকবে। এ সব নারী বেহেশতে প্রবেশ তো করবেই না, এমনকি বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ বেহেশতের ঘ্রাণ বহু দূর থেকে পাওয়া যায়।

١١٠٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرٰى مِنْهَا إِلاَّ هٰذَا وَهٰذَا ، وَأَشَارَ إِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

www.nagorikpathagar.org

১১০৮। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত আবু বকরের মেয়ে আসমা (রা) (হযরত আয়েশার ছোট বোন) রসূল (সা) এর কাছে এল, তখন তার পরনে পাতলা পোশাক ছিল। রসূল (সা) তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ হে আসমা, কোন মেয়ে ঋতুবর্তী হবার পর মুখ ও হাতের পাতা ছাড়া তার দেহের আর কোন অংশ প্রকাশ করা বৈধ নয়। (আবু দাউদ)

দ্রষ্টব্য ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

(১) মুখমন্ডল ও হাতের পাতা ছতরের বাইরে। এই দুটো অংগ ছাড়া বয়োপ্রাপ্ত মহিলাদের দেহের আর কোন অংশ কারো সামনেই প্রকাশ করা জায়েজ নেই, চাই সে আপন হোক বা পর হোক, মুহাররম হোক বা গয়রে মুহাররম হোক, খোদাভীরু আত্মীয় হোক বা অখোদাভীরু আত্মীয় হোক।

(২) পরহেজগার, ও চরিত্রবান দুলাভাই বা অনুরূপ ঘনিষ্ঠ গয়রে মুহররম অত্মীয়ের সামনে সর্বাঙ্গ আবৃত করে কেবল হাত ও মুখ খোলা রেখে যাওয়া বৈধ।

## تَرْهِيْبُ الرِّجَالِ مِنْ لُبْسِهِمِ الْحَرِيْرَ
## وَجُلُوْسِهِمْ عَلَيْهِ، وَالتَّحَلِّيْ بِالذَّهَبِ
## وَتَرْغِيْبُ النِّسَاءِ فِيْ تَرْكِهِمَا

## পুরুষদের রেশম ও সোনারূপা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

١١٠٩- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِيْ يَمِيْنِهِ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِيْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ » رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

১১০৯। হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ আমি রসূল (সা) কে দেখেছি, ডান হাতে রেশম ও বাম হাতে সোনা নিয়ে বললেন আমার উম্মাতের পুরুষদের ওপর এই দুটো জিনি হারাম। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

١١١٠- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِيْ أَنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১১০। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেছেন ঃ রসূল (সা) বলেছেন ঃ রসূল (সা) আমাদেরকে সোনা ও রূপার পাত্রে কোন কিছু খেতে বা পান করতে এবং রেশম ও ব্রোকেডের পোশাক পরতে নিষেধ করছেন। (বুখারী)

١١١١- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ كَانَ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِى الْجَنَّةِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ وَهُوَ يَتَحَلَّى بِالذَّهَبِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِى الْجَنَّةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ.

১১১১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হইতে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি মদ খেতে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মারা যাবে, আল্লাহ তার ওপর বেহেশতে মদ খাওয়া হারাম করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি সোনার গহণা পরতে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মারা যাবে আল্লাহ তার ওপর বেহেশতের পোশাক হারাম করে দেবেন। (আহমদ, তাররানী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ تَشَبُّهِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِيْ لِبَاسٍ أَوْ كَلَامٍ، أَوْحَرَكَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ

## নারীর সাথে পুরুষের ও পুরুষের সাথে নারীর পোশাকের কথাবার্তায় ও চালচলনে সাদৃশ্য অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞা

١١١٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَعِنْدَهُ : أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا، فَقَالَ [رَسُوْلُ اللّٰهِ] صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

১১১২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূল (সা) নারীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বকারী নারীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তাবরানী) তাবরানীর বর্ণনায় আরো আছে ঃ এক মহিলা ঘাড়ে ধনুক ঝুলিয়ে রসূল (সা) এর কাছ দিয়ে গেল। রসূল (সা) তৎক্ষণাৎ বলেলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের ওপর এবং নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন কারী পুরুষদের ওপর। বুখারীর অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ রসূল (সা) মেয়েলী ধরনের চালচলনকারী পুরুষদের ওপর এবং পুরুষ সদৃশ চালচলনকারী মহিলাদের ওপর অভিশম্পাত করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

١١١٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُوْثُ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ » رَوَاهُ النِّسَائِيُّ، وَالْبَزَّارُ، فِيْ حَدِيْثٍ يَأْتِيْ فِى الْعُقُوْقِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

«اَلدَّيُوْثُ» - بِفَتْحِ الدَّالِ وَتَشْدِيْدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ- هُوَ الَّذِيْ يَعْلَمُ الْفَاحِشَةَ فِيْ أَهْلِهِ، وَيُقِرُّهُمْ عَلَيْهَا.

১১১৩। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি বেহেশতে যাবে না ঃ পিতামাতার অবাধ্য, দাইয়ূস ও মহিলাদের মধ্যে যারা পুরুষ। (নাসায়ী, বাযযার) (অর্থাৎ যে সব মহিলারা পুরুষ সাজতে চেষ্টা করে -অনুবাদক)

গ্রন্থকার বলেন ঃ দাইয়ূস হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারে নিলজ্জতা ও অশ্লীল কার্যকলাপ চালু আছে জেনেও তা বন্ধ করার চেষ্টা করে না, রবং বহাল রাখে।

উল্লেখ্য, পরিবারে পর্দার প্রচলন না থাকলে ক্রমে স্বাভাবিকভাবেই নির্লজ্জতায় ও নির্লজ্জতা থেকে ব্যভিচারে উত্তরণ ঘটে থাকে। তাই দাইয়ূস হতে না চাইলে পরিবারে সর্বাগ্রে কঠোর পর্দা বাস্তবায়িত করতে হবে। পর্দা বাস্তবায়নে সাধ্যমত চেষ্টা করার পরও কোন অঘটন ঘটলে সে জন্য দাইয়ূস হতে হবে না।-অনুবাদক)

١١١٤- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ أَبَدًا : اَلدَّيُوْثُ، وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ» قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَمَّا مُدْ مِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُوْثُ؟ قَالَ : « اَلَّذِيْ لاَ يُبَالِيْ مَنْ دَخَلَ عَلٰى أَهْلِهِ» قُلْنَا : فَمَا الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ : «اَلَّتِيْ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ،

www.nagorikpathagar.org

وَرُوَاتُهُ لَيْسَ فِيْهِمْ مَجْرُوْحٌ.

১১১৪। হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি কখনো বেহেশতে যেতে পারবে না ঃ দাইয়ূস, পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলা ও মদখোর। লোকেরা বললো ঃ হে রসূল, মদখোরকে তো চিনলাম। দাইয়ূস কে? রসূল (সা) বললেন ঃ যার পরিবারের অন্দরমহলে কে কে আনাগোনা করে, সে দিকে সে ভ্রূক্ষেপ করে না। তারপর আমরা আবারো জিজ্ঞেস করলাম ঃ পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলা কারা? রসূল (সা) বললেন ঃ যারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে ও তাদের মত সাজে। (তাবরানী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى تَرْكِ التَّرَفُّعِ فِى اللِّبَاسِ

## সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর পোশাক পরতে উৎসাহ প্রদান

١١١٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ رَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَىِّ حُلَلِ الْإِيْمَانِ شَاءَ أَنْ يَلْبَسَهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১১১৫। হযরত মুয়ায বিন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কেবল বিনয়ের কারণে মূল্যবান পোশাক বর্জন করবে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং তাকে যে কোন ঈমানী পোশাক পরার ক্ষমতা দান করবেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ ঈমানী পোশাক, দ্বারা মুমিনদের জন্য নিধারিত মূল্যবান ও নয়নাভিরাম পোশাক বুঝানো হয়েছে। -অনুবাদক

١١١٦- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ ا

www.nagorikpathagar.org

الْمُتَبَذِّلَ الَّذِىْ لاَ يُبَالِىْ مَا لَبِسَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ.

১১১৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা সেই আড়ম্বরহীন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, যে নিজের পোশাকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনা। (বাইহাকী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাদামাটা পোশাক পরে।

١١١٧- وَعَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا كِسَاءً مُلَبَّدًا مِنَ الَّتِىْ تُسَمُّوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ، إِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يَصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَأَقْسَمَتْ بِاللّٰهِ لَقَدْ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ أَخْصَرُ مِنْهُ.

১১১৭। হযরত আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার হযরত আয়েশার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাদের সামনে একটা তালি দেয়া কম্বল এবং ইয়ামানে তৈরী একটা মোটা পায়জামা বের করলেন। তারপর আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন ঃ এই দুটো পোশাক পরিহিত অবস্থায়ই রসূল (সা) ইন্তিকাল .করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١١١٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ خَشِنًا، وَلَبِسَ خَشِنًا وَلَبِسَ الصُّوْفَ، وَاحْتَذَى الْمَخْصُوْفَ، قِيْلَ لِلْحَسَنِ: مَا الْخَشِنُ؟ قَالَ : غَلِيْظُ الشَّعِيْرِ، مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِيْغُهُ إِلاَّ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالْحَاكِمُ.

১১১৮। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রসূল (সা) মোটা কাপড় পরতেন, মোটা খাবার খেতেন, পশমের পোশাক পরতেন এবং তালি দেয়া জুতো পরতেন। হযরত হাসানকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি কি ধরনের মোটা খাবার খেতেন? তিনি জবাব দিলেন, এমন মোটা জবের রুটি, যা রসূল (সা) পানি দিয়ে না খেলে গলায় আটকে

www.nagorikpathagar.org

যেত। (ইবনে মাজাহ ও হাকেম) উল্লেখ্য যে, আরবের মত গরম প্রধান দেশে সার্বক্ষণিকভাবে পশমের পোশাক পরা খুবই কষ্টদায়ক। তথাপি কমদামী হওয়ায় রসূল (সা) ওটাই পড়তেন।-অনুবাদক

١١١٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ عَلٰى مُوْسٰى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوْفٍ، وَجُبَّةُ صُوْفٍ، وَكُمَّةُ صُوْفٍ، وَسَرَاوِيْلُ صُوْفٍ، وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১১৯। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যেদিন হযরত মূসা (আ) আল্লাহর সাথে কথা বলেন, সেদিন তার পরণে ছিল একটা পশমের কম্বল, একটা পশমের জামা, একটি পশমের টুপি, একটা পশমের পায়জামা ও মরা গাধার চামড়ার তৈরী একজোড়া জুতো। (তিরমিযী)

١١٢٠- وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَرَاءَةٌ مِنَ الْكِبْرِ: لَبُوْسُ الصُّوْفِ، وَمُجَالَسَةُ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَرُكُوْبُ الْحِمَارِ، وَاعْتِقَالُ الْعَنْزِ أَوِ الْبَعِيْرِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ.

১১২০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ অহংকার থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হলো, পশমের পোশাক পরা, দরিদ্র মুসলমানদের সাথে উঠাবসা করা, গাধার পিঠে আরোহণ করা ও ছাগল বা উট পালন করা। (বাইহাকী)

١١٢١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا [أَيْضًا] قَالَتْ: «كَانَ وِسَادُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ يَتَّكِئُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ».

১১২১। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূল (সা) যে বালিশে শুতেন তা ছিল চামড়া দিয়ে ঢাকা খেজুরের গাছের আশ। (মুসলিম)

١١٢٢- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: «إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ

www.nagorikpathagar.org

لِيْفٌ». رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

১১২২। হযরত আয়েশা (রা) আরো বলেন, রসূল (সা) যে বিছানার ওপর ঘুমাতেন তা ছিল চামড়া দিয়ে ঢাকা খেজুরের গাছেঁর আশ। (মুসলিম)

١١٢٣-وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى مَصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ مُقْبِلاً عَلَيْهِ إِهَابُ كَبْشٍ قَدْ تَنَطَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اُنْظُرُوْا إِلٰى هٰذَا الَّذِيْ نَوَّرَ اللّٰهُ قَلْبَهُ! لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْنِ يَغْذُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً شَرَاهَا أَوْشُرِيَتْ-بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَدَعَاهُ حُبُّ اللّٰهِ وَحُبُّ رَسُوْلِهِ إِلٰى مَا تَرَوْنَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

১১২৩। হযরত উমার (রা) বলেন ঃ একবার মুসয়াব ইবনে উমাইর একটা ভেড়ার চামড়া গায়ে জড়ানো অবস্থায় রসূল (সা) এর কাছে এগিয়ে আসছিলেন। তাকে দেখে রসূল (সা) বললেন ঃ " এই ব্যক্তির দিকে তোমরা তাকাও, যার হৃদয়কে আল্লাহ জ্যোতির্ময় করেছেন। আমি তাকে তার মা-বাবার পাশে বসে তাদের দেয়া সর্বোত্তম খাদ্য ও পানীয় উপভোগ করতে দেখেছি। তাকে দু'শো দিরহামের পোশাক পরতে দেখেছি। আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলকে ভালোবাসার কারণে আজ তার এই দশা হয়েছে, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।" (তাবরাণী ও বাইহাকী)

দ্রষ্টব্য ঃ সম্ভবত এ কথাগুলো রসূল (সা) হযরত মুসয়াব দূরে থাকতেই বলেছিলেন। কেননা কারো সামনে তার প্রশংসা করা তাঁর রীতি ছিল না। -অনুবাদক

١١٢٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَقَدْ رَقَّعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ لَبَّدَ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ» رَوَاهُ مَالِكٌ.

১১২৪। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ হযরত ওমর যখন আমীরুল মুমিনীন, তখন আমি তার পোশাকে ঘাড়ের ওপর তিনটে তালি লাগানো দেখেছি। (মালেক)

www.nagorikpathagar.org

١١٢٥- وَرُوِىَ عَنِ الشَّفَّاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : «أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ يَعْتَذِرُ إِلَىَّ، وَأَنَا أَلُوْمُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَخَرَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلى ابْنَتِىْ، وَهِىَ تَحْتَ شُرَحْبِيْلِ بْنِ حَسَنَةَ، فَوَجَدْتُ شُرَحْبِيْلَ فِى الْبَيْتِ، فَقُلْتُ : قَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، وَأَنْتَ فِى الْبَيْتِ؛ وَجَعَلْتُ أَلُوْمُهُ؛ فَقَالَ : يَا خَالَةُ، لاَ تَلُوْمِيْنِىْ؛ فَإِنَّهُ كَانَ لِىْ ثَوْبٌ فَاسْتَعَارَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ : بِأَبِىْ وَأُمِّىْ كُنْتُ أَلُوْمُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ، وَهٰذِهِ حَالُهُ، وَلاَأَشْعُرُ، فَقَالَ شُرَحْبِيْلُ: مَا كَانَ إِلاَّ دِرْعٌ رَقَّعْنَاهُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ، وَالْبَيْهَقِىُّ.

১১২৫। হযরত শাফ্ফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন। একবার আমি রসূল (সা) এর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য গেলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। এতে আমি তাকে তিরস্কার করলাম। (অর্থাৎ মনে মনে ক্ষুব্ধ হলাম) এর ক্ষণেক পরেই নামাযের সময় হলো। আমি বিদায় হয়ে এলাম। এরপর আমি আমার ভাগ্নির কাছে গেলাম। সে ছিল শুরাহবীল বিন হাসানার স্ত্রী। শুরাহবীলকে বাড়ীতেই পেলাম। আমি বললাম ঃ নামাযের সময় হয়ে গেছে। অথচ তুমি বাড়ীতে রয়েছ? এই বলে আমি তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলাম। সে বললো ঃ হে খালা, আমাকে ভর্ৎসনা করবেন না। আমার একটা মাত্র পোশাক ছিল। সেটা রসূল (সা) আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছেন। আমি বললাম ঃ আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোক (রসূলুল্লাহর ওপর)। আমি আজ তাকে তিরস্কার করছিলাম। অথচ তার এই অবস্থা আমি জানি না! শুরাহবীল বললেন ঃ একটা বর্ম শুধু ছিল (রসূল (সা) এর, যা আমরা মেরামত করে দিয়েছি। (তাবরানী, বাইহাকী)

١١٢٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ: إِمَّا إِزَارٌ، وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوْا فِىْ أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ

نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১২৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি আহলে সুফফার সত্তর ব্যক্তিকে দেখেছি। তাদের কারো গায়ে একটা চাদর দেখিনি। দেখেছি কারো পরনে শুধু একটা পায়জামা আছে। কারো আছে শুধু একটা কম্বল। সেই কম্বল ঘাড়ের কাছে বেঁধে রেখেছে। কোনটা পায়ের হাটুর নীচ পর্যন্ত, কোনটা গিরে পর্যন্ত পৌঁছেছে। কম্বলের দুই পাশ হাত দিয়ে ধরে জুড়ে রাখা হয়েছে, যাতে লজ্জাস্থান বেরিয়ে না পড়ে। (বুখারী)

দ্রবষ্ট্য ঃ আহলে সুফফা এমন একদল সাহাবীকে বলা হতো, যারা একেবারেই সহায়-সম্বলহীন ছিলেন এবং সাধারণ মুসলমানদের সাহায্যের ওপর জীবিকা নির্বাহ করতেন। মসজিদে নববীর কাছেই তারা থাকতেন এবং রসূল (সা) এর সার্বক্ষণিক সাহচর্য লাভ করতেন। হযরত আবু হুরায়রাও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। -অনুবাদক

١١٢٧- وَرُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا يَكْفِيْنِيْ مِنَ الدُّنْيَا ؟ قَالَ : « مَاسَدَّ جَوْعَتَكَ، وَوَارٰى عَوْرَتَكَ، وَإِ نْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ يُظِلُّكَ فَذَالِكَ، وَإِنْ كَانَ لَكَ دَابَّةٌ فَبَخٍ بَخٍ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

১১২৭। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম হে রসূল, দুনিয়ার কতটুকু সম্পদ আমার জন্য যথেষ্ট? তিনি বললেন ঃ যতটুকু হলে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় এবং তোমার শরীরের গোপনীয় অংশ (সতর) ঢাকা হয়। এরপর যদি তোমার একটা ঘর থাকে, যার ছায়ায় তুমি বাস করতে পার তা হলে তা ভালোই হয়। আর যদি তোমার একটা বাহক জন্তুও (ঘোড়া, উট বা গাধা) থাকে, তবে তো অরো ভালো হয়।" (তাবরানী)

١١٢٨- وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «سَيَكُوْنُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْكُلُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُوْنَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُوْنَ

www.nagorikpathagar.org

أَلْوَانَ الثِّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُوْنَ فِى الْكَلَامِ، وَأُولٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِىْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ وَالْأَوْسَطِ.

১১২৮। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (স) বলেন ঃ আমার উম্মাতে এমন একদল লোক আর্বিভূত হবে, যারা রকমারি খাদ্য খাবে, রকমারি পানীয় পান করবে, রকমারি পোশাক পরবে, এবং গালভরা বুলি আওড়াবে। তারা হচ্ছে আমার উম্মাতের নিকৃষ্টতম লোক। (তাবরানী)

١١٢٩- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : « كُنَّا عِنْدَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ، فَمَخَطَ فِىْ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَالَ : بَخٍ بَخٍ يَمْتَخِطُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فِى الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ، وَإِنِّىْ لَأُجَرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مِنَ الْجُوْعِ مَغْشِيًّا عَلَىَّ، فَيَجِىءُ الْجَائِىْ، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلٰى عُنُقِىْ يَرٰى أَنَّ بِىَ الْجُنُوْنَ، وَمَا هُوَ إِلاَّ الْجُوْعُ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَصَحَّحَهُ.

১১২৯। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন বলেন ঃ আমরা হযরত আবু হুরায়রার কাছে ছিলাম। তিনি একজোড়া ছিন্ন কাতান কাপড় পরিহিত ছিলেন। তার একটাতে তিনি নাক ঢাকলেন। তারপর বললেন, বাহ্, বাহ্! আবু হুরায়রা আজ কাতান কাপড়ে নাক ঢাকার সৌভাগ্য লাভ করেছে। অথচ একদিন আমি নিজের এমন দশাও দেখেছি যে, আমি ক্ষুধার চোটে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম, আর আমাকে রসূল (সা)- এর মেম্বার ও হযরত আয়েশার কক্ষের মাঝখানে টেনে বেড়ানো হতো। কেউ কেউ এই অবস্থায় আমার কাছে এসে আমার ঘাড়ের ওপর পা রাখতো এবং ভাবতো, আমি বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছি। অথচ আমি পাগল ছিলাম না, অনাহারক্লিষ্ট ছিলাম। (বুখারী, তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الصَّدَقَةِ عَلَى الْفَقِيْرِ بِمَا يَلْبَسُهُ كَالثَّوْبِ وَنَحْوِهِ

## দরিদ্রকে পোশাক ইত্যাদি দান করার উপদেশ

١١٣٠- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْيٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاءٍ سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

১১৩০। হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে মুসলমান অপর মুসলমানকে কোন কাপড় পরিয়ে নগ্নতা থেকে মুক্ত করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন। যে মুসলমান কোন মুসলমানকে খাবার খাইয়ে ক্ষুধা থেকে মুক্ত করবে। আল্লাহ তাকে বেহেশতের ফলমূল খাওয়াবেন। যে মুসলমান আরেক মুসলমানকে পানীয় পান করিয়ে পিপাসা দূর করাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সিঁপি আটা সুগন্ধীযুক্ত বেহেশতের পানীয় পান করাবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

١١٣١- وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا : « أَفْضَلُ الْأَعْمَلِ إِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ، وَأَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْقَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ.

১১৩১। হযরত উমার (রা) বলেন ঃ মুমিনকে খুশী করার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। তার লজ্জা নিবারণ, তার ক্ষুধা নিবারণ এবং তার কোন চাহিদা পূরণ করে তাকে খুশী করতে পার। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ إِبْقَاءِ الشَّيْبِ، وَكَرَاهَةِ نَتْفِهِ

## পাকা চুল বহাল রাখতে উৎসাহ প্রদান ও তার উপড়ানোকে অপছন্দনীয় বলে আখ্যায়িতকরণ

١١٣٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

وَفِيْ رِوَايَةٍ : «وَكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَلَفْظُهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ : «إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ» وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

১১৩২। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব স্বীয় পিতার কাছ থেকে এবং পিতার মাধ্যমে স্বীয় দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা পাকা চুল উপড়ে ফেল না। কেননা কোন মুসলমান মুসলমান থাকা অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হলে সেই বার্ধক্য কেয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতিতে পরিণত হবে। অপর বর্ণনামতে আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য একটা পূণ্য লিখবেন ও একটা গুনাহ রহিত করবেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী) তিরমিযীর ভাষা হলো ঃ রসূল (সা) পাকা চুল উপড়াতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ পাক চুল হচ্ছে মুসলমানের জ্যোতি। (নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ ও হাদীসটা উদ্ধৃত করেছেন।

দ্রষ্টব্য ঃ এই হাদীস দ্বারা পাকা চুল উপড়ানোকে নিরুৎসাহিত ও মাকরূহ গণ্য করা হয়েছে হারাম বা কবীরা গুনাহ্র পর্যায়ে রাখা হয়নি। নিরুৎসাহিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, পাকা চুল মানুষের বার্ধক্যের প্রতীক ও মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। আয়নায় যতবার পাকা চুল চোখে পড়বে, ততবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করুক- এটাই হয়তো আল্লাহ ও তাঁর রসূল পছন্দ করেন। -অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ خَضْبِ اللِّحْيَةِ بِا لسَّوَادِ

## পাকা চুলে খেজাব (কলপ) লাগিয়ে কালো করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

١١٣٣-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১১৩৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শেষ যামানায় এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা পাকা চুলে কালো রং দিয়ে কবুতরের পাকস্থলীর মত কালো করবে। তারা বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

দ্রষ্টব্য ঃ এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আব্দুল করীম নামক এক বিতর্কিত ব্যক্তি রয়েছে। কারো কারো মতে ইনি আব্দুল করীম ইবনে আবুল মুখারিক এবং এ কারণে তারা এই হাদীসটাকে দুর্বল আখ্যায়িত করে থাকেন। তবে গ্রন্থকার হাফেয মুনযিরী বলেন ঃ সঠিক তথ্য হলো ইনি আব্দুল করীম বিন মালেক আল-জাফারী, যিনি বিশ্বস্ত এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ তার বর্ণিত হাদীসকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন।-(আততারগীব ওয়াত্ তারহীব)

উল্লেখ্য, উদ্দেশের দিক থেকে পাকা চুল উপড়ানো ও খেজাব বা কলপ লাগানো একই ধরনের কাজ। বার্ধক্যের আলামত লুকানোর ইচ্ছা নিয়েই সাধারণত এ কাজ দুটো করা হয়ে থাকে। এ জন্যই এ দুটো কাজকে গর্হিত আখ্যায়িত করা হয়েছে। -অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

# تَرْهِيْبُ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَةِ

## কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য চর্চার কয়েকটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١١٣٤- عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؛ إِنَّ ابْنَتِيْ أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّيْ زَوَّجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيْهِ؟ فَقَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ »

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَتْ أَسْمَاءُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: « لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَةَ.

১১৩৪। হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জনৈকা মহিলা রসূল (সা) কে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল। আমার মেয়ের হাম রোগ হয়েছে, ফলে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি? রসূল (সা) বললেন ঃ যে মহিলা কারো মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে মহিলার মাথায় পরচুলা লাগানো হয়, তাদের উভয়কে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। অপর বর্ণনার ভাষা হলো ঃ রসূল (সা) উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

١١٣٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، اَلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ» فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِيْ ذٰلِكَ، فَقَالَ : وَمَالِيْ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ،

www.nagorikpathagar.org

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

১১৩৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূল (সা) অভিসম্পাত করেছেন সেই সব নারীর ওপর, যারা অপরের শরীরে উলকি উৎকীর্ণ করে, যারা উলকি উৎকীর্ণ করায়, যারা কপালের উপরিভাগের চুল উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য ধাতব জিনিস দিয়ে দাঁত ঘষে দাঁত সরু করে ও ধাতব পাত ঢুকিয়ে দাতের ফাঁক বড় করে এবং (বিভিন্ন উপায়ে) আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করে। জনৈকা মহিলা তার এ উক্তি সম্পর্কে কিছু বললো। তিনি জবাবে বললেন ঃ আল্লাহর রসূল যাকে অভিস্পাত করেছেন তাকে আমিই বা অভিসম্পাত করবোনা কেন? আল্লাহ তায়ালা তো তার কিতাবেই বলেছেন ঃ "রসূল (সা) তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (আয়াত -৭ সূরা হাশর) বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ، لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

## নারী ও পুরুষ উভয়কে সুর্মা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান

١١٣٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اِكْتَحِلُوْا بِالْإِثْمِدِ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مِكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِيْ هٰذِهِ وَثَلَاثَةً فِيْ هٰذِهِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ فِيْ حَدِيْثٍ، وَلَفْظُهُمَا: قَالَ : «إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمَدُ، إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ».

১১৩৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা 'ইসমিদ' সূর্মা চোখে লাগাও। কেননা এটা দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে ও চুল উদগত করে। হযরত ইবনে আব্বাস জানান, রসূল (সা) প্রতিরাতে প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুর্মা লাগাতেন। (তিরিমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ 'ইসমিদ' বলা হয় নীলাভ রং এর বিশেষ ধরণের সূর্মাকে।

www.nagorikpathagar.org

# كِتَابُ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

# খাদ্য ও পানীয় সংক্রান্ত অধ্যায়

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ، وَالتَّرْهِيْبُ مِنْ تَرْكِهَا

## বিসমিল্লাহ বলে আহার শুরু করতে উৎসাহ প্রদান ও না করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

١١٣٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامَهُ فِىْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

وَزَادَ: «فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ نَسِىَ فِىْ أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ عِنْدَ أَبِىْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه مُفْرَدَةٌ

১১৩৭। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূল (সা) তার খাদ্য ছয়জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে খেতেন। একদিন এক বেদুঈন এসে মেহমান হলো। সে ঐ খাবার দুই গ্রাসে খেয়ে ফেললো। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা শোনো, এই বেদুঈন যদি বিসমিল্লাহ বলতো, তাহলে ঐ খাবার তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হতো। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান)

١١٣٨- وَرُوِىَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ ا
لنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ لاَ يَجِدَ ا

www.nagorikpathagar.org

لشَّيْطَانُ عِنْدَهُ طَعَامًا، وَلاَ مَقِيْلاً، وَلاَ مَبِيْتًا: فَلْيُسَلِّمْ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، وَلْيُسَمِّ عَلَى طَعَامِهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

১১৩৮। হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ " তোমাদের আহারে, নিদ্রায় ও রাত্রি যাপনে শয়তান তোমাদের সংগী হবে না-এতে যদি তোমরা খুশী হও, তাহলে গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম কর ও খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বল। (তাবরানী)

١١٣٩- وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ، فَلَمْ يُسَمِّ اللّٰهَ حَتّٰى كَانَ فِيْ اٰخِرِ طَعَامِهِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَازَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتّٰى سَمّٰى، فَمَا بَقِيَ فِيْ بَطْنِهِ شَيْءٌ إِلاَّ قَاءَهُ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১১৩৯। সাহাবী হযরত উমাইয়া বিন মাখশী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি খানা খাচ্ছিল। রসূল (সা) তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দেখলেন, সে বিসমিল্লাহ না বলেই খাওয়া শুরু করলো। তারপর যখন খাওয়ার শেষ পর্যায় পৌঁছে গেছে, তখন সে বললো ঃ বিসমিল্লাহি আওয়ালুহু ওয়া আখিরুহু। ("খাওয়ার শুরু আল্লাহর নামে, সমাপ্তিও আল্লাহর নামে") এটা দেখে রসূল (সা) বললেন ঃ এই ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না বলা পর্যন্ত শয়তান তার সাথে খাচ্ছিল। এখন শয়তানের পেটে যা কিছু খাদ্য ঢুকেছে, তা সে বমি করে বের করে দিয়েছে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকেম)

١١٤٠- وَعَنْ حُذَيْفَةَ - هُوَ ابْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ(صلى الله) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتّٰى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ

كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِى الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِى الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا، وَقَالَ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِىْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَجَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِىْ يَدِىْ مَعَ أَيْدِيْهِمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِىُّ، وَأَبُوْدَاوُدَ.

১১৪০। হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা যখন রসূল (সা) এর সাথে কোন ভোজে অংশগ্রহণ করতাম, তখন রসূল (সা) খাওয়া শুরু না করা পর্যন্ত আমরা খাবারে হাত লাগাতাম না। একবার আমরা তাঁর সাথে এক ভোজে অংশগ্রহণ করলাম। জনৈক বেদুঈন এসে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সে খাবারে হাত লাগাতে উদ্যত হলো। রসূল (সা) তার হাত ধরে বসলেন। ইতোমধ্যে আর একটা দাসী এসেও যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং সেও খাবারে হাত দিতে উদ্যত হলো। (অর্থাৎ দু'জনেই বিসমিল্লাহ না বলে খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছিল) রসূল (সা) তার হাতও ধরে বসলেন। তারপর বললেন ঃ যে খাবার বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করা হয়না, তাকে শয়তান নিজের জন্য হালাল মনে করে। এই বেদুঈনের সাথে শয়তান এসেছিল নিজের জন্য খাওয়া বৈধ করে নেয়ার জন্য তাই আমি বেদুঈনের হাত ধরে বসেছি। শয়তান এই দাসীটার সাথেও এসেছিল যাতে খাওয়াটা নিজের জন্য বৈধ করে নিতে পারে। তাই আমি তার হাতও ধরে বসলাম। আমার প্রাণের মালিক আল্লাহর কসম। এই দু'জনের হাতের সাথে সাথে শয়তানের হাতও এখন আমার মুঠোর মধ্যে রয়েছে। (মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ اِسْتِعْمَالِ أَوَانِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَحْرِيْمِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

## নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

١١٤١- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْيَشْرَبُ فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْ جِرُفِيْ بَطْنِهِ نَارَجَهَنَّمَ» وَفِيْ أُخْرٰى لَهُ: «مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ».

১১৪১। হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে কোন পানীয় পান করে, সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছু ঢুকায় না। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি সোনা ও রূপার পাত্রে খায় অথবা পান করে, সে দোজখের আগুন ছাড়া আর কিছু পেটে ঢুকায়না।

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ وَمَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ النَّفْخِ فِى الإِنَاءِ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ وَمِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ

## বাম হাত দিয়ে পানাহার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١١٤٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ، وَيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِيْنِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِيْنِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِى بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১১৪২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের ডান হাত দিয়ে পানাহার করা, ডান হাত দিয়ে নেয়া ও ডান হাত দিয়ে দেয়া উচিত। কেননা শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার করে ও বাম হাত দিয়ে লেনদেন করে। (ইবনে মাজাহ)

١١٤٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১১৪৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বলেন ঃ খাবারে নিঃশ্বাস ছাড়তে ও ফুঁক দিতে রসূল (সা) নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

١١٤٤- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ « أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، وَيَقُوْلُ: هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

www.nagorikpathagar.org

১১৪৪। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন ঃ রসূল (সা) পাত্রে তিনবার নিঃশ্বাস ছাড়তেন এবং বলতেন ঃ এটা অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও অধিকতর তৃপ্তিদায়ক। (তিরমিযী)

গ্রন্থকার বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, প্রতিবার তিনি পেয়ালা মুখ থেকে সরিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তেন, পেয়ালার ভেতরে নিঃশ্বাস ছাড়তেন না।

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الْقَصْعَةِ

## থালার এক পাশ থেকে খাওয়ার উপদেশ

١١٤٥-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا: اَلْغَرَّاءُ، يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحٰى أُتِىَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ- يَعْنِىْ وَقَدْ أُثْرِدَ فِيْهَا- فَالْتَفُّوْا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوْا جَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ أَعْرَابِىٌّ: «مَاهٰذِهِ الْجِلْسَةُ؟» قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِىْ عَبْدًا كَرِيْمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا عَنِيْدًا» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَدَعُوْا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهَا» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

১১৪৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূল (সা) এর একটা বিশালাকার কাটের থালা ছিল। যার নাম ছিল " গাররা" (সুদৃশ্য) এবং যা বহন করতে চারজন মানুষের প্রয়োজন হতো। যখন দুপুরের কাছাকাছি সময় উপস্থিত হলো এবং প্রাগ-দুপুরের নফল নামায পড়া শেষ হলো, তখন ঐ থালাটা ঝোল-মিশ্রিত রুটিসহ আনা হলো। থালার চারপাশে অনেক লোকের সমাগম হলো। সমাগত লোকদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, রসূল (সা) কে হাটুঁর ওপর বসতে হলো। তা দেখে জনৈক বেদুঈন বললো ঃ এ কী ধরনের বসা? রসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, দাম্ভিক সেচ্ছাচারী বানাননি। তারপর রসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা থালার একপাশ থেকে খাও, মাঝখানটা বাদ রাখ, তাহলে আল্লাহ এ খাবারে তোমাদের জন্য বরকত দেবেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ أَكْلِ الْخَلِّ وَالزَّيْتِ

## وَنَهْىِ اللَّحْمِ دُوْنَ تَقْطِيْعِهِ بِالسِّكِّيْنِ، إِنْ صَحَّ الْخَبْرُ

## সের্কা ও যয়তুনের তেল খাওয়ার উপদেশ

١١٤٦- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدْمَ، فَقَالُوْا: «مَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْخَلُّ» فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُوْلُ: «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ» قَالَ جَابِرٌ: «فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ: «وَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَه مِنْهُ: «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ».

১১৪৬। হযরত জাবের (রা) বলেছেন ঃ রসূল (সা) তার পরিবারের কাছে ঝোল চেয়েছিলেন। তারা বললো ঃ আমাদের কাছে সের্কা ছাড়া আর কিছু নেই। রসূল (সা) সেটাই দিতে বললেন এবং তা দিয়েই (রুটি) খেতে লাগলেন। তিনি তিনবার বললেন ঃ ঝোল হিসেবে সের্কা চমৎকার। হযরত জাবের বলেন ঃ আমি যেদিন রসূল (সা) এর মুখ থেকে এ কথা শুনেছি সেদিন থেকেই সের্কা পছন্দ করতে আরম্ভ করেছি এবং আজও তা পছন্দ করি। হযরত তালহা বিন নাফে বলেন ঃ যেদিন জাবেরের মুখ থেকে এ কথা শুনেছি, সেদিন থেকে সের্কা আমার ভালো লাগে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

١١٤٧- وَعَنْ أَبِىْ أُسَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوْا بِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

www.nagorikpathagar.org

১১৪৭। হযরত আবু উসাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যয়তুনের তেল খাও ও শরীরে লাগাও, কেননা এটা একটা পবিত্র গাছ থেকে তৈরী। (তিরমিযী)

١١٤٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيْعِ الْأَعَاجِمِ، وَانْهَشُوْهُ نَهْشًا؛ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১১৪৮। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত টুকরো টুকরো করো না। ওটা অমুসলিমদের রীতি। ভালো করে চিবিয়ে খাও। এটাই বেশী আনন্দদায়ক ও স্বাদ উপভোগে সহায়ক। (আবু দাউদ)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْإِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

## একত্রে ভোজনে উৎসাহ প্রদান

١١٤٩- عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّا نَأْكُلُ، وَلاَ نَشْبَعُ؟ قَالَ : «تَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّقُوْنَ؟» قَالُوْا: نَتَفَرَّقُ، قَالَ : «اجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى؛ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

১১৪৯। হরত ওয়াহশী বিন হারব (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা বললো হে রসূল (সা) আমরা আহার করি, কিন্তু তৃপ্তি পাই না। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমারা একসাথে খাও, না আলাদা আলাদাভাবে? তারা বললো ঃ আলাদা আলাদাভাবে। রসূল (সা) বললেন ঃ সবাই একসাথে খাও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খাও, তাহলে তাতে বরকত হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

١١٥٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْأِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْاَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجه.

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيْثِ سَمُرَةَ دُوْنَ قَوْلِهٖ : «وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ» وَزَادَ فِىْ اٰخِرِهٖ : «وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ» .

১১৫০। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট হয়, দুজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হয়। (মুসলিম, তিরমিযী) ইবনে মাজাহ) হাদীসটা বাযযাযও বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে "চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হয়" এ কথাটা নেই। কিন্তু শেষে আছে ঃ " আল্লাহর সাহায্য জামায়াতের ওপর।" (অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে খাওয়া দাওয়া বা অন্য যে কাজই করা হোক, তাতে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়।- অনুবাদক।

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْاِمْعَانِ فِى الشَّبْعِ
## وَالتَّوَسُّعِ فِى الْمَاٰكِلِ وَالْمَشَارِبِ شَرَهًا وَبَطَرًا

## অতিরিক্ত ভোজনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١١٥١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اَلْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ فِىْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَغَيْرُهُمْ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيْرًا فَأَسْلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيْلاً، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

www.nagorikpathagar.org

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : أَضَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفًا كَافِرًا، فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرٰى فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرٰى فَشَرِبَ حِلَابَهَا، حَتّٰى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرٰى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَشْرَبُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ». رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِنَحْوِهٰذِهِ.

১১৫১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মুসলমান একটা পাকস্থলীতে আহার করে, আর কাফের আহার করে সাতটা পাকস্থলীতে। (মালেক, বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি) বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে ঃ "এক ব্যক্তি অতিমাত্রায় পেটুক ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর সে খুব কম খাওয়া শুরু করলো। রসূল (সা) কে ব্যাপারটা জানালে তিনি বললেন ঃ মুমিন একটা পাকস্থলীতে আহার করে। আর কাফের আহার করে সাতটা পাকস্থলীতে।" মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে ঃ "একবার রসূল (সা) জনৈক কাফের অতিথিকে আপ্যায়ন করলেন। তিনি তার জন্য একটা বকরীর দূধ আনার আদেশ দিলেন। সে ঐ বকরীটার সমস্ত দুধ পান করে ফেললো। এরপর আরো একটা বকরী দুইয়ে আনা হলো। সে সেই বকরীর দুধও সম্পূর্ণ পান করলো। এভাবে সে একে একে সাতটা বকরীর দুধ সাবাড় করলো। অতঃপর সে পরদিন সকালে ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর রসূল (সা) তার জন্য একটা বকরী দুইয়ে আনতে বললেন। সে একটা বকরীর দুধ পান করে ফেললো। তারপর আর একটা বকরী দুইয়ে আনা হলো। কিন্তু দ্বিতীয় বকরীর দুধ সে সম্পূর্ণ পান করতে পারলো না। তখন রসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিন একটা পাকস্থলীতে আহার করে। আর কাফের সাতটা পাকস্থলীতে আহার করে। (মালেক ও তিরমিযীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

www.nagorikpathagar.org

١١٥٢- وَعَنِ الْمِقْدَامِ مَعْدِ يْكَرَبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَامَلَأَ آدَمِىٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكَيْلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حُبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

১১৫২। হযরত মিকদাম বিন মাদীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ পেটের চেয়ে খারাপ কোন পাত্র নেই, যা আদম সন্তান পূর্ণ করে। আদম সন্তানের জন্য ততটুকু খাদ্যই যথেষ্ট। যা তার মেরুদণ্ডকে সোজা রাখে। তবে সে যদি আরো বেশী খাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশকে খাদ্যের জন্য-এক তৃতীয়াংশকে পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশকে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে পারে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

١١٥٣- وَعَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَكَلْتُ ثَرِيْدَةٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، ثم أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ أَتَجَشَّأُ، فَقَالَ: « يَا هٰذَا، كُفَّ [ عَنَّا ] مِنْ جُشَائِكَ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا أَكْثَرُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ وَالْأَوْسَطِ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَزَادُوْا: «فَمَا أَكَلَ أَبُوْ جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا، كَانَ إِذَا تَغَدّٰى لاَ يَتَعَشّٰى، وَإِذَا تَعَشّٰى لاَ يَتَغَدّٰى».

১১৫৩। হযরত আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একদিন রুটি ও গোশতের তৈরী একটা ছারীদা খেয়ে রসূল (সা) এর কাছে এসে ঢেকুর তুলতে লাগলাম। রসূল (সা) বললেন ঃ হে অমুক, ঢেকুর তোলা বন্ধ কর। মনে রেখ, দুনিয়াতে যে যত তৃপ্ত হয়ে আহার করবে, কেয়ামতের দিন তারা ততো বেশী ক্ষুধার্ত

www.nagorikpathagar.org

হবে। (হাকেম) ইবনে আবিদ দুনিয়া, তাবরানী ও বাইহাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তারা একথাও সংযোজন করেছেন ঃ" এরপর আবু জুহায়ফা যতদিন বেচেঁছিলেন, ততদিন পেটপুরে আহার করেননি। সকালে খেলে বিকালে খেতন না। আর বিকালে খেলে সকালে খেতেন না।

١١٥٤– وَرُوِىَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَأُكْرِهَ عَلٰى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ : حَسْبِىْ [إِنِّىْ] سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَزَادَ فِىْ آخِرِهِ: « وَقَالَ : يَاسَلْمَانُ، اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ».

১১৫৪। হযরত আতিয়া বিন আমের আল-জুহানী (রা) বলেন ঃ আমি শুনেছি, হযরত সালমানকে সাধাসাধি করে একটা খাবার খাওয়ানো হয়েছিল। তখন সালমান বলেছিলেন ঃ রসূল (সা) এর কাছ থেকে শোনা এ কাথাটাই আমার জন্য যথেষ্ট ঃ পৃথিবীতে যে যত বেশী তৃপ্ত হবে, কেয়ামতের দিন সে তত দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধায় ভুগবে। (ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী) বাইহাকীর বর্ণনার শেষের অংশ হলো ঃ "হে সালমান, দুনিয়া মুমিনের কারাগার ও কাফেরের বেহেশত।"

١١٥٥– وَرُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : « أَوَّلُ بَلَاءٍ حَدَثَ فِىْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا الشِّبَعُ؛ فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُوْنُهُمْ سَمِنَتْ أَبْدَانُهُمْ فَضَعُفَتْ قُلُوْبُهُمْ، وَجَمَحَتْ شَهَوَاتُهُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ كِتَابِ الضُّعَفَاءِ، وَابْنُ أَبِىْ الدُّنْيَا فِىْ كِتَابِ الْجُوْعِ.

১১৫৫। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এই উম্মাতের মধ্যে নবীর তীরোধানের পর সর্বপ্রথম যে বিপদের উদ্ভব হয়েছে তা হয়েছে পেট পুরে খাওয়ার প্রবণতা। লোকেরা যখন পেট পুরে খায়, তখন তাদের শরীর মোটা হয়, অন্তর দুর্বল হয়ে যায় এবং প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে যায়। (বুখারী)

www.nagorikpathagar.org

١١٥٦-وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ بُجَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَصَابَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوْعٌ يَوْمًا، فَعَمَدَ إِلٰى حَجَرٍ فَوَضَعَهُ عَلٰى بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَا رُبَّ نَفْسٍ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِى الدُّنْيَا جَائِعَةٌ عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَلَا رُبَّ مُكْرِمٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِيْنٌ أَلَا رُبَّ مُهِيْنٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُكْرِمٌ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا.

১১৫৬। হযরত ইবনে বুজাইর (রা) যিনি একজন সাহাবী ছিলেন, বলেছেন ঃ একদিন রসূল (সা) প্রবল ক্ষুধা অনুভব করলেন। তাই তিনি একখানা পাথর পেটের ওপর স্থাপন করলেন। তারপর বললেন ঃ সাবধান, পৃথীবীতে যারা ভালো খায়, ভালো পরে, তাদের অনেকেই কেয়ামতের দিন উপোস থাকবে ও নগ্ন থাকবে। সাবধান, আজ যারা সম্মানিত, তাদের অনেকেই (কেয়ামতের দিন) লাঞ্ছিত হবে। সাবধান, আজ যারা লাঞ্ছিত, তারা (কেয়ামতের দিন) সম্মানিত হবে। (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

١١٥٧- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ : « إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ؛ فَإِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرُوَاةُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

১১৫৭। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। যখন রসূল (সা) তাকে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তাকে বললেন ঃ বিলাসিতা থেকে সাবধান। মনে রেখ, আল্লাহর বান্দারা বিলাসী হয় না। (আহমাদ, বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ أَنْ يَدْعَى الْإِنْسَانُ إِلَى الطَّعَامِ فَيَمْتَنِعُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

## কেউ খাওয়ার দাওয়াত দিলে বিনা ওযরে তা প্রত্যাখ্যান করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١١٥٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعٰى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْمَسَاكِيْنُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه مَوْقُوْفًا عَلٰى أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

১১৫৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলতেন ঃ সবচেয়ে খারাপ ভোজন হলো ওলীমা বা বৌভাত। কারণ এতে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং দরিদ্রদেরকে বাদ দেয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াতে উপস্থিত হয় না, সে আল্লাহ ও তার রসূলকে অমান্য করে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

١١٥٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيْرًا» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

১১৫৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকে দাওয়াত দেয়া হলো, অথচ সে তা গ্রহণ করলো না, সে আল্লাহ ও তার রসূলের নাফরমানী করলো। আর বিনা দাওয়াতে যে ব্যক্তি কোন ভোজন হাজির হলো, সে যেন চোর হিসাবে প্রবেশ করলো এবং লুটেরা হিসেবে বের হলো। (আবু দাউদ)

١١٦٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ

www.nagorikpathagar.org

فَلْيَأْتِهَا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ.

১১৬০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কাউকে ওলিমা বা বৌভাতে নিমন্ত্রণ করা হয়, তখন সে যেন তাতে উপস্থিত হয়। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

١١٦١- وَعَنْ جَابِرٍ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلىٰ طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

১১৬১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে যখন কোন ভোজনের দাওয়াত দেওয়া হয়, তবে তার সেই দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত। ইচ্ছা হলে সে খাওয়া দাওয়া করবে, না হয় না করবে। (মুসলিম, আবু দাউস, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ لَعْقِ الْأَصَابِعِ قَبْلَ مَسْحِهَا لِإِحْرَازِ الْبَرَكَةِ

## বরকত লাভের জন্য আঙ্গুল ও থালা চেটে খাওয়ার উপদেশ

١١٦٢- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ : « إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِيْ أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৬২। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) আঙ্গুল ও থালা চেটে খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ তোমাদের কোন্ খাদ্যে বরকত রয়েছে, তা তোমরা জান না। (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ حَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى بَعْدَ الْأَكْلِ

## খাওয়ার পরে আল্লাহর প্রশংসা করার উপদেশ

١١٦٣- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১৬৩। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ বান্দা কোন কিছু খেয়ে বা পান করে আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তার উপর খুবই খুশী হন। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

١١٦٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ عُمَرُ، فَقَالَ : « يَا أَبَابَكْرٍ مَا أَخْرَجَكَ هٰذِهِ السَّاعَةَ؟ » قَالَ : مَاأَخْرَجَنِىْ إِلَّا مَاأَجِدُ مِنْ حَاقِّ الْجُوْعِ » قَالَ : « وَأَنَا وَاللّٰهِ مَا أَخْرَجَنِىْ غَيْرُهُ » فَبَيْنَمَا هُمَا كَذٰلِكَ إِذْخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : « مَاأَخْرَجَكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ؟ » قَالَا : وَاللّٰهِ مَاأَخْرَجَنَا إِلَّا مَا نَجِدُهُ فِىْ بُطُوْنِنَا مِنْ حَاقِّ الْجُوْعِ » قَالَ : [وَأَنَا] وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا أَخْرَجَنِىْ غَيْرُهُ، فَقُوْمَا » فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى أَتَوْا بَابَ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ أَبُوْ أَيُّوْبَ يُدَّخِرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا كَانَ أَوْلَبَنًا، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يَأْتِ لِحِيْنِهِ، فَأَطْعَمَهُ لِأَهْلِهِ، وَانْطَلَقَ إِلٰى نَخْلِهِ يَعْمَلُ فِيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْبَابِ خَرَجَتْ اِمْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ:

www.nagorikpathagar.org

مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِمَنْ مَعَهُ، قَالَ لَهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَيْنَ أَبُوْ أَيُّوْبَ ؟ » فَسَمِعَهُ، وَهُوَ يَعْمَلُ فِيْ نَخْلٍ لَهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَنْ مَعَهُ، يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، لَيْسَ بِالْحِيْنِ الَّذِيْ كُنْتَ تَجِيْءُ فِيْهِ ، فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « صَدَقْتَ » قَالَ : فَانْطَلَقَ، فَقَطَعَ عَذْقًا مِنَ النَّخْلِ فِيْهِ مِنْ كُلِّ مِنَ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ هٰذَا أَلَا جَنَيْتَ لَنَا مِنْ تَمْرِهٖ ؟ » قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ تَمْرِهٖ وَرُطَبِهٖ وَبُسْرِهٖ، وَلَأَذْبَحَنَّ لَكَ مَعَ هٰذَا، قَالَ : « إِنْ ذَبَحْتَ فَلَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ » فَأَخَذَ عَنَاقًا- أَوْجَدْيًا- فَذَبَحَهُ، وَقَالَ لِامْرَأَتِهٖ: اِخْبِزِيْ وَاعْجِنِيْ لَنَا وَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالْخُبْزِ فَأَخَذَ نِصْفَ الْجَدْيِ فَطَبَخَهُ، وَشَوٰى نِصْفَهُ، فَلَمَّا أُدْرِكَ الطَّعَامُ، وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهٖ أَخَذَ مِنَ الْجَدْيِ فَجَعَلَهُ فِيْ رَغِيْفٍ، وَقَالَ : « يَاأَبَا أَيُّوْبَ! أَبْلِغْ بِهٰذَا فَاطِمَةَ، فَإِنَّهَا لَمْ تُصِبْ مِثْلَ هٰذَا مُنْذُ أَيَّامٍ » فَذَهَبَ أَبُوْ أَيُّوْبَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا أَكَلُوْا وَشَبِعُوْا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « خُبْزٌ، وَلَحْمٌ وَتَمْرٌ، وَبُسْرٌ، وَرُطَبٌ؟ وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ إِنَّ هٰذَا هُوَ النَّعِيْمُ الَّذِيْ تُسْأَلُوْنَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَكَبُرَ ذٰلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِهٖ، فَقَالَ : « بَلْ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هٰذَا، فَضَرَبْتُمْ بِأَيْدِيْكُمْ فَقُوْلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ؛

www.nagorikpathagar.org

فَإِذَا شَبِعْتُمْ، فَقُوْلُوْا : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ [هُوَ] أَشْبَعَنَا، وَأَنْعَمَ
عَلَيْنَا فَأَفْضَلَ، فَإِنَّ هٰذَا كَفَافٌ بِهٰذَا » فَلَمَّا نَهَضَ قَالَ لِأَبِيْ
أَيُّوْبَ : « إِئْتِنَا غَدًا » وَكَانَ لَا يَأْتِيْ أَحَدٌ إِلَيْهِ مَعْرُوْفًا إِلَّا
أَحَبَّ أَنْ يُجَازِيَهُ : قَالَ : وَإِنَّ أَبَا أَيُّوْبَ لَمْ يَسْمَعْ ذٰلِكَ؛ فَقَالَ
عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ
أَنْ تَأْتِيَهُ غَدًا، فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَأَعْطَاهُ وَلِيْدَتَهُ، فَقَالَ : يَا أَبَا
أَيُّوْبَ اسْتَوْصِ بِهَا خَيْرًا؛ فَإِنَّا لَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا مَا دَامَتْ
عِنْدَنَا » فَلَمَّا جَاءَ بِهَا أَبُوْ أَيُّوْبَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا أَجِدُ لِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ أُعْتِقَهَا » فَأَعْتَقَهَا، رَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ
اللّٰهِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১১৬৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন দুপুরবেলা হযরত আবু বকর মসজিদে নববী অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে হযরত ওমরের কণ্ঠস্বর শুনলেন ঃ হে আবু বকর, এ সময়ে আপনি কেন বের হয়েছেন? আবু বকর (রা) বললেন ঃ তীব্র ক্ষুধার কারণে। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমিও একই কারণে বের হয়েছি। তাদের সম্মুখে সহসা রসূল (সা) বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন ঃ 'তোমরা দু'জন এ সময়ে কেন বের হয়েছ? (মরুপ্রধান আরবে খরাতপ্ত দুপুরে কেউ কোন অস্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয় না। অনুবাদক) তারা বললেনঃ পেটে তীব্র ক্ষুধা অনুভূত হওয়া ছাড়া আর কোন কারণে আমরা বের হইনি। রসূল (সা) বললেন ঃ " আমিও একমাত্র ঐ কারণে বের হয়েছি। বেশ চল।" তারা তিনজনে চলতে চলতে আবু আইয়ূব আনসারীর বাড়ীর প্রবেশদ্বারে এসে পৌছলেন। আবু আইয়ূব রসূল (সা) এর জন্য খাদ্য হোক বা দুধ হোক কিছুনা কিছু যোগাড় করে রাখতেন। কিন্তু সেদিন দেরী হয়ে গেছে। সময়মত রসূল (সা) তার কাছে আসেননি। সংগৃহীত খাবার নিজের পরিবারকে খাইয়ে দিয়েছেন। তারপর

www.nagorikpathagar.org

নিজের খেজুর বাগানে কাজ করতে চলে গেছেন। তাঁরা তিনজন যখন দরজার ওপর পৌঁছে থামলেন, তখন আবু আইয়ূবের স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। (তখনো পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি।) তিনি বললেন ঃ আল্লাহর নবী (সা) ও তার সাথীদেরকে স্বাগতম। রসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু আইয়ূব কোথায়? আবু আইয়ূব তাঁর খেজুর বাগানে বসে কাজ করতে থাকা অবস্থায় রসূল (সা) এর কথা শুনলেন। তিনি দ্রুত চলে এলেন। এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, আপনাকে ও আপনার সংগীদ্বয়কে স্বাগতম। আপনি তো এই সময়ে আসতেন না। রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। এরপর আবু আইয়ূব চলে গেলেন। তারপর খেজুর বাগান থেকে এমন এক কাঁদি খেজুর এনে দিলেন, যাতে কাচাঁ পাকা ও শুকনো হরেক রকমের খেজুর ছিল। রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি এ কাঁদি আনতে গেলে কেন? আমাদের জন্য খোরমা পেড়ে রাখনি? আব আইয়ূব বললেন ঃ " হে রসূলুল্লাহ, আমি চেয়েছি, আপনি কাচাঁ পাকা ও শুকনো সব রকমের খেজুর খান। এই সাথে আপনাদের জন্য একটা জন্তু জবাই করে গোশতেরও ব্যবস্থা করবো।" রসূল (সা) বললেন ঃ "যদি জবাই কর, তহলে দুধেল জন্তু যবাই কর না।" আবু আইয়ূব একটা শিশু ছাগল যবাই করলেন এবং তার স্ত্রীকে বললেন ঃ তুমি আমাদের জন্য রুটি বানাও। রুটি বানানোতে তো তুমি বেশ সিদ্ধহস্ত। আবু আইয়ূব অর্ধেকটা গোশত রান্না ও অর্ধেকটা ভুনা করলেন। খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে রসূল (সা) ও তাঁর সাথীদের সামনে রাখলেন। রসূল (সা) কিছুটা গোশত রুটির সাথে মিলিয়ে রেখে বললেন ঃ " হে আবু আইয়ূব, এটুকু খাবার ফাতেমাকে পৌছে দাও। কেননা সে বহুদিন যাবত এমন খাবার খেতে পায়নি।" আবু আইয়ূব খাবারটুকু ফাতেমাকে দিতে গেলেন। তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর রসূল (সা) বললেন ঃ রুটি, গোশত, পাকা খেজুর, কাঁচা খেজুর ও খোরমা? আল্লাহর কসম, এ হচ্ছে সেই নিয়ামত যার সম্পর্কে কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। বলার সাথে সাথে রসূল (সা)-এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো? রসূলের সাথীগণের ওপর এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা যখন এ ধরনের খাবার খেতে বসবে, তখন শুরুতে বলবে, বিসমিল্লাহ। তারপর তৃপ্ত হয়ে খাওয়ার পর বলবে. "সেই আল্লাহর জন্য প্রশংসা যিনি আমাদেরকে তৃপ্ত করলেন, আমাদের ওপর অনুগ্রহ করলেন ও মর্যাদা দান করলেন"। এতে এর উপযুক্ত কদর করা হবে।" খাওয়ার পর যখন বিদায় নিলেন তখন আবু আইয়ূবকে বললেন ঃ তুমি আগামিকাল আমাদের বাড়ীতে এসো। রসূল (সা) কে কেউ কোন উপকার করলে তিনি তার প্রতিদান দেয়া পছন্দ করতেন। আবু আইয়ূব রসুল (সা) এর এ কথাটা শুনতে পাননি। তাই হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ রসূল (সা) তোমাকে কাল তাঁর বাড়ীতে আসতে বলেছেন। আবু আইয়ূব পরদিন এলেন। রসূল (সা) তাকে তাঁর একটা দাসী উপহার দিলেন এবং বললেন ঃ হে আবু আইয়ূব,

www.nagorikpathagar.org

এই দাসীটার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। কেননা সে আমাদের কাছে যত দিন ছিল, তার ভেতরে ভালো (লক্ষণ) ছাড়া অন্য কিছু দেখিনি। আবু আয়ুব যখন তাকে রসূল (সা) এর কাছ থেকে নিয়ে এলেন, তখন বললেন ঃ রসূল (সা) এর উপদেশ কার্যকরী করার জন আমি একে মুক্তি দেয়াই সর্বোত্তম পন্থা মনে করি। এই বলে তাকে মুক্তি দিলেন। (তাবরানী, ইবনে হাব্বান)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ- وَبَعْدَهُ

## وَالتَّرْهِيْبُ أَنْ يَنَامَ وَفِىْ يَدِهِ رِيْحُ الطَّعَامِ لاَ يَغْسِلُهَا

## খাবার আগে ও পরে হাত ধোয়ার উপদেশ ও না-ধোয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١١٦٥- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللّٰهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غِذَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوْءِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ.

১১৬৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কামনা করে আল্লাহ তার গৃহে কল্যাণ বৃদ্ধি করুন, সে যেন দিনের আহারের পূর্বে ও পরে ওযূ করে। (ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)

উল্লেখ্য যে, এখানে ওযূ দ্বারা হাত ধোয়া বুঝানো হয়েছে -গ্রন্থকার।

١١٦٦- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ بَاتَ وَفِىْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ، فَأَصَابَهُ وَضَحٌ، فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ.

১১৬৭। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হাতে গোশতের গন্ধ থাকা অবস্থায় ঘুমিয়ে গেল, তার হাতে যদি শ্বেত কুষ্ঠ হয়, তবে সে জন্য সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে যেন দায়ী না করে। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

# كِتَابُ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ

# শাসন ও বিচার সংক্রান্ত অধ্যায়

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ تَوَلِّى السَّلْطَنَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِمَارَةِ سِيَّمَا لِمَنْ لاَ يَثِقُ بِنَفْسِهِ وَتَرْهِيْبُ مَنْ وَثَقَ بِنَفْسِهِ أَنْ يَسْأَلَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ

## শাসন বিচার বা নেতৃত্ব গ্রহণে হুঁশিয়ারী

١١٦٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১১৬৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ বিচারের দায়িত্ব যার ওপর অর্পণ করা হয় অথবা যাকে জনগণের বিচারক বানানো হয়, তাকে যেন বিনা ছুরিতেই যবাই করা হয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ হলো, তার দেহের নয়, বরং তার ধর্ম ও নৈতিকতার মৃত্যু ও ধ্বংসের আশংকা রয়েছে।

١١٦٨- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ : وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِى النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ، فَهُوَ فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ، فَهُوَ فِى النَّارِ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

www.nagorikpathagar.org

১১৬৮। হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ বিচারকরা তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণী জান্নাত বাসী। আর দুই শ্রেণী দোজখবাসী। জান্নাতবাসী শ্রেণীটি হলো যে বিচারক সত্য ও ন্যায় কি তা জানে এবং সেই অনুসারে রায় দেয়। আর দোজখবাসী শ্রেণী দুটোর একটা হলো, সত্য ন্যায় কি তাও জানে না ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে ফায়সালা করে। আর অপরটি সত্য ও ন্যায় কি তা জানে এবং তার বিপরীত ফায়সালা করে। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

١١٦٩- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِيَ؟» فَنَادَيْتُ بِأَعْلٰى صَوْتِيْ : وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : «أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَثَانِيْهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إِلَّا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرِيْبِهِ؟» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيْحِ.

১১৬৯। হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যদি চাও, আমি বলি নেতৃত্ব কি জিনিস। আওফ বলেন ঃ আমি উচ্চস্বরে বললাম ঃ হে রসূল নেতৃত্ব কি জিনিস বলুন। রসূল (সা) বললেন ঃ তার প্রথম ভাগে নিন্দা ও সমালোচনা, দ্বিতীয় ভাগে অনুতাপ ও অনুশোচনা এবং শেষভাগে কেয়ামতের দিনের আযাব। তবে যে ব্যক্তি ন্যায় ও ইনসাফের আলোকে ফায়সালা করবে তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আত্মীয়ের সাথে কিভাবে ইনসাফ করবে, সেটাই একটা প্রশ্ন। (বাযযার, তাবরানী)

١١٧٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَ فِيْهِ شُفَعَاءَ، وُكِلَ إِلٰى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

১১৭০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন যে ব্যক্তি বিচারকের দায়িত্ব পেতে উৎসুক এবং এ জন্য সুপারিশকারীদের সাহায্য কামনা করে, তার দায়দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। আর যাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, তাকে সঠিক পথে রাখার জন্য আল্লাহ একজন ফেরেশতা তার কাছে পাঠান। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

# تَرْغِيْبُ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ

## ন্যায়বিচারে উৎসাহ প্রদান ও যুলুমের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١١٧١- وَعَنْ عَيَاضِ بْنِ حَمَّارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبٰى مُسْلِمٍ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْعِيَالٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭১। হযরত ইয়ায বিন হাম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। রসুল (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতবাসী তিন শ্রেণীর ঃ ন্যায় বিচারক শাসক, প্রত্যেক মুসলিম আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়ার্দ্র ও কোমল হৃদয় এবং বহু সন্তানের জনক সৎ ব্যক্তি। (মুসলিম)

١١٧٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَاأَبَاهُرَيْرَةَ، عَدْلُ سَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً، قِيَامِ لَيْلِهَا وَصِيَامِ نَهَارِهَا، وَيَا أَبَا هُرَيْرَةَ، جَوْرُ سَاعَةٍ فِيْ حُكْمٍ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَعَاصِيْ سِتِّيْنَ سَنَةً ».

১১৭২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আবু হুরায়রা, এক ঘন্টার ন্যায়বিচার ষাট বছরের এবাদাতের তথা রাতভর নামায পড়া ও দিনে রোযা রাখার চেয়ে উৎকৃষ্ট। হে আবু হুরায়রা, এক ঘন্টার অত্যাচার আল্লাহর কাছে ষাট বছর ব্যাপী নাফরমানী করার চেয়েও মারাত্মক। (ইসবাহনী)

١١٧٣- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى، وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا : إِمَامٌ جَائِرٌ » رَوَاهُ

www.nagorikpathagar.org

التِّرْمِذِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ مُخْتَصَرًا، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

১১৭৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সব চেয়ে প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক ও নেতা, আর সবচেয়ে ঘৃণিত ও ক্রোধভাজন ব্যক্তি হবে অত্যাচারী শাসক। (তিরমিযী ও তাবরানী) অপর বর্ণনা মতে! কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাবে ভুগবে অত্যাচারী শাসক ও নেতা।

١١٧٤- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ إِمَامٍ جَائِرٍ ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيِّ وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১১৭৪। হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শুনে রাখ, ওহে জনমণ্ডলী, আল্লাহ তায়ালা কোন অত্যাচারীর নামায কবুল করবে না। (হাকেম)

١١٧٥- وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ لَهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، فَذَكَرَ مِنْهُمُ الْإِمَامَ الْجَائِرَ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

১১৭৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই-এই মর্মে সাক্ষ্য দিলেও আল্লাহ তা গ্রহণ করেন না। এদের একজন হচ্ছে, যালেম শাসক। (তাবরানী)

١١٧٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى

www.nagorikpathagar.org

يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَإِنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

১১৭৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারক হতে চায়, অতঃপর সেই পদ লাভে সফল হয়, তারপর তার অত্যাচারের চাইতে ন্যায়বিচারের পরিমাণ বেশী হয়, সে বেহেশতে যাবে। আর যদি তার ন্যায়বিচারের চাইতে অত্যাচারের পরিমাণ বেশী হয়, তাহলে সে দোজখে যাবে। (আবু দাউদ)

١١٧٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ أَمِيْرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلاً لاَ يَفُكُّهُ إِلاَّ الْعَدْلُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

১১৭৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দশজন মানুষের নেতা এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন শেকল বাঁধা অবস্থায় আসবে। একমাত্র ন্যায়বিচার করে থাকলেই সে মুক্তি পাবে। (আহমাদ)

١١٧٨- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنِّيْ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ مِنْ أَعْمَالٍ ثَلاَثَةٍ» قَالُوْ وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : زَلَّةُ عَالِمٍ، وَحُكْمُ جَائِرٍ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ.

১১৭৮। হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতের মধ্যে তিনটে খাছলতের আশংকা করছি। লোকেরা বললো ঃ হে রসূল, কী কী? রসূল (সা) বললেন ঃ আলেমের পদস্খলন, অত্যাচারীর শাসন ও প্রবৃত্তির গোলামী। (বাযযার তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

## تَرْهِيْبُ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ

## ভালো লোক থাকা সত্ত্বেও অসৎ লোক নিয়োগের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١١٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ، وَفِيْهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلّٰهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১১৭৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সৎলোক থাক সত্ত্বেও কোন অসৎ আত্মীয়কে কর্মচারী নিযুক্ত করে, সে আল্লাহ, রসূল (সা) ও মুমিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতককতা করে। (হাকেম)

١١٨٠- وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ لِيْ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ بَعَثَنِيْ إِلَى الشَّامِ: يَا يَزِيْدُ إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ، وَذٰلِكَ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ، لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً حَتّٰى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১১৮০। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর কোন বিষয়ে কর্তৃত্বশীল হবে, অতঃপর স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কাউকে তাদের নেতা নিযুক্ত করবে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। তার পক্ষে কোন সুপারিশ বা বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। (হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

## تَرْهِيْبُ الرَّاشِىْ،وَالْمُرْتَشِىْ وَالسَّاعِىْ بَيْنَهُمَا

## ঘুষ দাতা, গ্রহীতা ও উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারীর বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

١١٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : « لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১১৮১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। (আবুদাউদ ও তিরমিযী)

١١٨٢- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّبَا إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرَّشَا إِلاَّ أُخِذُوْا بِالرُّعْبِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ فِيْهِ نَظَرٌ.

১১৮২। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুদের প্রচলন ঘটলে তাদের দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হওয়া অবধারিত। কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘুষের প্রচলন ঘটলে তাদের সন্ত্রাসের শিকার হওয়া অনিবার্য। (আহমাদ)

١١٨٣- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ، وَالْمُرْتَشِىَ، وَالرَّائِشَ، يَعْنِى الَّذِىْ يَمْشِىْ بَيْنَهُمَا » رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِىُّ، وَفِيْهِ أَبُو الْخَطَّابِ لاَ يُعْرَفُ.

১১৮৩। হযরত সওবান (রা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঘুষ দেয়, যে ব্যক্তি ঘুষ নেয় এবং যে ব্যক্তি এই দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে, এই তিনজনকেই রসূল (সা) অভিসম্পাত করেছেন। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الظُّلْمِ، وَدُعَاءِ الْمَظْلُوْمِ، وَخَذْلِهِ وَالتَّرْغِيْبُ فِىْ نُصْرَتِهِ

## যুলুম বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ও মযলুমকে সাহায্য করতে উৎসাহ প্রদান

١١٨٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اِتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ [كَانَ] قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلٰى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ.

১১৮৪। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন অত্যাচার থেকে সংযত থাক। কেননা অত্যাচার কেয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ ধারণ করে আসবে। লোভ থেকে দূরে থাক, কেননা লোভ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদেরকে রক্তপাতে ও নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে বৈধ বানিয়ে নিতে উৎসাহ যুগিয়েছে। (মুসলিম)

١١٨٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ هُوَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ.

১১৮৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যুলুম-নির্যাতন থেকে বিরত থাক। কেননা যুলুম কেয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে বিরত থাক। কেননা আল্লাহ্ অশ্লীল

www.nagorikpathagar.org

কাজ ও অশ্লীল আচরণকারীকে ভালোবাসেন না। লোভ থেকে দূরে থাক, কারণ লোভ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে রক্তপাত ঘটাতে ও হারাম কাজ করতে প্ররোচনা দিয়েছে। (ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١١٨٦- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَظْلِمُوْا فَتَدْعُوْا فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ، وَتَسْتَسْقُوْا فَلاَ تُسْقَوْا، وَتَسْتَنْصِرُوْا فَلاَ تُنْصَرُوْا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ.

১১৮৬। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যুলুম করো না। করলে তোমরা যখন দোয়া করবে, তখন দোয়া কবুল হবে না, তোমরা যখন বৃষ্টি চাইবে, বৃষ্টি পাবে না, যখন সাহায্য চাইবে, সাহায্য পাবে না। (তাবরানী)

١١٨٧- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِىْ لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِىْ : إِمَامٌ ظَلُوْمٌ غَشُوْمٌ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٌ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

১১৮৭। হযরত আবি উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের দুটো গোষ্ঠী আমার সুপারিশ পাবেনা ঃ অত্যাচারী ও পরের সম্পদ অপহরণকারী নেতা ও শাসক, ও বিদ্বেষ পরায়ণ ধর্মদ্রোহী। (তাবরানী)

١١٨٨- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّٰهَ يُمْلِىْ لِلظَّالِمِ؛ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ » ثُمَّ قَرَأَ : ( وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ؛ إِنَّ أَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

www.nagorikpathagar.org

১১৮৮। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারীকে সময় দেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন, তখন আর তাকে ছাড়েন না। অতঃপর তিন সূরা হূদের ১০২ নং আয়াত পড়েন ঃ তোমার প্রভুর পাকড়াও এ রকমই, যখন তিনি অত্যাচারী গোষ্ঠীকে পাকড়াও করেন, তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

١١٨٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ » قَالُوْا : اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ : « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِيْ وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَ [ يُعْطٰى] هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضٰى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১৮৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কি জান, দরিদ্র কে? লোকেরা বললো ঃ যার টাকা পয়সা নেই, সে-ই তো আমাদের সমাজে দরিদ্র। রসূল (সা) বললেন ঃ আমার উম্মাতের প্রকৃত দরিদ্র হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন প্রচুর পরিমাণে নামায, যাকাত ও রোযা নিয়ে আসবে। কিন্তু এমন অবস্থায় আসবে যে, কাউকে গালি দিয়েছে, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত ঝরিয়েছে, এবং কাউকে প্রহার করেছে। এ সব ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে একে একে তার সৎকাজগুলো দিয়ে দেয়া হবে। এভাবে তার পাওনা পরিশোধ করা শেষ না হতেই যদি সৎকাজগুলো ফুরিয়ে যায়, তাহলে তাদের গুনাহগুলো নিয়ে তার ওপর চাপানো হবে এবং তারপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

١١٩٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اِتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ؛ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : رُوَاتُهُ مُتَّفَقٌ عَلَى الْاِحْتِجَاجِ بِهِمْ، إِلاَّ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، فَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ.

১১৯০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ মযলুমের বদদোয়া থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা এই বদদোয়া একটা জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আকাশের দিকে উঠে যায়। (হাকেম)

١١٩١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১১৯১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে থাকে, যদিও সে পাপী হয়। তার পাপের ফল সে নিজেই ভোগ করবে। (আহমাদ)

١١٩٢- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعْوَتَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ : دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمَرْءِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيْرَةٌ.

১১৯২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দুটো দোয়া এমন রয়েছে যার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই। মযলুমের দোয়া ও কোন ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাই এর জন্য তার অসাক্ষাতে যে দোয়া করে। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

١١٩٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَحْقِرُهُ، اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا، اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا، اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا- وَهُوَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِهِ- بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৯৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে নির্যাতন-নিপীড়ন ও আত্যাচার করবে না, তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবে না এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেনা। বুকের দিকে ইঙ্গিত করে রসূল (সা) বললেন ঃ খোদাভীতি এখানে, খোদাভীতি এখানে, খোদাভীতি এখানে। কোন মুসলমানের পক্ষে তার অপর মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার চেয়ে খারাপ কাজ আর হতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাই-এর রক্ত-সম্মান-সম্ভ্রম ও সম্পদ-সম্পত্তি নিষিদ্ধ। (মুসলিম)

١١٩٤- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا كَانَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيْمَ؟ قَالَ : «كَانَتْ أَمْثَالاً كُلُّهَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُوْرُ، إِنِّيْ لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ، وَلٰكِنِّيْ بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّيْ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنِّيْ لاَ أَرُدُّهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ، وَعَلَى الْعَاقِلِ- مَالَمْ يَكُنْ مَغْلُوْبًا عَلٰى عَقْلِهِ- أَنْ يَكُوْنَ لَهُ سَاعَاتٌ : فَسَاعَةٌ يُنَاجِيْ فِيْهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيْهَا نَفْسَهُ، وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيْهَا فِيْ صُنْعِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، وَسَاعَةٌ يَخْلُوْ فِيْهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَكُوْنَ ظَاعِنًا إِلاَّ

www.nagorikpathagar.org

لِثَلَاثٍ : تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ، أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِيْ غَيْرِ مُحَرَّمٍ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُوْنَ بَصِيْرًا بِزَمَانِهِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، حَافِظًا لِلِسَانِهِ، وَمَنْ حَسَبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ، إِلاَّ فِيْمَا يَعْنِيْهِ » قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قَالَ : كَانَتْ عِبَرًا كُلُّهَا : عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ هُوَ يَفْرَحُ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمَّ هُوَ يَضْحَكُ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ هُوَ يَنْصَبُ، عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا ثُمَّ اطْمَأَنَّ إِلَيْهَا، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ لاَ يَعْمَلُ» قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِيْ، قَالَ : « أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ؛ فَإِنَّهَا رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ» ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِيْ، قَالَ : « عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ، وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَإِنَّهُ نُوْرٌ لَكَ فِى الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ »، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِيْ؛ قَالَ : «إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ؛ فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ، وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ » قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِيْ ، قَالَ: « عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ؛ فَإِنَّهُ رُهْبَانِيَّةُ أُمَّتِيْ » قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِيْ، قَالَ : « أَحِبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَجَالِسْهُمْ »، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِيْ، قَالَ : « اُنْظُرْ إِلٰى مَنْ هُوَ تَحْتَكَ، وَلاَ تَنْظُرْ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ؛ فأنه أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللّٰهِ عِنْدَكَ »، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، زِدْنِيْ، قَالَ : « قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا »، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِيْ، قَالَ : « لِيَرُدَّكَ

www.nagorikpathagar.org

عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِكَ، وَلاَ تَجِدُ عَلَيْهِمْ فِيْمَا تَأْتِيْ، وَكَفٰى بِكَ عَيْبًا أَنْ تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُهُ مِنْ نَفْسِكَ، وَتَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيْمَا تَأْتِيْ » ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلٰى صَدْرِيْ. فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ، وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ ». رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

১১৯৪। হযরত আবু যর (রা) বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ্ হযরত ইবরাহীমের কাছে নাজিলকৃত আসমানী পুস্তিকাগুলিতে কী ছিল? রসূল (সা) বললেন ঃ সব উপদেশমালায় পরিপূর্ণ ছিল। যেমন ঃ হে গায়ের জোরে চেপে বসা অহংকারী রাজা, আমি তো তোমাকে দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় করতে পাঠাইনি। আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এ জন্য, যেন তুমি উৎপীড়িতের দোয়া আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নাও। (উৎপীড়নের প্রতিকার ও উৎপীড়িতকে সাহায্য করার মাধ্যমে) কেননা আমি ওটা ফেরত দেই না যদিও তা কোন কাফেরের কাছ থেকে আসে। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি, যদি তার জ্ঞানবুদ্ধি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে, তবে তার জীবনের সময়টাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নেওয়া উচিত। এক ভাগে সে তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলবে, এক ভাগে নিজের কাজ কর্মের হিসাব নেবে ও আত্মসমালোচনা করবে, এক ভাগে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে, এক ভাগে সে নিজের খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য সে তিনটে উদ্দেশ্যে ছাড়া কোথাও সফরে যাবেনা। আখেরাতের সম্বল আহরন, বেচে থাকার জন্য জীবিকা উপার্জন অথবা বৈধ পন্থায় আমোদ প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন। প্রত্যেক বুদ্ধিমানকে তার সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে। নিজের লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসরমান থাকতে হবে। নিজের জিহ্বাকে সংযত করতে হবে। যে ব্যক্তি নিজের কাজ অনুপাতে কথার হিসাব করবে, তার কথা নির্ঘাত কর্মে যাবে। একমাত্র জরুরী প্রয়োজনেই সে কথা বলবে। আমি বললাম ঃ হে রসূল ঃ হযরত মূসার কিতাবে কী ছিল? তিনি বললেন ঃ শিক্ষায় পরিপূর্ণ ছিল। যেমনঃ আমি অবাক হয়ে যাই, যার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস আছে সে কি করে আনন্দ-উল্লাস করে? আমি অবাক হয়ে যাই, যার দোজখে বিশ্বাস আছে, সে কি করে হাসে? অবাক হয়ে যাই, যার অদৃষ্টে বিশ্বাস আছে, সে কেন অর্থোপার্জনের জন্য সর্বক্ষণ কষ্ট করে?

www.nagorikpathagar.org

আমি অবাক হয়ে যাই, যে ব্যক্তি দুনিয়া ও তার অধিবাসীদের ভাগ্যের আবর্তন-বিবর্তন দেখে, সে কেমন করে নিশ্চিন্ত থাকে? আমি বিস্মিত হই, যে আগামি কালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে, সে কেন কাজ করে না? আমি বললাম ঃ হে রসূল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটাই ইসলামের মূল কথা। আমি বললামঃ হে রসূল, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেনঃ তুমি কুরআন অধ্যায়ন কর ও আল্লাহকে স্মরণ কর। কেননা আল্লাহর স্মরণ তোমার জন্য পৃথিবীতে আলোক বর্তিকা এবং আকাশে তোমার জন্য সঞ্চয়। আমি বললাম ঃ হে রসূল, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ অতিরিক্ত হাসি থেকে বিরত থাক। অতিরিক্ত হাসি হৃদয়কে নির্জীব করে দেয় এবং মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট করে দেয়। আমি বললামঃ হে রসূল, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ জেহাদ কর। কেননা এটা আমার উম্মাতের বৈরাগ্য। আমি বললাম ঃ হে রসূল, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ দরিদ্র ও অনাথ লোকদের সাথে মেলামেশা কর ও তাদেরকে ভালোবাস। আমি বললাম হে রসূল আরো কিছু উপদেশ দিন। রসূল (সা) বললেনঃ যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে আছে, তার দিকে তাকাও। যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে ওপরে আছে, তার দিকে তাকিও না। এতে তোমার কাছে আল্লাহর যে নিয়ামত রয়েছে, তাতে তুমি খুঁত ধরতে পারবেনা। আমি বললামঃ হে রসূল, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি নিজের ভেতরে যে দোষক্রটি আছে, অন্যের ভেতরে তা ধরতে যেও না এবং যে আচরনে তুমি নিজে অভ্যস্ত, তা অন্যের ভেতরে দেখে তার ওপর রেগে যেও না। অন্য লোকদের মধ্যে তুমি যে দোষ দেখতে পাও, তা তোমার নিজের ভেতরে থাকা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতা ও তার জন্য অন্যদের ওপর রাগ করা তোমার সবচেয়ে মারাত্মক ক্রটি। এরপর রসূল (সা) আমার বুক হাত দিয়ে থাপড়ালেন এবং বললেনঃ হে আবু যর, চিন্তা ভাবনা করার মত বুদ্ধিমত্তা আর নেই, আত্মসংযমের মত পরহেজগারী আর নেই, এবং সচ্চরিত্র হওয়ার মত আভিজাত্য আর নেই। (ইবনে হাব্বান, হাকেম)

১১৯৫- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا» فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ : «تَحْجِزُهُ - أَوْ تَمْنَعُهُ - عَنِ

الظُّلْمِ؛ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৯৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর চাই সে যালেম হোক অথবা মযলুম হোক। এক ব্যক্তি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, সে যখন মযলুম, (অত্যাচারিত) তখন তো তাকে সাহায্য করবোই। কিন্তু সে যদি যালেম (অত্যাচারী) হয়, তাহলে তাকে কিভাবে সাহায্য করবো? রসূল (সা) বললেন ঃ তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে, এটাই তার সাহায্য। (বুখারী)

١١٩٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ- أُرَاهُ قَالَ- : بَعَثَ اللّٰهُ مَلَكًا يَحْمِيْ لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِجَهَنَّمَ» اَلْحَدِيْثُ - رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَيَأْتِيْ بِتَمَامِهِ فِي الْغِيْبَةِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

১১৯৬। হযরত সাহল ইবনে মুয়ায বিন আনাস আল জুহানী স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে কোন মুনাফেকের কবল থেকে (অর্থাৎ যুলুম থেকে) রক্ষা করবে, আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠাবেন যে তার গোশতকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। (আবু দাউদ)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ كَلِمَاتٍ يَقُوْلُهُنَّ مَنْ خَافَ ظَالِمًا

## অত্যাচারের আশংকা দেখা দিলে যে দোয়া পড়া উচিত

١١٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَخَوَّفَ أَحَدُكُمُ السُّلْطَانَ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ - يَعْنِي الَّذِيْ

www.nagorikpathagar.org

يُرِيْدُهُ- وَشَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَأَتْبَاعِهِمْ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

১১৯৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি শাসকের পক্ষ থেকে অত্যাচারের আশংকা করে, তাহলে সে যেন পড়ে, হে সাত আকাশের ও বিশাল আরশের মালিক, অমুকের ছেলে অমুকের-এখানে যার অত্যাচারের আশংকা হয় তার নাম বলবে এবং জ্বিন, মানুষ ও তাদের অনুসারীদের ক্ষতি থেকে আমার রক্ষক হয়ে যাও, যেন তাদের কেউ আমার ওপর অত্যাচার করতে না পারে। তোমার রক্ষাব্যূহ অজেয়, তোমার প্রশংসা মহিমান্বিত এবং তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। (তাবরানী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْاِمْتِنَاعِ عَنِ الدُّخُوْلِ عَلَى الظَّلَمَةِ
## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الدُّخُوْلِ، وَتَصْدِيْقِهِمْ، وَإِعَانَتِهِمْ

## অত্যাচারীদের কাছে যাওয়া, তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

١١٩٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ بَدَا جَفَا ، وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللّٰهِ بُعْدًا » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادَيْنِ رُوَاةُ أَحَدِهِمَا رُوَاةُ الصَّحِيْحِ.

১১৯৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মরুবাসী হয়, সে নিষ্ঠুর স্বভাবের হয়। যে ব্যক্তি শিকারের সন্ধানে ছোটে, সে উদাসীন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শাসকদের দুয়ারে ধর্ণা দেয়, সে বিপথগামী হয়ে যায়। কোন বান্দা শাসকের যত কাছাকাছি হবে, আল্লাহর কাছ থেকে ততই দূরবর্তী হবে। (আহমাদ)

www.nagorikpathagar.org

١١٩٩- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَكُوْنُ أُمَرَاءُ تَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ- أَوْحَوَاشٍ- مِنَ النَّاسِ، يَكْذِبُوْنَ وَيَظْلِمُوْنَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّيْ، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّيْ، وَأَنَا مِنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْ يَعْلٰى، وَمِنْ طَرِيْقِ ابْنِ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ إِلاَّ أَنَّهُمَا قَالَ: «فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ وَهُوَ مِنِّيْ بَرِيْءٌ».

১১৯৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ (ভবিষ্যতে) এমন শাসকদের আবির্ভাব ঘটবে, যাদেরকে তাদের ওপর নির্ভরশীল একদল চাকর নফর সব সময় ঘিরে রাখবে, (ঐ শাসকরা) মিথ্যাচারে লিপ্ত থাকবে ও যুলুম-অত্যাচার চালাবে। সেই শাসকদের কাছে যে ব্যক্তি যাবে, এবং তাদের মিথ্যাচারে ও অত্যাচার -অনাচারে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, সে আমার নয়, আমিও তার নই। আর যে ব্যক্তি তাদের কাছে আসা-যাওয়া করবে না, এবং তাদের মিথ্যাচারে ও যুলুমে সহযোগিতা করবেনা, সে আমার এবং আমি তার। (আহমাদ, আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বান) ইবনে হাব্বানের বর্ণনার শেষাংশ এরূপ ঃ যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাচার ও যুলুমে সহযোগিতা করবে, আমি তার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং সেও আমার সংশ্রব থেকে মুক্ত।

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ إِعَانَةِ الْمُبْطِلِ، وَمُسَاعَدَتِهِ

## অন্যায় ও অসত্যকে সমর্থনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٢٠٠- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِيْ يُعِيْنُ قَوْمَهُ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ بَعِيْرٍ تَرَدّٰى فِيْ بِئْرٍ، فَهُوَ يُنْزَعُ مِنْهَا بِذَنْبِهِ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

১২০০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার গোত্র বা জাতির অন্যায় কাজকে সমর্থন করে, সে যেন সেই উটের লেজ ধরে রাখে, যে উট পুকুরের ভেতরে পড়ে ডুবে মরেছে। (অর্থাৎ সেও উটের সাথে ডুবে মরে।) (আবুদাউদ ও ইবনে হাব্বান)

١٢٠١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ فِيْ مُلْكِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلٰى خُصُوْمَةٍ لَا يَعْلَمُ أَحَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِيْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ، وَمَنْ مَشٰى مَعَ قَوْمٍ يَرٰى أَنَّهُ شَاهِدٌ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَهُوَ كَشَاهِدِ زُوْرٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْ شَعِيْرَةٍ، وَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

১২০১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধির কোন দণ্ডের বাস্তবায়ন রোধ করে, সে যেন আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর যে ব্যক্তি কোন বিরোধে একটা পক্ষকে সমর্থন করে, অথচ সে জানে না সেই পক্ষ হকপন্থী না বাতিলপন্থী, সে ঐ পক্ষ ত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহর ক্রোধে পতিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর সমর্থক হয় এবং সে তাদের সব কিছুর চাক্ষুস সাক্ষী বলে নিজেরকে পরিচয় দেয়, অথচ সে চাক্ষুস সাক্ষী নয়, সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মত। আর যে ব্যক্তি মিথ্যামিথ্যি স্বপ্ন বানিয়ে বলে, তাকে (কেয়ামতের দিন) একটা যবের দানার দুপাশ

www.nagorikpathagar.org

একত্রিত করার আদেশ দেয়া হবে, (যা সে করতে পারবে না) কোন মুসলমানকে গালি দেয়া মহাপাপ এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরি। (তাবরানী)

١٢٠٢- وَرُوِىَ عَنْ أَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ أَحَدُ بَنِىْ أَشْجَعَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِيْنَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَهُوَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১২০২। হযরত আওস বিন শুরাহবিল (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একজন অত্যাচারীকে অত্যাচারী জেনেও তাকে সমর্থন ও সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তার সাথী হয়, সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। (তাবরানী)

## تَرْهِيْبُ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ إِرْضَاءِ النَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

## আল্লাহকে নাখোশ করে মানুষকে খুশী করার বিরুদ্ধে শাসককে সতর্ককরণ

١٢٠٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَسْخَطَ اللّٰهَ فِىْ رِضَا النَّاسِ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِىْ سُخْطِهِ، وَمَنْ أَرْضَى اللّٰهَ فِىْ سُخْطِ النَّاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَرْضٰى عَنْهُ مَنْ أَسْخَطَهُ فِىْ رِضَاهُ حَتّٰى يُزَيِّنَهُ وَيُزَيِّنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِىْ عَيْنِهِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ قَوِىٍّ.

১২০৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে খুশী করতে গিয়ে আল্লাহকে নাখোশ করে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর অসন্তোষের বিনিময়ে যাকে সে খুশী করেছে, তাঁকেও তার ওপর অসন্তুষ্ট করে দেন। আর যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তোষের বিনিময়ে আল্লাহকে খুশী করে, আল্লাহ তার ওপর খুশী হয়ে যান এবং যাকে সে অসন্তুষ্ট করেছে, তাদেরকেও তার ওপর খুশী করে দেন। এ জন্য তার কথা ও কাজকে তার দৃষ্টিতে সন্তোষজনক করে দেখান। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِى الشَّفَقَةِ عَلٰى خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى

## আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমতা ও করুণা প্রদর্শনের ফযীলত

١٢٠٤- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَزَادَ : « وَمَنْ لاَ يَغْفِرُ لاَ يُغْفَرُ لَهُ » وَهُوَ فِى الْمُسْنَدِ أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ سَعِيْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১২০৪। হযরত জারীর বিন আব্দল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না। আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও আহমাদ) আহমাদের বর্ণনায় আরো রয়েছে, আর যে ক্ষমা করেনা, সে ক্ষমা পায় না।

١٢٠٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ، اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ بِزِيَادَةٍ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১২০৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দয়াশীলদেরকে আল্লাহ দয়া করে থাকেন। পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তা হলে আল্লাহ তোমাদের ওপর দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

١٢٠٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيْرَ،

www.nagorikpathagar.org

وَيَرْحَمِ الصَّغِيْرَ، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

১২০৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি আমার উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত নয়, যে বড়দেরকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেনা এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে না, সৎকাজের আদেশ দেয় না ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে না। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

١٢٠٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَصِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ : « إِتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ؛ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً، وَكُلُوْهَا صَالِحَةً » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ ».

১২০৭। হযরত সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) বর্ণনা করেন ঃ রসূল (সা) এমন একটা উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পিঠ পেটের সাথে লেগে গেছে। (অর্থাৎ ভীষণ ক্ষুধার্ত) তখন তিনি বললেনঃ এই সব জীব জন্তুর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ওগুলোর পিঠে আরোহণও করবে সুস্থ থাকা অবস্থায়, আবার যবাই করে খাবেও সুস্থ থাকা অবস্থায়। (আবু দাউদ ও ইবনে খুযায়মা)

١٢٠٨- وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَلْغَنَمُ بَرَكَةٌ عَلٰى أَهْلِهَا، وَالْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا، وَالْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ، وَالْعَبْدُ أَخُوْكَ؛ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ رَأَيْتَهُ مَغْلُوْبًا فَأَعِنْهُ » رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ.

১২০৮। হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মেষ তার মালিকের জন্য বরকতের উৎস। উট তার মালিকের সম্মানের উৎস। ঘোড়ার কপালে কল্যাণ লেখা রয়েছে। দাস তোমার ভাই, তার সাথে প্রতি কর। যদি দেখ, সে কোন কাজে পেরে উঠছে না, তবে তাকে সাহায্য কর। (ইসবাহানী)

www.nagorikpathagar.org

١٢٠٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ إِلاَّ مَايُطِيْقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ، وَلاَ تُعَذِّبُوْا عِبَادَ اللّٰهِ خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَهُوَ فِيْ مُسْلِمٍ بِاخْتِصَارٍ.

১২০৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দাসদাসীদের প্রাপ্য উপযুক্ত খাদ্য, পানীয় ও পোশাক। তাদেরকে ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করার দাযিত্ব দেয়া যাবে না। তেমন কোন দায়িত্ব দিলে তাদেরকে সাহায্য করো। ওরা তোমাদেরই মত সৃষ্টি ও আল্লাহর বান্দা; ওদের ওপর নির্যাতন চালিও না। (ইবনে হাব্বান ও মুসলিম)

١٢١٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ : كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ : حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১২১০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূল (সা) এর কাছে এসে বললো ঃ হে রসূলুল্লাহ, আমি চাকরকে কতবার ক্ষমা করবো? রসূল (সা) বললেন ঃ প্রতিদিন সত্তরবার। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٢١١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنَّ لِيْ مَمْلُوْكِيْنَ يُكَذِّبُوْنَنِيْ، وَيَخُوْنُوْنَنِيْ، وَيَعْصُوْنَنِيْ، وَأَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ

وَكَذَّبُوْكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ؛ [فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ] بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ» فَتَنَحَّى الرَّجُلُ، وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِيْ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللّٰهِ: (وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ)» فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَجِدُ لِيْ وَلِهٰؤُلاَءِ خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَزْوَانَ، وَقَدْ رَوٰى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَزْوَانَ هٰذَا الْحَدِيْثَ.

১২১১। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বলেন ঃ এক ব্যক্তি এসে রসূল (সা) এর সামনে বসলো। তারপর বললো ঃ আমার দাসদাসীরা আমার সর্ম্পকে মিথ্যা অপবাদ রটায়। আমার আমানতের খেয়ানত করে। আমার হুকুম অমান্য করে, আর আমি, তাদেরকে গালি দেই ও পিটাই। আমার এ কাজ কেমন? রসুল (সা) বললেন ঃ কেয়ামতের দিন ওদের খেয়ানত, হুকুমের অবাধ্যতা, মিথ্যা রটনা, এবং তাদেরকে দেওয়া তোমার শাস্তির হিসাব নেয়া হবে। তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমান হয়, তাহলে পরিশোধ হয়ে যাবে। তাদের কাছেও তোমার কিছু পাওনা থাকবে না, তোমার কাছেও তাদের কোন পাওনা থাকবে না। আর যদি শাস্তি তাদের অপরাধের চেয়ে বেশী হয় তাহলে তোমার কাছ থেকে তাদের বাড়তি পাওনা আদায় করা হবে। এ কথা শুনে লোকটা একদিকে সরে গেল এবং কাঁদতে লাগলো। রসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি এ আয়াত পড়নি? “কেয়ামতের দিন ইনসাফ কায়েম করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কারো ওপর বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। একটা তিল পরিমাণও কিছু থাকলে আমি তা উপস্থিত করবো। হিসাবকারী হিসাবে আমি যথেষ্ট।” লোকটা বললো ঃ হে রসূল, আমি আমার ও এই দাসদাসীদের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছেদের চেয়ে উত্তম কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি ঃ ওরা স্বাধীন। (আহমাদ ও তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

## تَرْغِيْبُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُوْرِ فِيْ اِتِّخَاذِ وَزِيْرٍ صَالِحٍ، وَبِطَانَةٍ حَسَنَةٍ

## সৎ কর্মচারী নিয়োগের জন্য শাসকদের প্রতি নির্দেশ

١٢١٢- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ [بِطَانَتَانِ]: بِطَانَةٌ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

১২১২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবী ও তাদের প্রত্যেক উত্তরাধিকারী (খলীফা) যে সব কর্মচারী নিয়োগ করতেন, তা দু'রকমরে হতো ঃ সৎকাজের উপদেশ ও উৎসাহ দানকারী, অসৎকাজের উপদেশ ও উৎসাহ দানকারী। আর আল্লাহ যাকে রক্ষা করতেন, সেই নিরাপদে থাকতো। অর্থাৎ সৎপথে থাকতো। (বুখারী)

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

## মিথ্যা সাক্ষ্য দানের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

١٢١٣- عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ - ثَلَاثًا- اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ»، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২১৩। হযরত আবু বকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রসূল (সা) এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন ঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ কী কী, তা কি তোমাদেরকে জানাবো? আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা এবং মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। সোজা হয়ে বসে শেষের কথাটা এতবার বলতে লাগলেন যে, আমরা মনে মনে বলছিলাম, আহা, এখন যদি চুপ করতেন! (বুখারী, মুসলিশ, তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

# كِتَابُ الْحُدُوْدِ وَغَيْرِهَا

# হুদুদ (দণ্ডবিধি) সংক্রান্ত অধ্যায়

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالتَّرْهِيْبُ مِنْ تَرْكِهِمَا، وَالْمُدَاهَنَةِ فِيْهِمَا

## সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে উৎসাহ প্রদান

١٢١٤- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالنَّسَائِيُّ، وَلَفْظُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ ».

১২১৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় দেখবে, তা যেন সে শক্তি দিয়ে প্রতিহত করে। তা যদি করতে না পারে, তবে যেন মুখ দিয়ে প্রতিহত করে। তাও যদি না পারে, তবে যেন মন দিয়ে প্রতিহত করে। আর এটা হলো, ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ মন দিয়ে প্রতিহত করার অর্থ সম্ভবত চারটি উপায় অবলম্বন করা ঃ ১) অন্যায় কাজটার প্রতি ঘৃণা বজায় রাখা। ২) আল্লাহর কাছে তা নির্মূলের জন্য দোয়া করতে থাকা এবং ৩) কার্যকর প্রতিরোধ গড়ার পরিকল্পনা ও কৌশল উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করা। (৪) অপরাধীর প্রতি মমতাও সনানুভুতি প্রকাশের মাধ্যমে তার হৃদয় জয় করা।

www.nagorikpathagar.org

١٢١٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ أَمِيْرٍ جَائِرٍ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ

১২১৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম জেহাদ হলো অত্যাচারী বাদশাহ বা শাসকের সামনে সত্য কথা বলা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

١٢١٦- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَثَلُ الْقَائِمِ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ، وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ إِسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوْا : لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلٰى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا جَمِيْعًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২১৬। হযরত নুমান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জনকারী ও ওগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তিদের উদাহরণ সেই জনগোষ্ঠীর মত, যারা একটা সামুদ্রিক জাহাজে করে কোথাও সফরে চলেছে। তাদের একাংশ উপর তলায় ও একাংশ নীচ তলায় বসেছে। নীচের তলার লোকগুলোকে খাবার পানির জন্য বার বার উপর তলার লোকদের ভীড় ঠেলে যেতে হয়। তাই তারা ভাবলো, আমরা যদি আমাদের অংশে জাহাজের তলা ছিদ্র করে নেই, তাহলে উপর তলায় গিয়ে লোকদেরকে কষ্ট দেয়ার কোন দরকার হয় না। তাদেরকে জাহাজের তলা ছিদ্র করার সংকল্প পূরণ করতে দিলে সবাই ডুবে মরবে। আর যদি তাদের হাত ধরে বসা যায় এবং বন্ধ করা যায়, তাহলে সবাই বেচেঁ যাবে। (বুখারী ও তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

١٢١٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

১২১৭। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব। (মুসলিম)

١٢١٨- وَعَنْ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَابْنُ مَاجَه، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ، ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى أَنْ يُغَيِّرُوْا، ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْا إِلاَّ يُوْشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ ».

১২১৮। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেছেন ঃ হে জনমণ্ডলী, তোমরা সূরা মায়েদার ১০৫ আয়াতে পড়ে থাক হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেদেরকে সুপথে রাখ, তোমরা সুপথে থাকলে যে বিপথগামী হবে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

"আর আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, লোকেরা যখন কোন অত্যাচারীকে দেখেও তার হাত না ধরে, (অর্থাৎ তাকে প্রতিহত না করে) আল্লাহ্ তাদের সকলকে (অত্যাচারী ও অত্যাচারিত) অচিরেই সর্বব্যাপী শাস্তি প্রদান করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, নাসায়ী ও ইবনে হাব্বান)

নাসায়ীর ভাষা হলো ঃ লোকেরা যখন কোন অন্যায় কাজ হতে দেখে, এবং তা প্রতহিত করে না, আল্লাহ্ তাদের সকলকে আযাবে আক্রান্ত করবেন।

আবু দাউদের ভাষা হলো ঃ কোন জনগোষ্ঠীর ভেতরে যদি আল্লাহর নাফরমানী চলতে থাকে এবং ঐ জনগোষ্ঠী তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও করে না, আল্লাহ্ অচিরেই তাদের ওপর সর্বাত্মক আযাব নাযিল করবেন।

١٢١٩- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ فَلاَ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ، وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوْهُ فَلاَ يَغْفِرَ لَكُمْ، إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ لاَ يَدْفَعُ رِزْقًا، وَلاَ يُقَرِّبُ أَجَلاً، وَإِنَّ الْأَحْبَارَ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالرُّهْبَانَ مِنَ النَّصَارٰى لَمَّا تَرَكُوا الأَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، لَعَنَهُمُ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِمْ، ثُمَّ عَمُّوْا بِالْبَلاَءِ » رَوَاهُ الأَصْبَهَانِىُّ.

১২১৯। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে জনমণ্ডলী, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ কর। নচেত তোমরা আল্লাহর কছে যে দোয়া করবে তা আল্লাহ্ কবুল করবেন না, তার কাছে তোমরা মাফ চাইবে, কিন্তু আল্লাহ্ মাফ করবেন না। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করলে জীবিকা বন্ধ হয় না এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হয় না। ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমগণ যখন সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কাজ বর্জন করেছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর তাদের নবীদের মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করেছিলেন। অতপর তাদের ওপর সর্বাত্মক মুসিবত নাযিল করেছিলেন। (ইসবাহানী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْرُوْفٍ، وَيَنْهٰى عَنْ مُنْكَرٍ وَيُخَالِفُ قَوْلُهُ فِعْلَهُ

## সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজ নিষেধ করা সত্ত্বেও নিজে তদনুসারে কাজ না করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٢٢٠- وَعَنْ أَبِيْ تَمِيْمَةَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَزْدِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَثَلُ الَّذِيْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسٰى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ » اَلْحَدِيْثُ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

১২২০। হযরত আবু তামীমা কর্তৃক ছাহাবী জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আলআযদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে সততার শিক্ষা দেয় এবং নিজের কথা ভুলে যায়। সে হচ্ছে মোমবাতির মত, যা মানুষকে আলো দেয়, কিন্তু নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়। (তাবরানী)

١٢٢١- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُوْنُ مُؤْمِنًا حَتّٰى يَكُوْنَ قَلْبُهُ مَعَ لِسَانِهِ سَوَاءً، وَيَكُوْنَ لِسَانُهُ مَعَ قَلْبِهِ سَوَاءً، وَلَا يُخَالِفُ قَوْلُهُ عَمَلَهُ وَيَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ.

১২২১। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষন তার মন মুখের সমান না হবে, মুখ মনের সমান না হবে, তার কথা ও কাজ পরস্পর বিরোধী হবে না এবং তার প্রতিবেশী তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ হবে না। (ইসবাহানী)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ سِتْرِ الْمُسْلِمِ وَالتَّرْهِيْبُ مِنْ هَتْكِهِ، وَتَتَبُّعِ عَوْرَتِهِ

## মুসলমানের দোষ গোপন করার ফযীলত

١٢٢٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ حَتّٰى يَفْضَحَهُ بِهَا فِىْ بَيْتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১২২২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাই-এর গোপনীয় ব্যাপার ঢেকে রাখে, আল্লাহ তার গোপনীয় ব্যাপার কেয়ামতের দিন ঢেকে রাখেবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাই-এর গোপনীয় ব্যাপার ফাঁস করে দেবে, আল্লাহ তার গোপনীয় ব্যাপার ফাঁস করে দিয়ে তার বাড়ীতেই তাকে অপদস্থ করবেন। (ইবনে মাজাহ)

# اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ مُوَاقَعَةِ الْحُدُوْدِ، وَانْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ

## আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলোতে লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٢٢٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللّٰهِ: أَنْ يَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

১২২৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা অভিমান করেন। আল্লাহ যে কাজ নিষিদ্ধ করেছেন, মুমিন যখন সে কাজ করে, তখনই তিনি অভিমান করেন।

١٢٢٤- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : «اَلطَّابِعُ مُعَلَّقَةٌ بِعَرْشِ اللّٰهِ

www.nagorikpathagar.org

عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا انْتُهِكَتِ الْحُرْمَةُ، وَعُمِلَ بِالْمَعَاصِي، وَاجْتُرِئَ، عَلَى اللّٰهِ، بَعَثَ اللّٰهُ الطَّابِعَ، فَيَطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ، فَلاَ يَعْقِلُ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْئًا» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

১২২৪। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সিল আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত থাকে। যখন তার নিষিদ্ধ কাজ করা হয়, যখন গুনাহর কাজ করা হয় এবং যখন আল্লাহর সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা হয়, তখন আল্লাহ সিল পাঠিয়ে দেন এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীর অন্তরে সিল মেরে দেন। এরপর সে আর কিছু বুঝতে পারে না। (বাযযার ও বাইহাকী)

## اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ
## وَالتَّرْهِيْبُ مِنَ الْمُدَاهَنَةِ فِيْهَا

## ইসলামের দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়নে শৈথিল্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٢٢٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِى الأَرْضِ بِحَقِّهِ أَزْكٰى فِيْهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَهُوَ غَرِيْبٌ بِهٰذَا اللَّفْظِ.

১২২৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের শাসনকালে একদিন ষাট বছরের এবাদাতের চেয়েও উত্তম। আর পৃথিবীতে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিগুলোর যে কোন একটা শাস্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা চল্লিশ বছর বৃষ্টি বর্ষণের চেয়েও বেশী উৎপাদন বর্ধক। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

١٢٢٦- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِيْ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ، وَلاَ تَأْخُذْ كُمْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

১২২৬। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ আত্মীয় ও অনাত্মীয় নির্বিশেষে সবার ওপর আল্লাহর দণ্ডবিধি বাস্তবায়িত কর। আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করো না। (ইবনে মাজাহ)

١٢٢٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ، فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثُمَّ قَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَاأُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

১২২৭। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ বনু মাখযুম গোত্রের যে মহিলাটা চুরি করেছিল, তার ব্যাপারে কুরাইশ নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তারা বললো ঃ ঐ মহিলার ব্যাপারে (অর্থাৎ হাতকাটার শাস্তি মওকুফ করার ব্যাপারে রসূল (সা)-এর সাথে কে কথা বলবে? কিছুক্ষণ পর তারা আবার বললো ঃ রসূলুল্লাহর (সা) একান্ত প্রিয় উসামা বিন যায়দ ছাড়া আর কেইবা এতটা সাহস করবে? অবশেষে উসামা যখন রসূল (সা) এর সাথে কথা বললেন, (সুপারিশ করলেন) তখন রসূল (সা) বললেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

হে উসামা, আল্লাহর ধার্যকৃত একটা শাস্তির ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করতে এসেছ? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত, আর দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্ত দিত। আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদের (সা) মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ

## মদ্যপানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٢٢٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ.

১২২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যভিচারী ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করেনা, কোন চোর ঈমানদার অবস্থায় চুরি করে না এবং কোন মদখোর ঈমানদার অবস্থায় মদ পান করে না। (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

١٢٢٩- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً : « عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِىَ لَهَا، وَالْمُشْتَرِى لَهُ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

www.nagorikpathagar.org

১২২৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) মদের সাথে জড়িত থাকার কারণে দশজনকে অভিসম্পাত করেছেন। মদ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ফলের রস নিস্বারণকারী, রসকে প্রক্রিয়াজাত করে মদ উৎপাদনকারী, পানকারী, বহনকারী, যার কাছে তা নেয়া হয়, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, যার জন্য বা যার আদেশে ক্রয় করা হয় এবং যে তার মূল্য ভোগ করে। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

١٢٣٠- وَرُوِىَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِىْ خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ» قِيْلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيْقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ، وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ، أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১২৩০। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমরা উম্মাতের মধ্যে যখন পনেরোটা দুষ্কর্ম দেখা দেবে, তখন তাদের ওপর মুসিবত আসবে। জিজ্ঞেস করা হলো সেগুলো কী কী? তিনি বললেন ঃ জাতীয় সম্পদকে যখন ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, আমানতকে যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মত গ্রহণ করা হবে, যাকাতকে যখন জরিমানার মত মনে করা হবে, পুরুষ যখন স্ত্রীর আনুগত্য করবে, এবং মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধু অনুগত ও পিতার অবাধ্য হবে, মসজিদগুলোতে হৈ চৈ হবে, গোত্রের নেতা হবে তাদের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি, মানুষকে সম্মান করা হবে কেবল তার যুলুমের ভয়ে, মদ পান করা হবে, রেশম পরা হবে, গায়িকা পোষণ ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে, এবং উম্মাতের পরবর্তী লোকেরা-পূর্ববর্তীদেরকে অভিসম্পাত

www.nagorikpathagar.org

করবে। যখন এ সব ঘটবে তখন তোমরা লাল বাতাস, অথবা ভূমিধ্বস ও দৈহিক বিকৃতি অপেক্ষা করবে। (তিরমিযী) ব্যাখ্যা ঃ লালবাতাস দ্বারা আগুনে বাতাস, এবং দৈহিক বিকৃতি দ্বারা পুরুষের নারী ও নারীর পুরুষ হওয়া বা অনুরূপ কোন অস্বাভাবিক দৈহিক বিকৃতি বুঝানো হয়েছে।

١٢٣١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ : أَيْ رَبِّ أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟ قَالَ : إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ، قَالُوْا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ، قَالَ اللّٰهُ لِلْمَلاَئِكَةِ : هَلُمُّوْا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلاَنِ؟ قَالُوْا : رَبَّنَا هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ، قَالَ : فَاهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ، فَتَمَثَّلَتْ لَهُمَا الزُّهْرَةُ اِمْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَاهَا، فَسَأَلاَهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ : لاَ وَاللّٰهِ حَتّٰى تَتَكَلَّمَا بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاكِ، قَالاَ: وَاللّٰهِ لاَ نُشْرِكُ بِاللّٰهِ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِمَا وَمَعَهَا صَبِيٌّ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلاَهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ : لاَ وَاللّٰهِ حَتّٰى تَقْتُلاَ هٰذَا الصَّبِيَّ، فَقَالاَ : [لاَ] وَاللّٰهِ لاَ نَقْتُلُهُ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحٍ مِنْ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلاَهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ : لاَ وَاللّٰهِ حَتّٰى تَشْرَبَا هٰذِهِ الْخَمْرَ، فَشَرِبَا، فَسَكِرَا، فَوَقَعَا عَلَيْهَا، وَقَتَلاَ الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللّٰهِ مَاتَرَكْتُمَا مِنْ شَيْءٍ أَبَيْتُمَاهُ عَلَيَّ إِلاَّ فَعَلْتُمَاهُ حِيْنَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرَا عِنْدَ ذٰلِكَ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حَبَّانَ.

www.nagorikpathagar.org

১২৩১। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন আদম (আ) কে পৃথিবীতে নামানো হলো, তখন ফেরেশতারা বললো ঃ হে আল্লাহ, আপনি পৃথিবীতে এমন সৃষ্টি পাঠাচ্ছেন যারা সেখানে অরাজকতা ছড়াবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা ও গুণগান করছি। আল্লাহ বললেনঃ আমি যা জানি, তোমরা তা জান না। ফেরেশতারা বললো ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আদমের সন্তানদের চেয়ে আপনার বেশী অনুগত। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ফেরেশতাকে নিয়ে এসো, দেখবো তারা কিভাবে কাজ করে। তারা বললো ঃ হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়কে পাঠানো হোক। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা উভয়ে পৃথিবীতে নেমে যাও। পৃথিবীতে আসার পর যোহরা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী মহিলা তাদের সামনে দেখা দিল। তারা উভয়ে তার কাছে এল এবং উভয়ে তাকে চাইল। মহিলা বললোঃ যতক্ষণ তোমরা আল্লাহর সাথে শেরক না করবে ততক্ষণ আমাকে পাবেনা। ফেরেশতাদ্বয় বললো ঃ আমরা আল্লাহর সাথে কখনো শেরক করবো না। তখন মহিলা তাদের কাছ থেকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা শিশুকে কোলে নিয়ে সে তাদের কাছে ফিরে এল এবং তারা মহিলাকে চাইল। মহিলা বললো ঃ এই শিশুকে হত্যা না করা পর্যন্ত তোমরা আমাকে পাবে না। ফেরেশতাদ্বয় বললো ঃ আল্লাহর কসম আমরা কখনো ওকে হত্যা করবো না। মহিলা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা পাত্রভর্তি মদ নিয়ে ফিরে এল। এবার ফেরেশতাদ্বয় পুনরায় মহিলাকে চাইল। সে বললো ঃ এই মদ না খাওয়া পর্যন্ত তোমরা আমাকে পাবেনা। তখন তারা উভয়ে মদ পান করলো, তারপর মাতাল হলো, তার সাথে ব্যভিচার করলো এবং শিশুটাকে হত্যা করলো। যখন তাদের হুঁশ ফিরে এল, তখন মহিলা বললো ঃ তোমরা যা যা করতে অস্বীকার করেছিলে, মাতাল হওয়ার পর তার কোনটাই বাদ রাখনি। (শেরক ব্যতীত) তখন তাদেরকে বলা হলো ঃ আখেরাতের আযাব ও দুনিয়ার আযাব এই দুটোর যে কোন একটা বেছে নাও। তারা দুনিয়ার আযাব বেছে নিল। (আহমাদ ও ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الزِّنَا، سِيَّمَا بِحَلِيْلَةِ الْجَارِ وَالْمُغِيْبَةِ وَالتَّرْغِيْبُ فِيْ حِفْظِ الْفَرْجِ

## ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিণাম

١٢٣٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلاَّ فِيْ إِحْدٰى ثَلاَثٍ : زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ اَوْيُصْلَبُ أَوْ يُنْفٰى مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ.

১২৩২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল এরূপ সাক্ষ্যদানকারী কোন মুসলমানকে কেবল তিন অবস্থায় ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয় ঃ প্রথমতঃ বিয়ে করার পর ব্যভিচারকারী। এ ক্ষেত্রে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করা হবে, শূলে চড়ানো হবে অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করে। এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। (আবুদাউদ ও নাসায়ী)

١٢٣٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلزِّنَا يُوْرِثُ الْفَقْرَ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، وَفِىْ إِسْنَادِهِ الْمَاضِى ابْنِ مُحَمَّدٍ.

১২৩৩। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেন ঃ ব্যভিচার দারিদ্র আনে। (বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

١٢٣٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ، فَكَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ قَالَ : مَنْ زَنٰى أَوْشَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْهُ الْإِيْمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيْصَ مِنْ رَّأْسِهِ ».

১২৩৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন ব্যভিচার করে, তখন তার ভেতর থেকে ঈমান বেরিয়ে যায়। তার ওপরে একটা শামিয়ানার মত ঝুলে থাকে। অতপর যখন সে তওবা করে, তখন তা তার কাছে ফিরে আসে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, বাইহাকী ও হাকেম)

١٢٣٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ : «سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْلَمْ أَسْمَعْهُ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، وَكَانَ لاَ يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَأَعْطَاهَا سِتِّيْنَ دِيْنَارًا عَلٰى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَّا أَرَادَهَا عَلٰى نَفْسِهَا ارْتَعَدَتْ، وَبَكَتْ، فَقَالَ : مَايُبْكِيْكِ؟ قَالَتْ: لأَنَّ هٰذَا عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ، وَمَا حَمَلَنِيْ عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ، فَقَالَ : تَفْعَلِيْنَ أَنْتِ هٰذَا مِنْ مَخَافَةِ اللّٰهِ؟ فَأَنَا أَحْرٰى، اِذْهَبِيْ فَلَكِ مَا أَعْطَيْتُكِ، وَوَاللّٰهِ لاَ أَعْصِيْهِ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوْبًا عَلٰى بَابِهِ : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ

www.nagorikpathagar.org

لِلْكِفْلِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذٰلِكَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১২৩৫। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সা) এর কাছ থেকে এ হাদীসটা সাতবারেরও বেশী শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ কিফল নামক এক ব্যক্তি বনী ঈসরাইলে ছিল। সে কোন পাপ কাজ থেকেই বিরত থাকতো না। তারা কাছে এক মহিলা এলে তাকে সে ষাট দীনার দিয়ে তার সাথে ব্যভিচার করতে চাইল। যখন সে ব্যভিচার করতে উদ্যত হয়েছে, অমনি মহিলা ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং কেঁদে দিল। কিফল বললো ঃ তুমি কাঁদছো কেন? সে বললো ঃ আমি এমন কাজ আর কখনো করিনি এবং অভাবের কারণে ছাড়া আমি এতে সম্মত হইনি। কিফল বললো ঃ তুমি কি শুধু আল্লাহর ভয়ে এমন করছো? আল্লাহর ভয় তো আমার আরো বেশী করা উচিত। তুমি চলে যাও। তোমাকে আমি যা দিয়েছি ওটাও তোমার। আল্লাহর কসম, এরপর থেকে আমি আর কখনো আল্লাহর নাফরমানী করবো না। সেই রাতেই কিফল মারা গেল। সকালে দেখা গেল তার দরজার ওপর লেখা রয়েছে ঃ "আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" জনগণ তা দেখে অবাক হয়ে গেল। (তিরমিযী)

١٢٣٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ تَضَمَّنْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا.

১২৩৬। হযরত সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দুই গালের মাঝখানের জিনিসটা (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মাঝখানের জিনিসটার (লজ্জাস্থান) দায়িত্ব নেবে (অর্থাৎ এ দুটোর অপব্যবহার করবে না বলে নিশ্চয়তা দেবে) আমি তার জন্য বেহেশতের দায়িত্ব নিলাম। (বুখারী ও তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ اللِّوَاطِ

## وَإِتْيَانِ الْبَهِيْمَةِ، وَالْمَرْأَةِ فِيْ دُبُرِهَا سَوَاءً كَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَجْنَبِيَّةً

## সমকামের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٢٣٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللّٰهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوَاتِهِ، وَرَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلٰى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثًا، وَلَعَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيْهِ، قَالَ: مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ، مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتٰى شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، مَلْعُوْنٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، مَلْعُوْنٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُوْدَ الْأَرْضِ، مَلْعُوْنٌ مَنِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، إِلَّا مُحْرِزَ بْنَ هَارُوْنَ التَّيْمِيَّ، وَيُقَالُ فِيْهِ «مُحَرَّرٌ» بِالْإِهْمَالِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ هَارُوْنَ أَخِيْ مُحْرِزٍ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১২৩৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তার সাতটা সৃষ্টির ওপর সাত আকাশের ওপর থেকে অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। এদের একজনের ওপর তিনবার অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন এবং এদের প্রত্যেককে এমন অভিসম্পাত দিয়েছেন, যা তার জন্য যথেষ্ট ঃ যে ব্যক্তি হযরত লূত (আঃ) এর জাতির মধ্যে প্রচলিত অপকর্ম (সমকাম) করে তার ওপর অভিসম্পাত (তিনবার)। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্য যবাই করে তার ওপর অভিসম্পাত, যে ব্যক্তি পশুর সাথে সংগম করে তার ওপর অভিসম্পাত, যে ব্যক্তি কোন মহিলা ও তার মেয়েকে এক সাথে বিয়ে করে তার ওপর অভিসম্পাত, যে ব্যক্তি জমির সীমানা পরিবর্তন করে (অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী) লোকের জমি গ্রাস করে) তার ওপর অভিসম্পাত, এবং যে ব্যক্তি নিজের মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যকে নিজের মনিব বলে পরিচয় দেয় তার ওপর অভিসম্পাত। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

١٢٣٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُمَرَ وَهٰذَا قَدِ احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ : ثِقَةٌ يُنْكِرُ عَلَيْهِ حَدِيْثَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَعْنِيْ هٰذَا، اِنْتَهٰى.

وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُوْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ أَتٰى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ، وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ ».

১২৩৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সমকামে জড়িত দু'জনকেই হত্যা কর। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী) আবু দাউদের বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ " যে ব্যক্তি কোন পশুর সাথে সংগম করে। তাকে ও উক্ত পশুকে-উভয়কে হত্যা কর। "

দ্রষ্টব্য ঃ ইমাম বাগাওয়ী সমকামের শাস্তি প্রসংগে ইমামদের মধ্যে মতভেদের উল্লেখ করেছেন। প্রথম মত হলো ঃ সমকামের কর্তার শাস্তি ব্যভিচারে মতই। বিবাহিত হলে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। নচেত একশো বেত্রাঘাত। আর যার সাথে সমকাম করা হয়, সে নারী বা পুরুষ এবং বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক, তার শাস্তি একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।
দ্বিতীয় মতে, সর্বাবস্থায় উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।
তৃতীয় মতে, উভয়কে হত্যা করা হবে।
চতুর্থ মত ঃ হযরত আবু বকর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের শাসনামলে সমকামীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

প্রথম মতটা সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, আতা ইবনে আবি রাবাহ, সাওরী, আওযায়ী, শাফেয়ী, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের। দ্বিতীয় মত সাঈদ ইবনে জুবাইর, শাযবী, যুহারী, মালেক ও আহমাদ প্রমুখের। তৃতীয় মতটাও ইমাম শাফেয়ীর।

www.nagorikpathagar.org

# اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِا لْحَقِّ

## অন্যায় ভাবে মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٢٣٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

১২৩৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ একজন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডের চেয়ে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অধিক হালকা ব্যাপার। (মুসলিম নাসায়ী তিরমিযী)

١٢٤٠- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِىَ اللّٰهَ مَكْتُوْبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالأَصْبَهَانِيُّ، وَزَادَ :قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : هُوَ أَنْ يَقُوْلَ : « أُقْ » يَعْنِىْ لاَ يُتِمُّ كَلِمَةَ اُقْتُلْ.

১২৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটা অসম্পূর্ণ শব্দ দ্বারা কোন মুসলমানকে হত্যায় সাহায্য করেছে, সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার দু' চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে ঃ "আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।" (ইবনে মাজাহ, ইসবাহানী)

ইসবাহানীর বর্ণনায় "অসম্পূর্ণ শব্দের" উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ যেমন সে বললো ঃ "খু" অর্থাৎ "উক্তুল" শব্দটার অর্ধেক বললো যার অর্থ হলো ঃ "হত্যা কর"। যে কোন ধরনের সাংকেতিক শব্দ বা ইংগিত ও এর আওতায় আসবে।-( অনুবাদক)

١٢٤١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ

www.nagorikpathagar.org

أَرْبَعِيْنَ عَامًا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ»

১২৪১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, সে বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে বেহেশতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। (বুখারী, নাসায়ী)

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ

## আত্মহত্যার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٢٤٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ، فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِتَقْدِيْمٍ وَتَأْخِيْرٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَلِأَبِيْ دَاوُدَ : «وَمَنْ حَسَا سَمًّا فَسَمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ».

১২৪২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাপ দিয়ে পড়ে নিজেকে হত্যা করে, সে জাহান্নামেও চিরদিন ঝাপ দিয়ে পড়বে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে নিজেকে হত্যা করে, সে জাহান্নামেও চিরদিন বিষ খাবে। যে ব্যক্তি কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে নিজেকে আঘাত করে হত্যা করে, সে জাহান্নামে চিরদিন নিজেকে আঘাত করবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও আবু দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ أَنْ يَحْضُرَ الْإِنْسَانُ قَتْلَ إِنْسَانٍ ظُلْمًا أَوْضَرْبَهُ

وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

## অন্যায় ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা অথবা মারার সময় উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٢٤٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيْهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلٰى مَنْ حَضَرَ حِيْنَ لَمْ يَدْفَعُوْا عَنْهُ، وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيْهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلٰى مَنْ حَضَرَهُ حِيْنَ لَمْ يَدْفَعُوْا عَنْهُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১২৪৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে স্থানে কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় সেখানে তোমাদের কেউ যেন কোন অবস্থাতেই উপস্থিত না থাকে। কেননা যারা উপস্থিত থেকেও প্রতিরোধ করে না, তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসে। যে স্থানে কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা হয়, সেখানেও তোমাদের কেউ যে না থাকে। কেননা যারা উপস্থিত থেকেও প্রতিরোধ করেনা তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ নামতে পারে। (তাবরানী, বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ، وَالْجَانِىْ، وَالظَّالِمِ وَالتَّرْهِيْبُ مِنْ إِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ بِالْمُسْلِمِ

## হত্যাকারী, অপরাধী ও অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে উৎসাহ প্রদান

١٢٤٤- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِىْ جَسَدِهِ جِرَاحَةً، فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

১২৪৪। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শরীরে আঘাত পায় অতঃপর (আঘাতকারীকে) ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার ক্ষমার অনুপাতে তাকেও ক্ষমা করবেন। (আহমাদ)

١٢٤٥- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أَدُلُّكَ عَلٰى أَكْرَمِ أَخْلاَقِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِىَ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْهُ.

১২৪৫। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাতের শ্রেষ্ঠ সদগুণ কী তোমাকে বলবো? যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তার সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করবে, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে তুমি দান করবে এবং যে তোমার ওপর যুলুম করে তাকে তুমি ক্ষমা করবে। (তাবরানী)

١٢٤٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا : أَنَّهَا سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ، فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُسَبِّخِىْ عَنْهُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَمَعْنٰى « لاَ

www.nagorikpathagar.org

تُسَبِّخِيْ عَنْهُ» : أَيْ لا تُخَفِّفِيْ عَنْهُ الْعُقُوْبَةَ، وَتَنْقُصِيْ أَجْرَكَ فِى الْآخِرَةِ بِدُعَائِكَ عَلَيْهِ.

১২৪৬। হযরত আয়েশা বলেন ঃ একবার তার একটা জিনিস চুরি হয়ে গেল। যে চুরি করেছে, তার বিরুদ্ধে তিনি বদদোয়া করা শুরু করলেন। রসূল (সা) তাকে বললেন ঃ বদদোয়া করে তার আযাব ও নিজের আখেরাতের সওয়াব কমিও না। (আবু দাউদ)

١٢٤٧- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ، فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيَكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَمَكْحُوْلٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلَةَ.

১২৪৭। হযরত ওয়াছেলা 'ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমার ভাই-এর বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না। তাহলে আল্লাহ তার ওপর অনুগ্রহ করবেন এবং তোমাকে বিপদে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী)

١٢٤٨- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ » قَالَ أَحْمَدُ : قَالُوْا مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، خَالِدُبْنُ مَعْدَانَ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

১২৪৮। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে তার কৃত এমন কোন গুনাহর জন্য অপমানিত করবে, যা থেকে সে তওবা করেছে, সে ঐ গুনাহ না করা পর্যন্ত মরবে না। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

## اَلتَّرْهِيْبُ مِنِ ارْتِكَابِ الصَّغَائِرِ وَالْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْإِصْرَارِ عَلٰى شَئٍ مِنْهَا

## ছোট খাট (সগীরা) গুনাহ্ থেকে হুঁশিয়ারী

١٢٤٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا بَطْنَ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ، حَتّٰى حَمَلُوْا مَا أَنْضَجُوْا بِهِ خُبْزَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ مَتٰى يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرُوَاتُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِى الصَّحِيْحِ.

১২৪৯। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ছোট খাট গুনাহ্ থেকে তোমরা সাবধান থাক। ছোটখাট গুনাহ্র উদাহরণ হলো, যেন একদল লোক একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে যাত্রাবিরতি করলো। এরপর এক একজন এক একটা ছোট ছোট কাঠ কুড়িয়ে আনলো। শেষ পর্যন্ত তা একটা স্তূপে পরিণত হলো এবং তা দিয়ে তাদের খাবার জিনিস রান্না করা হয়ে গেল। মনে রেখ, ছোট খাট গুনাহ্ একত্রিত হয়ে তার কর্তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

١٢٥٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِىْ أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ، يَعْنِى الْمُهْلِكَاتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

১২৫০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা আজকাল এমন অনেক কাজ কর, যা তোমাদের চোখে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম। অথচ ওগুলোকে আমরা রসূল (সা)-এর আমলে ধ্বংসকারী (করবীরা গুনাহ) মনে করতাম। (বুখারী, আহমামদ)

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

www.nagorikpathagar.org

হাসনা পাবলিকেশন
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০